	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)..	২৪৯	১২
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)..	২৫০	৩০
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)..	২৫২	৬১
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)..	২৫৩	৭৭
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)..	২৫৪	৯৪
আচার্য্যের উপদেশ	২৫৮	১৪৯
আত্ম-চিন্তা	২৫২	৫২
আয় ব্যয় বিবরণ	২৫০	৩২
আয় ব্যয় বিবরণ	২৫১	৪৮
আয় ব্যয় বিবরণ	২৫৩	৮০
আয় ব্যয় বিবরণ	২৫৭	১৪৭
আয় ব্যয় বিবরণ	২৫৮	১৬৮
আয় ব্যয় বিবরণ	২৬০	২০০
ইজিপ্‌টীয় মত	২৫৮	১৫৭
ইজিপ্‌টীয় মত	২৫৯	১৮০
ইজিপ্‌টীয় মত	২৬০	১৯১
ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ	২৫৬	১১৩
উপাসনা	২৫৩	৬৬
উপাসনা	২৫৪	৮২
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৫৩	৬৫
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৫৪	৮৭
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৫৫	৯৭
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা..	২৫২	৬০
গ্রীষ্ম-চিন্তা	২৫১	৩৬
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৫৮	১৫১
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৬০	১৮৬
ডুইডমত	২৫৬	১১৫
থিয়োডোর পার্কারের পত্র	২৫৬	১১৫
থিয়োডোর পার্কারের পত্র	২৫৭	১৩২
থিয়োডোর পার্কারের পত্র	২৫৮	১৫৪
থিয়োডোর পার্কারের পত্র	২৬০	১৮৯
ধর্ম্ম বিষয়ের অবতারের প্রতিবাদ ইংরাজিতে	২৫৭	১৪২
ধৈর্য্য	২৫৬	১২৩
নববর্ষের স্তোত্র	২৪৯	১
নিশীথ সময়ে সাগরবক্ষে ব্রাহ্মের স্তোত্র	২৫০	১৭
নিববাধই চতুর্দ্দশ সাম্বৎসবিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	২৫৫	১০০
নূতন পুস্তক প্রাপ্তি	২৫৪	৯৫
নূতন পুস্তক প্রাপ্তি	২৫৯	১৮৪
পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২৫৯	১৬৯
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৬০	১৯২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার	২৫০	১৮
ব্রাহ্ম বিবাহ	২৫০	২৬
ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা..	২৫০	২৭
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২৫১	৩৩
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২৫২	৪৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের পোষকতা ইংরাজিতে	২৫৮	১৫২
বিপদ্‌ কালে ব্রহ্ম স্তোত্র	২৫৪	৮১
বিক্রেয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন	২৬০	২০২
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ১ সংখ্যা	২৫৫	১০৯
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ২ সংখ্যা	২৫৬	১২৮
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৩ সংখ্যা	২৫৭	১৩৭
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৪ সংখ্যা	২৫৮	১৫৯
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ৫ সংখ্যা	২৬০	১৯৪
মনোবিজ্ঞান (উপক্রমণিকা)	২৪৯	৩
মনোবিজ্ঞান	২৫০	২৩
মনোবিজ্ঞান	২৫১	৪২
মনোবিজ্ঞান	২৫২	৫৬
মনোবিজ্ঞান	২৫৩	৭৪
মনোবিজ্ঞান	২৫৪	৯০
মনুষ্যের আত্মাতে ঈশ্বরের আদেশ ইংরাজিতে	২৫৬	১২৭
মেদিনীপুরস্থ অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	২৪৯	৬
মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত-কালে ব্রহ্মোপাসনা	২৬০	১৮৫
মেদিনীপুর ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ	২৬০	১৯৯
রাজ-তরঙ্গিণী	২৫১	৪০
রাজ-তরঙ্গিণী	২৫৪	৯১
রাজ-তরঙ্গিণী	২৫৫	১০৩
রাজ-তরঙ্গিণী	২৫৬	১২৩
সংবাদ	২৪৯	১৩
সংবাদ	২৫০	৩১
সংবাদ	২৫১	৪৬
সংবাদ	২৫২	৬৩
সংবাদ	২৫৩	৭৮
স্যাক্‌সন্‌ মত	২৫৭	১২৯
স্ত্রীলোকের রচিত প্রার্থনা	২৫৯	১৮৩

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ৯ চৈত্র, মঙ্গলবার, সম্বৎ ১৯২১, কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প

তৃতীয় ভাগ

বৈশাখ ১৭৮৭ শক

২৬১ সংখ্যা — ৩৩ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্‌ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

শক্তিপুত্রঃ পরাশরঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৭৭৭

১ উপ্‌ প্র জিন্বন্নুশ্‌তীরু্‌শন্তং
পতিং ন নিত্যং জনয়ঃ সনীড়াঃ।
স্বসারঃ শ্যাবীমরুষীমজুষঞ্চিত্র-
মুচ্ছন্তীমুষসং ন গাবঃ।

১ ‘উশতীঃ’ উশত্যঃ কাময়মানাঃ ‘সনীড়াঃ’ নীড়ঃ নিবাসস্থানং সমাননিবাসস্থানাঃ একপাণ্যবস্থানাৎ ‘স্বসারঃ’ ইত্যঙ্গুলিনাম এবম্ভূতাঃ অঙ্গুলয়ঃ ‘উশন্তং’ কাময়মানং অগ্নিং ‘জনয়ঃ’ জায়াঃ ‘নিত্যং’ অসাধারণং ‘পতিং ন’ ভর্ত্তারমিব ‘উপপ্রজিন্বন্’ উপেত্য হবিঃপ্রদানাদিকর্ম্মণা প্রীণয়ন্তি প্রীণয়িত্বা চ ‘চিত্রং’ চায়নীযং পূজনীয়ং তং অগ্নিং অঞ্জলিবন্ধনেন ‘অজুষন্’ অসেবত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ‘শ্যাবীং’ শ্যাববর্ণাং রাত্রিসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণাং ততঃ ‘উচ্ছন্তীং’ সূর্য্যকিরণসম্বন্ধাৎ তমঃ বর্জ্জয়ন্তীং অতএব ‘অরুষীং’ আরোচমানাং যদ্বা শুভ্ররূপযুক্তাং ‘উষসং ন’ উষোদেবতামিব ‘গাবঃ’ রশ্ময়ঃ যথা সেবন্তে তদ্বৎ। যথা রশ্ময়ঃ উষসা নিত্যসম্বদ্ধাঃ এবং সর্ব্বেষু যজ্ঞেষ্বগ্নিপরিচরণেন অঙ্গুলযোনিত্যসম্বদ্ধাঃ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

১ ভার্য্যারা যেমন ভর্ত্তার প্রীতি সম্পাদন করে, সেই রূপ এক স্থানাবস্থিত স্পৃহাবিশিষ্ট অঙ্গুলি-সকল স্পৃহাবান্‌ পূজনীয় অগ্নির প্রীতি সম্পাদন করত, কিরণ-সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণা তিমির-নাশিনী দীপ্তিমতী উষাকে সেবা করে, সেই রূপ সেই অগ্নিকে সেবা করিয়া থাকে।

৭৭৮

২ বীড়ু চিদ্দৃঢা পিতরো ন
উক্থৈরদ্রিং রুজন্নঙ্গিরসো-
রবেণ। চক্রুর্দিবো বৃহতো গা-
তুমস্মে অহঃ স্বর্বিবিদুঃ কে-
তুমুস্রাঃ।

২ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘পিতরঃ’ অঙ্গিরসঃ এতৎসজ্ঞাঃ ঋষয়ঃ ‘উক্থৈঃ’ শস্ত্রৈরগ্নিং স্তুত্বা ‘বীড়ু চিদ্দৃঢা’ বীলুিতি বলনাম বলবন্তং দৃঢ়াঙ্গমপি ‘অদ্রিং’ অত্তারং পণিনামানমসুরং ‘রবেণ’ স্তুতিশব্দমাত্রেণৈব ‘রুজন্’ অভঞ্জন্ তৈস্তুতোঽগ্নিস্তমসুরং হতবানিত্যর্থঃ কিঞ্চ ‘বৃহতঃ’ মহতঃ ‘দিবঃ’ দ্যুলোকস্য ‘গাতুং’ মার্গং ‘অস্মে’ অস্মাকং ‘চক্রুঃ’ কৃতবন্তঃ আবরকস্যাসুরস্যাগ্নিনা হতত্বাৎ। মার্গং কৃত্বা চ ‘স্বঃ’ সুষ্ঠুবরণীয়মসুররাহিত্যেন সুখেন প্রাপ্যং ‘অহঃ’ দিবসং ‘বিবিদুঃ’ অজানন্ লব্ধবন্তোবা তথা ‘কেতুং’ অহ্নাং কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারমাদিত্যং ‘উস্রাঃ’ পণিনাপহৃতাঃ গাশ্চ বিবিদুরিত্যনুষঙ্গঃ।

২ আমাদের পিতৃগণ উক্থ শস্ত্রে অগ্নিকে স্তব করিয়া স্তুতি শব্দ দ্বারা বলবান্‌ ও দৃঢ়াঙ্গ হিংস্রককে নাশ করিয়াছিলেন ও আমাদের বৃহৎ দ্যুলোকের পথ

করিয়াছিলেন এবং সুপ্রাপ্য দিবস, সূর্য্য ও অপহৃত গো-সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭৭৯

৩ দধন্ন্ তং ধনয়ন্নস্য ধীতিমা-দিদর্য্যো দিধিষ্বো বিভৃত্রাঃ। অতৃষ্যন্তীরপসো যন্ত্যচ্ছা দেবাঞ্জন্ম প্রয়সা বর্ধয়ন্তীঃ।

৩ 'ঋতং' দেবযজনদেশং প্রাপ্তমগ্নিমঙ্গিরসোমহর্ষয়ঃ 'দধন্' গার্হপত্যাদিরূপেণাধারয়ন্ ধারয়িত্বা চ 'অস্য' অগ্নেঃ 'ধীতিং' কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং 'ধনয়ন্' ধনমকুর্ব্বন্ যথা পুরুষাঃ ধনং সম্পাদয়ন্তি তদ্বদগ্নিদৈবতং কর্ম্মাম্বতিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। 'আদিৎ' অংগিরসামনুষ্ঠানানন্তরমেব 'অর্য্যঃ' অর্য্যাধনস্য স্বামিন্যঃ 'দিধিস্বঃ' তেন ধনেন দিধিস্বোঽগ্নীনাং ধারণং কুর্ব্বত্যঃ কৃতাগ্ন্যাধানাইত্যর্থঃ। 'বিভৃত্রাঃ' আহিতানগ্নীনগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণি বিহরন্ত্যঃ 'অতৃষ্যন্তীঃ' বিষয়ান্তরতৃষ্ণারহিতাঃ অতএব 'অপসঃ' অপসা কর্ম্মণা যুক্তাঃ এবম্ভূতাযজমানলক্ষণাঃ প্রজাঃ 'প্রয়সা' হবির্লক্ষণেনান্নেন 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'জন্ম' জাতান্ মনুষ্যাংশ্চ 'বর্ধয়ন্তীঃ' বর্ধয়ন্ত্যঃ সত্যএনমগ্নিং 'অচ্ছা' আভিমুখ্যেন 'যন্তি' প্রাপ্নুবন্তি পরিচরন্তীতি যাবৎ।

৩ অঙ্গিরা ঋষিগণ দেব-যজন প্রদেশে সমাগত অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ধন সম্পত্তি সম্পাদনের ন্যায় ইঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই অগ্নিকে ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে ব্যবহার করত স্পৃহা শূন্য হইয়া ধন স্বামী প্রজারা হবিঃস্বরূপ অন্ন দ্বারা দেব ও মনুষ্যগণকে বর্দ্ধন করত এই অগ্নির পরিচারণা করেন।

৭৮০

৪ মথীদ্যদীং বিভৃতো মাতরিশ্বা গৃহে গৃহে শ্যেতো জেন্যো ভূৎ। আদীং রাজ্ঞে ন সহীয়সে সচা সন্না দূত্যং ভৃগবাণো বিবায়।

৪ 'মাতরিশ্বা' ব্যানবৃত্তিরূপেণাবস্থিতোমুখ্যঃ প্রাণঃ 'ঈং' এনমগ্নিং 'যৎ' যদা 'মথীৎ' অমথ্নাৎ। অগ্নের্ম্মথনস্য ব্যানবায়ুসাধ্যত্বং অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ সব্যান-ইত্যুপক্রম্য ছন্দোগৈরাম্নাতং অতোযান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মথনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষঃ আযমনং অপ্রাণন্ননপানংস্তানিন করোতীতি মন্ত্রান্তরঞ্চ ভবতি আন্যং দিবোমাতরিশ্বা জভারা মথ্নাদন্যং পরিশ্যেনো অদ্রেরিতি কীদৃশোমাতরিশ্বা 'বিভৃতঃ' প্রাণিষু প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্তিরূপেণ বিহৃতঃ বিভজ্য স্থিতঃ। তদপি প্রাণসম্বাদে তৈরেবাম্নাতং। তাম্বরিষ্ঠঃ প্রাণউবাচ মামোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্য এতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি মন্থনেনোৎপন্নোয়মগ্নিঃ 'শ্যেতঃ' শুভ্রবর্ণোভূত্বা 'গৃহে গৃহে' সর্ব্বস্মিন্ যজ্ঞগৃহে যদা 'জেন্যঃ' প্রাদুর্ভূতঃ 'ভূৎ'। যদ্বা রক্ষসাং জেন্যোজেতাভিভবিতা ভূৎ। তথাচ তৈত্তিরীয়কং দেবাসুরাঃ সংযত্তাআসন্ তে দেবাবিভ্যতোঽগ্নিং প্রাবিশন্ তস্মাদাহুরগ্নিঃ সর্ব্বাদেবতাইতি তেগ্নিমেব বরূথং কৃত্বাসুরানভ্যভবন্নিতি। ঐতরেয়িনোপ্যামনন্তি তে দেবাঃ প্রতিবুদ্ধ্যাগ্নিং পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনে পর্য্যোহং স্তেগ্নিনৈব পুরস্তাৎ প্রাতঃসবনে সুররক্ষাংস্যপঘ্নতেতি। 'আৎ' যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভাবানন্তরং 'ঈং' এনমগ্নিং 'ভৃগবাণঃ' ভৃগুঋষিঃ সইবাচরন্ যজমানঃ 'দূত্যং' দূতস্য কর্ম্ম 'আবিবায়' শাস্ত্রমর্য্যাদয়া প্রাপয়ামাস।। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'সচা সন্' সখাভবন্নন্যোরাজা 'মহীয়সে' অভিভবিত্রে প্রবলায় 'রাজ্ঞে ন' যথা রাজ্ঞে স্বপুরুষং দূতকর্ম্ম প্রাপয়তি তদ্বৎ।

৪ প্রাণাপানাদি রূপে অবস্থিত বায়ু যখন এই অগ্নিকে মন্থন করিয়াছিলেন, তখন ইনি শ্বেতবর্ণ হইয়া প্রত্যেক যজ্ঞ-গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর, দুর্ব্বল রাজা যেমন মিত্রতার নিমিত্ত জেতা রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন, সেই রূপ ভৃগুর ন্যায় আচরণশীল যজমান এই অগ্নিকে দৌত্য কর্ম্ম করাইয়াছিলেন।

৭৮১

৫ মহে যৎ পিত্রঈং রসং দিবে করবৎসরৎ পৃশন্যশ্চিকিত্বান্। সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বায়াং দেবো দুহিতরি ত্বিষিং ধাৎ। ১।৫।১৫।

৫ 'মহে' মহতে 'পিত্রে' পালয়িত্রে 'দিবে' দ্যোতমানায় দেবগণায় 'ঈং' ইমং 'রসং' পৃথিব্যাঃ সারভূতং হবিঃ 'যৎ' যদা যজমানঃ 'কা' করোতি তদানীং 'পৃশন্যঃ' স্পর্শনকুশলোরাক্ষসাদিঃ 'চিকিত্বান্' হবীংষি বহন্তং হে অগ্নে ত্বাং জানন্ 'অবৎসরৎ' ত্বদ্ভয়াৎ পলায়তে। 'অস্তা' ইষুক্ষেপণশীলোঽগ্নিঃ 'ধৃষতা' ধর্ষকেন ধনুষা 'অস্মৈ' পলায়মানায় রাক্ষসায় 'দিদ্যুং' দীপ্যমানং বাণং 'সৃজৎ' বিসৃজতি। 'দেবঃ' দীপ্যমানং উষঃকালং প্রাপ্তোঽগ্নিঃ 'স্বায়াং' স্বকীয়ায়াং 'দুহিতরি' দুহিতৃবৎ সমনন্তরভাবিন্যামুষসি 'ত্বিষিং' স্বকীয়াং দীপ্তিং 'ধাৎ' স্থাপয়তি। উষঃকালেহি সূর্য্যকিরণাঃ প্রাদুর্ভবন্তি। তৈঃ স্বকীয়ং প্রকাশমেকীকরোতি তথাচ তৈত্তিরীয়কং উদ্যন্তং বাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি তস্মাদ্ধূমএবাগ্নেঃ দিবা দদৃশইতি অতউষসি দীপ্তিং নিদধাতীত্যুচ্যতে ১।৫।১৫।

৫ যখন যজমান মহান্ ও পালয়িতা দেবগণকে এই রস দান করেন, তখন স্পর্শকুশল রাক্ষসাদি অবগত হইয়া পলায়ন করে। শরক্ষেপণশীল অগ্নি সেই পলায়মান রাক্ষসাদিকে জয়শীল ধনু দ্বারা দীপ্যমান বাণ নিক্ষেপ করেন। দীপ্যমান অগ্নি দুহিতৃ স্বরূপ উষাতে স্বীয় দীপ্তি সংস্থাপন করেন। ১।৫।১৫।

৭৮২

৬ স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি নমো বা দাশাদুশতো অনু দ্যূন্। বর্ধো অগ্নে বয়ো অস্য দ্বিবর্হা যাসদ্রায়া সরথং যং জুনাসি।

৬ হে অগ্নে 'তুভ্যং' ত্বাং 'স্বে দমে' স্বকীয়ে যজ্ঞগৃহে 'যঃ' যজমানঃ একআকারোমর্য্যাদায়াং। যথাশাস্ত্রং 'আবিভাতি' সমন্তাৎ সমিদাদিভিঃ কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়তি। 'অনুদ্যূন্' অনুদিবসং 'উশতঃ' কাময়মানায় তুভ্যং 'নমো বা দাশাৎ, হবির্লক্ষণমন্নং বা দদ্যাৎ। 'অস্য' যজমানস্য হে 'অগ্নে' 'দ্বিবর্হা' দ্বয়োর্মধ্যমোত্তমস্থানয়োর্ব্বৃংহিতোবর্দ্ধিতস্ত্বং 'বয়ঃ' অন্নং 'বর্ধো' বর্ধয়ৈব। 'সরথং' রথেন সহিতং যুযুৎসুং 'যং' পুরুষং 'জুনাসি' যুদ্ধে প্রেরয়সি সপুরুষঃ 'রায়া' ধনেন 'যাসৎ' সংগচ্ছতে।

৬ হে অগ্নি! যে যজমান স্বীয় যজ্ঞ-গৃহে তোমাকে প্রজ্বলিত করেন, অথবা স্পৃহাশীল তোমাকে প্রতিদিন হবীরূপ অন্ন দান করেন; তুমি উত্তম ও মধ্যম উভয় স্থানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার অন্ন বর্দ্ধন করিয়া থাক। যে যোদ্ধাকে তুমি নিয়োগ কর, সে ধন লাভ করে।

৭৮৩

৭ অগ্নিং বিশ্বা অভি পৃক্ষঃ সচন্তে সমুদ্রং ন স্রবতঃ সপ্ত যহ্বীঃ। ন জামিভির্বি চিকিতে বয়ো নো বিদা দেবেষু প্রমতিং চিকিত্বান্।

৭ 'বিশ্বাঃ পৃক্ষঃ' চরুপুরোডাশাদীনি সর্ব্বাণ্যন্নানি 'অগ্নিং' অংগনাদিগুণযুক্তমেনং 'অভিসচন্তে' আভিমুখ্যেন সমবয়ন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'স্রবতঃ সমুদ্রংন' যথা স্রবন্ত্যোনদ্যঃ সমুদ্রমভিগচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশ্যোনদ্যঃ। 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ ইমং মে গঙ্গইত্যস্যামৃচি সপ্ত হি নদ্যঃ প্রাধান্যেন শ্রূয়ন্তে। 'যহ্বীঃ' মহন্নাম এতৎ মহত্যঃ জমন্ত্যেকস্মিন্ পাত্রে সহভুঞ্জতইতি জাময়োজ্ঞাতয়ঃ তৈঃ 'জামিভিঃ' জ্ঞাতিভিঃ 'নঃ' অস্মদীয়ং 'বয়ঃ' অন্নং 'ন বিচিকিতে' ন জ্ঞায়তে। তেভ্যোদাতুমস্মাকমন্নং প্রভূতং নাস্তীতি ভাবঃ। অতোহে অগ্নে ত্বং 'দেবেষু' দীব্যন্তীতি দেবাধনপতয়স্তেষু 'প্রমতিং' প্রকর্ষেণ মননীয়ং ধনং 'চিকিত্বান্' অবগচ্ছন্ 'বিদাঃ' অস্মভ্যং লম্ভয় যদ্বা প্রমতিং প্রকৃষ্টং স্তোত্রং দেবেষু বিদাঃ বেদয় জ্ঞাপয়।

৭ যেমন সপ্ত মহানদী সমুদ্রে গমন করে, সেই রূপ চরু প্রভৃতি সমুদায় অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়। আমারদের অন্ন এত অল্প যে জ্ঞাতিগণ তাহা প্রাপ্ত হয় না। হে অগ্নি! তুমি অবগত আছ; অতএব আমারদের প্রকৃষ্ট স্তুতি দেবগণকে নিবেদন কর।

৭৮৪

৮ আ যদিষে নৃপতিং তেজ আনট্ শুচি রেতো নিষিক্তং দ্যৌরভীকে। অগ্নিঃ শর্ধমনবদ্যং যুবানং স্বাধ্যং জনয়ৎ সূদয়চ্চ।

৮ অগ্নেঃ 'যৎ' তেজঃ 'নৃপতিং' নৃণাম্ ঋত্বিজাং পালকং যজমানং 'আনট' জাঠররূপেণ আ সমন্তাদ্ব্যাপ্নোৎ।' কিমর্থং 'ইষে' অন্নায়। কীদৃশং 'শুচি' শুদ্ধং 'দ্যৌঃ' দীপ্তং। তেন তেজসা পরিপক্বং অন্নং রসরূপং 'রেতঃ' বীর্য্যং 'অভীকে' অভ্যক্তে অভিগতে অভিপ্রাপ্তে গর্ভস্থানে 'নিষিক্তং' নিতরাং সিক্তং 'অগ্নিঃ' বক্ষ্যমাণগুণবিশিষ্টপুত্ররূপেণ 'জনয়ৎ' জনয়তু। 'শর্ধং' বলবন্তং 'অনবদ্যং' অবদ্যরহিতং 'যুবানং' তরুণং জরারহিতমিত্যর্থঃ। 'স্বাধ্যং' শোভনকর্ম্মাণং শোভনপ্রজ্ঞং বা উৎপন্নং পুত্রং 'সূদয়চ্চ' যাগাদিকর্ম্মসু প্রেরয়তু চ। যদ্বা রেতইত্যুদকনাম। নিষিক্তং মেঘেন বৃষ্টমুদকং 'ইষে' অন্নায় শস্যাদিনিষ্পত্তয়ে অগ্নেঃ 'যৎ' তেজঃ 'আনট' ব্যাপ্নোৎ বৃষ্ট্যুদকেন ভৌমাগ্নেঃ সংযোগে সতি হি শস্যান্যুৎপদ্যন্তে। কীদৃশং তেজঃ 'নৃপতিং' নৃণাং রক্ষকং 'শুচি' দীপ্তং। তাদৃশেন তেজসা যুক্তঃ 'দৌঃ' দীপ্তঃ 'অগ্নিঃ' 'অভীকে' আসন্নকালএব শর্দ্ধাদিগুণবিশিষ্টপুত্রং জনয়তু তঞ্চ প্রেরয়তু যজ্ঞাদৌ।

৮ অগ্নির যে তেজ অন্নের নিমিত্ত ঋত্বিক্ পালক যজমানে সমন্তাৎ ব্যাপ্ত হয়, অভিপ্রাপ্ত গর্ভ স্থানে নিষিক্ত শুদ্ধ ও দীপ্তিমান্ রেতোরূপ সেই তেজকে অগ্নি বলবান্ অনবদ্য জরারহিত সুবুদ্ধি পুত্ররূপে উৎপাদন করুন ও সেই পুত্রকে যাগাদি কর্ম্মে নিয়োগ করুন।

৭৮৫

৯ মনোন যোহধ্বনঃ সদ্যএ-
ত্যেকঃ সত্রা সূরোবস্ব ঈশে।
রাজানা মিত্রাবরুণা সুপাণী
গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা।

৯ ‘যঃ’ ‘সূরঃ’ সূর্য্যঃ ‘একঃ’ একাক্যসহায়ঃ সন্ ‘অধ্বনঃ’ দিব্যান্ মার্গান্ ‘সদ্যএতি’ আশুগচ্ছতি। অসহায়ত্বঞ্চ শ্রূয়তে সূর্য্যএকাকী চরতীত্যাহ। অসৌ বাআদিত্যঃ একাকী চরতীতি। শীঘ্রগমনঞ্চ স্মর্য্যতে যোজনানাং সহস্রেদ্বে দ্বেশতে দ্বেচ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমান নমোস্তুতইতি। শীঘ্রগমনে দৃষ্টান্তঃ। ‘মনোন’ যথা মনঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তদ্বৎ। সচ সূরঃ ‘বস্বঃ’ ধনস্য ‘সত্রা’ সহৈব যুগপদেব ঈশে ঈষ্টে। যোহি শীঘ্রং গচ্ছতি সবহুদেশেম্ববস্থিতানি ধনানি প্রাপ্নোতি। তথা ‘রাজানা’ রাজানৌ রাজমানৌ ‘সুপাণী’ শোভনবাহূ মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণৌ অস্মদীয়াসু ‘গোষু’ ‘প্রিয়ং’ সর্ব্বেষাং প্রীতিকরং ‘অমৃতং’ অমৃতবৎস্বাদুভূতং পয়ঃ ‘রক্ষমাণা’ রক্ষন্তৌ বর্ত্তেতে। হে অগ্নে তত্তদ্রূপেণ ত্বমেবৈবং বর্ত্তসইতি ভাবঃ।

৯ যিনি একাকী মনের ন্যায় সদ্য আকাশ পথ অতিক্রম করেন, সেই সূর্য্য যুগপৎ সকল ধনের ঈশ্বর হন। দীপ্যমান সুবাহু মিত্র ও বরুণ গো সমূহে প্রীতিকর অমৃত রক্ষা করেন।

৭৮৬

১০ মানোঅগ্নে সখ্যা পিত্র্যাণি
প্রমর্ষিষ্ঠা অভি বিদুষ্কবিঃ সন্।
নভোন রূপং জরিমা মিনাতি
পুরা তস্যা অভিশস্তেরধীহি।
১।৫।১৬।

১০ হে ‘অগ্নে’ ‘পিত্র্যাণি’ পিতরং বশিষ্ঠমুপক্রম্যাগতানি ‘সখ্যা’ সখিত্বানি মা প্রমর্ষিষ্ঠা মা বিনাশয়। যতস্তুং ‘কবিঃ’ ক্রান্তদর্শী সন্ ‘অভি’ আভিমুখ্যেন ‘বিদুঃ’ সর্ব্ববিদ্বান্। ‘নভোন রূপং’ যথান্তরিক্ষং রূপবন্তঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ আচ্ছাদয়ন্তি তদ্বদাচ্ছাদয়তি ‘জরিমা’ জরা ‘মিনাতি’ মাং সূক্তদ্রষ্টারং হিনস্তি। ‘অভিশস্তেঃ’ হিংসাহেতোঃ ‘তস্যাঃ’ জরায়াঃ ‘পুরাধীহি মাং বুধ্যস্ব। সা যথা ন প্রাপ্নোতি তথা কুরু অমৃতত্বং প্রয়চ্ছেতি যাবৎ। ১।৫।১৬।

১০ হে অগ্নি! আমারদের পৈতৃক সখ্য ভাব বিনষ্ট করিও না, তুমি সর্ব্বদর্শী হইয়া সমুদায় জানিতেছ। সূর্য্য-রশ্মি যেমন আকাশকে আচ্ছাদন করে, সেই রূপ জরা আমাকে হিংসা করিতেছে, সেই হিংসা-কারিণী জরা যাহাতে আমাকে না প্রাপ্ত হয়, তাহা কর। ১।৫।১৬।

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

ষষ্ঠ সংখ্যা।

১৪ চৈত্র ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা অন্তরতম পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার যে আদেশ, তাহার আলোচনা এখানে হইয়া গিয়াছে। আমারদের সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বর অধোতে ঊর্দ্ধেতে; তিনি আত্মার প্রাণ হইয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন—আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। যদিও যেখানে যাই, তাঁহাকে দেখিতে পাই; তথাপি আত্মাই তাঁহার আবাস-স্থান, আত্মাই ব্রহ্মপুর—এ জ্ঞানটি আমরা এখানে উপার্জ্জন করিয়াছি! এখন আমারদের হৃদয়ের সহিত, প্রাণের সহিত, ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর করিবার অধিকার হইয়াছে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদের হৃদয়ের ধন। নির্ম্মল জ্ঞান-আলোকে যে সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীয় অন্তরে দেখিয়াছ, তাঁহাকে এখন মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া আপনার হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা কর। হৃদয়ের মধ্যে সেই পবিত্র মঙ্গল-স্বরূপ ভুবনেশ্বরকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার জন্যে প্রস্তুত হও। হৃদয় আমারদের পুণ্য যজ্ঞ-ভূমি! উন্নত পর্ব্বত-শিখরে হিমের মধ্যে একটিও পুষ্প হয় না; সেই উচ্চ ধবল গিরি, পার্শ্বস্থ আর আর সকল পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া, পলিত-কেশ সত্য-সন্ধ ঋষির ন্যায়, যেন ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত আছে, বিদ্যুৎ বজ্রপাত ঝঞ্ঝাবাত নিয়ত তাহাকে আঘাত করিতেছে, কিছুতেই সে আন্দোলিত হয় না। কিন্তু যেমন নিম্ন নিম্ন পর্ব্বতেই বসন্ত কালের পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত হয়, নম্র হৃদয়েই সেই রূপ প্রীতির পুষ্প বিকশিত হয়। মহোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে যদিও মহত্ত্ব দেখিতে পাই; কিন্তু কুসুম-গুচ্ছ, বসন্তের শোভা, নিম্ন পর্ব্বতই ধারণ করে। জ্ঞান উন্নত হইয়া যাহার হৃদয় নম্র হয়, সেই ভাগ্যবান্—সেই আপনার হৃদয়ের পুষ্প লইয়া হৃদয়েশ্বরকে পূজা করিতে পারে। জ্ঞান যখন হৃদয়ের অমৃত-রসে রসার্দ্র হয়, তখনই মনুষ্য নম্র ভাবে ঈশ্বরের নিকটে গমন করে এবং তাঁহাকে আপনার পিতা মাতা সখা রূপে দেখিতে পায়। যাঁহার হস্তে বজ্র বিদ্যুৎ, তাঁহারি কোমলতা আত্মাতে। এই আত্মাতেই আমরা অখিল মাতাকে দর্শন পাইয়াছি। পরও যদি আপনার হয়, তাহাকেও ভাল লাগে; যিনি একেবারে আপনার, যাঁর মত আপনার আর কেহই নাই, তাঁহাকে ভাল কেন না বাসিবে? যিনি “প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ”—“যিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়,” তাঁহাকে প্রীতি কেন না করিবে? যখন সেই প্রিয় হইতে দূরে থাকি, তখনই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা হয়;—তখনই আমরা দীন ভাবে মুহ্যমান হইয়া রোগে শোকে কাতর হই। প্রিয় বিদেশে থাকিলে স্বদেশের সুখ কোথায় পাইবে? প্রাণের প্রাণ অভাবে, শান্তি অভাবে, কি রূপে প্রাণ ধারণ করিবে? সেই অমৃত-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখ, সদাই হৃদয় শীতল থাকিবে—স্বীয় হৃদয় হইতে তাঁর প্রেম-দৃষ্টি দেখিতে পাইবে। পিতা-মাতার ন্যায় তাঁর শুভ অভিপ্রায় এই যে শরীরকে আমরা সুস্থ রাখি, মনকে উন্নত করি, আত্মাকে পবিত্র করি। অতএব হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ! তোমরা শরীর মন আত্মাকে সামঞ্জস্য-রূপে রক্ষা কর—যুক্তাহার বিহার দ্বারা শরীরকে বলিষ্ঠ কর, জ্ঞান-ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া মনকে উন্নত কর এবং কর্ত্তব্য সাধন ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর; তবে সহজে শান্ত-ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে। “যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্তির যত্ন করেন; তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।” ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, পিতা-মাতাকে সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী-পুত্রকে পালন করিতে হইবে, স্বজন বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে; এই সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সাধু নম্র বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে; এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে যদি প্রতি গৃহে পত্তন করিতে চাও, তবে হে যুবক ব্রাহ্মগণ! অগ্রে তোমরা আপন আপন হৃদয়ে তাহাকে পত্তন কর; স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা সহজেই তোমাদের অনুগামী হইবে। যদি তোমরা এই উপদেশ অনুযায়ী প্রতিজনে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত-ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শ্রী সাধন করিতে তৎপর থাক, তবে যেমন চন্দ্রের কিরণ ও রাত্রির শিশির-বিন্দু অলক্ষ্য ভাবে ওষধি বনস্পতির পুষ্প-ফল পোষণ করে, সেই রূপ তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষণ করিবে। প্রবল বাত্যা, শিলা বৃষ্টি, বজ্র বিদ্যুতে, লোকের দৃষ্টি পড়ে বটে; কিন্তু পৃথিবী কেমন নিস্তব্ধ ভাবে সূর্য্যকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া মাতার ন্যায় প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তোমরাও সেই রূপ

BLEED THROUGH.

সেই জ্ঞান-জ্যোতি সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে প্রতি দিন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করত স্তব্ধ হইয়া অপরাজিত চিত্তে সংসারের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাক। তোমারদের নূতন মনে, নবীন শরীরে, প্রগাঢ় উৎসাহ ও বল আছে, কিন্তু তাহারদিগকে কলহ বিবাদে বৃথা নিক্ষেপ করিও না—তাহারদিগকে শান্ত ভাবে আপনারদের ও পরিবারের ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত কর, ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যগতির ন্যায় দিন দিন পৃথিবীকে অধিকার করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবাদ কলহের স্থান নহে, যেহেতু 'গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং' স্বয়ং ব্রহ্মই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ং ব্রহ্মই এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মহাত্মা রামমোহন রায় এই উদ্দেশেরই অনুকরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করেন। বঙ্গবাসী পৌত্তলিকেরা তাঁহার এই নিঃস্বার্থ উদ্দেশ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিল; তথাপি হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার স্নেহ কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। চির-বদ্ধ কুসংস্কার হইতে হিন্দুসমাজকে পরিশুদ্ধ করা তাঁর প্রাণগত যত্ন ছিল। অজ্ঞান-অন্ধকার পাপ-প্রবাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যাহাতে এই হিন্দু-সমাজ অজর অমর অভয় একমেবাদ্বিতীয়মের শরণাপন্ন হয়, এই লক্ষ্য তাঁর জীবন ছিল। ইহারই জন্য তিনি সমুদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। যদি তোমরা এই ক্ষণে সকলে মিলিয়া শান্ত-ভাবে তাঁহার এই উদ্দেশ ও অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্যে চেষ্টা কর, তবে নিশ্চয় এই শকাব্দার দুই সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এই বৃহদায়তন হিন্দুসমাজই ব্রাহ্মসমাজ হইবে। স্বজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিও না; কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু-সমজের নেতা কর। যে পরিবারের মধ্যে আমারদের জন্ম হইয়াছে, যে সমাজ হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে সেই পরিবারের সেই সমাজের উন্নতি সাধন করিতে থাক। সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, আপনার অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপন কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ, তিনি জগতের প্রাণ—যাও তাঁর নাম সর্ব্বত্র ঘোষণা কর।

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

২৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯১ পৃষ্ঠার পর।

সন্তোষ।—মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর মনুষ্যবর্গকে সৃজন করিয়া ও বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ যোগ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আবার তাহাদিগের অন্তরে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক হৃদ্গত সমুদয় ভাব অবগত হইয়া বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ আন্তরিক অভাব মোচন করিতেছেন। এমন কিছু নাই যাহা তাঁহা হইতে আসিতেছে না এবং এমত কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার অগোচরে রহিয়াছে। তজ্জন্য আমরা সকল সময়ে যেন মনে রাখি যে, আমাদিগের ইচ্ছা, চেষ্টা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি সকলি তাঁহার সম্মুখে জাজ্জল্য রূপে প্রকাশিত আছে। কত সময়ে আমরা অশুভ ঘটনাকে শুভ এবং শুভ ঘটনাকে অশুভ জ্ঞান করিয়া হর্ষ বা বিষাদে মগ্ন হইতেছি, কিন্তু যাহা আমাদিগের পক্ষে কল্যাণকর তিনি আমাদিগকে তাহাই প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার করুণার সীমা নাই; তিনি কখনই বিবেকী ও ধীরের ইচ্ছা অপরিপূরিত রাখেন না; এমন কি যদি স্বয়ং আসিয়া তাহাদিগের অন্তরের অভাব সমুদয়

মোচন করিতে হয়, তিনি তাহাও করিয়া থাকেন। হে মনুষ্যবর্গ! তোমরা সময়ে সময়ে যে সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাক, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে, যে সেই সকল যন্ত্রণা ও কষ্ট, হয় তোমাদিগের নির্ব্বোধতার জন্য, নয় গর্ব্বের জন্য অথবা তোমাদিগের অব্যবস্থিত চিত্তের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য বিপদ বা কষ্টে পড়িলে মনে করিও না যে ঈশ্বর আমাদিগকে কষ্টে ফেলিয়াছেন; ঈশ্বর আমাদিগকে বিপদ প্রেরণ করিতেছেন। তিনি কাহাকেও কষ্টে বা বিপদে নিপতিত করেন না। তিনি তোমাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া বাহ্য বিষয়ের সহিত তদনুযায়ী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; স্থপতি বা কূপকারীর ন্যায় ঊর্দ্ধে বা নিম্নে যাওয়া তোমাদিগের ইচ্ছা। তাঁহার ইহাতে কিছু মাত্র সংস্রব নাই। ধনী কিম্বা ক্ষমতাবান্ লোকদিগকে দর্শন করিয়া মনে করিও না; আহা আমি যদি উহাদিগের ন্যায় ধনী বা ক্ষমতাশালী হইতাম তাহা হইলে না জানি আমি কত সুখীই হইতাম। এতাদৃশ চিন্তা কেবল নির্ব্বোধতা এবং অদূরদর্শিতার কার্য্য। যিনি এতাদৃশ মনে মনে শোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহার জানা আবশ্যক, যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মনুষ্যগণ, (বাহ্যে সুখীই লক্ষ্য হউক বা দুঃখীই লক্ষ্য হউক) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এমন হইতে পারে, যাঁহাকে সুখী বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তরে কত অবর্ণনীয় দুঃখের ভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে; এবং যাহাকে দুঃখী বলিয়া বোধ হয়, তাহার অন্তরে কত নির্ম্মল সুখের উৎস বিদ্যমান আছে। অতএব তোমরা যে যে অবস্থায় থাকিবে, সেই সেই অবস্থাকে সুখের অবস্থা জ্ঞান করিয়া সন্তোষ-জনিত যথার্থ সুখে কাল যাপন করিবে। দেখিও যেন তৃষ্ণাপিশাচীর হস্তে পড়িয়া চির-অসন্তোষরূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ না করিতে হয়। যদি পৃথিবীতে কেহ সুখী থাকে, তবে তিনিই সুখী, যিনি যে অবস্থায় পতিত হন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট চিত্তে কাল যাপন করিতে পারেন।

সন্তুষ্ট হওয়া জ্ঞানবান্ মনুষ্যের লক্ষ্য। যিনি যত ধন বৃদ্ধি এবং মান বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান, তাঁহার অন্তঃকরণ ততই চিন্তা ও অসন্তোষের আলয় হয়। কিন্তু সন্তোষী ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে ক্লেশ ও বৃথা চিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। যদি তুমি ধনীদিগের বাহ্যাড়ম্বর অবলোকনে হত-চেতন হইয়া ন্যায়পরতা, মিতাচারিতা ও শীতলতা বিসর্জ্জন না দেও, তাহা হইলে তোমার সামান্য ধন থাকিলেও তোমাকে উদ্বেগ আক্রমণ করিতে পারিবেক না। কিন্তু ইহা জানা উচিত, এখানে থাকিয়া মনুষ্যগণের নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, পূর্ণ-সুখ ভোগ্য হইতে পারে না। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে এখানে থাকিয়া প্রস্তুত হইতে হইবেক। এস্থানে তাঁহাকে ধর্ম্মের পথে আরূঢ় হইয়া পূর্ণ-সুখ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবেক। কেবল ঐহিক উন্নতিতে তাঁহার উন্নতির পরি সমাপ্তি হইবেক না; ইহার পর অনন্ত কাল তাঁহাকে উন্নতির পথে যাইতে হইবেক। এরূপ জিজ্ঞাসা যেন কাহার উপস্থিত না হয় যে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল সুখের আবির্ভাব হইবে কি না? পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইতে যদিও অনন্ত কাল উন্নতি আবশ্যক, কিন্তু কি ইহ লোকে কি পর লোকে দিন দিন যে পরিমাণে উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণে দিন দিন নির্ম্মল সুখানুভবে আত্মা চরিতার্থ হইবে।

মিতাচার।—সুখ দুঃখ এই দুইটী কেবল মনের কার্য্য ; কিন্তু শরীরের সহিত মনের এতাদৃশ যোগ নিবদ্ধ আছে, যে শরীরের মধ্যে কোন অঙ্গের কিছু মাত্র বিশৃঙ্খল ঘটিলে তৎক্ষণাৎ মনের স্বচ্ছন্দতা হরণ করে। এজন্য যাঁহারদের সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিব বলিয়া ইচ্ছা আছে, তাঁহারদের পক্ষে, শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব আবশ্যক। যদি তুমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে লোভ এবং অত্যাচারের নিকট হইতে দূরে পলায়ন কর। সুরাকে বিষবৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিবে, ইহার মোহিনী শক্তি যেন তোমার বুদ্ধিকে পরাভূত না করে। লোকে যৎকালে সুরা সেবন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন মনে মনে স্থির করে, "আমি তো আমোদ প্রমোদের জন্য সুরা পান করিতেছি না ; কেবল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।" কিন্তু তিনি স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে বলিয়া যাহাকে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, সে তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গের এক মাত্র কারণ হইয়া উঠে। কত কত লোক প্রথমে সুরা ঔষধ বলিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া পরে এতাদৃশ সুরাপায়ী হইয়াছে, যে সুরা ব্যতীত তাহারদের আহার কিম্বা বিশ্রাম হইবার উপায় নাই। অবশেষে তাহারা সুরার দাস হইয়া পৃথিবীতে কোন কুৎসিত কার্য্যই অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই।

সুরাপান করিয়া প্রথমে প্রথমে যে আনন্দ অনুভুত হয়, তাহা পরেতে বাতুলতাতে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং ইহা যে সকল আমোদ প্রমোদে লইয়া যায়, তাহা কেবল মৃত্যু ও পীড়ার প্রতিরূপ মাত্র। সুরা-পায়ীরা যে স্থলে চক্র করিয়া তাহারদের আরাধ্য সুরাদেবীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে স্থলের ভাব স্মরণ করিলে সাধু ব্যক্তির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহারদের আমোদ প্রমোদ শেষ হইতে না হইতে ক্লেশ ও দুর্ব্বলতা আসিয়া আক্রমণ করে। যখন তাহারা আহার করিতে যায়, আহার করিবে কি, সুরা তাহাদিগকে আহার করিয়া বসিয়া আছে ; ক্ষুধা মান্দ্য প্রযুক্ত উত্তম উত্তম উপাদেয় তাহাদিগকে ভাল লাগে না। তাহারদিগকে সুরার ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা মিতাচারী হইয়া স্বাস্থ্যকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করেন, এবং স্বাস্থ্য-বিধানের নিয়ম-সকল কখনই ভগ্ন করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর। তাঁহারদের বদন-মণ্ডলে কেমন অপূর্ব্ব সুস্থতার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। তাঁহারদের চক্ষুর্দ্বয় যেন স্বাস্থ্য-মদে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। যিনি মিতাচারী ও নিয়মিত পরিশ্রমী হইবেন, তিনিই স্বাস্থ্য লাভে সমর্থ হইবেন; এবং যাঁহারা স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাহসী, কর্ম্মদক্ষ, বীর্য্যবান্ এবং ধৈর্য্যশালী হইবেন। তাঁহারদের নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা শিরা সমূহ সঞ্চালিত হইয়া তাঁহারদের শরীরকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করে এবং চিত্তকে প্রফুল্ল করে। ক্ষুধার প্রাখর্য্য থাকাতে শাকান্নও তাঁহারদের পক্ষে অমৃত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা নিয়মিত সময়ে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে রত হন। যদিও তাঁহারা অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেন, কিন্তু সেই বিশ্রাম গাঢ় প্রফুল্লকর হয়। তাঁহারদের শরীর সুস্থ থাকাতে মনও সুস্থ থাকে।

হে মানবগণ! সাবধান যেন মনোহারিণী কুপ্রবৃত্তি-পিশাচীর কুহক জালে অভিভুত না হও এবং ইহার বাক্য তোমারদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে না দেও। যদি এক বার তোমাদিগের চক্ষু তাহার চক্ষের

উপর পতিত হয়, যদি তোমাদিগের কর্ণে তাহার মৃদু ধ্বনি প্রবেশ করে, এবং যদি এক বার তোমাদিগকে সন্নিকটস্থ করিতে পারে, তবে নিশ্চয় জানিবে তোমরা চির কালের জন্য তাহার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে। যে দিনে তোমরা ইহার হস্তে পড়িবে, সেই দিন অবধি তোমাদিগের নিকট লজ্জা, পীড়া, চিন্তা ও অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইবে। ক্রমে ভোগেরও সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ ভাব, আলস্য, নির্ব্বীর্য্যতা আসিয়া তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে অবশ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া আনিবে ; সুতরাং স্বাস্থ্য তোমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবে। তোমরা অকীর্ত্তির সহিত এ সংসারে অতি অল্প কাল প্রাণ ধারণ করিবে। তোমাদের দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিবে না ; কিন্তু কেহই তোমাদের ব্যথার ব্যথিত হইবে না। কারণ সকলেই জানিবে তোমরা যেরূপ কার্য্য করিয়াছ তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতেছ।

—০—

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৪ পৃষ্ঠার পর।

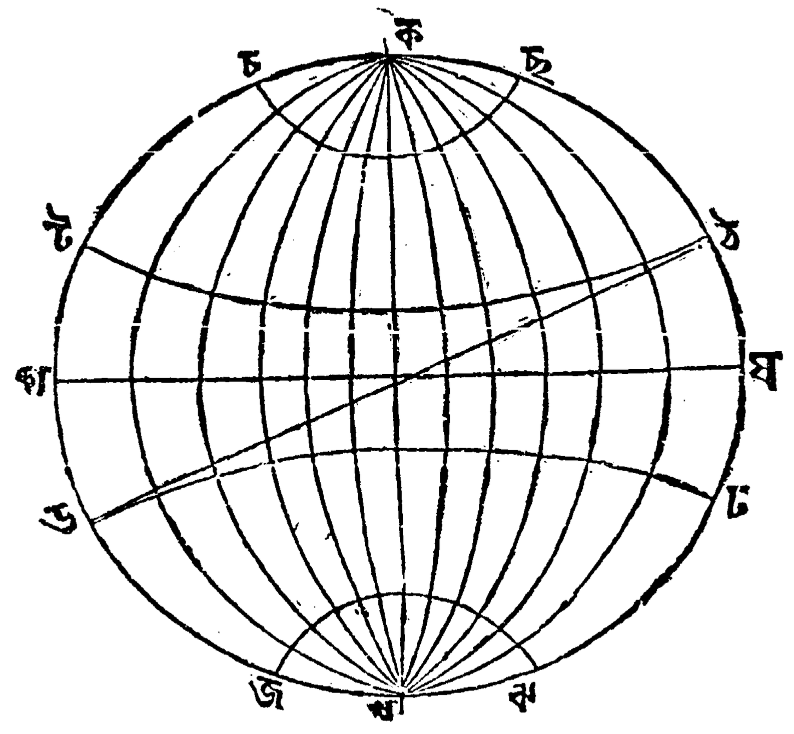

যেমন শরীরীদিগের শরীর কেবল সমধর্ম্মী অথবা অসমধর্ম্মী ও পরস্পর বিভিন্ন কতকগুলি অংশের সমষ্টি, সেই রূপ পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভাগও বিভিন্ন-প্রকৃতি দ্বীপ, উপদ্বীপ, মহাদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে সংযোজিত। হস্ত পদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব-সকল একবিধ পদার্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের আকার, কার্য্য ও প্রকৃতি যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সেই রূপ ইংলণ্ড, ইটালি, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশ-সকল প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও প্রত্যেকেরই অসাধারণ ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারে সূর্য্য কিরণ নিপতিত হওয়া, সমুদ্র ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অংশের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এই অসাধরণতা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপ নানাবিধ কারণে প্রকৃতি-নিহিত শক্তিসকলকে জাগরিত ও সম্মিলিত করিয়া বিশেষ বিশেষ রূপে প্রত্যেক দেশের জল বায়ুর গতি, শস্যোৎপত্তির রীতি ও জীব জন্তুগণের প্রাণপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে থাকে। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে শরীরীদিগের আকারসকলের পরস্পর বিভিন্নতার কারণ যেমন তাহাদিগের শরীরের অভ্যন্তরেই নিহিত আছে, ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে বিশেষ বিশেষ গুণ লক্ষিত হয়, তাহার কারণ সেরূপ ইহার অভ্যন্তরবর্ত্তী নহে, প্রত্যুত তাহা পৃথিবীর বহির্ভাগেই বিদ্যমান আছে। এই নিমিত্ত পৃথিবীর বাহ্য আকার, দ্বীপ উপদ্বীপ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, ভুভাগের পরস্পর সংযোগ, পরিমাণ ও অবস্থা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

যদি ভুগোল বিদ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল ভুতত্ত্ব বিদ্যার অনুশীলন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর সমুদায় স্থানসন্নিবেশ যদৃচ্ছোৎপন্ন আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাহা হইলে কেবল এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, এই প্রকার সমতল ক্ষেত্র জলের মধ্য হইতে

উঠিতে পারে কিম্বা পারে না; এই প্রকার পর্ব্বত-শ্রেণী এই স্থানে, অথবা অমুক স্থানে সমুত্থিত হইবে; এই প্রকার মহাদেশ উপদ্বীপের আকারে পরিণত হইতে পারে কিম্বা একে বারে দ্বীপ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভারত বর্ষের দক্ষিণ ভাগ ও আরব দেশ উপদ্বীপের আকার ধারণ করাতে সেই সেই দেশের কি অসাধারণ ফল উৎপন্ন হইয়াছে; ইটালি ও গ্রীশ দেশ মহাদ্বীপের উত্তর খণ্ডে সন্নিবেশিত হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্যের কি হানি হইত; হিমালয় মধ্য স্থলে থাকাতে ভারত বর্ষের ও তির্ব্বত দেশের কি উপকার দর্শিতেছে; এই সমস্ত অবগত হওয়া তত আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের নিকটে ভুতত্ত্ব ও ভুগোল উভয়েরই সমান সমাদর।

কেবল এই পর্য্যন্ত অবগত হইলেই ভূগোলবিদ্যা পরিসমাপ্ত হইবে না; আরও দূরে গমন করিতে হইবে। যদি যথার্থ রূপ বিবেচনা কর, তাহা হইলে সেই সকল বস্তুজাতের চরম উদ্দেশ্য কি, কি জন্য তৎসমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও অবগত হইতে হইবে। সেই সমুদায় সৃষ্টির যথার্থ মুল্য অবগত হইবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে যথার্থরূপ মূল্যবান্ করিবার নিমিত্ত আরও উচ্চতম স্থানে আরোহণ করিতে হইবে। জড় রাজ্যের ভাব গ্রহ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যাহার নিমিত্ত এই জড় রাজ্য সমুৎপন্ন হইল, এবং যাহা ব্যতীত ইহা নিতান্ত অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

এই পরিমিত সৃষ্টির মধ্যে যে এক বিশ্বব্যাপী নিয়ম দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা কেবল এই সৃষ্টির জন্য নয়;—সেই নিয়ম কেবল বুঝিবার জন্যও নয়, এবং কেবল এই সৃষ্টির অবস্থিতিও তাহার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। বিন্দুমাত্র সৃষ্টিও কেবল তাহার নিজের জন্য নয়, কিন্তু এই সমুদায় সৃষ্টি একত্র হইয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে এক মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড যন্ত্র-স্বরূপ; একটি পরমাণু অবধি বৃহত্তর পর্ব্বত-শ্রেণি পর্য্যন্ত প্রত্যেক সৃষ্টিই সেই যন্ত্রের এক একটি অঙ্গ। প্রত্যেকের প্রতিই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার ভার সমর্পিত আছে; সেই সকল কার্য্য কেবল তাহাদের নিজের জন্য নয়; কিন্তু সমুদায় কার্য্য সমবেত হইয়া এমন এক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে যে আমরা এখানে থাকিয়া তাহার নিগূঢ় অর্থ অবধারণ করিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে ঘটিকা যন্ত্রের একটি অংশও কেবল সেই অংশের অবস্থিতির জন্য নয়, কিন্তু একমাত্র কাল নিরূপণ করা সেই সমুদায় অংশের সমবেত কার্য্য; এবং আমাদের হস্ত পদ কেবল হস্ত পদ পোষণের জন্য নয়, আমাদের চক্ষু কর্ণ কেবল চক্ষু কর্ণের উপকারের জন্য নয়; কিন্তু এক মাত্র আত্মাকে পোষণ করাই তাহাদিগের সমবেত কার্য্য—সেই রূপ কোন একটি সৃষ্টি কেবল তাহার আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য নয়। এই পরিমিত সৃষ্টির মধ্য দিয়া এক অপরিমিত ইচ্ছা ও ভাব সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। কোন চিত্রকর আপনার হৃদয়-মুদ্রিত ভাব চিত্র পটে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে সকল সরল কুটিল রেখা অঙ্কিত করে, সেই চিত্রকরের ন্যায় নিপুণতা না থাকিলে, চিত্র কর্ম্মে অনভিজ্ঞ হইলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; সেই রূপ আমাদের সুনিপুণ চিত্রকর সেই বিচিত্র-শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাগত কি অপূর্ব্ব ভাব রচনার নিমিত্ত এই অসীম আকাশ-পটে এই ব্রহ্মাণ্ড অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা

কি প্রকারে তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিব। এই প্রকাণ্ড রঙ্গ-ক্ষেত্রে একটি পরমাণু অবধি যে সকল সৃষ্টি নটবেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিতেছে; এই মাত্র দৃষ্টিগোচর করিতেছি।

আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে এই সকল অচেতন প্রাণ-হীন পদার্থ আধার-রূপ হইয়া উদ্ভিদ্ ও জন্তুগণের জীবনের পরিচারণা করিতেছে এবং এই পরিচর্য্যাতে ভৌতিক ও রাসায়নিক এই দ্বিবিধ নিয়মে অন্যান্য উচ্চতর সৃষ্টির কার্য্য-সকল নির্ব্বাহিত হইতেছে। যেমন অচেতন ভৌতিক পদার্থ সকল বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌গণকে পোষণ করিতেছে এবং অচেতন ভৌতিক ও বৃক্ষ লতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ উভয়ে মিলিয়া ইতর জন্তুদিগের সেবা করিতেছে, সেই রূপ আবার ঐ ত্রিবিধ পদার্থে যে সকল ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কেবল ঐ ত্রিবিধ পদার্থের চরম উদ্দেশ্য নয়, তাহারা আবার সকলে মিলিয়া মনুষ্য জাতির পরিচারণা করিতেছে; ঐ সকল পদার্থ মনুষ্য জাতির ইহ লোকে অবস্থানের প্রধান কারণ। এই সকল নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া মানবগণের পরিচারণায় নিযুক্ত আছে। মনুষ্যেরা তদ্দ্বারা কেবল যে, ইহ লোকে আপনার অস্তিত্বকে রক্ষা করিতেছে, এমন নয়, আবার এক স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত যথেষ্ট শিক্ষা লাভও করিতেছে। মনুষ্যের পরিচর্য্যাতে নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি-সকল আর এক উচ্চতম মহত্তম কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছে, যাহা তাহাদের নিজের প্রকৃতি অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট ও যাহার নিমিত্ত তাহাদের আবির্ভাব। এই রূপে উচ্চ উচ্চ শ্রেণী নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টিকে নিতান্ত অপেক্ষা করিয়া আছে এবং নিজ নিজ কার্য্যে তাহাদিগকে সহচর করিতেছে। এ ক্ষণে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, সমুদায় ভৌতিক পদার্থ উদ্ভিদ্‌গণের নিমিত্ত; ভৌতিক ও উদ্ভিদ্ ইতর জন্তুদিগের নিমিত্ত; ভৌতিক, উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তু—সমুদায় পৃথিবী মনুষ্যের নিমিত্ত এবং পৃথিবী ও মনুষ্য উভয়ই সেই ঈশ্বরের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, যিনি সমুদায় পদার্থের আদি ও সমুদায় পদার্থের অন্ত।

এই সমুদায় সৃষ্টি আপাতত পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু বিজ্ঞাননেত্রে এই সমুদায়ের এক বিস্ময়াবহ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রত্যেক অংশ অতি নিকটতর সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া আছে; এমন কি একটি অংশ আলোচনা করিলে অন্যান্য অংশেরও এক প্রকার ভাবগ্রহ করিতে পারা যায়।

এই রূপে ভুগোল বিদ্যার আলোচনা করিলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু, বিশেষত মহাদেশ, তদুপরিস্থ যাবতীয় শরীরী বস্তু ও সর্ববিধ বর্ত্তমান আকার আমাদিগকে এক নূতন অর্থ বুঝাইয়া দেয় এবং এক নূতন দৃশ্য প্রদর্শন করে।

এই পৃথিবী প্রতি মনুষ্যের প্রবাসস্থান ও বিদ্যালয় এবং মনুষ্যসমাজের অভিনয়ের নিমিত্ত রঙ্গ-ভুমি। এই পৃথিবী ও তদুপরিস্থ সমস্ত বস্তু, তাহাদিগের প্রকৃতি, গতি, কার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিতে করিতে আমরা মনুষ্যত্বের পরা কাষ্ঠা লাভ করিতে পারি।

স্মৃতি শাস্ত্র।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বেদের পরই স্মৃতি শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। বেদই হিন্দুদিগের আদি গ্রন্থ; কিন্তু বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা

এত অল্প হইয়া আসিয়াছে, যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার সমগ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি ভিন্নদেশীয় লোকের যত্ন না থাকিত, তাহা হইলে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও নিতান্ত দুর্লভ হইত সন্দেহ নাই। বরং ভারত বর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বেদের কিছু কিছু অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গদেশীয় হিন্দুদিগের নিকটে বেদ কেবল বাক্য মাত্র হইয়া আছে এবং হিন্দু পৌত্তলিকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যেন এদেশে বেদ শব্দ পর্য্যন্ত একে বারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী অন্যান্য জাতির তো কথাই নাই, ধর্ম্ম শাস্ত্রের একাধিপতি ব্রাহ্মণদিগেরও একমাত্র সন্ধ্যা ও গায়ত্রী শিক্ষাই বেদ শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাও অল্প আক্ষেপের বিষয় নয় যে, দুই এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মণই সেই বিন্দুমাত্র সন্ধ্যারও অর্থ অবগত নহেন; শুক শারিকার ন্যায় কেবল আবৃত্তিমাত্রই তাঁহাদের তৃপ্তিকর হইয়াছে। এ ক্ষণে বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি-গোচর হয় না। স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র এ ক্ষণে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের নিয়ামক। এই ত্রিবিধ শাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতিই সকলের প্রধান; কিন্তু বেদ শাস্ত্রের ন্যায় মূল স্মৃতিও দিন দিন এ দেশে বিরলদর্শন হইতেছে। এ ক্ষণে কতকগুলি সংগ্রহকারই হিন্দুধর্ম্মে আধিপত্য করিতেছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে শূলপানি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই প্রধান। আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহকার আছেন, শূলপানি বা রঘুনন্দন যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। ঐ দুই প্রধান সংগ্রহকারের মধ্যে রঘুনন্দনেরই অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নামে এক জন সংগ্রহকার ছিলেন; তাঁহার সংগৃহীত স্মৃতিসার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে সকল প্রাচীন মত দূষিয়া গিয়াছেন; সেই গুলিকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। রঘুনন্দন স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও জ্যোতিষ হইতে প্রমাণ-সকল উদ্ধৃত করিয়া অতি সামান্য কর্ম্ম দন্তধাবন অবধি অতি গুরুতর অনুষ্ঠান পর্য্যন্তের বিধি ও নিষেধ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সকল গ্রন্থে তাঁহার বিচার ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়া আছে, তাহা অষ্টাবিংশতি ভাগে বিভক্ত এবং এক এক খানি এক এক তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। মানুষের এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহাতে রঘুনন্দনের হস্তক্ষেপ দেখিতে পাওয়া না যায়। এই রঘুনন্দনের গ্রন্থ সকলই এক্ষণকার স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যদিগের পাঠ্য। ইঁহারা যাহা কিছু ব্যবস্থা প্রদান করেন, রঘুনন্দনের সংগ্রহই তাহার অবলম্বন। এই সকল সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া অনায়াসেই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা দেওয়া যায়; এই সুবিধা দেখিয়া সকলেই সংগ্রহের আলোচনায় আসক্ত হইয়াছেন; সুতরাং মূল স্মৃতির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অযথার্থ নহে যে স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র সকলের সংখ্যা এত অধিক যে তৎসমুদায় কণ্ঠস্থ করিয়া কার্য্য কালে উপস্থিত করা অল্পায়াসসাধ্য নহে এবং শাস্ত্র-সকলের মধ্যে পরস্পর এত বিরোধ যে সমুদায় শাস্ত্রের অভ্রান্ততা অবিলুপ্ত রাখিয়া সমন্বয় করিয়া একটি সত্য অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। এই অসুবিধা নিবারণ করাই সংগ্রকারদিগের অভিপ্রায় সন্দেহ নাই। কিন্তু সংগ্রহ দ্বারা যেমন

এক বিষয়ে উপকৃত হওয়া যায়, সেই রূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ে যথেষ্ট অপকারও হইয়া থাকে। ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে এ দেশে যদি মূল স্মৃতি ও পুরাণ সমধিক রূপে আলোচিত হইত, তাহা হইলে নানাবিধ মত, নানা প্রকার রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া এ দেশের কুসংস্কার অনেক অংশে লঘূকৃত হইতে পারিত। অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে এমন অনেক দর্শন-বেত্তা, মূল-শাস্ত্রজ্ঞ ও পৌরাণিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশীয় বিষয়ী ও সামান্য শাস্ত্রজ্ঞদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের কুসংস্কার অনেকাংশে অল্প হইয়া আসিয়াছে। ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে যদি কুসংস্কার বিনাশের কিছু মাত্র শক্তি থাকে, তাহা হইলে হিন্দুদিগের পুরাতন শাস্ত্রে সেই শক্তি যথেষ্ট আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

স্মৃতি সংগ্রহের আলোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, প্রসঙ্গ ক্রমে যাহা উপস্থিত হইল, তাহাই যথেষ্ট। বিশেষত, স্মৃতিসংগ্রহ এ দেশে অধিকতর প্রচলিত, অতএব মূল স্মৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

—০—

ধর্ম্মোন্নতি।

বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত চিত্তের মালিন্য ও জড়তা বিদূরিত হয় না। চিত্ত নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত না হইলে তাহাতে সত্য ও সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি প্রতিভাত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম। বিদ্যানুশীলন দ্বারা যাহাদিগের মন মার্জ্জিত হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদিগেরই মনে লব্ধপ্রবেশ হইতেছে। এ ক্ষণে এতদ্দেশীয় মধ্যমাবস্থ লোকেরাই বিদ্যার সমধিক অনুশীলন ও গৌরব করিতেছেন, এ দেশের ভাগ্যবন্ত লোকে বিশেষতঃ মফস্বলবাসী জমিদারগণ প্রায় বিদ্যার আলোচনা ও সমাদর করেন না, এই কারণে এ দেশের মধ্যম শ্রেণীর লোকেরই জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি দৃষ্ট হইতেছে এবং জমিদার ও ধনাঢ্যদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্ববৎ অতি হীন ও নিকৃষ্ট অবস্থাই আছে। বঙ্গ দেশে এ ক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বড় অল্প নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে মধ্যবিধ লোকের সংখ্যাই অধিক। ভাগ্যবন্ত ও ক্ষমতাশালী লোক ব্রাহ্মদলে অতি অল্পই দেখা যায়। এ জন্য এ দেশের ব্রাহ্মেরা অধিক কাজ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জনসমাজে তাঁহাদের বল তাদৃশ অধিক নহে। মফস্বলে এখন অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন এবং অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিতও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে ধনবান্ জমিদারের সংখ্যা অতি বিরল। এই নিমিত্ত অধিকাংশ স্থানের ব্রাহ্মদল ও ব্রাহ্মসমাজ তাদৃশ পুষ্টদেহ হইয়া উঠিতেছে না। যদি এ দেশের ভাগ্যবন্ত ও জমীদারগণ বিদ্যানুশীলনে সমধিক যত্ন করেন এবং সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে এদেশের বিস্তর উপকার সাধিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল বিস্তার ও পুষ্টি সাধন হইয়া উঠে। অত্রত্য ভূস্বামিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যে কত দূর উপকার সাধিত হয় এবং এক এক জন দ্বারা যে ধর্ম্ম কত দূর বিস্তৃত হয় নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রায় ১৯ বৎসর হইল মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দিন দিন তথায় ব্রাহ্মদলের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন হইতেছে। বিশেষ উন্নতির চিহ্ন এই যে মেদিনীপুর নিবাসী অনেক ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। চমকাগ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নাগও এই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব স্বভাবতঃ প্রবল। ধর্ম্মেতে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সমুদায় ব্যবহার ও সমুদায় কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত হইতেছে। সেই এক জন লোক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক প্রচার হইয়াছে। তাঁহার নিবাস-পল্লী চমকাতে একটী ক্ষুদ্র সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। চমকার চতুষ্পার্শ্বস্থ অনেকে

ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, নাগ মহাশয়ের যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কৃষক প্রভৃতি বহু সংখ্যক সামান্য লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মচারী ও সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে। নবীন বাবুর অধিকার এক্ষণে এক নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে সামান্য লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন করিতে দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে কৃষকেরা হল চালনা করিতে করিতে ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিয়া প্রান্তর দেশ নিনাদিত করিতে থাকে, এবং চৌকীদার দ্বারবান্ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি নিশীথ সময়ে বংশীতে ব্রহ্ম সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে একেবারে মোহিত করিয়া থাকে।

নবীন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত দুইটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রথম পুণ্যাহ, দ্বিতীয় তাঁহার পুত্রের জাতকর্ম্ম। পুণ্যাহের বিবরণ চৈত্র মাসের পত্রিকায় মেদিনীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা মধ্যে বিবৃত হইয়াছে।

গত ২৩ ফাল্গুন নবীন বাবুর পুত্রের জাতকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। মহাসমারোহে এই অনুষ্ঠানটী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনে বেদী ও আসন করা হয়। ঐ স্থান বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত ও পুষ্প মালায় সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে নিয়মিত রূপ উপাসনা হইলে উপযোগী ব্যাখ্যান ও স্তোত্র পঠিত হইল। অনন্তর নিম্ন লিখিত গান ও অপর তিনটী গান গীত হইল।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে কুমারে তুমি বসিয়ে বিরলে॥
গর্ভে শিশু ছিল যখন, তুমি করিলে পোষণ,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে, নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে।
হে মাতঃ বিশ্ব জননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল কুমারে লইলে।
করিতে তার পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি, স্নেহ-রস দিলে।
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা, থাকিব কি ভুলে॥

অনন্তর পিতা প্রার্থনা করিলেন। পরে আচার্য্য মহাশয় আশীর্ব্বাদ এবং রোমহর্ষণ বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিয়া অনুষ্ঠান কার্য্য সমাপন করিলেন। সে দিনের আনন্দের বিষয় বর্ণনা করা যায় না। সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া অনবরত সমস্বরে ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শ্রোতা সমাগত হইতে লাগিল। আচার্য্য মহাশয় অপরাহ্ণে আর একটী সরল মনোহর বক্তৃতা করিয়া কৃষক প্রভৃতি সামান্য লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। সেই বক্তৃতা মধ্যে ক্ষেত্র-কর্ষণ কার্য্য হইতে অনেক উপমা ও উদাহরণ নীত হইয়াছিল।

নবীন বাবুর এরূপ অনুষ্ঠানে পার্শ্বস্থ কেহই অসন্তোষ প্রকাশ বা আপত্তি উত্থাপন করে নাই। নিকটস্থ জমীদার, সম্ভ্রান্ত ও অপরাপর প্রায় চারি পাঁচ শত লোক নাগ মহাশয়ের বাটীতে আগমন করিয়া আহারাদি করিয়াছেন। নবীন বাবু এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিবেশবাসী বহুসংখ্য দীন দরিদ্রকে বস্ত্র বিতরণ করিয়াছেন।

নবীন বাবু চমকার কিছু দূরে পপরআড়া গ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেন্টের সাহায্য না লইয়া নিজেই তাহার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। শীঘ্রই এই বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তকের অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে আমাদের সুকুমার বালকদিগের পাঠোপযোগী ধর্ম্ম পুস্তকের নিতান্ত অসদ্ভাব আছে।

এক জন জমিদারের চেষ্টা ও উৎসাহে একেবারে এক প্রদেশের ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইতেছে। পল্লীগ্রামবাসী অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছে। অনেক কৃষকের সরল মন ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছে।

যদি এদেশের ভূস্বামিগণ নবীন বাবুর ন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ হন, তাহা হইলে অচিরাৎ এদেশের অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মোন্নতি সাধিত হয়। তাঁহারা আর কত কাল অজ্ঞান ও ভ্রমে পতিত থাকিবেন? ঈশ্বর আলস্য ও ভোগ সুখে জীবন অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখানে প্রেরণ

করেন নাই। সেই ভূমা পুরুষ আমাদের উদ্দেশ্য অতি মহান্ করিয়া দিয়াছেন, আত্মার জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনই মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিলে পরম পিতা আমাদিগকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিবেন।

নূতন পুস্তক।

১ মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ। গিবন্ সাহেবের রোমরাজ্যের ইতিহাস হইতে শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সংকলিত। কলিকাতা স্কুলবুক ও বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির অনুমতি ক্রমে মুদ্রিত ও প্রচারিত। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মের সংক্ষেপ ইতিহাস জানিতে চান, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ উপকারী হইবে। ইহাতে বিশদ ভাষায় সংক্ষেপে বহু বৃত্তান্ত সংকলিত হইয়াছে। ইহার রচনা ও বিষয় উভয়ই এ দেশের উপকারী হইবে।

২ কথাতরঙ্গ। স্যাণ্ড ফোর্ড এণ্ড মর্টন নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সভার অনুমতি ক্রমে মুদ্রিত ও প্রচারিত। ইহার রচনা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও নীতি জ্ঞান জন্মে।

৩ চিকিৎসা প্রকরণ। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রণীত। সাধারণ নিদান, ঔষধ ব্যবহার, কারণ, নির্ণয়, লক্ষণ, ভাবি ফল, বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিধান, এই কএকটি বিষয় উৎকৃষ্ট রূপে ইহাতে বিবৃত, এবং আটাত্তরটি প্রতিকৃতি দ্বারা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় গুলিও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ইহা প্রথম ভাগ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ দেশে চিকিৎসা বিষয়ে বাঙ্গলা পুস্তকের নিতান্ত অপ্রতুল আছে। এ বিষয়ে যে কএক খানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এ খানি, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; নানাবিধ নূতন নূতন গ্রন্থ হইতে ইহা সংকলিত হইয়াছে।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের চৈত্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১২০॥৵১০
যন্ত্রালয়	১৮১।৵১০
পুস্তক বিক্রয়	৪৪৮৴১৫
দান	৬ (১০
সমাজ গৃহ সংস্কার	৬॥০
বিবিধ আয়	২৮।৵৫
গচ্ছিত	৩৩॥৶১৫
	৪২১॥৴৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৭॥০
যন্ত্রালয়	১৩০
পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	১১৮৵৫
বিবিধ ব্যয়	৩৩৮৵১৫
গচ্ছিত	২২৮ ১৫
	৪৫২।৴১৫

আয়	৪২১॥৴৫	
পূর্ব্বকার স্থিত	২১২॥৵১০	
		৬৩৪৶১৫
ব্যয়		৪৫২।৴১৫
স্থিত		১৮১৮৵০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

১৭৮৬ শকের চৈত্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন	৫
" মধুসূদন ঘোষ	২॥০
" হরনাথ ঠাকুর	২
" কমলাকান্ত সেন	২
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	॥০
" সুবলদাস সেন	॥০
	১৩॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৌলিক	.. ..	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	.. ..	২
		৪
		১৭৸০

আয়	.. ..	১৭৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	.. ..	১১০৷৴১০
		১২৭৶৴১০
ব্যয়		
সরকারদিগের কমিসন	.. ..	১৶০
স্থিত	.. ..	১২৬৸৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ সংস্কার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিরা যে টাকা দান করিয়াছেন, তাহা অতি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু	.. ..	২৷০
" শ্রীনাথ দত্ত	.. .. ..	২
শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দাসী	..	২
		৬৷০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

১২ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭৷ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলে পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-বিদ্যালয় উন্মুক্ত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপদেশ প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ইহার ছাত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আপন প্রার্থনা জানাইবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

যাঁহাগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ মাসের মূল্য অনাদায় আছে, তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে তৎ সমুদায় অনুগ্রহ করিয়া পরিশোধ করিবেন। জ্যৈষ্ঠ মাস অতীত হইলেও যাঁহাদের দ্বাদশ মাসের ঋণ অনাদায় থাকিবে, আষাঢ় মাস হইতে তাঁহাদের নিকেট ডাকের ব্যয় দিয়া পত্রিকা পাঠাইতে অসমর্থ হইব।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।

যাঁহারা লোক দ্বারা বা ডাক যোগে যথা সময়ে পত্রিকা না পাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৫ই বৈশাখ বুধবার সম্বৎ ১৯২২ কলিগতাব্দা ৪৯৬৬।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ শক

২৬২ সংখ্যা ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবংপূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

পরাশরঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৭৮৭

১ নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বত-স্কর্হস্তে দধানো নর্য্যা পুরূণি। অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা।

১ 'শশ্বতঃ' শাশ্বতস্য নিত্যস্য 'বেধসঃ' বিধাতুঃ ব্রহ্মণঃ সংবন্ধীনি 'কাব্যা' কাব্যানি মন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণ্যযমগ্নিঃ 'নি-কঃ' নিয়মেন স্বাত্মাভিমুখং করোতি। কিং কুর্ব্বন্। 'নর্য্যা' নৃভ্যোহিতানি 'পুরূণি' বহূনি ধনানি 'হস্তেদ-ধানঃ' হস্তে ধারয়ন্॥ ঈদৃগ্ভূতমগ্নিমবলোক্য সর্ব্বে জনা-স্তবন্তীতি ভাবঃ। স্তোতৃভ্যোধনেষু দত্তেস্বপ্যগ্নের্ধনং ন ক্ষী-য়তইত্যাহ অগ্নিরিতি। অযং 'অগ্নিঃ' 'রয়ীনাং' 'রয়িপতিঃ' 'ভুবৎ' ধনানাং মধ্যে যানি ধনান্যুৎকৃষ্টানি তেষাং স্বামী ভবতি। কিং কুর্ব্বন্। 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'অমৃতানি' হিরণ্যানৈতৎ। অমৃতং বৈ হিরণ্যমিতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বাণি হিরণ্যানি স্তোতৃভ্যঃ 'সত্রা' সহৈব 'চক্রাণঃ' কুর্ব্বন্ যুগপৎ প্রযচ্ছন্নিত্যর্থঃ।

১ নরগণের হিতকর প্রচুর ধন হস্তে লইয়া অগ্নি সনাতন বিধাতার প্রতি প্রয়োজ্যমান স্তোত্র-সকল আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। ইনি সমস্ত হিরণ্য যুগপৎ বিতরণ করিয়া যাবতীয় উৎকৃষ্ট ধনের ধনপতি হয়েন।

৭৮৮

২ অস্মে বৎসং পরি ষন্তং ন বিন্দন্নিচ্ছন্তো বিশ্বে অমৃতা অমূরাঃ। শ্রমযুবঃ পদব্যো ধিয়-ন্ধাস্তস্থুঃ পদে পরমে চার্ব্বগ্নেঃ।

২ 'অস্মে' অস্মাকং 'বৎসং' বৎসবদত্যন্তপ্রিযং 'পরি-ষন্তং' পরিতঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং। দেবেভ্যোনির্গত্যাশ্বথ-বেণ্বাদিষু নিলীনং সন্তমিত্যর্থঃ। এবম্বিধমগ্নিং 'ইচ্ছন্তঃ' 'বিশ্বে অমৃতাঃ' সর্ব্বে অমরণধর্ম্মাণোদেবাঃ 'অমূরাঃ' অমূঢ়াঃ মরুতশ্চ ন বিন্দন্ তমগ্নিং নালভন্ত। অলভমা-নাশ্চ তে 'শ্রমযুবঃ' হব্যবাহনস্যাভাবেন হবিষামভাবা-ত্তজ্জন্যেন শ্রমেণ ক্লেশেনৈকীভূতাঃ। তস্যাগ্নেরন্বেষণায় 'পদব্যঃ' পাদৈর্গচ্ছন্তঃ। 'ধিযন্ধাঃ' ধিযাং অগ্নেঃ শয়নাসনস্থানাদিলক্ষণানাং কর্ম্মণাং ধারয়িতারঃ। এবং-বিধাঃ সন্তঃ 'চারু' চারুণি শোভনে 'অগ্নেঃ' 'পরমে' উত্তমে অন্ত্যে 'পদে'। যত্রহ্যগ্নির্নিলীনোবর্ত্ততে তত্রে-ত্যর্থঃ। তস্মিন্ পদে 'তস্থুঃ' স্থিতবন্তঃ। বহুবিধেনায়া-সেনাগ্নিং দদৃশুরিত্যর্থঃ।

২ যাবতীয় অমূঢ় অমরগণ অশ্বত্থ বংশ প্রভৃতিতে লুক্কায়িত আমারদের প্রীতিভাজন অগ্নিকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হন নাই; সুতরাং শ্রান্ত হইয়া পদব্রজে গমন পূর্ব্বক অগ্নির শয়ন, উপবেশন, ও অবস্থান প্রভৃতি

কর্ম্ম-সকল লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরম মনোহর স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৭৮৯

৩ ত্রিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং ঘৃতেন শুচয়ঃ সপর্যান্।
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ান্যসূদন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ।

৩ 'শুচয়ঃ' শোধয়িতারোমরুতঃ হে 'অগ্নে' 'শুচিং' শুদ্ধং দেবেভ্যোনির্গতং 'ত্বাং ইৎ' ত্বামেব উদ্দিশ্য ত্রিস্রঃ 'শরদঃ' ত্রীন্ সংবৎসরান্ 'ঘৃতেন' আজ্যেন 'যৎ' যদা 'সপর্যান্' পূজাং কুর্য্যুঃ। তদানীং ত্বমাবিরভূঃ। তদনন্তরং তে মরুতঃ ত্বযানুগৃহীতাঃ সন্তঃ 'যজ্ঞিয়ানি' যজ্ঞার্হাণি যজ্ঞে প্রযোক্তুং যোগ্যানি 'নামানি চিৎ' নামান্যপি 'দধিরে' অধারয়ন্। নামানি চ তৈত্তিরীয়কে সমাম্নায়ন্তে। ঈদৃক চান্যাদৃক্চ তাদৃক্চ প্রতিদৃঙচ মিতশ্চ সম্মিতশ্চ সভরা ইত্যাদীনি। এতৈশ্চাগ্নিচয়নে মারুতাঃ সপ্ত কপালাহূয়ন্তে। নামানি ধারয়িত্বাচ 'সুজাতাঃ' পূর্ব্বং রূপং পরিত্যজ্য শোভনমমৃতত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ 'তন্বঃ' স্বকীয়ানি শরীরাণি 'অসূদয়ন্ত' স্বর্গং প্রাপিতবন্তঃ।

৩ হে অগ্নি! পবিত্র-স্বরূপ তুমি লুক্কায়িত হইলে, মরুতেরা শুচি হইয়া যখন তিন বৎসর তোমাকে পূজা করিলেন, তখন তুমি আবির্ভূত হইলে পর তাঁহারা যজ্ঞীয় নাম-সকলও ধারণ করিলেন, এবং পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোভন রূপ প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ শরীরকে স্বর্গ প্রাপ্ত করিলেন।

৭৯০

৪ আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্ত্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসং।

৪ 'বৃহতী' 'রোদসী' মহত্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে 'আ-বেবিদানা' অগ্নিমুপলভমানাঃ। এবম্ভূতাঃ 'যজ্ঞিয়াসঃ' যজ্ঞার্হাঃ দেবাঃ 'রুদ্রিয়াঃ' রুদ্রঃ অগ্নিঃ। দেবানামসুরৈঃ সহ যুদ্ধসময়ে তৈর্দেবৈঃ স্থাপিতং ধনমপহৃত্য গতবন্তমগ্নিং দেবাআগত্য অগ্নেঃ সকাশাৎ বলেন তদ্ধনমগৃহ্নন্। তদানীং সোগ্নিররোদীৎ। তস্মাৎ রুদ্রইত্যাখ্যায়তে। তথাচ তৈত্তিরীয়কং। তদগ্নির্ন্যকাময়ত। তেনাপাক্রামৎ। তদ্দেবা বিজিত্যাবরুরুৎসমানা অন্বায়ন্। তদস্য সহসা দিৎসন্ত। সোরোদীৎ। যদরোদীৎ তক্রুদ্রস্য রুদ্রত্বমিতি। তস্য রুদ্রস্যার্হাণি স্তোত্রাণি 'প্র-জভ্রিরে' প্রজহ্রিরে চক্রুরিত্যর্থঃ। 'নেমধিতা' নেমশব্দোর্দ্ধবচনঃ। তথাচ যাস্কঃ। ত্বোনেম ইত্যর্দ্ধস্যানিং ৩, ২০। ইতি। সর্ব্বেষাং দেবানামর্দ্ধভাগেন ধীয়তে ধার্য্যতে ইতি নেমধিতইন্দ্রঃ। সর্ব্বে দেবাএকোর্দ্ধঃ। ইন্দ্রএকএবাপরোর্দ্ধ ইতি যাবৎ। তথাচ তৈত্তিরীয়কং যৎসর্ব্বেষামর্দ্ধমিন্দ্রঃ প্রতি তস্মাদিন্দ্রোদেবানাং ভূয়িষ্ঠভাক্তমইতি। তেন ইন্দ্রেণ সহিতঃ 'মর্ত্তঃ' মরুদ্গণঃ 'পরমে' উত্তমে অন্ত্যে 'পদে' স্থানে অশ্বত্থাদৌ 'তস্থিবাংসং' স্থিতবন্তং 'অগ্নিং' 'চিকিত্বান্' জানন্ 'বিদৎ' অলভত।

৪ যজ্ঞের অর্দ্ধাংশ-ভাগী ইন্দ্র ও যজ্ঞার্হ দেবগণ দ্যুলোক ও ভূলোকের বৃহৎ মধ্যঅবকাশে অগ্নিকে উপলব্ধি করিয়া রুদ্রিয় স্তোত্র-সকল পাঠ করিয়াছিলেন এবং উত্তম স্থানে অবস্থিত অগ্নিকে অবগত হইয়া লাভ করিয়াছিলেন।

৭৯১

৫ সংজানানা উপ সীদন্নভিজ্ঞু পত্নীবন্তো নমস্যং নমস্যন্।
রিরিক্বাংসস্তন্বঃ কৃণ্বত স্বাঃ সখা সখ্যুর্নিমিষি রক্ষমাণাঃ। ১।৫।১৭।

৫ হে অগ্নে! ত্বাং 'সঞ্জানানাঃ' সম্যক্ জানন্তঃ দেবাঃ 'উপসীদন্' উপসীদন্তি প্রাপ্নুবন্তি। উপসত্তিং কৃত্বাচ 'পত্নীবন্তঃ' সপত্নীকাঃ সন্তঃ নমস্যং নমস্কারার্হং 'অভিজ্ঞু' আভিমুখ্যেনাবস্থিতজানুযুক্তং ত্বাং 'নমস্যন্' অপূজয়ন্। পূজয়িত্বাচ 'সখ্যুঃ' মিত্রস্য তব 'নিমিষি' দর্শনে নিমিত্তভূতে সতি 'রক্ষমাণাঃ' ত্বয়া পরিরক্ষ্যমাণাঃ 'সখা' সখায়ঃ দেবাঃ 'স্বাঃ' 'তন্বঃ' স্বকীয়ানি শরীরাণি 'রিরিক্বাংসঃ' অনশনাদিরূপেণ দীক্ষানিয়মেন রিক্তীকুর্ব্বতঃ শোষয়ন্তঃ 'কৃণ্বত' যাগান্ অকুর্ব্বত। দেবা বৈ যজ্ঞমতন্বতেতি শ্রুতেঃ।১।৫।১৭।

৫ হে অগ্নি! জানুযুক্ত হইয়া অভিমুখে অবস্থিত এবং নমস্য যে তুমি, তোমাকে সস্ত্রীক দেবতারা অবগত হইয়া পূজা করিয়াছিলেন; অনন্তর তোমার দ্বারা রক্ষমাণ দেবতারা তোমাকে দর্শনের পর নিজ নিজ শরীরকে শুষ্ক করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১।৫।১৭।

৭৯২

৬ ত্রিঃ সপ্ত যদ্গুহ্যানি ত্বে ইৎপদাবিদন্নিহিতা যজ্ঞিয়াসঃ।
তেভী রক্ষন্তে অমৃতং সজোষাঃ পশূঞ্চ স্থাতৄঞ্চরথং চ পাহি।

৬ 'ত্রিঃ সপ্ত' একবিংশতি সংখ্যকানি 'গুহ্যানি' রহস্যানি বেদৈকসমধিগম্যানি 'যৎ' যানি 'পদা' পদানি পদ্যন্তে গম্যতে স্বর্গএভিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা পদশব্দেনাত্র যজ্ঞাউচ্যন্তে। তে চৈকবিংশতিসংখ্যকাঃ। ঔপাসনহোমবৈশ্বদেবাদয়ঃ সপ্ত পাকযজ্ঞাঃ। অগ্ন্যাধেয়দর্শপূর্ণমাসাদয়ঃ সপ্ত হবির্যজ্ঞাঃ। অগ্নিষ্টোমাত্যগ্নিষ্টোমাদয়ঃ সপ্ত সোমযজ্ঞাঃ। এবমেকবিংশতিসংখ্যানি যজ্ঞলক্ষণানি পদানি হে অগ্নে 'ত্বেইৎ' ত্বয্যেব 'নিহিতা' স্থাপিতানি তেষাং সর্ব্বেষাং ত্বৎপ্রধানত্বাৎ। নহ্যগ্নিমন্তরেণ যাগাঅনুষ্ঠাতুং শক্যন্তে। 'যজ্ঞিযাসঃ' যজ্ঞার্হাঃ অর্থিত্বসামর্থ্যবৈদুর্য্যাদিভিরধিকারহেতুভির্যুক্তাঃ। তথাচোক্তং। অর্থী সমর্থোবিদ্বান্ শাস্ত্রেণাপর্যুদস্তঃ কর্ম্মণ্যধিকারীতি। এবম্ভূতলক্ষণোপেতাযজমানাস্তানি পদানি 'অবিদন্' অলভন্ত। লব্ধা চ 'তেভিঃ' তৈঃ যজ্ঞলক্ষণপদৈঃ 'অমৃতং' অমরণধর্ম্মাণং ত্বাং 'রক্ষন্তে' পালয়ংতি যজন্তীত্যর্থঃ। 'সজোষাঃ' তৈর্যজমানৈঃ সমানপ্রীতিস্ত্বং 'পশূন্' গবাশ্বাদিপশূন 'চ' 'স্থাতৄন্' ব্রীহ্যাদিস্থাবরাণি 'চরথং' পশুব্যতিরিক্তমন্যদ্যৎ প্রাণিজাতমস্তি তৎ 'চ' 'পাহি' রক্ষ। তেষু হি রক্ষিতেষু তদীয়াযাগাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে নান্যথা। অতস্ত্বমেবমুচ্যস ইত্যর্থঃ।

৬ হে অগ্নি! একবিংশতি গূঢ় যজ্ঞ তোমাতে যে নিহিত আছে, যজ্ঞার্হ যজমানেরা তাহা লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সেই সকল যজ্ঞ দ্বারা অমরণধর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করেন, তুমি তাহারদের সমান প্রীতিমান্ হইয়া পশু, স্থাবর, ও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা কর!

৭৯৩

৭ বিদ্বাঁ অগ্নে বয়ুনানি ক্ষিতীনাং ব্যানুষক্ শুরুধো জীবসে ধাঃ।
অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনো দেবযানানতন্দ্রো দূতো অভবো হবির্বাট্।

৭ হে 'অগ্নে' 'বয়ুনানি'। জ্ঞাননামৈতৎ ইহ তু জ্ঞাতব্যে বর্ত্ততে। সর্ব্বাণি জ্ঞাতব্যানি 'বিদ্বান্' জানন্ ত্বং 'ক্ষিতীনাং' যজমানলক্ষণানাং প্রজানাং 'জীবসে' জীবিতুং 'শুরুধঃ' ক্ষুদ্রূপস্য শোকস্য রোধয়িত্রীরিষোন্নানি 'আনুষক্' অনুষক্তং সততং যথা ভবতি তথা 'বিধাঃ' বিধেহি কুরু ইত্যর্থঃ। এবং যজমানানন্নসমৃদ্ধান্ কৃত্বানন্তরং 'হবির্ব্বাট্' তৈর্দেবেভ্যঃ প্রত্তং হবির্বহন্ 'দূতঃ অভবঃ' দেবানাং দূতো ভবসি। কীদৃশস্ত্বং 'অন্তর্বিদ্বান্' দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে জানন্। কিং জানন্। 'অধ্বনঃ' মার্গান্ কীদৃশান্ 'দেবয়ানান্' দেবাযৈর্মার্গৈর্যন্তি গচ্ছন্তি তান্ জানন্ ইত্যর্থঃ। 'অতন্দ্রঃ' পুনঃপুনর্হবির্ব্বহনেপ্যনলসঃ।

৭ হে অগ্নি! তুমি সমুদায় জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া প্রজাগণের জীবনের নিমিত্তে অন্ন-সকল বিধান কর; এবং দূত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যগত দেব-গন্তব্য-পথ-সকল জানিয়া বিনা আলস্যে হব্য সকল বহন কর।

৭৯৪

৮ স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বী রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্।
বিদদ্গব্যং সরমা দৃঢমূর্ব্বং যেনা নু কং মানুষী ভোজতে বিট্।

৮ 'স্বাধ্যঃ' শোভন কর্ম্মযুক্তাঃ 'যহ্বীঃ' যহ্ব্যঃ মহত্যঃ 'সপ্ত' গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত নদ্যঃ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ আগত্য ভূম্যাং প্রবহন্তীতিশেষঃ। হে অগ্নে এবম্বিধানদ্যঃ ত্বয়া স্থাপিতাঃ। অগ্নৌ হোমে সতি হি তেন তৃপ্তঃ সূর্য্যো বৃষ্টিং করোতি। তস্মিন্নর্থে স্মৃতিঃ পূর্ব্বমুদাহৃতা। অতোবৃষ্টিদ্বারা অগ্নিরেব নদীকরোতীত্যুচ্যতে। তথা 'ঋতজ্ঞা' ঋতং যজ্ঞং জানন্তোঙ্গিরসঃ 'রায়ঃ' বলনাম্নাসুরেণাপহৃতস্য গোরূপস্য ধনস্য 'দুরঃ' দ্বারাণি গমনমার্গান 'অজানন্' ত্বয়া জ্ঞাতবন্তঃ। ত্বৎসাধ্যেন যাগেন প্রীতইন্দ্রোগবামন্বেষণায় সরমাং নাম দেবশুনীং প্রেষিতবান্। সাচ সরমা গবাং স্থানমবগত্য ইন্দ্রস্য ন্যবেদয়ৎ। ইন্দ্রশ্চ তান্ অঙ্গিরসো গাঃ প্রাপয়ৎ। অতএতৎ সর্ব্বং ত্বমেব কৃতবান্। অঙ্গিরোভ্যঃ সকাশাৎ 'গব্যং' গবি ভবং 'দৃঢ়ং' স্থূলং বহুলমিত্যর্থঃ। এবংবিধং পয়োলক্ষণং 'ঊর্ব্বং' অন্নং 'সরমা' দেবশুনী 'বিদৎ' অলভত। 'কং' ইত্যেতৎ পাদপূরণং 'যেন নু' যেন হি গব্যেন 'মানুষী বিট্' মনোঃ সম্বন্ধিনী প্রজা 'ভোজতে' ইদানীং ভুঙ্ক্তে। তদ্গাব্যমপি পরম্পরয়া অগ্নিরেব করোতি।

৮ হে অগ্নি! তোমা হইতেই শোভন কর্ম্মা সপ্ত মহানদী দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে; যাগজ্ঞ অঙ্গিরাগণ তোমা হইতেই গোরূপ ধনের পথ অবগত হইয়াছিলেন। দেবশুনী সরমা অঙ্গিরাগণ হইতে গব্য রূপ বহুল অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে অন্ন মনুষ্যগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছে।

৭৯৫

৯ আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুং।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বিতস্থে মাতা পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ।

৯ 'যে' আদিত্যাঃ 'অমৃতত্বায়' অমরণত্বসিদ্ধয়ে 'গাতুং' মার্গং উপায়ং 'কৃণ্বানাসঃ' কুর্ব্বাণাঃ সন্তঃ 'বিশ্বা' বিশ্বানি

সর্ব্বাণি 'স্বপত্যানি' শোভনানি অপতনহেতুভূতানি চতুর্দ্দশরাত্রষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রাদিত্যানাময়নাদীনি কর্ম্মাণি 'আতস্থুঃ' আস্থিতবন্তঃ কৃতবন্তঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়কং। আদিত্যা অকামযন্ত সুবর্গংলোকমিয়ামেতীতি। তএতং ষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রমপশ্যন্। তমাহরন্ত তেনাযজংতেতিচ। 'মহদ্ভিঃ অনুষ্ঠানেন মহানুভাবৈস্তৈঃ 'পুত্রৈঃ' সহিতা 'মাতা' জনয়িত্রী 'অদিতি' অদীনা 'পৃথিবী' 'ধায়সে' সর্ব্বস্য জগতোধারণায় 'মহ্না' স্বকীয়েন মহত্ত্বেন 'বিতস্থে' বিশেষেণ তিষ্ঠতি। হে অগ্নে যতস্তং আদিত্যৈরনুষ্ঠিতেষু যাগেষু চরুপুরোড়াশাদীনি হবীংষি 'বেঃ' অভক্ষয়ঃ অতঃ এতৎ সর্ব্বং জাতমিত্যর্থঃ।

৯ আদিত্যগণ অমৃতত্ত্বের নিমিত্ত উপায়-সকল আশ্রয় করিয়া শোভমান কর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তুমি তাহাতে হব্য-সকল ভোজন করিয়াছিলে বলিয়া তদ্দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত পুত্রগণের সহিত অদীনা মাতা পৃথিবী সমুদয়কে ধারণ করিবার নিমিত্তে স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা অবস্থান করিতেছে।

৭৯৬

১০ অধি শ্রিয়ং নি দধু শ্চারুমস্মিন্দিবো যদক্ষী অমৃতা অকৃণ্বন্। অধ ক্ষরন্তি সিন্ধবো ন সৃষ্টাঃ প্র নীচীরগ্নে অরুষীরজানন্॥১।৫।১৮।

১০ 'অস্মিন্' অগ্নৌ 'চারুং' শোভনাং 'শ্রিয়ং' পরিস্তরণপরিষেচনাদিরূপাং যজ্ঞসম্পদং যজমানাঃ 'অধিনিদধুঃ' স্থাপিতবন্তঃ। নিধায় চ 'যৎ' যদা 'অক্ষী' যজ্ঞস্য আজ্যভাগলক্ষণে চক্ষুষী 'অকৃণ্বন্' কুর্ব্বন্তি। চক্ষুষী বা এতে যজ্ঞস্য যদাজ্যভাগাবিতি শ্রুতেঃ। তদানীং 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'অমৃতাঃ অমরণধর্ম্মাণঃ দেবাঃ যাগসময়োজাত-ইত্যবগম্যাগচ্ছন্তীতি শেষঃ। 'অধ' আজ্যভাগানন্তরং 'সৃষ্টাঃ' অগ্নেরুৎপন্নাঃ 'সিন্ধবঃ' শীঘ্রং গচ্ছন্ত্যঃ নদ্যঃ 'ন' ইব 'নীচিঃ' নিতরাং সর্ব্বাসু দিক্ষু গচ্ছন্তীঃ 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ। হে 'অগ্নে' এবংভূতাস্তদীয়া জ্বালাঃ 'ক্ষরন্তি' সঞ্চলন্তি সর্ব্বাসু দিক্ষু গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। আগতাঃ দেবাশ্চ 'প্রাজানন্'। অস্মাকং হোমায় ঈদৃশ্যঃ জ্বালা উৎপন্না ইতি হৃষ্টাঃ সন্তঃ প্রকর্ষেণ জানন্তি ।১।৫।১৮

১০ যজমানেরা যখন এই অগ্নিতে শোভন শ্রী নিধান করিয়া যজ্ঞের চক্ষু-দান করেন, তখন অমর দেবতারা ইহা অবগত হইয়া দ্যুলোক হইতে আগমন করেন। অনন্তর হে অগ্নি! তোমা হইতে সমুৎপন্ন, নদী সদৃশ দ্রুতগামী নির্ম্মল শিখা-সকল সঞ্চালিত হয়; দেবতারা তাহা প্রকৃষ্ট রূপে অবগত হন। ১।৫।১৮।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ! তোমরা শান্ত-ভাবে এই প্রশান্ত সময়ে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে এখানে আগমন করিয়াছ, ইহা দেখিয়া আমার মন আনন্দ-রসে দ্রব হইতেছে। ইহার বাহিরে দেখ; কত মোহ-কোলাহল, কত পাপ-প্রবাহ, কত কুমন্ত্রণা-জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি আনন্দিত হইয়াছি যে তোমরা সে সকল অতিক্রম করিয়া শান্ত-ভাবে শান্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে এখানে আগমন করিয়াছ। তোমারদের হৃদয় পবিত্র-ভাবে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইলে তোমারদের মনের ব্যাকুলতা দূরীকৃত হইবে; এই ক্ষণ-কালের নিমিত্তে সেই অমৃত রসের আস্বাদন পাইলে তোমারদের জীবন নূতন হইবে। তোমরা একাগ্র মনে ঊর্দ্ধ-মুখে গমন কর, ঈশ্বর তোমাদের চক্ষুতে জ্যোতিঃ প্রেরণ করিবেন, আত্মাতে বল প্রদান করিবেন; তোমরা পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। ইহা হইতে অধিক লাভ আর কি আছে? যদি এই ধূলিকণা-শরীর লইয়া সেই পবিত্র অমৃত জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই, তবে এই পৃথিবীতে আসিয়া কি ফল না লাভ হইল? যদি এখানে শোক দুঃখে থাকিয়াও সেই পর লোকে দিব্যধামে ঈশ্বরের দর্শন পাইবার জন্য উপযুক্ত হই, তবে এই পৃথিবীতে আসিয়া কি ফল না প্রাপ্ত হইল। আমারদের একই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একমেবাদ্বিতীয়ং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে লাভ করিতেই হইবে। সকল বুদ্ধি, সকল

যত্ন, সকল পরিশ্রম ইহাতেই নিয়োগ করিতে হইবে। ঈশ্বরেরই জন্য আনন্দে এখানে উপাসনা কর, ঈশ্বরেরই জন্য সহিষ্ণু হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন কর, ঈশ্বরেতেই শরীর মন আত্মা সমর্পণ কর। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়-কাল—সূর্য্য যেমন মেঘের মধ্য হইতে প্রাতঃকালে উদয় হয়, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে উদয় হইতেছে। এমন সময়ে মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না, হৃদয়কে পবিত্র-বারিতে প্রক্ষালন করিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হও। শ্রেয় ঈশ্বরের ধর্ম্ম, বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে শ্রেয়ঃ-সাধন মানব জন্মের এক মাত্র শিক্ষা। এ শিক্ষার জন্যে মনুষ্যের উপরে বড় নির্ভর করিবে না; ঈশ্বরের উপরে, আপনার উপরে, নির্ভর কর। যতির ন্যায় যত্নশীল হও এবং ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য চাও, সাধু অভিলাষ সিদ্ধ হইবে—তোমরা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অজর অমর মঙ্গল-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের নিকট প্রকাশিত হও। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেন কেহই কুণ্ঠিত করিতে না পারে। যাহারা সত্যের জন্য ব্যাকুল, তাহাদের মধ্যে সেই সত্য সংস্থিত কর; যাহারা ধর্ম্মের জন্য সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত, তাহারদের নিকট নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম প্রেরণ কর; যাহারা তোমাকে দেখিবার জন্য চির জীবন তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, তাহারদের সে তৃষ্ণা শান্তি কর; তাহারদের নিকট তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রকাশ কর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভারত-ভূমিতে প্রচার কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

২ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ শক রবিবার।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

প্রথম উপদেশ।

উপক্রম।

অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করা যে নিতান্ত আবশ্যক, এ সংস্কার এ দেশীয়দিগের মন হইতে একে বারে অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালে অপরা বিদ্যার ন্যায় এ বিদ্যাও শিক্ষণীয় ছিল। যে অবধি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাসন এ দেশে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল, তদবধি এ দেশীয়-দিগের মন এই বিষম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের আধিপত্য অবধি বর্ত্তমান খৃষ্টিয়ান্‌দিগের আধিপত্য পর্য্যন্ত এই কুসংস্কারের একই ভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাঁরা মনে করেন, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাই নিতান্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ; ধর্ম্মশিক্ষা আপনা আপনিই সম্পন্ন হইবে। এই জন্য ইঁহারা ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জনের নিমিত্ত অবস্থার উপরে, সময়ের উপরে, নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্তের উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এই বিষম কুসংস্কারের যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার অধিক আবশ্যক নাই; যে দিকে নেত্রপাত করিবে, সেই দিকেই ইহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দৃষ্টি-গোচর হইবে।

ইহা অযথার্থ নহে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল-সূত্র সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। মনুষ্য-সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি বর্ত্তমানে পৃথিবীর যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত সকল মনুষ্যের অন্তরেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল-সূত্র—ব্রহ্মবিদ্যার মূল-সূত্র বিদ্যমান আছে। মনুষ্য যখন গৃহ-নির্ম্মাণে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন পর্ব্বত গহ্বরে ও পৃথিবীগর্ভে অথবা বৃক্ষের উপরে অবস্থান করিত, শস্যোৎপত্তির রীতি প্রকাশ করিবার

পূর্ব্বে যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল ও মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত, বস্ত্র নির্ম্মাণে অপারগ বলিয়া বিবস্ত্র হইয়া অথবা বৃক্ষের ছাল পরিধান করিয়া থাকিত, তখনও তাহাদের মধ্যে ব্রহ্ম-বিদ্যার মূল-সূত্রের অপ্রতুল ছিল না ; এখনও এই জ্ঞান-সমুজ্জ্বল সময়ে মনুষ্য-সমাজের মধ্যে তাহার কিছুই অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। নিতান্ত অসভ্য গ্রীন্‌লণ্ড নিবাসী স্কুইম জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, আণ্ডামান্ দ্বীপের অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে উপস্থিত হও; জ্ঞানের যত তারতম্য থাকুক, ধর্ম্ম-ভাবের কিছুই অপ্রতুল নাই। এই রূপ যদিও সকল কালে, সকল দেশে ও সকল ব্যক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার মূল-সূত্র-সকল সমান, তথাপি চিন্তা ও আলোচনার বৈলক্ষণ্যে পাত্র-ভেদে ব্রহ্মবিদ্যার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যায় তাদৃশ মনোযোগী না হইয়া যিনি বিদ্যা-বিশেষের অধিকতর আলোচনায় যত্নবান্ হন, যেমন তাঁহাতে সেই বিদ্যা সমধিক স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, সেই রূপ যিনি অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহাতে যে ব্রহ্মবিদ্যা অধিকতর প্রস্ফুটিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? যিনি ক্রমাগত কৃষি বিদ্যার অনুশীলনে ও উন্নতি-সাধনে তৎপর হইয়া থাকেন, বাণিজ্য বিদ্যায় তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন ; এবং যিনি বাণিজ্য বিদ্যাতেই নিরন্তর আসক্তচিত্ত ছিলেন, কৃষিকর্ম্মের সময়ে তাঁহাকে সেই কৃষকের উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি পুরাবৃত্তে সাতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, জ্যোতির্বিদ্যাতে তাঁহার অনভিজ্ঞতা চির কালই সমান থাকিতে পারে, এবং যিনি অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ হইয়াছেন, পুরাবৃত্তে তাঁহাকে পৌরাণিকের নিকট সাহায্য লইতেই হইবে। অতএব যদিও ব্রহ্মবিদ্যার মূল-সূত্র সকল ব্যক্তিতেই সমভাবে বিদ্যমান আছে; তথাপি চিন্তা ও আলোচনার তারতম্যে তাহার স্ফূর্ত্তির ইতর বিশেষ হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

জন-সমাজের আদিমাবস্থায় মনুষ্যগণকে নানা অভাবের পরিহার নিমিত্ত নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে যিনি অন্যান্য অভাব পরিহারের নিমিত্ত তাদৃশ যত্নশীল না হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি অবশ্যই অন্যান্য লোক অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যায় সমধিক নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন; ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণের মূল কারণ। বর্ত্তমান সময়েও সকল মনুষ্যের সমান কার্য্য নয় ; এই নিমিত্ত এ ক্ষণেও ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা রুচি ও কার্য্য বিশেষের অনুরোধে শিক্ষণীয় বা পরিত্যাজ্য হইলে তাদৃশ হানি নাই। পৌরাণিকেরা যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যার সমধিক অনুশীলন না করেন, জ্যোতির্ব্বিৎ যদি পুরাবৃত্তে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারেন; তাহাতে তাঁহারদিগের তাদৃশ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু কি কৃষক কি বণিক, কি ভূতত্ত্ববেত্তা, কি ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত, ব্রহ্মবিদ্যায় উপেক্ষা করা কাহারই কর্ত্তব্য নয়। কৃষক অবধি রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই ব্রহ্মবিদ্যাতে যত্ন করা আবশ্যক।

ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞানের তারতম্য নিবন্ধনই ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ম্মাণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে জন-সমাজ আছে, সেই স্থানেই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র; য়িহুদিদিগের পুরাতন বাইবল; খৃষ্টিয়ানদি-

গের পুরাতন ও নূতন বাইবল; মুসলমানদিগের কোরাণ; ইত্যাদি সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল অসভ্য দেশে অদ্যাপি অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, সেখানেও ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যের মুখ পরম্পরায় অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক সাধারণ ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রকে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ও আপন আপন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকদিগকে একে বারে অভ্রান্ত ভাবিয়া প্রতারিত হইতেছে। এই অন্ধীভূত পক্ষপাতই ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের পরস্পর বিরোধের মূল কারণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ীরা অপর সম্প্রদায়কে ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণার বিভীষিকা ও স্বধর্ম্মীদিগকে অপূর্ব্ব স্বর্গ সুখের আশা প্রদর্শন করিতেছে। এই রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র-সকলের পরস্পর বিসম্বাদিতাই প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যের কপোল-কল্পনা সপ্রমাণ ও প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অলৌকিকত্ব খণ্ডন করিতেছে। ফলত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকেই ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ও কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককেই একে বারে অভ্রান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। যে পরিমাণে যাঁহার আত্মা উন্নত হইয়াছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই পরিমাণে বিশুদ্ধতা আছে।

অন্যান্য ধর্ম্মালম্বীদিগের যে প্রকার হউক, ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃতি অন্য প্রকার। মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হইতে সমুদ্ভূত কোন গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারে না। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ; ঈশ্বর স্বয়ং তাহার আচার্য্য। তিনি এই ধর্ম্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত-রূপে যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেছেন, যাঁহার বুদ্ধি শক্তি ও ধারণা শক্তি যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে সেই সকল উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। যাঁহার জ্ঞান যত উন্নত, যাঁহার হৃদয় যত প্রশস্ত, যাঁহার অনুষ্ঠান যত বিশুদ্ধ, ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র তাঁহার নিকটেই তত অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনসমাজের শৈশবাবস্থাতেও ব্রহ্মবিদ্যার মূল-সূত্র বিদ্যমান ছিল। তদবধি জনসমাজের যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি ও হৃদয়ের প্রাশস্ত্য হইয়া আসিতেছে, ব্রহ্মবিদ্যারও সেই পরিমাণে উন্নতি সাধন হইতেছে। অন্যান্য বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেও এই সত্য প্রতিপন্ন হইবে। ভূগোলবিদ্যা জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিদ্যাই জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতি-সহকারে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্মবিদ্যাও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অসাধারণ সরলতা দর্শন করিয়া কতকগুলি লোকের বিষম ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কতক লোকে যেমন এক এক খানি গ্রন্থকে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ও মনুষ্যবিশেষকে একেবারে অভ্রান্ত বোধ করিয়া নির্ব্বিচার চিত্তে সেই সেই পুস্তকের ও সেই সেই মনুষ্যের অনুসরণ করিতেছে, সেই রূপ কতকগুলি লোক সমুদায় সত্যের নূতন পত্তন করিতে গিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সমুদায় কুসংস্কার পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় সত্য গুলিকেও বিসর্জন দিতেছেন। কর্ত্তব্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা যে সকল মত প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তৎ সমুদায়ের মধ্য হইতে সত্য গুলির সংগ্রহ করা, অস্পষ্ট সত্য গুলিকে স্পষ্টীকৃত করা, পরিশেষে অনাবিষ্কৃত সত্য গুলি আবিষ্কার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার সমুন্নতি সম্পাদন করা। সমুদায় পুরাতন মত একেবারে উৎসন্ন করিয়া প্রতি ব্যক্তি প্রত্যেক বিদ্যার

পত্তন-ভূমি অবধি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে, কোন বিদ্যারই শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত না। মনে কর, যদি গালিলিয়ের আবিষ্কৃত পৃথিবীর গতিতে অশ্রদ্ধা করিয়া ভূগোল বিদ্যার্থিদিগের প্রতি ব্যক্তি ভূগোল বিদ্যার মূল অবধি স্বয়ং প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইত, যদি প্রকৃতির জ্ঞানার্থীরা নিউটনের মার্ধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের সাহায্য গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে ভূগোল ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এত দূর উন্নতি কি দেখিতে পাইতাম? জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, গণিত-তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার যে রূপ শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, যদি প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে উহার মূল অবধি উন্নতি সাধন করিতে হইত, তাহা হইলে ঐ সকল বিদ্যার কি এত দূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইত? ইহা কেহই অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না। তবে ব্রহ্মবিদ্যাই কি এই নিয়মের বহির্ভূত? অন্যান্য বিদ্যা যেমন বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মবিদ্যা সে রূপ নহে; ব্রহ্ম বিদ্যার মূল-সূত্র সকলের আত্মাতেই সমভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা আলোচনা করিয়া পরিস্ফুটিত করিতে হইবে; কিন্তু এ আলোচনা সকলের ভাগ্যে সমান ঘটিয়া উঠে না; অতএব যাঁহারা অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার অধিকতর আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারদের অভিজ্ঞতাকে অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদের তাদৃশ আলোচনা ও তাদৃশ চিন্তা করা হইয়া উঠে নাই, অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তাঁহাদের অবশ্যই বিধেয়।

পুরাতন ব্রহ্মপরায়ণদিগের গ্রন্থ হইতে আমারদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কত আলোচনা ও কত চিন্তা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এক বার ভাবিয়া দেখ। এই গ্রন্থ খানি* যে সকল গ্রন্থ হইতে সমুদ্ধৃত হইয়াছে, অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি শান্ত দান্ত সমাহিত শ্রদ্ধাস্পদ ঋষির জ্ঞান-ভাব-সমন্বিত নির্ম্মলতর আত্মা হইতে প্রথমে তাহা নিঃসারিত হয়; শ্রদ্ধাবান্ ধীরেরা তদ্গতচিত্তে তাহার সেবা করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তৎপরে কত মহোপাধ্যায় দর্শন-বেত্তারা তন্ন তন্ন করিয়া তাহা নিষ্পীড়ন করেন। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সেই সমুদায় গ্রন্থের সংকলন পূর্ব্বক সংরচিত হইয়াছে। ইহার মূল-সকল সেই পুরাতন গ্রন্থের সারভাগ। তাহা সংকলন করিতে প্রচুর আলোচনা ও যথেষ্ট চিন্তা আবশ্যক হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ সকল ধর্ম্মের ঐক্যস্থল হইয়া আছে, প্রথমে উহা লিপিবদ্ধ হইয়া এক স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এক বৎসর পরে উহা পুনরালোচিত হইল। অন্যান্য রচনা-সকল প্রতি দর্শনে পরিবর্ত্ত করিতে হয়, কিন্তু এক বৎসর পরেও উহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তসহ বোধ হইল না†। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-সকল এই ভাবে সংকলিত হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্যেও সামান্য চিন্তা ও সামান্য আলোচনা নিক্ষিপ্ত হয় নাই। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ কোন রূপেই বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী নহে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে জ্ঞান-সমুজ্জ্বল সময়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থও সেই সময়ের সংকলন; অতএব ইহা তোমারদের বুদ্ধি বিদ্যা ও বর্ত্তমান সময়ের নিতান্ত উপযোগী এবং ভরসা করি, ইহাতে যে সকল পুরাতন সত্য অক্ষত-ভাবে জাগরূক

* ইহার প্রথম খণ্ড উপনিষদ হইতে, দ্বিতীয় খণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

† দ্বিতীয় বীজে কেবল দুই চারিটি বিশেষণ পদ পরে পরে পরিবর্ত্তিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

হইয়া আছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের চির কালের উপজীবিকা হইবে।

আমি তোমাদিগকে নূতন সত্য শিক্ষা দিতে আসি নাই, এই গ্রন্থই আমার অবলম্বন ও তোমারদের শিক্ষণীয় বিষয়। ইহাতে যে সকল সত্য গ্রথিত আছে, অগ্রে তাহা তোমরা হৃদয়ে ধারণ কর। যে উন্নত আত্মা হইতে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা দ্বারা অগ্রে তোমাদের আত্মা সেই রূপ উন্নত হউক; তাহা হইলে ইহার অনাবিষ্কৃত সত্য-সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ও ভবিষ্যতে তোমাদের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার ভুয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

২৬১ সংখ্যক পত্রিকার ৯ পৃষ্ঠার পর।

আশা ও ভয়। যেমন শোণিতের উষ্ণতা শারীরিক জীবনের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক, সেই রূপ আশা আমাদের আত্মার নিতান্ত প্রয়োজন। সুপ্রশস্ত সরোবর-মধ্যে পদ্ম কুসুম বিকশিত হইলে যেমন পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিকে সৌরভে অমোদিত করে, সেই রূপ আশা মনুষ্যগণের হৃদয়-সরোবরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্ব ক্ষণ আনন্দিত রাখে। কিন্তু ভয়ের কার্য্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা হিংস্র জন্তু সদৃশ মানবগণের হৃৎ-কন্দরে বাস করিতেছে; যখন ইহা বাহির হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক, সকলকেই একেবারে আকুল করিয়া ফেলে। হে মনুষ্যগণ! সাবধান হও, যেন আশা ও ভয় তোমাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিয়া না বেড়ায়। তোমরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উহাদিগের উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পার। যখনতোমরা উক্ত বৃত্তি দ্বয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিবে, তখনই জানিবে, কেহই তোমাদিগকে সত্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না। তোমরা সংসারের সকল ঘটনায় অবিচলিত চিত্তে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে চলিয়া যাইবে। ধার্ম্মিকেরা মৃত্যু ভয়েও ভীত হন না। যাঁহারা পাপাচরণ দ্বারা আপনাদিগকে জঘন্য করিয়া ফেলেন নাই, তাঁহারা কেনই বা কাহাকে ভয় করিবেন।

যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা আশাকে উত্তেজিত করিবে। যদি নৈরাশ্য এক বার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কখনই তোমাদিগের কার্য্য সফল হইতে পারিবেক না।

বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া আত্মাকে বিকল করিও না; অথবা অলসের ন্যায় বৃথা চিন্তায় মগ্ন হইও না। ভীত ব্যক্তি আপনার দুরদৃষ্টকে শীঘ্র আনয়ন করে; কিন্তু আশাবান্ সাহসী ব্যক্তিরা প্রায়ই আপনাদিগকে সকল প্রকার দুরদৃষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। আবর দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা শিকারী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে কেবল আপনার মস্তক মৃত্তিকা মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে এবং পরিশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ভীত ব্যক্তি বিপদ্‌কালে নিতান্ত আকুল হইয়া প্রকৃত উপায় অনুসন্ধানে অপারক হয়, সুতরাং বিপদ্ আসিয়া তাহাকে শীঘ্র গ্রাস করে। নির্ব্বোধদিগের অন্তঃকরণ বৃথা আশায় আশ্বাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান্ ধীরেরা এতাদৃশ আশাকে অন্তরে স্থান দান করেন না। সকল সময়ে যদি কর্তৃত্ব জ্ঞানকে রক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে আশা ও ভয় তোমাদিগকে অন্ধ করিতে পারিবে না। সম্ভব-পর কার্য্য সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হইবে, তাহা হইলে নৈরাশ্য আর তোমাদিগকে আকুল করিতে পারিবে না।

হর্ষ ও বিষাদ। ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যথা-বিধানে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেই মনুষ্য নামের সার্থক্য ও জীবনের প্রকৃত ব্যবহার সম্পাদিত হয়। পশ্বাচার মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক জীবনের প্রকৃত ব্যবহার করা দূরে থাকুক, তাহারা কি কারণে জীবন ধারণ করিতেছে তাহার প্রকৃত অর্থ অবগত নহে।

যে হর্ষ আত্মার এক মাত্র পুষ্টিকর, যে হর্ষ ব্যতীত মনুষ্য বাঁচিতে পারে না, সেই হর্ষ যদি এত অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয় যে তদ্দ্বারা চিত্ত প্রমত্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে যৎপরো নাস্তি অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। তজ্জন্য কেহই যেন এতাদৃশ হর্ষান্বিত না হন, যাহাতে তাঁহাদিগের আত্মাকে একে বারে মগ্ন করিয়া ফেলে। হর্ষের সময়ে যে রূপ সাবধান হওয়া উচিত, বিষাদের সময়েও সেই রূপ সতর্ক হইতে হইবে। পৃথিবীর এমত কোন বস্তু নাই যাহাতে আত্মাকে পূর্ণানন্দে মগ্ন করে, এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহাতে আত্মাকে বিষাদে বিলুপ্ত করিতে পারে। কেবল অজ্ঞানীরা অল্পকে বহু জ্ঞানে হর্ষে ও বিমর্ষে উন্মত্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

অতিশয় হর্ষ-প্রিয় মনুষ্যগণের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত কর, তাহাদিগের গৃহ সর্ব্বক্ষণ গোল-যোগেই পরিপূর্ণ। তাহাদিগের উচ্চ হাস্য প্রতিবাসিগণকে নিরন্তর বিরক্ত করিতেছে। তাহারা পরিচিতগণকে কেবল হাস্য কৌতুকেই কালযাপন করিতে উপদেশ দেয়; তাহাদের মত এই, যে কএক দিন পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, যেন হাস্য কৌতুকেই তাহা অতিবাহিত হয়। সাবধান এতাদৃশ মনুষ্যের বাক্য কদাচই গ্রাহ্য করিবে না, ইহাদিগের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এই আহ্লাদ-প্রিয় মনুষ্যগণ কেবল কার্য্যের ব্যাঘাত করে। ইহাদিগের কার্য্যে পাপ ও অপকারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; বিপদ্ তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করে এবং মৃত্যু তাহাদিগকে গ্রাসের জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

এ দিকে বাক্য-রহিত জড়প্রায় নির্জনপ্রিয় বিষণ্নস্বভাব মনুষ্যকে দৃষ্টি কর। ইনি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্য জীবনের কতই দুঃখ লক্ষ্য করিতেছেন; সাতিশয় ক্ষুব্ধ মনে জীবনের দুর্ঘটনা-সকল আলোচনা করিয়া আত্মাকে শোক-সাগরে প্লাবিত করিতেছেন এবং মনুষ্যের ক্ষীণতা ও অশিষ্টাচার দর্শনে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের রাজ্য তাঁহার চক্ষে কেবল পাপে পরিপূরিত লক্ষিত হয়, এবং তিনি যেমন আপনার আত্মাকে শোক-তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রূপ ঈশ্বরের রাজ্যের প্রত্যেক বস্তুও তাঁহার পক্ষে জ্যোতিহীন তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়। তোমরা যেন ইহাঁরদিগের ন্যায় চির কাল দুঃখে কাটাইও না; অধিক কি, ইহাঁদিগের নিকট দিয়াও পথ চলিও না। যদি তোমরা কিয়ৎ কাল ইহাঁদিগের সহবাসে কাল যাপন কর, তাহা হইলে জীবনের প্রকৃত সুখকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিবে। যৎকালে অতি হর্ষের দ্বার হইতে প্রত্যাগত হইবে, দেখ যেন এই গভীর তমসাচ্ছন্ন দুঃখের দ্বারে উপস্থিত না হও। তোমরা উক্ত পথদ্বয়ের মধ্য দিয়া অকুতোভয়ে চলিয়া যাইবে। এই মধ্যমাবস্থায় কুশল, সচ্ছন্দতা, নিরাপদ ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থায় তোমরা অতিশয় বাহ্য আহ্লাদে আহ্লাদিত না হইয়া অন্তরে যথার্থ আনন্দ অনুভব করিবে। যৎকালে এই শান্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিবে, তখন হর্ষ-প্রমত্ত ও শোকাভিভূত মনুষ্যগণের দুরবস্থা দৃষ্টি-করিয়া চমৎকৃত হইবে।

ক্রোধ। যেমন ঘূর্ণি বায়ু প্রবাহিত হইলে উদ্ভিজ্জের সৌন্দর্য্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেই রূপ ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধ দ্বারা আপনাকে ও পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও উদ্বেজিত করিয়া থাকে। ক্রোধীরা আপনাদিগের মৃত্যু শীঘ্র আনয়ন করে। অপরের কার্য্য ও ব্যবহার সঙ্গত না হওয়াতে প্রায়ই ক্রোধের সঞ্চার হয়। অতএব ক্রোধ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবার পূর্ব্বে তোমরা মনে রাখিবে যে আমাদিগের হস্ত দিয়াও তাদৃশ অসঙ্গত কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। এতাদৃশ বিবেচনা পূর্ব্বক ক্ষমাকে স্মরণ করিয়া ক্রোধকে সংযত করা অত্যাবশ্যক। যদি ক্রোধ এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে তুমি আর তাহা সম্বরণ করিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে, যে সেই ক্রোধ বিষাক্ত বাণ সদৃশ হইয়া কেবল, যাহার উপর ক্রোধ করিতেছ, তাহারি অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিবে এমত নহে, তোমার অন্তঃকরণেও ইহা প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যার পর নাই জর্জ্জরিত করিবে। ক্রোধের উদ্রেক কালেই যদি তাহা সম্বরণ করিতে পার, তাহা হইলে বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা হইবে এবং ক্রোধকে যদি একে বারে তোমা হইতে দূরীভূত করিতে পার, তাহা হইলে আপনাকে আত্ম-গ্লানি রূপ নরক যন্ত্রণা হইতে অনেক অংশে পরিমুক্ত রাখিতে পারিবে। ক্রোধ মনুষ্যকে কীদৃশ নীচাবস্থায় আনয়ন করে, তাহা জানিবার জন্য বহু আয়াসের প্রয়োজন নাই; এক জন ক্রোধীর চৈতন্য-হীন ব্যবহার অবলোকন কর।

রিপু-পরতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্যই করিবে না—কে কোথায় প্রবল তরঙ্গশালী সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করে? যদি এমন মনে জান যে ক্রোধ আসিলে সম্বরণ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই ক্রোধোদ্দীপনের সামগ্রী সকল পরিহার কর। কিন্তু সংসার এমন স্থান নয় যে, চির দিন কেবল সন্তোষকর কার্য্যই তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে; প্রত্যুত প্রতিদিনই অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে। যদি তুমি প্রত্যেক সময়েই অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হও, তাহা হইলে বাস্তবিক তোমা অপেক্ষা অসুখী আর কেহই নাই। অবজ্ঞা-সূচক বাক্যে নির্ব্বোধেরা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা অবজ্ঞা-সূচক বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া আপনার প্রকৃতিতে অবস্থিতি করেন। যদি তোমার প্রতি কেহ অত্যাচার করে, তাহা হইলে তুমি অত্যাচার দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে কখনই উদ্যত হইবে না। কারণ, অসতের প্রতি অসদাচরণ করিলে তোমার প্রবৃত্তি সমুদয় বিপথগামী হইবে। এ ক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার প্রবৃত্তিকে বিপথগামী করা উচিত কি অত্যাচারীকে ক্ষমা করা উচিত। বস্তুত, যদি ক্রোধ দ্বারা অপকারের পরিশোধ না করিয়া ক্ষমা দ্বারা অপকারীকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে অপকৃত ও অপকারী উভয়েরই কল্যাণ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ক্রোধ দিয়াছেন সত্য, ইহার ব্যবহারও আবশ্যক; কিন্তু ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্যবহার করাই ক্রোধ প্রকাশের প্রকৃষ্ট রীতি। যখন রিপুগণকে বুদ্ধির আদেশানুসারে নিয়োগ করিবে, তখনি ইহাদিগের হইতে শুভ ফল প্রাপ্ত হইবে; এবং যখন ইহাদিগকে স্ব স্ব প্রধান রাখিয়া কার্য্য করিবে, তখনি ইহারা তোমাদিগের পরম শত্রু হইবে।

—০—

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠার পর।

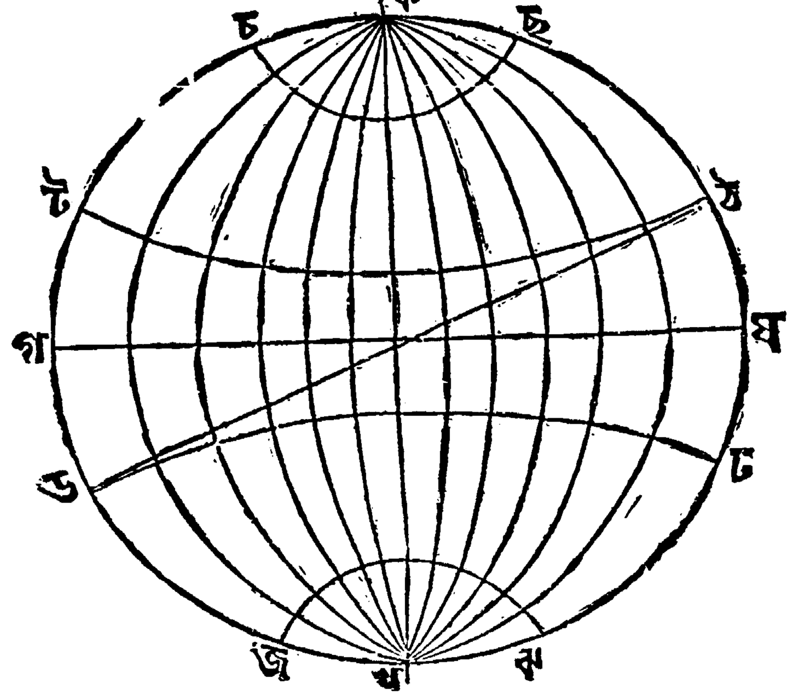

প্রকৃতি ও ইতিহাস এই উভয়ের প্রতি যুগপৎ নেত্রপাত করিলে প্রতীতি হয় যে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সকল সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল রঙ্গক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং যে সভ্যতা মানব জাতির উন্নতির উপর স্বভাবতঃ প্রসারিত হইতে থাকে, দক্ষিণ খণ্ডের তিনটি মহা দেশ—অষ্ট্রেলিয়া, ইজিপ্ট ব্যতীত আফ্রিকা, ও দক্ষিণ আমেরিকা সেই সভ্যতার বিন্দুমাত্র স্বাদ গ্রহে সমর্থ হয় নাই। আসিয়া ও ইউরোপ এই দুইটী মহা দেশই সভ্যতালক্ষ্মীর একমাত্র বিলাস ভূমি। তিনি এই দুইটী দেশ অতিক্রম করিয়া অধিক দূর গমন করিতে পারেন নাই। আর একটী মহাদেশ—উত্তর আমেরিকা আজি কালি অসামান্য রূপে সুসজ্জিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন উত্তর আমেরিকা ভবিষ্যতে এক মনোহর অভিনয় সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আপনাকে সুচারু রূপে প্রস্তুত করিতেছে।

পৃথিবীর বাল্যাবস্থায় একমাত্র আসিয়াখণ্ডই সভ্যতা বিষয়ে সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল। এ ক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে যে অনন্যদেশ সাধারণ সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে, আসিয়া খণ্ডই তাহার বীজ-ভূমি। এই স্থান হইতেই কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্য পৃথিবীর সর্ব্বাংশে বিস্তারিত হয়। এই স্থান হইতেই বিজ্ঞান শাস্ত্র ইউরোপে উপনিবেশিত হয়। যাবতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম আসিয়া হইতেই আবিষ্কৃত হইয়া সকল স্থানকে পরিব্যাপ্ত করে। আসিয়া খণ্ডের সুবৃহৎ আয়তনের এমন বিচিত্রতা যে ইহাকে সমুদয় পৃথিবীর প্রতিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আসিয়া খণ্ড পৃথিবীর এমন স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে যে সুস্বাদু ফলে ও সুদৃশ্য পুষ্পে অলঙ্কৃত। ইহার বৃক্ষলতা সকল যেন অন্য অন্য দেশের বৃক্ষ-লতাকে উপহাস করিতেছে।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, সভ্যতার প্রসূতি স্বরূপ এই আসিয়া আপনার সভ্যতা ইউরোপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। কন্যা যেমন মাতৃগৃহে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবন কালে স্বামি-গৃহ সমুজ্জ্বল করে, সেই রূপ সভ্যতা-লক্ষ্মী বাল্য কালে আসিয়ার অঙ্ক দেশ অলঙ্কৃত করিয়া এ ক্ষণে ইউরোপকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিয়াছে। ইউরোপ এ ক্ষণে সভ্যতার পরা কাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যদি ইউরোপের প্রকৃতি রাজ্য পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ সকল দেশ অপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। ইউরোপের প্রকৃতি আসিয়া অপেক্ষা কোন রূপেই চমৎকারিণী বা মনোহারিণী নহে। আসিয়া খণ্ডের বৃহদায়তন ভূভাগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের সঙ্কীর্ণ ভূভাগের তুলনা কর, প্রকাণ্ড সরোবরের নিকট একটী পল্লল বলিয়া বোধ হইবে। আমেরিকার আণ্ডিস ও আসিয়ার হিমালয়ের সহিত ইউরোপের পর্ব্বত-সকলের তুলনা কর, প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের নিকট একটী সামান্য ওষধি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আসিয়াস্থ তিব্বত ও আমেরিকাস্থ মেক্সিকোর বন্ধুর ভূমির সহিত বাভেরিয়া ও স্পেনের তুলনা কর, বহুতর অন্তর দৃষ্টিগোচর হইবে। আসিয়া খণ্ডের মহাসাগর-পরিবেষ্টিত আরব, ভারতর্ষ ও পূর্ব্ব উপদ্বীপের সহিত ইউরোপের কোন উপদ্বীপের তুলনাই হইতে পারে না। ইউরোপের ভূমধ্য সাগর ইংলিস সাগর প্রভৃতি সমুদ্র সকল আসিয়ার দক্ষিণ খণ্ডের সাগর সকলের নিকটে দাঁড়াইতেও পারে না। যে সকল তরঙ্গিণী মুক্তাহার হইয়া আসিয়া ও আমেরিকাকে অলঙ্কৃত করিতেছে, তাহা ইউরোপের স্বপ্নের অগোচর। আসিয়া ও আমেরিকার অসূর্য্যম্পশ্য অরণ্য ভূমি ইউরোপে কোথায়। আসিয়া ও আফ্রিকার মহাসাগর সদৃশ অলংঘনীয় মরুভূমি ইউরোপে কোথায়। ফলত ইউরোপের প্রকৃতি সকল বিষয়েই মধ্যম; কিন্তু ইউরোপের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতাকে অতিক্রম করিতেছে। বিচিত্র প্রকৃতি আসিয়া হইতে যে সভ্যতা ইউরোপে সংক্রামিত হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীরা নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে তাহাকে সমধিক প্রস্ফুটিত করিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেছে।

এ ক্ষণে একবার উত্তর আমেরিকার বিষয় আলোচনা কর। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন ইতিহাস ইহার কিছু মাত্র অবগত ছিল না। এই উত্তর আমেরিকা এ ক্ষণে সমধিক আলোচনার বিষয়। এই মহাদেশ এক্ষণে মহৎ মহৎ ব্যাপার সংসাধন করিতে উম্মুখ হইয়া অন্যান্য মহাদেশের মন হরণ করিতেছে। এই মহাদেশকে শিক্ষার জন্য অধিকতর আয়াস পাইতে হয় নাই। ইউরোপ আসিয়ার নিকট হইতে এক প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে আপনার বলে আপনাকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছে; উত্তর আমেরিকা ইউরোপের নিকট হইতে আসিয়া ও ইউরোপ উভয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া সভ্যতার পরমা সীমায় আরোহণ করিতেছে। ইউরোপের পুরাতন অধিবাসীরা স্ব স্ব দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর আমেরিকায় আগমন করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার যে বীজ বপন করিতে লাগিলেন, শীঘ্রই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। উত্তর আমেরিকার জড় প্রকৃতির অনুকূলতা ও নবাগত ব্যক্তিদিগের অসামান্য পরিশ্রম একত্র হইয়া এই মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিতেছে! উত্তর আমেরিকার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় এই মহাদেশ কালক্রমে সকলের মস্তকে পদার্পণ করিবে। এখানকার ভূমির উর্ব্বরতা যেমন ইহাদিগের উন্নতি সাধনে আনুকূল্য করিতেছে, সেই রূপ এক পার্শ্বে আটলাণ্টিক ও অন্য পার্শ্বে প্রশান্ত এই দুই মহাসাগর ইউরোপ ও আসিয়ায় গতিবিধির পথ প্রদর্শন করিয়া বাণিজ্য বিষয়ে যার পর নাই সহায়তা করিতেছে। মহানদ মিসিসিপি সহস্র সহস্র শাখার সহিত সমুদায় উচ্চনীচ ভূমিকে অভিষিক্ত করিয়া বন্ধুর ন্যায় ইহাদিগের পক্ষপাতী হইয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া প্রতীয়মান হয় যে উত্তর আমেরিকা পরিশ্রমী কর্ম্মক্ষমদিগকে আশাতীত সৌভাগ্য প্রদানের নিমিত্ত মুক্তহস্ত হইয়া আছে। যদিও ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় আমরা কিছুই জানিতে পারি না, তথাপি বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার অনেক আভাস প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। যে জাতি যে প্রকার সজ্জায় যাদৃশ রঙ্গভূমিতে অবরোহণ করিয়াছে, তৎসমুদায় আলোচনা করিয়া কোন্ জাতি কি রূপ অভিনয় সম্পন্ন করিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেক অংশে বুঝিতে পারা যায়।

আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, এই তাহার উপক্রমণিকা। এই

গুলি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত প্রথমে ভূপৃষ্ঠের স্বাভাবিক আকৃতি ও ভৌতিক জীবনে তাহার কার্য্য-কারিতা, তৎপরে জনসমাজের ঐতিহাসিক উন্নতি আলোচনা করিতে হইবে। পৃথিবী ও মনুষ্য সংক্রান্ত জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত যে যে বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম—আকার সংস্থাপনের ব্যবস্থা এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থা; এই সমুদয় যদৃচ্ছোৎপন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা প্রদর্শন করিতেছে; আমরা ইতিহাসের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সেই সুশৃঙ্খল প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয়—যেমন শরীর আত্মার জন্য, সেই রূপ সমুদয় মহাদেশ মনুষ্যসমাজের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তৃতীয়—প্রত্যেক উত্তরাংশ অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাদেশ সকল বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা এরূপ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে যে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংসাধনের নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাতে তৎসমুদায়ই প্রাপ্ত হইতে পারি।

এই রূপে প্রকৃতি ও ইতিহাস—পৃথিবী ও মনুষ্য পরস্পর নিকটতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আছে এবং এই উভয়গত এক অপরিবর্ত্তনীয় ঐক্য উভয়কে পরিপোষণ করিতেছে। এই প্রকৃতি ও ইতিহাস যদিও তন্ন তন্ন করিয়া অবধারণ করিতে সামর্থ্য না হয়, তথাপি ইহার যত টুকু আলোচনা হইবে, তাহাতেই মনুষ্যের মনকে সমধিক সমুন্নত করিবে সন্দেহ নাই। যিনি প্রকৃতি ও ইতিহাসের অদ্ভুত ঐক্য হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবেন, তিনি দেখিবেন, সেই পরম গুরু আমাদের শিক্ষার জন্য এখানে কি অদ্ভুত প্রণালী সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন; মনুষ্য সমাজ সেই বিশ্বস্রষ্টার কি উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে; সেই পরম ন্যায়বান্ রাজা কি আশ্চর্য্য নিয়মে এই বিশ্ব রাজ্য পরিপালন করিতেছেন; সেই অনন্ত-জ্ঞান কি সুশৃঙ্খলা-সম্পন্ন কৌশল সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই মঙ্গলময় পুরুষ মনুষ্য-সমাজের মঙ্গলের জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা সকল ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের পথ অতি দুর্গম ও দুরারোহ। কেহ এই বিজ্ঞান পথের পথিক হইলে সামান্য কুসুম সকল অনায়াসেই আহরণ করিতে পারিবেন; কিন্তু বিজ্ঞানের মধুময় ফল যে বৃক্ষে লম্বমান হইয়া আছে, তাহা অতি দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে সংস্থাপিত; অতি অল্প লোকই সেখানে গমন করিতে সমর্থ হয়। তিনিই ধন্য, যিনি এই দুষ্প্রবেশ বিজ্ঞান পথের কষ্ট-সকল সহ্য করিয়া বিজ্ঞানের ফল যে সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। যিনি বহু আয়াসে ও বহু যত্নে এই পথে প্রবেশ করিয়াও ইহার ফল লাভে বঞ্চিত হন, তাঁহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কেহই নাই।—"কি-হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই।"

স্মৃতি শাস্ত্র।

২৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার পর।

সমুদায় স্মৃতিই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা পাঠ করিলে তৎসমুদায় তত্তৎ কালের রাজনিয়ম ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যে অবধি আমাদের উপর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজাদিগের শাসন আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এখানকার স্মৃতি শাস্ত্র ও রাজ-নিয়ম পরস্পর বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে স্মৃতি শাস্ত্রই এ দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য শাসনের নিয়া-

মক ছিল। এ ক্ষণে অনেক দেশেই ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে রাজনিয়মকে এমন পৃথক্ করা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য যদি রাজ নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড দানে হস্ত-ক্ষেপ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত রাজ-নিয়ম প্রস্তুত করিবার প্রথাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে সকল কার্য্য কেবল ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের কারণ, তদ্বিষয়ে প্রজাগণ প্রভূত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; যে কার্য্যের সহিত কোন রূপে অন্যের সম্বন্ধ আছে এক্ষণকার রাজব্যবস্থা তদ্বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদিগের এরূপ স্বাধীনতা অতি অল্পই ছিল। কোন প্রকার ভান বা কৌশল করিয়া রাজা বা রাজার অমাত্যদিগকে মুগ্ধ বা বশীভূত করিতে না পারিলে কেহ কোন নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না। কি ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য, কি সাধারণ কার্য্য—সকল কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির রেখামাত্র উল্লঙ্ঘন করিলে রাজারা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। কোন্ জাতি কি রূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, কে কি রূপ ধর্ম্মের অধিকারী, রাজারা তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন এবং কেহ সেই সকল নির্দ্দিষ্ট আদেশ অতিক্রম করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। এই রূপ সাংসারিক কার্য্য বিভাগ, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক অধিকার ও কোন্ অপরাধের কি রূপ দণ্ড তাহার নির্দ্দেশ ইত্যাদি রূপ ধর্ম্ম নিয়ম ও রাজ-নিয়ম মিশ্রিত করিয়া সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র সংরচিত হইয়াছে। যদিও সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরাদেশ বলিয়া জনসমাজে প্রচারিত হইত, তথাপি তাহাকে রাজ নিয়ম ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না; মূল স্মৃতি-সকল পাঠ করিলে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। স্মৃতি-কর্ত্তারা কৌশল করিয়া জন-সমাজের সেই রূপ সংস্কার উৎপন্ন করিয়া দিতেন। এমন কি, যিনি এই স্মৃতি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রজা পালন করিবেন, তিনিও স্মৃতিকারদিগের বুদ্ধি-কৌশলে হতবুদ্ধি হইতেন। যে সকল ঋষি বেদসূক্ত রচনা করিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজ সেই সকল ঋষিকে তৎ সমুদায়ের রচয়িতা বলিয়া কখনই বিশ্বাস করিতেন না; তাঁহাদের এই রূপ সংস্কার ছিল, যে সমুদায় বেদ ঈশ্বরের বাক্য; ঋষিরা বুদ্ধি দ্বারা তৎসমুদায় দর্শন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্মৃতি শাস্ত্র বিষয়েও এই রূপ সংস্কার হইয়াছিল। স্মৃতি কোন মনুষ্য প্রণীত বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। ঈশ্বর যে সকল চিরন্তন বিধি ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা যুগ যুগান্তরেও জন-সমাজে প্রচলিত ছিল, মহাপ্রলয়ের পর সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহা স্মরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্র স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এই রূপ সংস্কার বশতই যে কোন স্মৃতি শাস্ত্র সর্ব্বতঃ সম্মানার্হ হইয়া ছিল। কেবল হিন্দু সমাজেরই এই কুসংস্কার নয়, সমুদায় পুরাতন সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

স্মৃতি শাস্ত্র রাজাদিগের ব্যবস্থা গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার প্রণয়ন বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছিল না। ব্রাহ্মণেরাই তৎ সমুদায় প্রণয়ন করিয়া দিতেন। কতকগুলি ব্যবস্থাপক একত্র হইয়া যে এক এক খানি স্মৃতি প্রস্তুত করিতেন তোহা নহে; যে কএক জন স্মৃতিকারের পরিচয় পাওয়া যায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই স্ব স্ব প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু কোন স্মৃতিকারই সংগ্রহকার রঘুনন্দনের ন্যায় পুরাতন মতের অবমাননা করেন নাই; প্রত্যুত

কোন কোন বিষয়ে পুরাতন স্মৃতিকারের মতের সহিত ঐক্য করিয়া আপনার মতকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। বিশেষত সমুদায় স্মৃতি একই প্রকার নহে, কোন কোন স্মৃতিকার কেবল এক প্রকার ব্যবস্থা লইয়াই আপন গ্রন্থ পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে স্মৃতিশাস্ত্র প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংরচিত হইয়াছে এবং যে খানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সে খানিও জনসমাজের সবিশেষ উন্নতি না হইলে প্রস্তুত হয় নাই। স্মৃতি শাস্ত্রে আচার, ব্যবহার ও রাজ্য শাসনের যেরূপ পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জনসমাজের আদিমাবস্থায় কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। লোক সকল যখন বিশিষ্ট রূপে সমাজ-বদ্ধ হইয়াছিল, যখন কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প কর্ম্মের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, যখন জাতি ভেদ প্রণালী দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, যখন অসবর্ণাবিবাহে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্কর সকল পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল; যখন জনসমাজে নানা প্রকার কর্ম্মের আবশ্যকতা হইয়াছিল; সেই সময়ে স্মৃতি শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়।

এ ক্ষণে হিন্দুসমাজে প্রতিমা পূজা, কল্পিত দেব দেবীর উপাসনা ও তান্ত্রিক দীক্ষা প্রভৃতি যে প্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, স্মৃতির মধ্যে তাহার নাম গন্ধও নাই। বেদে যে সকল যাগ যজ্ঞের বিধি আছে, কোন কোন স্মৃতিতে তাহারই উল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বেদ ও স্মৃতি-সংহিতা মাত্র যখন হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র ছিল, তখন হিন্দু ধর্ম্মেরও এ প্রকার ভাব ছিল না। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের মত সকল প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইলে হিন্দুধর্ম্ম বহু অংশে রূপান্তরিত হয়।

কোন কোন পুরাণে স্মৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া স্মৃতিকে পুরাণ অপেক্ষা পুরাতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু কোন কোন স্মৃতিতেও পুরাণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত স্মৃতি ও পুরাণ উভয়ই বেদ হইতে সমুৎপন্ন হয়—বেদে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহাই স্মৃতি শাস্ত্রের মূল এবং তাহাতে যে সকল উপাখ্যানের সূত্রপাত হইয়াছে, পুরাণ সকল তাহা হইতেই বিনির্গত হয়। অতএব সমুদায় পুরাণ সমুদায় স্মৃতির পর রচিত হয় নাই। কোন কোন পুরাণ কোন কোন স্মৃতির পর ও কোন কোন স্মৃতি কোন কোন পুরাণের পর রচিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনার সময়ে এ বিষয় স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইবে।

এ ক্ষণে অনেক গুলি স্মৃতি শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদায় গুলিই এক এক ঋষির সংহিতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অষ্টাদশ খানি সংহিতাই সমধিক প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে সেই অষ্টাদশ সংহিতার প্রয়োজক বলিয়া অষ্টাদশ ঋষির নাম উল্লিখিত আছে। যথা—

মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥৪॥
পরাশর ব্যাস সংখ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥৫॥

বৃহৎ পরাশর সংহিতা ও নারদ সংহিতা প্রভৃতি আর যে কএক খানি স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার পর রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; নতুবা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে অন্যান্য সংহিতার উল্লেখ সময়ে তৎসমুদায়ও উল্লিখিত হইত।

এই সমুদায় সংহিতা যে যে ঋষির নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বাস্তবিক তৎ সমুদায় সেই সকল ঋষির প্রণীত নহে! অন্য লোকে রচনা করিয়া গ্রন্থের গৌরবের জন্য প্রধান প্রধান লোকের নাম দিয়া প্রচারিত করিয়াছে। যখন এক এক খানি স্মৃতি লইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে, তখন এই সমুদায় বিষয় বিচারিত হইবে।

ইজিপ্‌টীয় মত।

২৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।

ইজিপ্টীয়েরা কতকগুলি পশু পক্ষীকে যে রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিত, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়-জনক। যদি কোন ব্যক্তি সেই সমস্ত জন্তুর একটিকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বধ করিত, সেই দোষে রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করিতেন। বিশেষত যাহার হস্তে একটি আইবিস্ অথবা একটি শকুনি দৈবাৎ নিহত হইত, তত্রত্য লোকে রাজাজ্ঞা-নিরপেক্ষ হইয়া আপনারাই তাহার প্রাণ নাশ করিত। যদি কোন ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে কোন আইবিস বা শকুনির মৃত দেহ দর্শন করিত, পাছে লোকে তাহাকে সেই পক্ষীর হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করে, এই ভয়ে, সে তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ কয়িতে আরম্ভ করিত এবং সে তাহাকে ঐ রূপ মৃত অবস্থাতেই দর্শন করিয়াছে, এই বলিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। যখন কোন গৃহে অগ্নি লাগিত, তখন ইজিপ্টীয়দিগের এই ভয় হইত, পাছে কোন বিড়াল দর্শকের মস্তকের উপর দিয়া বা পদদ্বয়ের অন্তর দিয়া অগ্নিতে নিপতিত হয়। যদি এই দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে ইজিপ্টীয়গণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইত, কোন বিড়ালের মৃত্যু হইলে গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ভ্রূ কর্ত্তন করিয়া ফেলিত এবং কুক্কুরের মৃত্যু হইলে তাহাদিগকে মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ কামাইতে হইত। সমুদায় বিড়ালের মৃত দেহ লবণাক্ত করিয়া তাহারা বিউবাষ্টস্ নগরে প্রোথিত করিত। ইজিপ্টীয়েরা বিদেশে গমন করিয়া কোন বিড়াল বা শকুনির মৃত দেহ দেখিতে পাইলে সঙ্গে করিয়া আনিত এবং বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে তাহাদিগের অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম সম্পাদন করিত। ইজিপ্ট দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময়ে মনুষ্যকে হত্যা করিয়াও তাহার মাংস ভক্ষণ করিত, তথাপি প্রাণান্তেও পবিত্র পশুদিগকে স্পর্শ করিত না।

ইজিপ্টীয়গণ পশুর মধ্যে গো, মেষ, ছাগ, কুক্কুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, হরিণ, বানর, ইন্দুর, ইচমন্ ও সিন্ধুঘোটক; পক্ষীর মধ্যে বাজ, কাক, শকুনি, ইগল্, আইবিস ও রাজহংস এবং কচ্ছপ, সর্প, মৎস্য, বৃক্ষ, ও প্রস্তর প্রভৃতিরও উপাসনা করিত। এই সকল জীব জন্তুর প্রতি তাহারা এ রূপ ভক্তি করিত যে কোন শিশু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে তাহার জননী অত্যন্ত আনন্দিত হইত।

ইজিপ্টীয়গণ যে সকল মনুষ্যকে অসাধারণ জ্ঞানবান্, বা ক্ষমতাপন্ন দেখিত, তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাবস্থান মনে করিয়া বলি দান প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগেরও আরাধনা করিত। তাহাদিগের উপাসনা পদ্ধতি প্রায় হিন্দুদিগের ন্যায়ই প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু সময়ে সময়ে নর-বলিও প্রদান করিত।

ভারত বর্ষের ন্যায় ইজিপ্ট দেশেও জাতি ভেদ প্রণালী প্রচলিত ছিল। সমুদায় ইজিপ্টীয় লোক পুরোহিত, যোদ্ধা, গোপ, মেষ-পালক, বণিক্, ব্যাখ্যাতা ও নাবিক

এই সাত জাতিতে বিভক্ত ছিল। সকল জাতিকেই চির জীবন স্ব স্ব জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইত। এক জাতি অন্য জাতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রাজদ্বারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইত। পুরোহিত ও যোদ্ধা এই দুই জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতি রাজপদ লাভ করিতে পারিত না। ঐ দুই জাতি ভিন্ন আর কেহই ভূস্বামী হইতে পারিত না; আর সকলকেই কর দিতে হইত! এ দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যে রূপ, ইজিপ্ট দেশেও পুরোহিত ও যোদ্ধা অবিকল সেই রূপ ছিল। সকল দেশেই আদিমাবস্থায় ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ সদৃশ কোন জাতি থাকে, দেশের অসামান্য প্রভুত্ব তাহাদিগেরই হস্তগত হয়। ইজিপ্ট দেশেও সেই রূপ থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। ইজিপ্টীয় পুরোহিতদিগের সপ্তবিধ অবান্তর বিভাগ ছিল; তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী রাজার অমাত্য পদে আরোহণ করিত ও ভবিষ্যৎ বাণী বলিত, দ্বিতীয় শ্রেণী বলিদানের তত্ত্বাবধান করিত; তৃতীয় শ্রেণী ইজিপ্ট দেশ প্রচলিত প্রতিমূর্ত্তি-রূপ অক্ষর সকলের অনুশীলন করিত; চতুর্থ শ্রেণী জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিত; পঞ্চম শ্রেণী দেব দেবী সমীপে গান করিত; ষষ্ঠ শ্রেণী দেব দেবীগণের প্রতিমূর্ত্তি স্কন্ধে করিয়া আবশ্যকমত ইতস্তত বহন এবং রোগীদিগের চিকিৎসা করিত। সপ্তম শ্রেণী অন্যান্য লোকের! ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিত। পুরোহিতেরা কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে মদ্য, মাংস, তৈল ও কোন কোন উদ্ভিজ্জ পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ-ভোজী হইয়া থাকিত।

প্রেরিত পত্র।

সংখ্যা ১

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

আমার জীবনে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি বিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা লিখিবার জন্য আপনি যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাতে সম্মত হইয়া সংক্ষেপে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাকে ক্রমে অবগত করিবার জন্যে যত্নবান্ হইলাম। আপনি যদি উপযুক্ত বুঝেন, তবে ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

জ্ঞান ও ভাব ও অনুষ্ঠানের স্রোতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বহমান হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি-কাল ১৭৪১ শক হইতে বহুল তর্কজাল উপস্থিত হইয়া পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গ-সকল চূর্ণ হইল এবং ১৭৫১ শকে একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল; ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া জ্ঞান-চর্চ্চা সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত সংস্থাপিত হইল এবং ১৭৭১ শকে শ্রুতি স্মৃতি হইতে সঙ্কলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকটিত হইল; ১৭৮১ শকে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষার প্রণালী প্রচলিত হইল এবং ১৭৮২ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও পত্তন-ভূমি বহু যত্নে নিরূপিত হইল—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি-স্রোত। দ্বিতীয় অবস্থাতে হৃদয়ের ভাব আবিষ্কৃত হইল। ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গল রূপ নির্ম্মল জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। ১৭৮২ শক হইতে উপাসনার সময়ে ব্যাখ্যানে ও সঙ্গীতে অমৃত ভাবের উৎস-সকল উৎসারিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের হৃদয় ও আত্মাকে পরিপ্লুত ও পবিত্র করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচুর সৌহার্দ্দ ও প্রণয় ভাব দেখিয়া সকল লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুরতা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। এই কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের

বসন্ত কাল। এ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম লইয়া হৃদয়েশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্ম মাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই ক্ষণে বসন্ত কালের অবসান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ফল-কালের আরম্ভ হইয়াছে। কঠোর সূর্য্য-কিরণের ন্যায় সুকঠিন অনুষ্ঠান লইয়া গৃহে গৃহে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্ত্রী স্বামীতে, বিবাদ ও কলহ ও বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে; মনের প্রীতি-পুষ্প সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম-রাজ্যের এই গ্রীষ্ম কালের প্রখর রৌদ্র ও ঝঞ্ঝা বাতের পরেই বর্ষা কাল উপস্থিত হইবে। যে সকল পুষ্প শোভা-বিহীন ও সুরভি-শূন্য হইয়াও আপন আপন হৃদয়-রূপ বৃন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিবে, বর্ষার বৃষ্টিতে তাহা ফলবান্ হইবে। অনুষ্ঠানের কঠোরতাতে হৃদয় মনের জ্ঞান ও ভাব আরো মার্জ্জিত হইয়া তাহা হইতে অমৃত-ফল প্রসূত হইবে। ইহাতে যে কিছু কাল-বিলম্ব আছে, সহিষ্ণু হইয়া তাহার জন্যে অপেক্ষা করুন। আমার হৃদয়ে এই আশা দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই হীন বঙ্গ দেশকে পবিত্র ও উন্নত করিবে। রামমোহন রায় এই কলিকাতাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোতে যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য এই ক্ষণে এমন সুপ্রণালীতে চলিতেছে, তাহা রামমোহন রায়ই আপনার কতকগুলি বন্ধুদিগের সাহায্যে ১৭৫১ শকের ১১ মাঘে সংস্থাপন করেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরেই তিনি লণ্ডন নগরে সমুদ্র-পথে যাত্রা করেন। অতএব তিনি নিজে ইহাকে আপনার যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা পোষণ করিবার সময় পান নাই। ইংলণ্ড দেশে এক বৎসর থাকিয়াই তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার আশ্রয়-বিহীন হইয়া অতি কষ্টেতে দশ বৎসর জীবিত ছিলেন! কিন্তু বঙ্গ দেশের সৌভাগ্য পুনর্ব্বার উদিত হইল। তত্ত্ববোধিনী সভা ও এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উদিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিল। এই ক্ষণে ঈশ্বর-প্রসাদে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কত লোকের নিজস্ব ধন হইয়াছে! যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এক জনের হৃদয়ে বদ্ধ ছিল, কত লোকে এই ক্ষণে ইহার উন্নতি জন্য জীবন ও ধন-মান পণ করিয়াছে। এ বৎসরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইতেছি যে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে এক নূতন প্রকার উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহারদের মধ্যে এই একটি ভাব উৎপন্ন হইয়াছে যে কে কত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে সাহায্য করিতে পারে। গত বৎসরের ফাল্গুন মাসে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্মদিগের যত্নে একটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ শুভ চিহ্ন এই যে ইঁহারা কলিকাতার আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করেন না। ব্রাহ্মেরা স্বাধীন ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে ব্রতী হইলে যে এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে, তাহার লক্ষণ-সকল সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতা, মেদিনীপুর, বেহালা, নিবাধই প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি ব্রহ্মনিষ্ঠ উৎসাহী ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে নিঃস্বার্থ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বিশেষতঃ যিনি জেলা নবদ্বীপের অন্তর্গত বাঘাঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সরলতা, একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া সেখানকার সকল লোকেই এক মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব স্বীকার করিতেছে। তিনি সম্প্রতি তাঁহার কার্য্য প্রণালী সংক্রান্ত যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই আছে যে "এখানে সম্প্রতি
"আমাকে এই কএকটী কার্য্য করিতে হয়। প্রাতঃ-
"কালে চিকিৎসা, মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের অন্যতম
"শিক্ষকতা, রাত্রিতে রজনী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা,
"বুধ বৃহস্পতি শুক্র বার বৈকালে ব্রাহ্মিকা বিদ্যাল-
"য়ের উপদেশ, শনি বার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা।
"এখানকার জল বায়ু সহ্য হইতেছে না, তথাপি
"ঈশ্বরপ্রসাদে সুখে কাল যাপন করিতেছি।"
যখন আর সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে এমন সকল মহাত্মা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন এ ব্রাহ্মধর্ম্মকে আর কে কুণ্ঠিত করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্মের এ প্রকার উন্নতি দেখিয়া আমার উৎসাহ ও আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। অতএব আপনার অনুরোধে ইহার উৎপত্তি হইতে এ পর্য্যন্ত যে গতিতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, অবিতথ তাহার বিবরণ লিখিতে

প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে বর্ণনার পারিপাট্য বা সমধিক অলঙ্কারের প্রত্যাশা করিবেন না, ঘটনা-সকল যেমন ঘটিয়া গিয়াছে, সহজে আমি তাহা লিখিবার যত্ন করিব। ইহাতে লোকের যে কিছু উপকার হয় আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আপনাকে আমি কেবল উপকরণগুলি প্রদান করিব, ইহা লইয়া পরে যদি কেহ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত গ্রন্থ রচনা করিতে মানস করেন, তবে ইহা হইতে তিনি সাহায্য পাইবেন; এতাবন্মাত্র আমার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর আমার এই উদ্দেশ্য সফল করুন।

রামমোহন রায়ের এক জন
অনুগত শিষ্যের।

পুনশ্চ, প্রতি দশ বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উন্নতির চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

১৭৪১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আন্দোলন,
১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা,
১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন,
১৭৭১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ,
১৭৮১ শকে ব্রহ্মবিদ্যাল সংস্থাপিত হয়।

RELIGIOUS FAITH.

There is Religion in History even as there is Religion in Astronomy. We cannot study either science without finding everywhere traces of the Divine Wisdom and Goodness. The tale of humanity, from its cradle in ignorance and barbarism upward through the long ages of its education in knowledge and civilisation,—this great Tale which we call History is all full of religion. Every page of it bears inscribed thereon the name of God; nay, God is the Author of the Tale. Some of the pages are even more sacred than the rest, for they tell us not only of God's outward Providence guiding the progress of mankind, but also of His inward workings in the souls of His noblest children; not only of His universal rule over the nations of the earth, but of His special influence over the lives and thoughts, the words and deeds, of saint and martyr, prophet and apostle. Thus *there is religion in History*, most of all in the sacred history of the wise and good.

But is History itself Religion? Must we go to History, not only for corroborations and illustrations of our own religious consciousness, but also for the knowledge of facts concerning God and our relation to Him, without which the lessons of that conciousness, and our best endeavours to obey them, will be of no avail,—facts which we must believe when they contradict that conciousness? Are we to hold that all our dearest hopes, our highest trust, must be derived from History? This is the great question of our age—the question whose solution in one way or the other must determine the future faith of mankind.

Let us judge *a priori* if it be *probable* that History is itself Religion—the source of our highest and surest knowledge concerning things divine.

How do we know the facts of History? What faculties of our natures are engaged in examining the evidence for them? What is their highest value in the scale of truths? We know the facts of past history through books written more or less remotely from the scene of the events described; by historians more or less well informed—more or less honest and unprejudiced. When the same history is narrated by several historians, and we also possess contemporary monuments, coins, and the like, we reach a tolerable degree of certainty of their facts. Yet very rarely does it happen that under the most favourable circumstances the evidence is not in some parts contradictory, and the facts consequently uncertain. When we see that in contemporary history, under all the wonderfully advanced conditions for obtaining and spreading information afforded by the press, the telegraph and our whole complicated system of despatches and correspondents, reports, the facts of any passing events (say of the American or Crimean war), are published in such wholly opposite narrations, and the truth at the bottom of the contradictions, is so difficult of verification, we become convinced that to expect accurate and reliable accounts of the history of the past from the historians of those times with their opportunities of information, is utterly out of question. We may feel that the greater and most public events are tolerably sure, that to doubt the invasion of Xerexs or the assassination of Cæsar would be superfluous scepticism. But every step

beyond,—the *details* of the facts, the characters of the personages, what they exactly said and did, the numbers of men engaged in the battles,—all these matters we must inevitably hold as mere probabilities; nothing more.

Now, let us see which are the faculties of our nature engaged in the task of examining these facts and determining their value. They are assuredly the purely intellectual and critical faculties. By the collation and study of the histories, and then by careful judgment and weighing of external and internal evidence, we arrive as best we may at our conclusions. The learned man, the acute critic, will obtain the best results; the illiterate and the dull the worst. There is not one moral or spiritual faculty engaged in the whole process. The only duty which can exist in the case is to give the matter the *complete* study, the most *careful* criticism. This done, there is nothing else for the moral sense to do. To engage it to decide the veracity of any fact from motives outside of their historical authentication—to suppress one set of evidences and overvalue another—this is not a sacred task, but a most unholy one—the sole moral offence, indeed, of which the case admits.

Let it be remembered that all this refers to this discovery of the *facts* of History: whether a certain person lived or a certain event took place, or certain words were spoken. When these facts have been ascertained, and we are assured the person did live, the event did take place, the words were spoken, then, indeed, our moral and spiritual faculties may step in, and may instruct us, that the person, event, or words, were good or evil—supremely good or supremely evil. But *till* the intellectual faculties have informed us concerning the person, event, and words, no such exercise of the moral and spiritual ones can possibly take place.

There is no escaping this conclusion in the special case of Christianity, and bidding us admit that the character of Christ, once apprehended without any historical criticism, ought to win every well constituted mind. The character of Christ, it is true, shines out in the simple pages of the evangelists with the most radiant brightness; and even more, bears with it the intrinsic evidence of being in a large measure historically true, since as Parker said well. "It would take a Jesus to forge a Jesus." Yet we cannot even here escape from the necessary conditions of historical knowledge. We must peruse, collate, sift the evangelical narratives, as all others; and when we find—as find we must—that they are full of difficulties and irreconcilable contradictions, we shall be forced to admit that though they present to us an image of great beauty and majesty, we are unable to ascertain positively any of the details of his portraiture.

And for the remainder of the Christian records, which from the nature of their topics cannot bear the internal verisimilitude which gives such power to the Gospels (records, however, on which a large share of Christian doctrines depend), there *must* be the exercise of the critical faculty before any exercise of the moral judgment. The authenticity and genuineness of the books, the degree of inspiration granted to the writers, this must *first* be intellectually decided, even if, *when* decided favourably, the result is to be a blind acceptance of the book as plenarily inspired.* The intellectual examination must still precede and warrant all moral and spiritual action in the matter.

Where, then, have we arrived? Is it not at the monstrous conclusion that, if History be Religion, then the Intellect, not the Soul, is the first authority in Religion? The learned and acuteman, not the pious and simple-hearted one—the scholar not the man of prayer—is he alone who can tell us the grounds on which faith is to be built; and thus faith itself must rest ultimately on his verdict. No man in his senses will admit this. No Christian dare do so in the face of all Christ's lessons that it is not the learned and the mighty, but the simple and the childlike, to whom the kingdom of Heaven is opened. But the premise, that History is Religion, can lead to no other conclusion.

The contrary is surely true. The knowledge of Divine things does not come to us primarily through the intellect. It is not the great brain but the great heart which helps to gain them. We cannot work at the problems of theology in the calm of our libraries, and arrive at the most complete faith and put

* Or, on the High Church hypothesis, the authority of the Church to guarantee the authority of the Bible, must similarly be examined.

it by on the shelf as a thing gained once for all, and then go on leading selfish, sinful, prayerless lives keeping our faith all the time quite safe and undisturbed, like our knowledge of Euclid or astronomy. This is not Religious Faith, nor is religious faith to be gained in any such way, or preserved secure in any such life. Let us thank God it is something very different.

Religious Faith, in its high, true sense—faith in the presence of a Heavenly Father, is a thing which God gives, not in answer to studies and researches, but to prayers and deeds. It is a thing which the clearest mind may lack and the humblest heart possess in fullest measure. It is a thing which we can only gain by prayer—only keep by obedience. There is no winning it by argument, no preserving it by force of logic in a life of sin. Is it not well it should be so? Is it not fitting that the highest and divinest of all gifts should be attainable to all God's children whether learned or ignorant, wise or dull, if only they be upright, good and true of heart? Is it not fitting also that we should hold this most precious boon by no mere intellectual tenure, gained once for all, and thenceforth inalienable but by the humbler right of a moral consciousness to be strengthened by every act of obedience, and weakened by every sin?

If these things be so—if our Historical belief must be primarily dependent on an Intellectual process, and a Religious Faith ought to be dependent on a Moral and Spiritual one —then we ask, is it *à priori* probable that History can be Religion?—that God can have so constituted the order of things as that our ultimate faith shall depend upon history?

These arguments are doubly enforced when a man's experience proves to him that, in the spiritual consciousness of each soul, there lies the natural organ of divine knowledge, and that God therein reveals to the reverent listener, by His " still, small voice," all His most high and sacred lessons of love and holiness. It becomes to such a man incredible that any traditional Revelation should transcend in authority this original and perpetual one. The son, who lives in his father's house, and in his daily presence, can ill believe that that father's highest behests will come to him through a letter—unsigned, unsealed, copied over and recopied many times—a letter transmitted through the hands, of many servants, and finally contradicting continually his oral instructions. The apparent uncertainty of the voice of consciousness, the boasted certainty of the written Word will not deceive him, for he learns that the Divine voice in his heart speakes clearly, precisely in the ratio of his own faith and obedience, and that the supposed certainty of the written Word does not exclude, and never has excluded, the most monstrous misapprehensions and mistakes.

Such, then, is the *à priori* argument of that party which looks to found the religion of the future, not upon an historical revelation but on the consciousness of humanity. Of the *àposteriori* argument to the same purpose, drawn from the difficulties in establishing the existing Historical Revelation as logically credible, we need say little here. It would be to go over all the controversies of the age to point out the obstacles which beset such a logical establishment of the history at every step. There are the difficulties as to the Age, and Auhorship, and Reliability of the Sacred Books—difficulties as to the Astronomy, the Geology, the Chronology, Natural History, and Genealogy of the Books;—difficulties as to prophecies—difficulties, as to miracles—difficulties, above all, as to the theology deducible from the whole, and so essentially opposed to reason and conscience as to seem to break down with its enormous weight the hardly-erected scaffold on which it stands. Every point in this past field of debate may be differently decided in favour of or against the veracity of the History, but the result is simple. If History, be Religion, it is clear that the foundation of religion is full of difficulties. So far from having escaped from the fluctuations of consciousness and reached a stand-point of security, the Traditionalist has yet to fight for every inch of his ground; and how to fight for it? With an array of science, learning, and logic which not one in ten thousand can acquire.

F. P. COBBE.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থাপক।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

বিশ্বস্ত অধিকারী।

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৭ শকের বৈশাখ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৫৮৵০
যন্ত্রালয়	১৫৫৷৶০
পুস্তক বিক্রয়	৪৪৷৴০
দান	১
সমাজ গৃহ সংস্কার	৭০৪
বিবিধ আয়	৪২৬৴০
গচ্ছিত	৮।৵১০
	১২১৪৷৴১০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১২২৷০
যন্ত্রালয়	৮৩
পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	২০
বিবিধ ব্যয়	৫৪৵১০
সমাজগৃহ সংস্কার	৭০০
গচ্ছিত	১৩৬৴০
	৯৯৬।৶১০

আয়	১২১৪৷৴১০	
পূর্ব্বকার স্থিত	১৮১৬৵	
		১৩৯৬।৶১০
ব্যয়		৯৯৬।৶১০
স্থিত		৪০০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের বৈশাখ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দত্ত	১
" বনমালী চন্দ্র	১
" কেদারনাথ রায়	১
" গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৷০
	৩৷০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র	৪৮০
	৫৮০
	৯।০

আয়	৯।০
পূর্ব্বকার স্থিত	১২৬৷৶১০
	১৩৫৮৶১০

ব্যয়

সরকারদিগের কমিসন	৷৵০
স্থিত	১৩৫।৴১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৬॥০
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭০০	
" কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	
" গিরিশচন্দ্র দেবের পরিবার	২	
	৭০৪	
		৭১০॥০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

বিক্রেয় পুস্তক।

ঋগ্বেদ সংহিতা ১ খণ্ড	১
ঐ ২ খণ্ড	১
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	॥০
ঐ ভাল বাঁধান	১৫০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্মত উপাসনা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ব্রহ্ম সঙ্গীত উপাসনার সহিত	৵০
ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	।০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
সংস্কৃত বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ তাৎপর্য্য সহিত	॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ভাল বাঁধান	।৵০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
ঈশ্বরোপাসনা	৴০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴০
স্তুতিমালা	॥০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৴০
শিশু পালন—প্রথমভাগ	॥০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	॥৵০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৵০
বস্তুবিচার	৵০
পদার্থ বিদ্যা	।০
চারু প্রবন্ধ	৶০
জয়নগর গিরিশিখরোপরি ভ্রমণ	।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(১০
বৈরাগ্য শতক	।৵০
চারু মীমাংসা	।০
যৎকিঞ্চিৎ	॥৵০

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	
১।২।৩।৪।৫ সংখ্যা একত্রে বাঁধান	।০
ঐ ৬ সংখ্যা	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(১০
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা	৴০
ব্রাহ্ম ব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৵০
হিন্দী ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম—দেবনাগর অক্ষরে	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	৵০

	RS. AS P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj	0 4 0
Selections from Vaidanta ...	0 2 0
Hindoo Theism	0 1 0
Brahma Dhorma	0 2 0
Theists Prayer Book	0 1 0
Signs of the Times	0 1 0
Vaidantic Doctrines Vindicated	0 2 0

বিজ্ঞাপন

ইং মে মাসের ১ লা তারিখ অবধি ইস্কুলবুক এবং বর্ণাকুলার লিটরেচর সোসাইটীর ডিপোজিটরি লালবাজার ১২ নং বাটী হইতে গবর্ণমেন্ট হৌসের পূর্ব্বধারে ৯ নং বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অশেষোপায় অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে এই রূপ সংকল্পিত হইয়াছে, যে আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সত্য-জ্ঞান প্রদায়িনী" নাম্নী বিবিধোপদেশ গর্ভা এক খানি ত্রৈমাসিক পুস্তক কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের পত্র সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠা হইবে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৵০ ছয় আনা। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে পাঠাইবেন।

শ্রী লালমাধব মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো রতন বসাকের
গার্ডেন ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাকমাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২ কলিগতাব্দা ৪৯৬৬। ২৪ জ্যৈষ্ঠ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
আষাঢ় ১৭৮৭ শক

২৬৩ সংখ্যা ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য দ্বাদশানুবাকে নবমং সূক্তং।

পরাশরঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৭৯৭

১ রয়ির্ন যঃ পিতৃবিত্তো বয়োধাঃ সুপ্রণীতিশ্চিকিতুষো ন শাসুঃ। স্যোনশীরতিথির্ন প্রীণানো হোতেব সদ্ম বিধতো বি তারীৎ।

১ 'পিতৃবিত্তঃ' পিতুঃ সকাশাল্লব্ধঃ 'রয়ির্ন' ধনমিব 'যঃ' অগ্নিঃ 'বয়োধাঃ' অন্নস্য দাতা। যথা পৈতৃকং ধনং বিশ্রম্ভেণ ব্যবহ্রিয়মাণং সৎ অন্নপ্রদং ভবতি তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু বিশ্রম্ভেণ ব্যবহৃতঃ সন্ অন্নপ্রদোভবতীত্যর্থঃ। 'চিকিতুষঃ' বিদুষঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞস্য 'শাসুর্ন' শাসনমিব 'সুপ্রণীতিঃ' সুখেন প্রণেতব্যঃ। যথা বিদ্বচ্ছাশনং সর্ব্বেষনুষ্ঠেয়েষু তত্তৎসংশয়নির্ণয়ায় নীযতে তদ্বদগ্নিরপি সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু প্রণীয়তে। যশ্চ 'স্যোনশীঃ' সুখপ্রদে গার্হপত্যাযতনাদৌ শয়ানঃ 'অতিথির্ন' সুখাসনউপবেশিতোঽর্ঘপাদ্যাদিভিঃ সৎকৃতোঽতিথিরিব 'প্রীণানঃ' হবির্ভিস্তর্পণীযঃ সোঽগ্নিঃ 'বিধতঃ' পরিচরতঃ যজমানস্য 'সদ্ম' গৃহং 'বিতারীৎ' প্রবর্দ্ধযতি দদাতি বা। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'হোতেব' হোতা হোমকর্ত্তাধ্বর্য্যু স্তত্তৎকর্ম্মকরণেন কর্ত্তৈর্যজমানস্য গৃহং যথা বর্ধয়তি তদ্বৎ।

১ পৈতৃক ধনের ন্যায় অন্নদাতা, শাস্ত্রজ্ঞের শাসনের ন্যায় সুপ্রণেয়, সুখাসীন অতিথির ন্যায় তর্পণীয় সেই অগ্নি হোতার ন্যায় যজমানের গৃহ সংবর্দ্ধিত করেন।

৭৯৮

২ দেবো ন যঃ সবিতা সত্যমন্মা ক্রত্বা নিপাতি বৃজনানি বিশ্বা। পুরুপ্রশস্তো অমতির্ন সত্য আত্মেব শেবো দিধিষায্যো ভূৎ।

২ 'দেবঃ ন' 'সবিতা' দ্যোতমানঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যইব 'যঃ' অগ্নিঃ 'সত্যমন্মা' সত্যজ্ঞানঃ যথার্থদর্শী সোঽগ্নিঃ 'ক্রত্বা' আত্মীযেন কর্ম্মণা 'বিশ্বা' 'বৃজনানি' বিভক্তিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বেভ্যঃ সংগ্রামেভ্যঃ 'নিপাতি' নিতরাং পালয়তি। বর্জ্যন্তে হিংস্যন্তেঽস্মিন্নিতি বৃজনং সংগ্রামঃ। অপিচ 'পুরুপ্রশস্তঃ' পুরুভির্যজমানৈস্তুতোঽগ্নিঃ 'অমতির্ন' রূপনামৈতৎ রূপমিব 'সত্যঃ' বাধরহিতঃ রূপ্যতইতি রূপং স্বরূপং। যথা পৃথিব্যাদেঃ স্বরূপং আগমাপায়িষু বিশেষেষু সৎস্বপি স্বযমৈকরূপ্যেণ নিত্যং ভবতি তদ্বদগ্নিরপ্যুচ্চাবচেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু স্বযমেকএব ব্যাপ্য বর্ত্ততে। সোঽগ্নিঃ 'শেবঃ' সুখকরঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'আত্মেব' পরমপ্রেমাস্পদতয়া নিরতিশয়ানন্দস্বরূপআত্মা যথা সর্ব্বান্ সুখয়তি। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। এষহ্যেবানন্দয়াতীতি চ শ্রবণাৎ। তদ্বদগ্নিরপি স্বর্গাদিফলহেতুতয়া সুখয়তি। এবম্ভূতোঽগ্নিঃ 'দিধিষায্যো ভূৎ' সর্ব্বৈর্যজমানৈর্ধারণীয়োভবতি পরিত্যাগেহি বীরহত্যালক্ষণোদোষোভবতি। তথাচ তৈত্তিরীযকং। বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তইতি।

২ যে অগ্নি দীপ্তিমান্ সূর্য্য সদৃশ যথার্থ দর্শী, যিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সকল সংগ্রাম হইতে সম্যক্ রক্ষা করেন; যজমানেরা তাঁহার

স্তব করেন; তিনি বস্তুর স্বরূপের ন্যায় বাধ-রহিত; ও সমুদায় যজমানের ধারণীয় হন।

৭৯৯

৩ দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা। পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী।

৩ 'দেবঃ ন' দ্যোতমানঃ সূর্য্যইব 'যঃ' অগ্নিঃ 'বিশ্বধায়াঃ' সর্ব্বস্য জগতোধর্ত্তা। যথা সূর্য্যোবৃষ্ট্যাদিপ্রদানেন সর্ব্বং জগৎ ধত্তে এবং অগ্নিরপি যজ্ঞাদিসাধনেন কৃৎস্নস্য জগতোধারয়িতা। সোঽগ্নিঃ 'পৃথিবীং' পৃথিব্যাং 'উপক্ষেতি' সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ সন্ যজ্ঞগৃহাদৌ নিবসতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'হিতমিত্রঃ ন রাজা' হিতান্যনুকূলানি মিত্রাণি যস্য তাদৃশোরাজা যথা সুখেন নিবসতি তদ্বৎ। যথা সর্ব্বজনমিত্রোরাজা এবমগ্নিরপি সর্ব্বজনমিত্রইত্যর্থঃ। নহ্যগ্নিং কশ্চন দ্বিষ্টে। যস্যাগ্নেঃ 'পুরঃসদঃ' পুরস্তাৎ সীদন্তঃ উপবিশন্তঃ পুরুষাঃ 'শর্মসদঃন বীরাঃ' পিতৃগৃহে বর্ত্তমানাঃ পুত্রাইব বর্ত্তন্তে পিতা পুত্রানিবাগ্নিঃ স্বস্য পরিচারকান্ রক্ষতীতি ভাবঃ। সোয়মগ্নিঃ অতিশয়েন শুদ্ধঃ কর্ম্মযোগ্যোভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'অনবদ্যা' অনিন্দিতা 'পতিজুষ্টেব নারী' স্বপতিনা সেবিতা স্বীকৃতা যোষিদিব সা যথা পাতিব্রত্যেন শুদ্ধা সতী সর্ব্বকর্ম্মযোগ্যা ভবতি এবং অগ্নিরপি।

৩ যিনি সূর্য্যের ন্যায় বিশ্বকে ধারণ করেন, সেই অগ্নি অনুকূল-মিত্র-সম্পন্ন রাজার ন্যায় পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখাসীন পুরুষেরা পুত্রের ন্যায় সুখে অবস্থান করে; তিনি স্বামি-সেবিত অনিন্দনীয় নারীর ন্যায় পরিশুদ্ধ হন।

৮০০

৪ তং ত্বা নরো দম আ নিত্যমিদ্ধমগ্নে সচন্ত ক্ষিতিষু ধ্রুবাসু। অধি দ্যুম্নং নি দধুর্ভূর্যস্মিন্ ভবা বিশ্বায়ুর্ধরুণো রয়ীণাং।

৪ হে 'অগ্নে' 'তং ত্বা' পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টং ত্বাং 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ যজমানাঃ 'ধ্রুবাসু ক্ষিতিষু' নিশ্চলাসু চলনরহিতাসু ভূমিসু নিরুপদ্রবেষু গ্রামেম্বিত্যর্থঃ। 'দমে' স্বকীয়ে যজ্ঞগৃহে 'নিত্যমিদ্ধং' অনবরতং সমিদ্ভিঃ প্রজ্বলিতং কৃত্বা 'সচন্ত' আভিমুখ্যেন সেবন্তে। কিঞ্চ 'অস্মিন্' অগ্নৌ 'দ্যুম্নং' হবির্লক্ষণমন্নং 'ভূরি' চরুপুরোডাসাদিরূপেণ বহুবিধং 'অধিনিদধুঃ' স্থাপিতবন্তঃ এবং গুণবিশিষ্টো যোঽগ্নিঃ সত্ত্বং 'বিশ্বায়ুঃ' উক্তপ্রকারেণ সর্ব্বান্নোভূত্বা 'রয়ীণাং' ধনানাং 'ধরুণঃ' ধারয়িতা 'ভব' অস্মভ্যং দাতুং ধনানি ধারয়েত্যর্থঃ।

৪ হে অগ্নি! সেই যে তুমি, তোমাকে যজমানেরা নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় যজ্ঞগৃহে প্রতিনিয়ত প্রজ্বলিত করিয়া সেবা করে। এবং তোমাতে বহুবিধ অন্ন সংস্থাপন করে, তুমি সর্ব্বান্ন-সম্পন্ন হইয়া ধনসমূহের ধারয়িতা হও।

৮০১

৫ বি পৃক্ষো অগ্নে মঘবানো অশ্যুর্বি সূরয়ো দদতো বিশ্বমায়ুঃ। সনেম বাজং সমিথেষ্বর্যো ভাগং দেবেষু শ্রবসে দধানাঃ। ১।৫।১৯।

৫ হে 'অগ্নে' 'মঘবানঃ' হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তাঃ যজমানাঃ 'পৃক্ষঃ' অন্নানি 'ব্যশ্যুঃ' ব্যাপ্নুবন্তু ত্বযানুগৃহীতাঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি লভন্তাং যে চ 'সূরয়ঃ' বিদ্বাংসঃ ত্বাং স্তুবন্তি 'দদতঃ' চ যে তুভ্যং হবীংষি দদতঃ প্রযচ্ছন্তঃ বর্ত্তন্তে তে সর্ব্বে 'বিশ্বমায়ুঃ' সর্ব্বং জীবিতং ব্যশ্যুঃ ব্যাপ্নুবন্তু। বয়ঞ্চ 'সমিথেষু' সংগ্রামেষু 'অর্যো' অরেঃ শত্রোঃ সম্বন্ধিনং 'বাজং' অন্নং 'সনেম' ত্বদনুগ্রহাৎ সম্ভজেমহি। তদনন্তরং দেবেষু ত্বৎপ্রমুখেম্বিন্দ্রাদিষু 'শ্রবসে' যশসে তদর্থং 'ভাগং' হবির্ভাগং 'দধানাঃ' স্থাপয়ন্তঃ ভূয়াস্মেতি শেষঃ। ১। ৫।১৯।

৫ হে অগ্নি! যজমানেরা অন্ন লাভ করুন; সূরিগণ ও দাতাগণ সমুদয় আয়ু প্রাপ্ত হউন; আমরা সংগ্রামে শত্রুগণের অন্ন ভোগ করি এবং যশের নিমিত্ত দেবগণকে তাহার অংশ দান করি। ১। ৫।১৯

৮০২

৬ ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ স্মদূধ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ। পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষমাণা বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুরদ্রিং।

৬ 'ঋতস্য হি' ঋতং দেবযজনদেশং প্রাপ্তং অগ্নিমেব 'ধেনবঃ' অগ্নিহোত্রাদিহবিষাং দোগ্ধ্র্যোগাবঃ 'পীপয়ন্তঃ' ক্ষীরাদিলক্ষণং গব্যং অপায়য়ন্। কীদৃশ্যোগাবঃ 'বাবশানাঃ' অগ্নিং পুনঃ পুনঃ কাময়মানাঃ। 'স্মদূধ্নী'

স্মচ্ছব্দোনিত্যশব্দসমানার্থঃ। নিত্যমুধসা যুক্তাঃ সর্ব্বদা পয়সঃ প্রদাত্র্যইত্যর্থঃ। 'দ্যুভক্তাঃ' দিবা প্রকাশেন সংভক্তাঃ সংশ্লিষ্টাঃ তেজস্বিন্যইত্যর্থঃ। অপিচ 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীলানদ্যঃ 'সুমতিং' অস্যাগ্নেঃ শোভনামনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং 'ভিক্ষমাণাঃ' যাচমানাঃ সত্যঃ 'অদ্রিং সময়া' অদ্রেঃ পর্ব্বতস্য সমীপে 'পরাবতঃ' দুরদেশাৎ 'বিসস্রুঃ' বিশেষেণ গচ্ছন্তি প্রবহন্তি অগ্নয়ে দাতব্যানাং হবিষাং নিষ্পত্তয়ে প্রবহন্তীত্যর্থঃ।

৬ অগ্নির প্রতি পুনঃ পুনঃ স্পৃহাবতী নিত্য-পয়স্বিনী তেজস্বিনী ধেনু দেবযজন-প্রদেশে সমাগত অগ্নিকে গব্য পান করায় এবং নদীগণ অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করত দূর দেশ হইতে পর্ব্বতের সমীপদিয়া প্রবাহিত হয়।

৮০৩

৭ ত্বে অগ্নে সুমতিং ভিক্ষমাণা দিবি শ্রবো দধিরে যজ্ঞিয়াসঃ। নক্তা চ চক্রুরুষসা বিরূপে কৃষ্ণং চ বর্ণমরুণং চ সং ধুঃ।

৭ হে 'অগ্নে' 'সুমতিং' শোভনাং অনুগ্রহাত্মিকাং বুদ্ধিং 'ভিক্ষমাণাঃ' যাচমানাঃ 'যজ্ঞিয়াসঃ' যজ্ঞার্হাঃ সর্ব্বে দেবাঃ 'দিবি' দ্যোতমানে 'ত্বে' ত্বয়ি 'শ্রবঃ' হবির্লক্ষণং অন্নং 'দধিরে' অস্থাপয়ন্। অগ্নির্দেবানামন্নাদইতি শ্রুতেঃ। তদনন্তরং তাদৃশে হবির্যজ্ঞায়ানুষ্ঠানায় 'বিরূপে' বিবিধরূপে 'উষসা' উষঃকালোপলক্ষিতং অহঃ 'নক্তা চ' নক্তং রাত্রিঞ্চ 'চক্রুঃ' অকুর্ব্বন্। এতদেব স্পষ্টয়তি। 'কৃষ্ণং চ বর্ণং' রাত্র্যাং শ্যামলবর্ণং অন্ধকারং অহ্নি 'অরুণং' আরোচনং শ্বেতবর্ণং তেজশ্চ 'সন্ধুঃ' সম্যক্ স্থাপিতবন্তঃ।

৭ হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তোমার অনুগ্রহার্থী হইয়া দেবগণ তোমাতে অন্ন স্থাপন করিয়াছিলেন; বিচিত্র দিবা ও রাত্রি করিয়াছিলেন; রাত্রিতে শ্যামল বর্ণ ও দিবাতে অরুণ বর্ণ নিধান করিয়াছিলেন।

৮০৪

৮ যান্ রায়ে মর্ত্তান্ সুষূদো অগ্নে তে স্যাম মঘবানো বয়ং চ। ছায়েব বিশ্বং ভুবনং সিসক্ষ্যাপপ্রিবান্রোদসী অন্তরিক্ষং।

৮ 'যান্' 'মর্ত্তান্' মনুষ্যান্ অস্মান্ 'রায়ে' ধনায় 'সুষূদঃ' অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসু প্রেরয়সি 'তে' তাদৃশাঃ 'বয়ং চ' 'মঘবানঃ' ধনিনঃ 'স্যামঃ' ভবেম। 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'অন্তরিক্ষং' চ 'আপপ্রিবান্' স্বতেজসা বৃষ্ট্যুদকেন বা পূরিতবান্ ত্বং চ 'বিশ্বং ভুবনং' সর্ব্বং জগৎ সিচক্ষি সেবসে অনুগৃহ্য সর্ব্বং রক্ষসীত্যর্থঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ 'ছায়েব' যথা ছত্রাদেশ্ছায়া আতপাদিজনিতং ক্লেশং নিবার্য্য রক্ষতি তদ্বৎ।

৮ হে অগ্নি! যে মনুষ্যদিগকে ধনের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ, সেই আমরা যেন ধনবান্ হইতে পারি; তুমি দ্যুলোক, ভুলোক ও অন্তরিক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া ছায়ার ন্যায় সমুদায় ভুবন রক্ষা করিতেছ।

৮০৫

৯ অর্বদ্ভিরগ্নে অর্বতো নৃভির্নৄন্বীরৈর্বীরান্বনুয়ামা ত্বোতাঃ। ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বি সূরয়ঃ শতহিমা নো অশ্যুঃ।

৯ হে 'অগ্নে' 'ত্বোতাঃ' ত্বা উতা ত্বয়া রক্ষিতাঃ সন্ত বয়ং 'অর্ব্বদ্ভিঃ' অস্মদীয়ৈঃ অশ্বৈঃ 'অর্বতঃ' শত্রুসম্বন্ধিনঃ অশ্বান্ 'নৃভিঃ' অস্মদীয়ৈর্ভটৈঃ 'নৄন্' শত্রোর্ভটান্ বীর্য্যাজ্জায়ন্তে ইতি বীরাঃ পুত্রাঃ তৈঃ 'বীরৈঃ' 'বীরান্' শত্রুপুত্রাংশ্চ 'বনুযাম' হন্যাম। 'পিতৃবিত্তস্য' পিত্রাদিপরম্পরালব্ধস্য 'রায়ঃ' ধনস্য 'ঈশানাসঃ' স্বামিনঃ 'সূরয়ঃ' বিদ্বাংসঃ 'নো' অস্মাকং পুত্রাঃ 'শতহিমাঃ' শতং সংবৎসরান্ জীবন্তঃ সন্তঃ 'ব্যশ্যুঃ' বিশেষেণ ভুঞ্জতাং। অস্মদীয়ানাং পুত্রাণাং আরোগ্যং দীর্ঘমায়ুশ্চ ভবত্বিত্যর্থঃ।

৯ হে অগ্নি! আমরা যেন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্ব দ্বারা শত্রুগণের অশ্বদিগকে, যোদ্ধা দ্বারা শত্রুদিগের যোদ্ধাদিগকে এবং পুত্র দ্বারা শত্রুগণের পুত্রদিগকে সংহার করিতে পারি। আমাদের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধনের স্বামী, বিদ্বান্, ও শতায়ু হয়।

৮০৬

১০ এতা তে অগ্ন উচথানি বেধো জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ। শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তেঽধি শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ ১।৫।২০।

ইতি প্রথম মণ্ডলে দ্বাদশানুবাকঃ।

১০ হে 'বেধঃ' মেধাবিনাগ্নেতৎ। মেধাবিন্নগ্নে 'এতা উচথানি' এতানি ইদানীং অস্মাভিঃ প্রযুক্তানি স্তোত্রাণি 'তে' তব 'মনসে' মনোবৃত্তয়ে 'হৃদে' তদ্বৃত্তিমতেঽন্তঃ- 'তে' তব 'মনসে' মনোবৃত্তয়ে 'হৃদে' তদ্বৃত্তিমতেঽন্তঃকরণায় 'চ' 'জুষ্টানি সন্তু' প্রিয়াণি ভবন্তু। 'তে' তব সম্বন্ধিনঃ 'সুধুরঃ' সুষ্টু নির্ব্বাহকস্য যদ্বা শোভনং ধুর্ব্বতি দারিদ্র্যং হিনস্তীতি সুধুঃ তাদৃশস্য 'রায়ঃ' ধনস্য 'যমং' নিয়মনং 'শকেম' কর্ত্তুং শক্তাঃ ভূয়াস্ম। কিং কুর্ব্বন্তঃ। 'দেবভক্তং' দেবৈঃ সম্ভজনীয়ং 'শ্রবঃ' হবির্লক্ষণং অন্নং 'অধিদধানাঃ' অগ্নেরুপরি ধারয়ন্তঃ। অগ্নৌ হবির্ভির্হোমং কুর্ব্বন্তইত্যার্থঃ। ১। ৫। ২০।

১০ হে মেধাবী অগ্নি! এই সকল স্তোত্র তোমার মন ও হৃদয়ে প্রীতিকর হউক; আমরা যেন দেব-ভোজ্য অন্ন ধারণ করিয়া দারিদ্র্য-ভঞ্জন ত্বদীয় ধনের যথা-যোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হই। ১।৫।২০।

দ্বাদশ অনুবাক সমাপ্ত।

—০—

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

দ্বিতীয় উপদেশ।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ।

"ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে।"

ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা উদ্ভিদ্ পদার্থে, উদ্ভিদ্ পদার্থ অপেক্ষা ইতর জন্তুতে যে অধিকাধিক প্রস্ফুটিত ভাব দেখিতে পাও, তাহাই উহাদের উন্নতির পরা কাষ্ঠা। ভৌতিক পদার্থ যত দূর প্রস্ফুটিত হইতে পারে, ইতর জন্তুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। জল বায়ু প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সকল অন্ধকার তুল্য; বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থে জীবনের ক্রিয়া বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতি কিঞ্চিন্মাত্রও নাই; ইতর জন্তুগণ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যন্তই গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু বিষয়ের অতীত কোন পদার্থ তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয় না। মনুষ্য ভৌতিক পদার্থের ন্যায় অন্ধকার তুল্য নয়; উদ্ভিদ্ পদার্থের ন্যায় কেবল প্রাণ-বিশিষ্টও নয়; ইতর জন্তুবৎ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় পর্য্যন্তই তাহাদের জ্ঞানের সীমা নয়, মনুষ্য বিষয়ের অতীত পদার্থকেও অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বর মনুষ্যের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। পশুরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতেছে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতেছে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিতেছে, এই পর্য্যন্তই উহাদের শক্তির সীমা হইতেছে; কিন্তু মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের অতীত এক পুরুষের সত্তা অনুভব করিতেছে। কেবল এই বাহিরের চক্ষুই মানুষের সর্ব্বস্ব নয়, এই চক্ষুর সঙ্গে একটি অন্তরের চক্ষুও কার্য্য করিতেছে; বাহিরের চক্ষু যেমন বিষয় দর্শন করে, সেই দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের চক্ষু বিষয়ের অতীত পদার্থকে উপলব্ধি করে। ঈশ্বর আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের নিকটে এই সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিয়া সেই অন্তশ্চক্ষুর নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা চতুর্দ্দিক্ হইতে কেবল যে রূপ রস গন্ধ স্পর্শই অনুভব করি এমন নহে,তাহার সঙ্গে ঈশ্বরকেও প্রতীতি করিতে থাকি। বিষয়-স্পর্শে আমরা জাগ্রৎ হই এবং সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা সেই বিষয়াতীত পুরুষকে প্রত্যক্ষ করি। ইহার উপর তর্ক বিতর্কও নাই বাদানুবাদও নাই; অপক্ষপাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, এই বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কোন বিষয়াতীত সত্তা প্রতীতি হয় কি না? পশ্চাৎ এই সত্তার উপর সংশয় উৎপন্ন হয়, হউক; সেই সংশয়ই এই প্রতীতিকে আরও সপ্রমাণ করিবে। এই রূপে যে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

আমরা যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করি, সেই জ্ঞান দ্বারাই জগতের সত্তা ও আপনার সত্তা প্রতীতি করিয়া থাকি; তন্মধ্যে বাহ্য বিষয়ের সত্তা উপলব্ধির সময়ে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু আপনাকে ও ঈশ্বরকে জানিবার সময় বহিরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই। তবে, যেমন অন্ন পান দ্বারা আমারদের শরীরে জীবন সঞ্চার হয়,সেই রূপ বাহ্য বিষয় দ্বারা আত্মা জাগ্রৎ হইয়া উঠে। বিষয়-স্পর্শে আত্মা জাগরিত হইয়া আপনার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে। এই জন্য ঈশ্বর প্রথমাবস্থায় আমারদিগকে এই বিষয়-রাশির মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শৈশবাবস্থায় স্তন্য পানের ন্যায় আমরা বাহ্য বিষয় দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছি।

চক্ষু যখন আপনার বিষয়ীভূত রূপকে গ্রহণ করে,তখন আলোকের নিতান্ত আবশ্যকতা হয়। আলোক না থাকিলে কেবল চক্ষু দ্বারা আমরা দর্শন করিতে পারি না। কিন্তু যে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করি, তাহাতে অন্য আলোকের প্রয়োজন নাই; জ্ঞান আপনার আলোকেই আপনার বিষয় পরিগ্রহ করে। সেখানে এই পার্থিব অগ্নির আলোক অন্ধকার-তুল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।" সেখানে অন্যবিধ অগ্নির প্রয়োজন—সেখানে স্বর্গীয় অগ্নির প্রয়োজন; সেই জ্ঞানই সেখানে স্বর্গীয় অগ্নি। সেই জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নিই আপনার অলৌকিক আলোকে আপনার বিষয় পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর এই ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া স্বয়ং সেই জ্ঞান-চক্ষুর বিষয় হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। এই চর্ম্মচক্ষুও আমরা নির্ম্মাণ করি নাই, সেই জ্ঞান-চক্ষুও আমরা নির্ম্মাণ করি নাই; আমাদের এই চক্ষু যে অঞ্জন-শলাকায় চিত্রিত, সেই জ্ঞান-চক্ষুও সেই তুলিকাতেই রঞ্জিত হইয়াছে। আমারদের কি সৌভাগ্য, আমরা পার্থিব বিষয় দেখিবার নিমিত্তে পার্থিব চক্ষু লাভ করিয়াছি এবং স্বর্গীয় বিষয় দর্শন করিবার নিমিত্তে স্বর্গীয় চক্ষুও প্রাপ্ত হইয়াছি!

এই স্বর্গীয় অগ্নির আলোকে—এই অলৌকিক চক্ষুতে—এই সহজ জ্ঞানে আমরা কি দেখিতেছি? এক অনন্ত মূর্ত্তি এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সেই অনন্ত মূর্ত্তি কে? দেশ? না কাল? না, তিনি দেশও নন, তিনি কালও নন। অনন্ত দেশের ভাব ও অনন্ত কালের ভাব আমাদের প্রতীতি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে বটে,কিন্তু তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়—ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় আলোকে যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি দেশ কালের অতীত মঙ্গলময় পুরুষ। জ্ঞান-নেত্রে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে প্রতীতি করিতেছি বটে, কিন্তু দেশ ও কাল আমাদের অনুরাগকে আকর্ষণ করিতেছে না। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে যাঁহাকে প্রতীতি করিতেছি, তিনি আমাদের অনুরাগকে আকর্ষণ করিতেছেন। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের কেবল সত্তা মাত্র প্রতীত হইতেছে, তাহাতে এমন কোন গুণ দেখিতে পাই না, যাহাতে সেই দেশ কালকে প্রীতি করিতে হয়। আমাদের চিন্তা-বৃত্তি দেশ ও কালে সমবেত হইয়া আছে; দেশ ও কাল হইতে পৃথক্ করিয়া চিন্তাকে পরিচালনা করিতে পারি না; এই পর্য্যন্ত দেশ কালের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। দেশ কাল ভিন্ন আর এক অনন্ত সত্তা প্রতীতি করিতেছি; তাহা মঙ্গল ভাবে—সৌন্দর্য্যে

পরিপূর্ণ; এই মঙ্গল ভাব—এই সৌন্দর্য্য আমাদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই মঙ্গলের অভিমুখীন এই প্রীতির নামই ব্রহ্মানুরাগ। ব্রহ্মজ্ঞানে দেশ কালের ন্যায় কেবল এক শূন্য ঈশ্বর প্রতীতি হয় না; কিন্তু যাহা প্রতীত হয়, তাহা সত্য ভাবে ও মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ যথার্থ বস্তু। দেশ ও কালকে এক প্রকারে অবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর অবস্তু নহেন। জ্ঞান-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতেছি ও প্রীতি-হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার গোচরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং অনুরাগ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার বিষয় হইয়া আছেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগের আবির্ভাবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ধর্ম্মকে প্রসব করিতে থাকে। এই দুটি ধর্ম্মের পত্তনভূমি। দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে ধর্ম্ম যত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করুক, এই দুটি সকল ধর্ম্মের মূলে থাকিবেই থাকিবে। জড় পদার্থ বিদ্যমান আছে কিন্তু আকাশ নাই, ঘটনা সকল সংঘটিত হইতেছে কিন্তু কোন সময়ে নয়, ইহা যেমন অসম্ভব; ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ নাই—ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে জানে না ও তাঁহাকে প্রীতি করে না; ইহাও সেই রূপ অপ্রসিদ্ধ। এমন ধর্ম্ম-জীবী জীব কুত্রাপি বিদ্যমান নাই যে, ঈশ্বর তাহার জ্ঞান-নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখেন নাই ও তাহার অনুরাগকে আকর্ষণ করিতেছেন না। বুদ্ধি-দোষে ও শিক্ষা-দোষে মানুষের ধর্ম্ম যত দূর জঘন্য হইতে পারে, তাহাও হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ তাহার মূলেও বিদ্যমান দেখিবে। ধর্ম্ম যেমন আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, ধর্ম্মের নিদানভূত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ সেই রূপ আমাদের স্বভাব-সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। যেমন আমরা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই রূপ আত্মার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

এই দুটির একটিকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম আর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মানুরাগের কথাও থাকে না এবং ব্রহ্মানুরাগ না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান, আর পাঁচে পাঁচে যোগ করিলে দশ হয় এই জ্ঞান সমান হইয়া পড়ে। পাঁচে পাঁচে যোগ করিলে দশ হয় এই জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের কোন যোগ নাই, সেই রূপ যদি ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি না থাকে, তবে কেবল ঈশ্বরকে জানা থাকিলে সে জানার সঙ্গে কোন ধর্ম্ম আসিতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে জানিতেছি ও তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি, এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ একত্র হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের প্রতি নিয়োগ করিতেছে। আমরা জ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই এবং প্রীতিরূপ হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মও উৎপন্ন হয়। এই দুটি যত প্রস্ফুটিত হইবে, ধর্ম্ম তত উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিবে। যেখানে এই দুটি যত অভিভূত হইয়া থাকে, সেই খানে ধর্ম্মের তত দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ মনুষ্য-জাতির সাধারণ ধন। আমাদের ন্যায়বান্ পিতা তাঁহার প্রতি সন্তানকেই ইহার অধিকারী করিয়াছেন। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, জাতি-ভেদে ও পাত্র-ভেদে ইহা বদ্ধ হইয়া নাই। "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে; সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে।"

কোন কোন ব্যক্তিতে এই ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের বাক্য শুনিলে বোধ হয় যেন, তাঁহারা জন্মান্ধের ন্যায় সেই জ্ঞান-চক্ষুতে বঞ্চিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান যে স্বাভাবিক ও সাধারণ, তাহা অপ্রতিপন্ন হয় না; জন্মান্ধ ব্যক্তির চক্ষু নাই বলিয়া সকলের চক্ষুকেই অস্বাভাবিক বলা যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু যদি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে নাস্তিকদিগের কথায় কোন রূপেই বিশ্বাস করা যায় না। কোন আত্মা অনন্ত কালের নিমিত্ত অন্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে কোন মতেই হইতে পারে না। তবে এরূপ হইতে পারে যে, সংশয়ের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহাদের আত্মপ্রত্যয় নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের সহজ জ্ঞানে যাহা প্রতীত হয়, তাহাতে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না; তাহাদের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি আত্মপ্রত্যয়কে কার্য্য করিতে দেয় না। আমরা যে জ্ঞানে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই, সেই জ্ঞানেই জগতের সত্তা প্রতীতি করি। যেমন ঈশ্বরের সত্তাতে সংশয় আনিতে পারি, সেই রূপ জগতের সত্তাতেও সংশয় করিতে পারি; আত্মপ্রত্যয়কে—স্বাভাবিক বিশ্বাসকে নিরুদ্ধ করিলে উভয় স্থলের সংশয়ই দুরপনেয় হইয়া উঠে। বহির্দ্দৃষ্টির ন্যায় অন্তর্দ্দৃষ্টির সমধিক পরিচালনা করিলেই জগতের সত্তার ন্যায় ঈশ্বরের সত্তাতেও নিঃসংশয় হওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য এই স্বাভাবিক ব্রহ্মজ্ঞানের এক অদ্ভুত অর্থ প্রচার করিয়া অনেকের কুসংস্কার উৎপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান; যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা জ্ঞান করিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করেন, তিনিই শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মজ্ঞানী; সংসারে থাকিলে এই ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে না; সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী না হইলে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞান এরূপ অদ্ভুত পদার্থ নহে।

এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ যাহাতে সমভাবে উন্নত হয়, তাহাই এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের নিমিত্ত সমান রূপে এই দুটির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মজ্ঞানকে উন্নত না করিয়া কেবল ব্রহ্মানুরাগকে ধর্ম্মের নিয়ামক কর, তাহা হইলে জড়োপাসক হিন্দু ও নরোপাসক খৃষ্টিয়ান্দিগের ন্যায় নানাবিধ কুসংস্কারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। এ দেশীয় হিন্দুদিগের, বিশেষত হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ঈশ্বরানুরাগের অভাব নাই; কিন্তু জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন তাহাদের সেই ভক্তি-পুষ্প ঈশ্বরে সমর্পিত না হইয়া মনঃ-কল্পিত দেব-দেবী ও মৃৎ-প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। ঈশ্বর-প্রেমী খৃষ্টিয়ানেরাও এই রূপে মহেশ্বরের সিংহাসন মনুষ্যকে প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানের উৎকর্ষ বিধান না করিয়া কেবল ব্রহ্মানুরাগে পরিচালিত হইলে এই রূপ দোষে নিপতিত হইতে হয়। আবার ব্রহ্মানুরাগের সমুচিত পুষ্টি সাধন না করিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে আরও জঘন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞান-হীন ভক্ত যেমন গোঁড়া বলিয়া সকলের নিন্দনীয় হয়, সেই রূপ ভক্তি-শূন্য জ্ঞানী সকলের নিকটে

অর্দ্ধ-নাস্তিক বলিয়া উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। পৌত্তলিক হিন্দুরা যে ঈশ্বরের যথার্থ পরিচয় বিস্মৃত হইয়া অযোগ্য স্থানে আপনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ করিতেছে, খৃষ্টিয়ানেরা যে ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া ঈশ্বরোচিত প্রেমোপহার মনুষ্য-পুত্রে সমর্পণ করিতেছে, তাহাও তত দূষণীয় নহে। তাহাদের পূজা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরে সমর্পিত না হইক, যখন তাহারা ঈশ্বরের ভাবে গদ্গদ হইয়া তদ্গত চিত্তে অকপট হৃদয়ে আপনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি উৎসর্গ করিতেছে, তখন তাহাদের সেই অকৃত্রিম উপাসনা হইতে কখনই অসৎ ফল উৎপন্ন হইবে না। তবে তাহারা জ্ঞান-শুদ্ধির ফল লাভে অবশ্যই বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মানুরাগ-বিরহিত ব্রহ্মজ্ঞান, রসহীন বৃক্ষের ন্যায় ফল-পুষ্পের কথা দূরে থাকুক, একটি পত্রও প্রসব করে না। যাহার অনুরাগ-শূন্য ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায়, তাহার অপেক্ষা জঘন্য লোক আর কেহই নাই। কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিকেরাও আপনাদের উপাসনা কালে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু সে দুর্ভাগ্যের আত্মাতে আরামের প্রত্যাশা নাই,—শান্তির উপায় নাই।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যেমন চক্ষুও চাই, হস্তও চাই, সেই রূপ ধর্ম্মের নিমিত্ত জ্ঞানও চাই, প্রেমও চাই। জ্ঞান দ্বারা স্বর্গ-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, এবং প্রেম দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করা যায়। জ্ঞান পিতার ন্যায় কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, প্রীতি মাতার ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া কল্যাণের পথে লইয়া যায়। জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া আত্মার মোহান্ধকার দূরীকৃত করে, প্রেম চন্দ্রের ন্যায় শীতল রশ্মি বর্ষণ করিয়া আত্মাকে স্নিগ্ধ করিতে থাকে। জ্ঞান ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়, প্রেম আমাদিগকে তাঁহার সন্নিধানে লইয়া যায়। জ্ঞান ধর্ম্মের জনক, প্রীতি ধর্ম্মের জননী। যদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মকে প্রার্থনা কর, তবে জ্ঞান ও প্রেমকে সমভাবে প্রস্ফুটিত কর। জ্ঞানের উন্নতি সাধন ও রক্ষা বিধান যত সহজ, অনুরাগের উৎকর্ষ বিধান ও রক্ষা তত সহজ নহে। জ্ঞান সহজে সংকুচিত হয় না, প্রীতি অল্প আঘাতেই শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব তোমরা এই বেলা অবধি সাবধান ও সতর্ক হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগের উন্নতি সাধনে ও রক্ষা বিধানে যত্নশীল হও। জ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে প্রসারিত কর। ঈশ্বরকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ভক্ত হইতে থাক। ভক্তি-শূন্য জ্ঞানী হইয়া লোকের উপহাসাস্পদ হইও না। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, জ্ঞান ও প্রেমকে সমভাবে উন্নত কর। জ্ঞান ও প্রেম ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

২৬২ সংখ্যক পত্রিকার ২৭ পৃষ্ঠার পর।

দয়া। যেমন বসন্ত কাল হিম-শুষ্ক পৃথিবীকে রসান্বিত করিয়া ফল-ফুলে সুশোভিত করে, তেমনি দয়ার্দ্র ব্যক্তিগণ দুরদৃষ্ট-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি অজস্র করুণা বিতরণ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান ও সকল অভাব মোচন করিয়া থাকেন। দয়ালু ব্যক্তির অন্তঃকরণ ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অবতার; দয়ালু ব্যক্তির কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া কত শত শুষ্ক-হৃদয় যে আর্দ্রীভূত হইয়া উঠে, তাহা স্মরণ করিলেও পুলকিত হইতে হয়। রোগ-শোক, ভয়-

বিপত্তি, দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি সমুদায় দুরবস্থাই দয়ার নিকট পরাভূত হয়। যেমন পশুঘাতকের চিত্ত পশু-হত্যার সময়ে তাহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে কিছুমাত্র ব্যাকুল হয় না, সেই রূপ নিষ্ঠুরদিগের হৃদয় পরদুঃখ দেখিয়া কিছু মাত্র পরিক্ষুব্ধ হয় না। যৎকালে দয়াশীল মহাত্মারা পর দুঃখে কাতর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের বদন-মণ্ডলে কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়! দরিদ্রগণের কাতরোক্তি-সময়ে শ্রবণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না, অথবা নির্দোষীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া হৃদয়ে পাষাণ বন্ধন করিও না। পিতৃহীন নিঃসহায় বালক যদি তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, অথবা কোন বিধবা পতিবিয়োগ-শোকে একান্ত কাতর হইয়া ও আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া যদি তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে কি তোমার হস্ত তাহার অশ্রু-ধারা মার্জ্জনার জন্য প্রসারিত হইবে না? তুমি কি নিরাশ্রয়দিগের দুঃখ মোচনে সত্বর হইবে না? যৎকালে পথি-মধ্যে দেখিবে, কোন জীর্ণ-বস্ত্র দরিদ্র শীতে কম্পান্বিত হইতেছে এবং গৃহাভাবে আপনাকে পথবাসী করিয়া দুঃখের পরিচয় দিতেছে; তখন কি দয়া বৃত্তি তাহার রক্ষার জন্য তোমার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবে না? যখন দীন হীন মনুষ্যগণ চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতেছে, তখন কি রূপে তুমি আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে?

চতুর্দ্দিকেই দয়ার পাত্র বিদ্যমান আছে; ইচ্ছা করিলে সকল মনুষ্যই কোন না কোন প্রকারে তাহাদিগের উপকার করিতে পারেন। ধনই হউক, জ্ঞানই হউক, ক্ষমতাই হউক, যিনি যে বিষয়ে অন্য অপেক্ষা সমধিক উন্নত হইয়াছেন, তিনি সেই বিষয়ে অন্যের সহায্য করিয়া দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। যাহার প্রতি দয়া করা যায়, কেবল যে সেই উপকৃত হয়, এমন নয়; উপকৃত অপেক্ষা উপকারী অধিক উপকৃত হন।

জ্ঞান। বুদ্ধি ও প্রতিভা ঈশ্বরের দান। যাহাকে যে পরিমাণে দান করিলে মঙ্গল হয়, তিনি সেই পরিমাণে তাহাকে দান করিয়াছেন; এ জন্য কেহ জনসমাজে ইহার বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। যদি তুমি সেই মঙ্গলালয়ের প্রসাদে তোমার জ্ঞান উন্নতি করিয়া থাক; এবং যদি তাঁহার সত্য-সকল অনেক জানিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছ, সেই পরিমাণে যদিও না পার, তাহার কতক অংশে তোমার ভ্রাতাগণকে উন্নতির পথে আনিতে চেষ্টা কর। তোমার জ্ঞান-দ্বার যত বার তোমার ভ্রাতৃগণের শিক্ষার জন্য উদ্ঘাটিত হইবে, তত বার ইহাতে নূতন নূতন বিষয়ের যোগ হইবে। মূর্খেরা যত জ্ঞান না থাকিলেও আপনাদিগকে জ্ঞানবান্ বলিয়া বোধ করে, জ্ঞানীরা তত জ্ঞান সত্ত্বেও সে রূপ বোধ করেন না। জ্ঞানীরাই আপনার অজ্ঞতা আপনি জানিতে পারেন এবং ক্রমে আপনাকে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর জ্ঞান-পথে লইয়া যান। কিন্তু মূর্খেরা ইহার বিপরীত। তাহারা আপনার অজ্ঞতা জানিতে পারে না, তাহারা মনে করে, যাহা কিছু জানিবার জানিয়াছি; কিন্তু কি জানিয়াছে আর কি জানে নাই, তাহা পৃথক্ করিতে পারে না। এতাদৃশ ব্যক্তির অভিমান কেবল ঘৃণাস্পদ। ইহারা কখন কখন অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাদিগের মূর্খতার

যথেষ্ট পরিমাণে পরিচয় প্রদান করে। এমত সময়ে জ্ঞানবানের সতর্ক হওয়া উচিত; তাঁহারা যেন মূর্খের সঙ্গে মূর্খতা প্রকাশ না করেন। তাঁহারা তাহাদিগের প্রলাপ-বাক্যে উত্তেজিত হইবেন না বরং তাহাদিগকে ভ্রম-পরতন্ত্র দেখিয়া দয়া প্রকাশ করিবেন। জ্ঞানবানেরা স্ফীতভাব ধারণ করিবেন না, অথবা তাঁহারা অন্য অপেক্ষা অধিক জানেন ইহা জানিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন না।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

১৮০ সংখ্যক পত্রিকার ৪৫ পৃষ্ঠার পর।

এ ক্ষণে আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক আর একটি অসাধারণ সাধনের সন্ধান করা যাইতেছে। মহাত্মা পণ্ডিতগণের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ আপনার অপেক্ষা যাঁহাদিগের মন সমধিক উন্নত ও অভিজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হওয়া সেই অসামান্য সাধন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আত্মাকে উৎকৃষ্ট করিতে হইলে আমাদিগের আলস্য-পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চল অধ্যবসায় অবলম্বন করা এবং অভীষ্ট সাধনে সমুৎসুক ও যত্নপরায়ণ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ আপন যত্ন বা পরিশ্রম দ্বারাই উক্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবার নহে। আমাদিগের প্রকৃতি যে রূপ, তাহাতে যে আমরা একাকী থাকিয়া কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইব, ইহা কদাচ সম্ভাব্য হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের জীবন ধারণ জন্য পান ভোজন ও বায়ু সেবন যেমন প্রয়োজন, জনসমাজে অবস্থান ও লোকের সংসর্গও তদপেক্ষা অল্প আবশ্যক বোধ হইবে না। একটি সদ্যোজাত শিশুকে যদি প্রাণ ধারণের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কোন জন-শূন্য প্রদেশে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সে জন্মাবচ্ছিন্নে মনুষ্যের মুখাবলোকন ও শব্দ শ্রবণ করিতে না পাওয়ায় যে অনেকানেক পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কেহই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। সেই রূপ কোন ব্যক্তি যদি আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত কদাপি সংসর্গ ও আলাপ-পরিচয় না করে, তাহা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই কাল ক্ষয় করিতে হইবে। কোন উন্নত মনের উপদেশবর্ত্তী না হওয়ায় সে আপন অপরিবর্ত্তনীয় অপক্ব চিন্তা-শক্তির বশম্বদ হইয়া অজ্ঞান-জনিত অশেষ কুসংস্কার-পাশে চির কাল আবদ্ধ থাকিবে এবং আহারাদি নিত্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন অসার সুখ-মাত্রেরই রসজ্ঞ হওয়ায়, মানুষ-সুলভ বহু-বিধ উদার সুখ আস্বাদনে অবশ্যই বঞ্চিত হইবে সন্দেহ নাই। এই যে অমূল্য মানব জীবন, তাদৃশ লোকের পক্ষে ইহা একটা দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ বলিলেও হয়।

সদর্থ-পূরিত পুস্তকাদি দ্বারা গরিষ্ঠ মানবগণের সংসর্গ জনিত বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিবার যেমন সুবিধা হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হইবার এই অসাধারণ অমূল্য উপায়টি সকলেরই সুলভ ও আয়ত্ত। অভিনিবিষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-সকল পাঠ করিবার সময় যে কত কত মহাত্মা লোকের সহিত সমালাপ হয়; কত শত সুধাসিক্ত সদুপদেশ সহকারে তাঁহারা অপ্রবুদ্ধ চিত্ত-কলিকা-সকল বিকশিত করিতে থাকেন এবং আপনাদিগের সমুন্নত মানস-সম্ভূত উদার ভাব সমস্ত, শিষ্যের

উত্থানশীল মনোভূমি মধ্যে অবলীলাক্রমে সংক্রামিত করেন; তাহা, যে ভুক্ত-ভোগী হইয়াছে, সেই জানে। মনুষ্য জাতিকে তাদৃশী মহীয়সী-শক্তি প্রদান জন্য সে অবশ্যই কৃতজ্ঞ চিত্তে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করে সন্দেহ নাই।

লোক-শুভার্থী মহানুভব মানবেরা শুদ্ধ বাগিন্দ্রিয়-নিষ্পন্ন সুভাষিত দ্বারাই স্বজাতীয় বর্গের হিতানুষ্ঠান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা দূরস্থ ও উপরত হইয়াও লোকের শুভ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া হৃদয়-বিনিঃসৃত জ্ঞান-সূত্র-সকল প্রশস্ত পুস্তক-মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া যান। সমুচিত চেষ্টা করিলেই আমরা অনায়াসে সেই সকল অমূল্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইতে ও তন্নিবন্ধন অসাধারণ সুখাস্বাদন করিতে পারি। সে ঐশ্বর্য্যের বিশেষ গুণ এই যে তাহাতে অধিকার হইলে উচ্চ নীচ ভাব অন্তরিত হইয়া মনুষ্যমাত্রের প্রতিই এক প্রকার সমতা জ্ঞান জন্মে। সামান্য ধন-স্বামিগণ আন্তরিক মদগর্ব্ব-বশতঃ প্রায়ই অন্য অপেক্ষা আপনাকে মহোচ্চ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা বিদ্যা-ধনের অধিকারী, তাঁহাদিগের অবিনশ্বর জ্ঞান-সম্পত্তির যত উন্নতি হয়, ততই বিনীত ভাব ও নম্রতার আধিক্য হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। ফলতঃ পুস্তকাদির সাহায্যে আমাদিগের বহুতর কল্যাণ-দ্বার প্রসারিত হইয়া আইসে। সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-সকলের আলোচনা দ্বারা লোক-ব্যবহার পরিজ্ঞান ও সাধু-সঙ্গ লাভের আর কিছুই অসম্ভাব থাকে না। আমরা যত দুরবস্থায় পতিত হই না কেন, ধনশালী লোকেরা আমারদিগের আবাসে প্রবেশ করিতে বা আমাদের সহিত সম্ভাষণ করিতে যত ঘৃণা বোধ করুন না কেন, যদি বাল্মীকি বা হোমর আসিয়া আমাদিগকে কবিতা-রসের প্রস্রবণ প্রদর্শন করান, যদি ভবভূতি ও মিল্‌টন্ আমাদিগের নিয়ত সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বর্গীয় সুভাষিত সুধা-ধারায় আমাদিগের মলিন মানস-ক্ষেত্র প্রক্ষালন করেন, যদি কালিদাস ও সেক্‌সপিয়র আমাদিগের ক্ষুদ্রাবাস-মধ্যে সতত অধিষ্ঠান করিয়া মানব-হৃদয়-গত যাবতীয় ভাব সমস্ত অবিকল ব্যক্ত করিতে ও কল্পনা দেবীর মোহিনী-মূর্ত্তি নিরন্তর প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগের আর কিসের অপ্রতুল থাকে? উন্নত মনের সহিত পরিচিত হইবার বাসনায় আর ইতস্তত ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন হয় না। ধনিগণের অবজ্ঞা-পাত্র হইয়া প্রসিদ্ধ ভদ্র সমাজ হইতে যদিও নিরাকৃত হই, তথাপি অধ্যয়ন দ্বারা সতত সৎসঙ্গ লাভ ও আত্মোৎকর্ষ-বিধান-জনিত অনুপম সুখ ভোগ করত অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব সন্দেহ নাই।

উন্নতি সাধনের এই উপায়টি সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-সকল মনোনীত করা অত্যন্ত আবশ্যক। কতকগুলা পুস্তক পাঠ করিলেই মনোরথ সম্পন্ন হইবে এরূপ বিবেচনা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত মহীয়ান্ মানবগণের দয়া, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি শ্রেয়সী মনোবৃত্তি-সকল সমধিক তেজস্বিনী, যাঁহাদিগের মহতী ভাবনাশক্তি সত্য ও সাধু পথ ব্যতীত কদাপি অসৎ পক্ষে পরিচালিত হয় নাই, যাঁহারা অন্যের প্রদর্শিত পুরাতন উপদেশ-পদ্ধতি মাত্র অবলম্বন না করিয়া স্বয়ং নবীন পদবী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা পুনরুক্তি দ্বারা অন্যের কথাই পল্লবিত করত পাঠকবর্গের বিরক্তিকর না হইয়া

কোন কোন নূতন প্রসঙ্গের উদ্ভাবন দ্বারা ভূয়সী নীতি শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন; তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ-সকলই অধ্যয়নের উপযুক্ত ও চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদনের বিশিষ্ট উপযোগী। শুদ্ধ সময় কর্ত্তন বা চিত্ত বিনোদন করিবার উদ্দেশে নিতান্ত অনবধান পূর্ব্বক তাদৃশ গ্রন্থ-সকল পাঠ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিলক্ষণ অভিনিবিষ্ট হইয়া তদ্গত চিত্তে অধ্যয়ন করত তৎসমুদায়ের যথার্থ মর্ম্ম-গ্রহ করিতে হইবে। পুস্তক মনোনীত করিতে হইলে, যাঁহারা অনেক পাঠ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পরামর্শ লওয়া উচিত। গ্রন্থ নির্ব্বাচন বিষয়ে বিজ্ঞমণ্ডলীর মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আপন অভিরতি ও প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বোপরি আবশ্যক। পণ্ডিতেরা উৎকৃষ্ট ও উপকারক বলিয়া যে সমস্ত পুস্তক পাঠের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, তদ্দ্বারা সকলের পক্ষে সমান উপকার হওয়া সম্ভাবিত নহে। স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির অসদ্ভাব থাকিলে, জ্ঞান-রস-পরিপূর্ণ কোন সুরম্য সন্দর্ভও কাহারো পক্ষে বিস্বাদ ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে, সুতরাং উহা পাঠ করিলে তাহার কিছু মাত্র ফল দর্শিতে পারে না। কিন্তু যে বিষয় পাঠ করিতে তাহার স্বভাবত আগ্রহ জন্মে এবং কোন নৈসর্গিক প্রতিবন্ধক দ্বারা যাহাতে ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহা বাস্তবিক উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহার পক্ষে সমধিক উপকারক হয় এবং তাহাতেই তাহার চিন্তাশক্তি বিশেষ রূপে পরিচালিত হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে হয়, যে আপন অভিরতি ও প্রবৃত্তির প্রতি নির্ভর করা শুদ্ধ অধ্যয়ন বিষয়েই নহে, আত্মোৎকর্ষ-বিধানের উপায় বলিয়া যে কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, সর্ব্বত্রই ঐ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; যে হেতু ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতানুসারেই উৎকর্ষ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব। সকল উপায়ই কিছু সকলের পক্ষে সমান কার্য্য-কর হয় না। যেটি যাহার অভিপ্রেত সিদ্ধির বিশিষ্ট উপযোগী হইবে, সেইটির উপর নির্ভর করাই তাহার শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে, যে স্বাধীনতা ব্যতিরেকে, অর্থাৎ আপন শক্তি সমুদায়ের যথাযোগ্য প্রসার প্রাপ্তি না হইলে, সে কখনই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না; অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃতি-প্রদত্ত শক্তি-বিশেষের প্রতি অনাদর করিয়া অন্যের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই চলিয়া থাকে, তাহার আত্মোন্নতি সাধন করা কদাচ সুসাধ্য হইবার নহে। সমগ্র ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় মানবগণের আকৃতি সমস্ত-হস্ত মস্তক নাশা কর্ণ প্রভৃতি এক রূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও বিচিত্র শক্তিমান্ বিশ্ব-বিধাতার অনন্ত ও অদ্ভুত কৌশলে যেমন বিভিন্ন রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই রূপ তাহাদিগের আত্মা সকলও সেই সেই মহীয়সী শক্তি ও সেই সেই উদার নিয়ম সমুদায়ের আশ্রয়ভূত হইলেও ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সুতরাং মনুষ্য মাত্রকেই এক রূপ শিক্ষা প্রদান করিলে অথবা এক প্রকার নিয়মের অধীন করিয়া দিলে উহার উৎকর্ষ সাধন যে কদাচ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কতকগুলি লোকের, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তিকে কায়িক পরিশ্রম অধিক করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করা স্বভাবতই কঠিন হইয়া উঠে; কিন্তু সাধ্য

সত্ত্বে তাহাদিগের সেই কাঠিন্য অপনীত করিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহারা যদি এরূপ বিষয়-সকল মনোনীত করিয়া লয়, যাহা পাঠ করিলে মনেরও বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং সাংসারিক অবস্থা সংশোধন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকার হয়; অথবা যদি প্রেমাস্পদ ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র সমবেত হইয়া কোন রমণীয় প্রবন্ধের প্রসঙ্গ করিয়া সকলের শ্রবণগোচর করায়; তাহা হইলে তাহাদের গ্রন্থাধ্যয়ন করা আর কদাপি কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে না। অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, পৃথিবী মধ্যে এমন পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। নির্জ্জনে একাকী অবস্থিতি করিতে হইলে অথবা দীর্ঘ কাল মধ্যে কোন প্রবল পীড়ায় আক্রান্ত বা দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইলে, মনোহর পুস্তক-সকল যেমন সান্ত্বনার স্থল তেমন আর কিছুই প্রত্যক্ষ বা অনুমেয় হইবার নহে। তাদৃশ সময়ে সে রূপ সহচর ও সুহৃদের কার্য্য আর কেহই নিষ্পন্ন করিতে পারে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, পীড়া বা শোকের সময়ে সঙ্গীত শ্রবণাদি আমোদজনক ব্যাপার-সকলই চিত্ত বিনোদন করিবার সুলভ উপায়; কিন্তু পুস্তক পাঠের সহিত তুলনা করিলে তাহা অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর হইবে। অধ্যয়ন-জনিত চিত্ত-প্রসাদের সহিত সঙ্গীতাদি শ্রবণ-জনিত চিত্ত-প্রসাদের বিস্তর অন্তর। তত্ত্বজ্ঞানের উপাদানভূত সুরম্য সন্দর্ভ-সকল শ্রদ্ধাবান্ মানবগণের প্রতি যাদৃশ চির-কল্যাণ-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সমুদায় ভূমণ্ডলের যাবতীয় বিত্তরাশি একত্র সঞ্চিত হইলেও তাহার সমতুল্য হয় না। অতএব যাহার ধন সঞ্চয় করিবার বাসনা হয়, সাধ্য মতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহার সে বাসনা পূর্ণ হইবে। যদি আপন গৃহ মধ্যে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা ক্ষমতার অতীত হয়, তবে সমাজস্থ কোন পুস্তকালয়ে গতি-বিধি রাখিয়া অধ্যয়নের সুযোগ করিতে পারিলেও বিস্তর উপকার দর্শিতে পারিবে। তাদৃশ সাধু ইচ্ছার অনুরোধে যদি সামান্য সুখস্পৃহা ও ভোগ-তৃষ্ণার চরিতার্থতা বিষয়ে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ বা বিষণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু চিরস্থায়ী সুখ লাভের আশয়ে ক্ষণ-ভঙ্গুর অসার সুখের পরিহার করা সর্ব্বথা ন্যায়ানুগত ও অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সৌভাগ্য-ক্রমে অধুনা পুস্তক প্রচারের বাহুল্য ও পাঠ বিষয়ে অনেকের ঔৎসুক্য হওয়ায় জনসমাজের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় সংকলিত বহুমূল্য পুস্তক-সকল এ ক্ষণে অল্প মূল্যে লব্ধ হইবার অনেক সুযোগ হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত গ্রন্থজাত বহুল ব্যয় প্রযুক্ত কতকগুলি ধনী লোক ব্যতীত আর কাহারো ক্রয় করিবার ক্ষমতা হইত না, এক্ষণে অনেকেই অনায়াসে তৎ সমুদায় সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া যথেষ্ট তুষ্টি লাভ করিতেছেন। এই রূপ পরিবর্ত্তন সহকারে লোকের আত্মোন্নতি সাধন পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে সমস্ত পদার্থের পরিজ্ঞান নিমিত্ত প্রগাঢ় চিন্তা শক্তির প্রয়োজন হয় এবং যাহা কিছু জানিতে পারিলে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা, তত্তদ্বিষয়ে শুদ্ধ অমূলক লোক-প্রবাদ ও সামান্য কল্পনা মাত্রের উপর নির্ভর না করিয়া সুচতুর মনুষ্যগণ এক্ষণে স্বয়ং অভ্যাস ও অনুধাবন দ্বারা তৎ সমুদায় অবগত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন; যে কোন বিষয় দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, কেবল অন্যের মতেই

মত না দিয়া, তাহা স্বয়ং বিচার-পূর্ব্বক স্থির করত অধ্যবসায় সহকারে তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং কালে কালে সর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা বস্তুবিচার নিমিত্ত যে রূপ মূল সূত্র প্রয়োগ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সাধ্যানুসারে তাহা জানিবার জন্য যথোচিত যত্ন করিতেছেন। সমীক্ষ্য-কারিতা, বিচার-শক্তির স্বাধীনতা এবং গভীর অভিজ্ঞানের প্রশস্ততা যে উক্তরূপ সাধীয়সী চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অস্মদ্দেশীয় অধুনাতন কুসংস্কার কীটের দারুণ দংশন দ্বারা দূষিত রুগ্ন বোধ-বৃক্ষে এতাদৃশ সুমধুর ফল বোধ হয় আর বহু কাল ফলিত হয় নাই। নীরব আচার্য্যস্বরূপ জ্ঞানপূর্ণ-গ্রন্থসকল দেশময় প্রচারিত হইয়া যদি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই দৃষ্টচর ও জ্ঞানগম্য হয়, তাহা হইলে এই হীনাবস্থা-দুঃস্থিত ভারত রাজ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলপ্রাসাদের সূত্রপাত হয় তাহা বর্ণনার অতীত। কালক্রমে এই অসীম শুভাবহ মনোরথটি সম্পন্ন হইয়া উঠিলে দেশের যাদৃশ উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কি আগ্নেয় শস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ সামরিক সামগ্রী, কি কার্য্য-সৌকর্য্য-সাধক অগণ্য শিল্প যন্ত্র, কি বহুল রাজ-নিয়মের আড়ম্বর কিছুতেই নিষ্পাদিত বা অনুকৃত হইবার নহে। অধ্যয়নের প্রশান্ত গুণ-নিকর সহকারে বিদ্রোহাদি-জনিত ভয়ঙ্কর রাজ্য-বিপ্লব ও অন্যান্য অনিষ্ট-পুঞ্জের আর প্রসঙ্গও থাকে না। উহার অসাধারণ সাহায্যে লোক-মধ্যে উৎকর্ষ বিধানের প্রাচুর্য্য হওয়ায় কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মাত্রেরই সুখ-লিপ্সা পূর্ণ হয় এমন নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জাতীয় মানবগণেরও স্থির কল্যাণের সংস্থান হয়।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬২ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর।

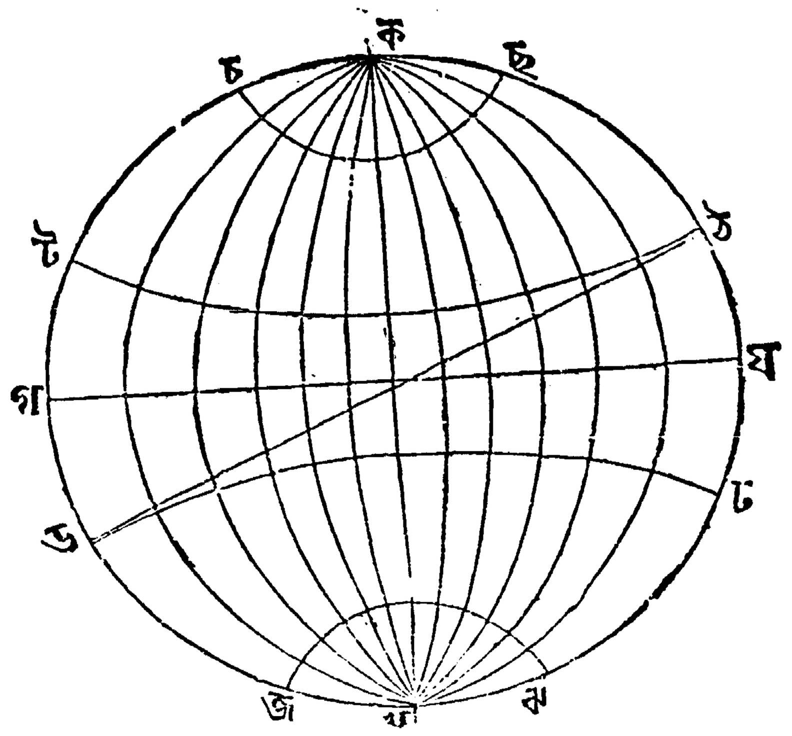

আমরা এত কাল কেবল পৃথিবীর ত্বক্ লইয়া আন্দোলন করিলাম, এক্ষণে ইহার কোন্ স্থলে কিরূপ আকার তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভূ-পৃষ্ঠে যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই সংহত ও বিভিন্ন আকারে সংস্থাপিত। ঐ সমস্ত পদার্থের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং উচ্চতা ও গভীরতা ব্যতীত অন্য কোন রূপ আকার নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ নহে।

মহাসাগরের পরিবেষ্টনই মহাপ্রদেশের পরিধি। মান-চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাসাগর ও মহাপ্রদেশের পরস্পর সংস্রবে একটি রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ অঙ্কিত রেখাই মহাপ্রদেশের পরিবেষ। মহাপ্রদেশের উপান্ত ভাগের আকারানুসারেই ঐ রেখা তরঙ্গাকার ধারণ করিয়াছে। কোন স্থলে সমুদ্র অন্তঃপ্রবিষ্ট ও স্থলবিশেষে অপসৃত হয় বলিয়াই ঐ রেখার আকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সুতরাং আপাতত দৃষ্টিমাত্রেই প্রতীতি হয়, যে মহাপ্রদেশ সমুদায়ের কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে যে উহাদের আ-

কারগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে; একটি মহাপ্রদেশের যেরূপ আকার, অন্যত্র সেই রূপই লক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে উহাদের প্রত্যেকের এক রূপ আকার হওয়া একটি সাধারণ নিয়মের অধীন সন্দেহ নাই।

প্রাকৃত বিজ্ঞান-বিসারদ লর্ড বেকন্ কহিয়াছেন, যে পূর্ব্ব মহাদ্বীপ ও পশ্চিম মহাদ্বীপের দক্ষিণ সীমা ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরে নিপতিত হইতেছে এবং উত্তর দিকে ভূভাগ ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাপ্তেন্ কুক্ যখন দ্বিতীয় বার পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন, তৎকালে সুবিজ্ঞ রেইন্‌হোল্‌ড ফর্ষ্টার তাঁহার সহচর ছিলেন। তিনি মহাদ্বীপের এই রূপ স্থান-সন্নিবেশ সবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া লর্ড বেকনের বাক্য সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত মহাপ্রদেশের আকার বিষয়ে তিনটি সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথমত সমুদায় মহাদেশের দক্ষিণ সীমা পর্ব্বতময় ও উন্নত। বোধ হয় যেন মধ্য বিভাগ হইতে পর্ব্বতশ্রেণী আসিয়া সমুদ্রতটে অবিকৃত ভাবে সহসা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দেখ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা হরন্ অন্তরীপ; আণ্ডিস্ পর্ব্বত-শ্রেণী বহুদূর হইতে আসিয়া ঐ অন্তরীপে মিলিত হইয়াছে। আফ্রিকার অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী আফ্রিকার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপকে আলিঙ্গন করিতেছে। আসিয়ার ঘাট গিরি দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ অতিক্রম করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ অধিকার করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও ভাণ্ডিমানস্‌লাণ্ডের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা অত্যুন্নত পর্ব্বত পুঞ্জে সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত মহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা হয় একটি অতি বিস্তীর্ণ দ্বীপ, নয় কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-পুঞ্জে পরিপূর্ণ আছে। আমেরিকা ফক্‌লাণ্ড দ্বীপ-পুঞ্জে অলঙ্কৃত; আফ্রিকা মাডাগাস্কর দ্বীপ ও অন্যান্য আগ্নেয় গিরি-পরিপূর্ণ দ্বীপ-পুঞ্জেও পরিবেষ্টিত এবং আসিয়া সিংহল, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড দ্বীপে বিরাজিত রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ সমস্ত মহাপ্রদেশরই পশ্চিম সীমায় এক দেশ ক্রমশ ক্ষয় হইয়া এক একটি গভীর অতি বিস্তীর্ণ উপসাগর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকায় বলীভিয়া দেশ স্থিত কর্ডিলেরা পর্ব্বত ও এরিকা নগরের সন্নিকৃষ্ট একটি উপসাগর আছে। আফ্রিকায় গিনি উপসাগর এবং আসিয়ায় কাম্বে উপসাগর ও হিন্দু-পারস্য সাগর রহিয়াছে।

সুবিজ্ঞ ফর্ষ্টার এই কএকটি সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্বে পৃথিবীর দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগ হইতে ভয়ঙ্কর একটি বন্যা আসিয়াছিল। উহার প্রভাবে মহাসাগরের সলিল-রাশি প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় মহাপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব উৎখাত ও অতি গভীর উপসাগর প্রস্তুত হইয়াছে। দক্ষিণ সীমা হইতে মৃত্তিকাস্তূপ-সমুদায় ধৌত হইয়া অন্যত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে তথায় কেবল মাংস-শূন্য কঙ্কাল রাশির ন্যায় পর্ব্বত-সকল নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। এই সলিল-প্রবাহ মৃত্তিকাদি সমুদায় পদার্থ প্রবাহিত করিয়া মহাপ্রদেশের পূর্ব্ব সীমায় দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং বাহুর ন্যায় যে সমস্ত ভূমি খণ্ড প্রসারিত ছিল তাহা ঐ সুপ্রশস্ত ভূমি খণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে।

ফর্ষ্টার মহাপ্রদেশের আকারগত সৌসাদৃশ্য ঘটিবার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিতবর্গের অনুমোদিত। পালাশ নামক এক জন

বিখ্যাত পর্য্যটক আসিয়া খণ্ডের উত্তর প্রদেশ পর্য্যটন প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগোপনীত জল-প্লাবনের বিষয় সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহেন যে ঐ রূপ বন্যা আসিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপের দক্ষিণ বিভাগ মহাখাত-রূপে পরিণত ও সাইবিরিয়ার উত্তরে অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

তিনি আরও কহিয়াছেন যে এক্ষণে হিমালয়ের উত্তর সীমায় যে সমুদায় ভূমি দৃষ্টি-গোচর হয়,উহা দক্ষিণ সীমা হইতে প্রবল তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইয়া তথায় প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে হিমালয়ের দক্ষিণ সীমা অপেক্ষা উত্তর সীমা সমধিক বিস্তীর্ণ হইয়াছে। মহাসাগরের জলরাশি অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান হইতে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। জলের গতি ঊর্দ্ধ হইলেই তাহার বেগ ক্রমশ হ্রাস হইয়া যায়, সুতরাং ঐ হ্রসমান স্রোত দ্বারা উপনীত পদার্থ-সমুদায়ের হিমালয়ের সুদৃঢ় প্রদেশে অবরুদ্ধ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। তিনি ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান-বলে এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে উষ্ণ-প্রধান দেশে যে সমস্ত পশু পক্ষী ও বৃক্ষ লতাদি জন্মে, তৎসমুদায় সাইবিরিয়ার ভুগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে দক্ষিণ পশ্চিম হইতে বন্যা না আসিলে ঐ সমস্ত পশু পক্ষীর তথায় অবস্থান কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। তিনি আমেরিকার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আণ্ডিস পর্ব্বতের পশ্চিম সীমায় ভুভাগ অতি অল্প কিন্তু উহার পূর্ব্ব বিভাগ অতি প্রকাণ্ড ও বিস্তীর্ণ। আপাতত শ্রুতি মাত্রেই এই মতটি অভ্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু ইদানীন্তন ভুতত্ত্ব-বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ইহা ভ্রান্তি-সঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

চন্নপুরী বেদ-সমাজ।

এক বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দুই একটি উপদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তথায় গমন ও উপদেশ নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার সংসর্গে ও আলাপে তত্রত্য যুবকসম্প্রদায়ের মনে ধর্ম্ম-সাহস উদ্দীপিত হইল। তাঁহারা অবিলম্বে মান্দ্রাজে বেদ-সমাজ নামে একটি সমাজ সংস্থাপন করিলেন; তথা হইতে প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী নামে এক খানি পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহার দ্বাদশ খানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।

মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে এক এক খানি পুস্তকও প্রকাশিত হইতেছে, তাহারও কএক খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উদ্ধত ভাবের পরিবর্ত্তে দেশীয় শান্ত ভাবের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-প্রধান হিন্দু জাতির মুখ উজ্জ্বল করা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা; তজ্জন্য তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সমধিক প্রচলনের সহিত ধর্ম্মভাব প্রচার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন এবং বালবোধ নামে এক খানি সংস্কৃত ব্যাকরণ দ্রাবিড়ী ভাষায় মুদ্রিত করিয়াছেন; তাহারও এক খণ্ড কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত হইয়াছে। উত্তরে অন্ধ্র ও দক্ষিণে দ্রাবিড়,মান্দ্রাজ ইহার সন্ধি স্থলে অবস্থিত, সুতরাং মান্দ্রাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ্র ও দ্রাবিড় এই দুই প্রদেশের ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা। তথাকার প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচার্য্য মনের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি অবিলম্বেই কৃতকার্য্য হইবেন।

কিছু দিন হইল তথা হইতে শ্রীযুক্ত ধরস্বামী নায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস অবগত হইবার নিমিত্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আগমন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে আমাদের নিকট অবস্থান করিয়া বঙ্গ ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় পরম সমাদরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য করিতেছেন। ইনি যে রূপ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় ইনি শীঘ্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশে গিয়া প্রচার করিবেন। ঈশ্বরপ্রসাদে অবিলম্বেই আমরা মান্দ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ দেখিতে পাইব।

তথাকার খ্রীষ্টান মিশনরিরা বেদসমাজের বিপক্ষে সত্য বেদসমাজ নাম দিয়া একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সত্য বেদসমাজের বিপক্ষতায় বেদসমাজ দ্বিগুণতর উৎসাহে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতেছেন। মিশনরিরা অনভিজ্ঞদিগের মোহ উৎপাদন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের নিমিত্ত বাইবলের পরিবর্ত্তে বেদ শব্দ ব্যবহার করিয়া কেবল যে লঘুতা ও বাইবলের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এমন নহে, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ‘সত্যমেব জয়তে’ এই বেদ মন্ত্রটি গ্রহণ করিয়া আপনাদের সত্যধ্বজ নামক মাসিক পত্রের শিরোভূষণ করিয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদের উদ্ধৃত ঐ শ্রুতিটি শীঘ্র সফল হউক।

আমরা মান্দ্রাজ বেদসমাজ হইতে প্রকাশিত যে কএক খানি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি; ব্রাহ্মগণ তদ্দ্বারা চন্নপুরে (মান্দ্রাজে) ব্রাহ্মধর্ম্মের নব প্রবেশ দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল রূপক।

ত্যাজ্যন্তব দুর্জ্ঞানং—গ্রাহ্যমিদং সুজ্ঞানং।

পূজ্যং ব্রহ্ম তমাত্মস্থং—যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং—নেতরেষামিহ লভ্যতে।

যদ্বাচানভ্যুদিতং—যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—নেদং যদিদমুপাসতে
যন্মনসা ন মনুতে—যেনাহুর্ম্মনোমতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—নেদং যদিদমুপাসতে।
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি—যেন চক্ষুংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—নেদং যদিদমুপাসতে।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি—যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—নেদং যদিদমুপাসতে।
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি—যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি—নেদং যদিদমুপাসতে।

ভবানীপুর ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৭৮৭ শক।

অধ্যেতার নিবেদন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমারদের এই বঙ্গ ভূমিতে উৎসবের পর উৎসব, আনন্দের পর আনন্দকর ঘটনা প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে। এমন সপ্তাহ, এমন মাসই নাই যে ‘সব সুহৃদে মিলে’ সেই বিশ্ব-পতি পরমেশ্বরের পূজার জন্য আমরা কোন না কোন স্থানে আহূত না হই। অনাথ-শরণ পরমেশ্বর এই হীন-বল বঙ্গ দেশকে ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা বিভূষিত করাতে ইহার দুঃখের রজনী দেখিতে দেখিতেই অবসান হইতেছে। বঙ্গ ভূমির নির্জীব ভাব বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতেছে। নগর গ্রাম পল্লী সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে উৎসবময় আনন্দময় হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে বঙ্গবাসীদিগের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। এমন স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথা হইতে এখানে উপস্থিত হইল? ঈশ্বরের আদেশে নর-নারীর আত্মা হইতেই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। যে দিন নিখিল-বিধাতা পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজনের আলোচনা করিয়া এই সমুন্নত বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবিনশ্বর সত্য-সকল এই আবৎ ভৌতিক পদার্থে চির মুদ্রিত হইল। নব প্রসূত সূর্য্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিনব পরিচ্ছদ-সকল পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিল। বসুন্ধরা স্তরে স্তরে সংরচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য উদ্ধৃত সত্য-সকল মর্ত্ত্য লোকে নিহিত হইল। সৌর

জগতের পরিপাটী শৃঙ্খলার মধ্যে এই সনাতন ধর্ম্মের মঙ্গলময় ভাব-সকল বিস্তারিত হইল। যেমন তৃষ্ণার পূর্ব্বে জল, ক্ষুধার পূর্ব্বে অন্ন, বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর সংগ্রহ করিয়া তৎপরে জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তিনি মনুষ্যের যার পর নাই প্রয়োজনীয় ধর্ম্মকে এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের আত্মাতে চির মুদ্রিত করিয়া দিয়া এই সুসজ্জিত পৃথ্বী-ধামকে তাহার বিহার-ভূমি করিয়া দিলেন। মনুষ্য এই অধোলোকে পদার্পণ করিয়াই শরীর-পোষণের ন্যায় ঈশ্বর-স্পৃহা-বলে চারি দিক হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়া আত্মার পরিপোষণে নিযুক্ত হইলেন। ঈশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিলেও বালক যেমন দুগ্ধ প্রভৃতি কোমলতর পদার্থ ভক্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শরীরকে বলবান্ করিতে থাকে, সেই রূপ পৃথিবীর বাল্যাবস্থাতে মনুষ্যেরা নবোন্মীলিত বিজ্ঞান-নেত্রে একে বারে সেই প্রাণ-স্বরূপ তেজঃস্বরূপ অনন্ত অপরিমিত মহান্ পুরুষকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ না হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার পদার্থ-সকলকে এবং আকাশের তেজঃ-পুঞ্জ গ্রহ-নক্ষত্রগণকে ঈশ্বরের সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া ঈশ্বর বোধে পূজার্চ্চনা করিতে লাগিল। যে যে পদার্থে ঈশ্বরের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পৃথিবীর বা জীব জন্তুগণের উপকার সাধন করিতেছে, তাহারা সেই সেই পদার্থকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা তাহাতেই সমর্পণ করিয়া কোন প্রকারে ধর্ম্ম-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে জ্ঞান যত উন্নত হইতে আরম্ভ হইল, বুদ্ধি-নেত্র যত সতেজ হইতে লাগিল, হৃদয় দর্পণ যত সুমার্জ্জিত ও সুপ্রশস্ত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে তাঁহারা সেই নিত্য সত্য অসীম-শক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতে লাগিলেন। বালকের যেমন পদ-চালনায় কিঞ্চিৎ পটুতা জন্মিলে সে আর সংকীর্ণ গৃহ-প্রাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, নিয়তই প্রশস্ত ক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; সেই রূপ যখন মনুষ্যের বুদ্ধি কিঞ্চিৎ প্রখর হইল, জ্ঞান-চক্ষু অপেক্ষাকৃত বল লাভ করিল, তখন সে আর নির্জীব জড় পদার্থের পূজার্চ্চনায় অথবা সজীব জীব জন্তুর আরাধনায় পরিতুষ্ট না হইয়া অন্তরাত্মার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। ঈশ্বরের জন্য ধর্ম্মের জন্য বিধাতা মনুষ্যের অন্তরে যে একটী অনিবার্য্য ব্যাকুলতা অপ্রতিবিধেয় ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রদান করিয়াছেন, কেবল তাহারই বলে এবং দেব-প্রসাদে মনুষ্য ক্রমে ক্রমে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং" পরমেশ্বরের পূজার অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

পৃথিবীর প্রথম দিনে পরমেশ্বর যে সকল সত্য স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন, অদ্যাবধি তিনি স্বয়ংই সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া সেই সমস্ত সত্যকে পোষণ করিতেছেন এবং যাবতীয় মনুষ্যকুলকে সৎ পথে সাধু পথে আকর্ষণ করিতেছেন। বীজ হইতে যেমন কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্প ফল উৎপন্ন হইতেছে, বসুন্ধরা যেমন স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়া সমুন্নত হইতেছে; সমুদায় পৃথিবীময় সেই রূপ সরল স্বাভাবিক নিয়মে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব উন্নত হইয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-রূপে পরিণত হইয়াছে। যে দেশের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা যায়, সেই দেশেরই জাতীয় ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ভারত বর্ষের ধর্ম্মোন্নতি ইহার একটী অভ্রান্ত নিদর্শন-ভূমি। যখন বর্ণাবলী সংরচিত হয় নাই, তখন হইতেও ভাব-পূর্ণ স্তুতি গান দ্বারা এ দেশের সত্য-সন্ধ ঋষি-সকল ঐশী শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের প্রথমাবস্থা হইতেই বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রথমে জড়, পরে জীব, তৎপরে সেই "চেতনং চেতনানাং" ভূমা অসীম "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্মের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ আমারদের সেই পিতৃপিতামহের আধ্যাত্মিক উন্নত ধর্ম্মভাবের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ। আমরা যেমন তাঁহারদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি বংশ-পরম্পরাক্রমে উপভোগ করিয়া আসিতেছি; সেই রূপ সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহারদের আচরিত অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-রত্নেও অধিকারী হইয়াছি। তাঁহারা সহস্র সহস্র বৎসর বহু ক্লেশে বহু অনুসন্ধানে যে সকল সত্যরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমরা সৌভাগ্য ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে

তদুপভোগে সমর্থ হইয়াছি; তাঁহারদের পরিশ্রমের ফল এখন নিরুদ্বেগে আমরা সুসম্ভোগ করিতেছি। এই ভারত ভূমির—বঙ্গ ভূমির ইহা সামান্য স্পর্দ্ধার বিষয় নহে যে, যে পবিত্র ধর্ম্মকে সমুদায় পৃথিবী আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত; নানা-শাস্ত্র-বিশারদ জগন্মান্য জ্ঞানাপন্ন তীক্ষ্ন-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের তৃষিত আত্মা সকল যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলিত; সকল শাস্ত্রের সার, সকল সত্যের একায়তন, সকল উন্নতির একায়ন সেই পবিত্রতম ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশ হইতে সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করত প্রথমে উত্থিত হইয়াছেন। আমারদের পিতৃপুরুষগণের প্রযত্নেই তাহা এখানে এমন উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে। যদিও সকল দেশে সকল জাতি মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে—যদিও সকল ধর্ম্মই উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ ধারণ করিতেছে; কিন্তু সর্ব্ব প্রথমেই সহস্র প্রতিবন্ধকতার মধ্য হইতে—বঙ্গ-ভূমির এই দুঃসহ পরাধীনতার অভ্যন্তর হইতে—প্রাতঃ কালের সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্থিত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য জাতিকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব হে সাধু সজ্জন-সকল! আমারদের হৃদয়-ধন—আমারদের পৈতৃক সম্পত্তি—প্রাণ-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, জাতির গৌরব রক্ষা কর এবং জীবনকে সার্থক কর।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম, ইহা সমুদায় পৃথিবীর শিরোভূষণ। অতএব এই অক্ষয় ধন বিতরণে যেন আমরা কুণ্ঠিত বা কৃপণ না হই। এই অমূল্য নিধিকে যেন দেশ-বিশেষে বা জাতি-বিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ করিয়া উহার স্বর্গীয় প্রভাবের খর্ব্বতা না করি—যেন ইহার মহত্ত্ব বিলোপে প্রবৃত্ত না হই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্যই অপরাপর ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট, যে ইহার লক্ষ্য মহান্, কার্য্য অসীম, ইহার প্রতিপাদ্য ঈশ্বর অনন্ত। পৃথিবীতে বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি করা ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিপ্রেত নহে। কলহের মূলচ্ছেদ করা, শান্তি বিস্তার করাই ইহার একমাত্র অভিসন্ধি। এত কাল মনুষ্যের ধর্ম্মভাব সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকিয়া এই মর্ত্ত্য লোকে যে দ্বেষ মৎসরতা, পাপ মলিনতা বিস্তার করিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় উদার উন্নত ভাবে তাহা বিনষ্ট করিতেই অভ্যুদিত হইয়াছেন—মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে সুখ শান্তি বিস্তার করিতেই আগমন করিয়াছেন। পৃথিবীর মনুষ্যে মনুষ্যে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যে ভয়ানক বৈর-ভাব বিদ্বেষ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পুরাতন ভ্রাতৃ-বিরোধকে ইহ লোক হইতে বিদায় দিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পাপীকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবার জন্য উপস্থিত হন নাই; কিন্তু পাপী তাপী, ভীরু অভয়, দুর্ব্বল সবল, সাধু অসাধু, সকলকেই সেই অখিল-মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করিবার জন্য, ঈশ্বরের পূর্ণ-মঙ্গল-ভাবের সুনিশ্চল নিদর্শন প্রদর্শন করত সকলের আত্মাকে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাছে আমরা সংসারের ধন মান যশ খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া পৃথিবীতে আত্ম-গরিমা প্রকাশ করি, সত্যের ভাবকে সঙ্কীর্ণ করি, উদার প্রীতি স্রোতকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলি, হৃদয়কে কুণ্ঠিত করি; সেই জন্য সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল বিষয়েই ঈশ্বরকে আমারদের অভ্রান্ত পূর্ণ আদর্শ রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন অনন্ত পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখাইয়া আত্মম্ভরিতা আত্ম-গরিমা হইতে উন্নত-মনা সাধুকে রক্ষা করিতেছেন, অসহায় নিরাশ্রয় মুমূর্ষু পাপীকে সেই রূপ তিনি ঈশ্বরের অশেষ করুণা, অপরিমিত ক্ষমা, প্রদর্শন করিয়া তাহার ভগ্ন হৃদয়ে আশা উদ্যমের সঞ্চার করিতেছেন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেরই ঈশ্বর-লাভ বিষয়ে সমান অধিকার সংস্থাপন করত সকলকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ধনৈশ্বর্য্যের ন্যূনাতিরেকে কাহাকেও তিনি নীচ বা প্রধান হইতে দেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও মান মর্য্যাদা বল বিক্রম স্বাধীনতা বিলোপ করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নাই; তিনি সকলের পরিশ্রম, সাধারণের যত্ন সফল করিতেই অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই অধোলোকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক সৃষ্টি প্রদর্শন করত স্বীয় আধুনিক আধিপত্য সংস্থাপন করিতে

আসেন নাই, তিনি পৃথিবীর চির প্রচলিত কল্যাণকর রীতিনীতি সকলকে উন্নত ও পরিশোধিত করিতে এবং ভূত কালের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতে আগমন করিয়াছেন; তিনি সাধারণ মনুষ্য জাতির জ্ঞান ধর্ম্মের সাফল্য সম্পাদনার্থই উপস্থিত হইয়াছেন। আমারদের পরিজ্ঞাত সত্য-সকলকে উজ্জ্বল করা, প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা স্রোতকে পরিমিত অপূর্ণ পদার্থ হইতে তাহাদিগের প্রকৃত গম্য পথ প্রদর্শন করাই তাঁহার লক্ষ্য। সাধারণ মনুষ্য জাতির প্রীতি ও বিশ্বাসকে সৃষ্ট বস্তু হইতে স্রষ্টার পদতলে সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়াই তাঁহার অভিসন্ধি; কেবল সেই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীতে যে সমুদায় জাতি ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ বা কার্য্য-বিশেষকে তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া পূজার্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন—যাঁহারা জলের অধিপতি, বায়ুর অধিরাজ, তেজের নিয়ন্তা, সৌভাগ্যের বিধাতা, জ্ঞানের প্রদাতা, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ওষধির অধিষ্ঠাতা, বনস্পতির স্বামী, নরকের অধীশ্বর, স্বর্গের প্রভু, প্রভৃতি ঈশ্বরের এক একটী শক্তিকে এক একটী বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারদের প্রীতি ভক্তির সেই বিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ণ ভাব বিনষ্ট করিয়া সকল শক্তির মূল শক্তি, সকল আধারের মূলাধার সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরেতেই প্রীতি ভক্তির পরিশুদ্ধ উদার ভাব সংস্থাপন করিতেছেন। ঈশ্বরের প্রতি শক্তির সন্নিধানে, পরিমিত ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে নর-মস্তক অবনত করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিবারণ করিয়া "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে" সেই পরম দেবতাকে প্রণিপাত করিতেই আদেশ করিতেছেন। তিনি সকলের প্রীতি ভক্তি, সাধারণের ধর্ম্ম ভাব একত্রিত একীভূত করিয়া ঈশ্বরেতেই সম্বদ্ধ করিয়া দিতেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক দূষিত কুণ্ঠিত ভাব বিনষ্ট করিয়া জগতে অক্ষয় উদার ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন এদেশে উন্নতির সময়কে আনয়ন করিয়াছেন। যেমন মেঘ হইতে মেঘান্তরে তেজোরাশি তড়িদ্বিদ্যুৎ গমন সময়ে ভয়ানক সংঘর্ষণ উপস্থিত করিয়া ভীষণ নিনাদে মর্ত্ত্য লোককে কম্পিত করিয়া তুলে; তেমনি দুর্গতি হইতে এখন হিন্দু-সমাজ উন্নতির দিকে উত্থিত হইতেছে বলিয়া এতদ্দেশ মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে। বিদ্যুৎ নিপতনে, মেঘ গর্জনে যেমন ভূমণ্ডলের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিই হইয়া থাকে, সেই রূপ লোক-সমাজের উন্নতির কালেই আন্দোলনের উপর আন্দোলন, কলহের উপর কলহ, উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-কুলকে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে শ্রেয়ের পথে, সত্যের উপকূলে, শান্তির পুলিনেই লইয়া যায়। লোক-সমাজের উন্নতির সময়ে যখন চারি দিক্ হইতে নানাপ্রকার তর্ক-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বুদ্ধি-ভূমিকে আন্দোলিত করিতে থাকে, নানা প্রকার আলোচনায় হৃদয়কে বিক্ষত করিতে চেষ্টা করে, তখন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলেই—ঈশ্বরকে ভুলিলেই, মনুষ্য দুর্গতি-সাগরে নিপতিত হয়, ভয়েতে গ্লানিতে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এখন বঙ্গ ভূমির সেই উন্নতির কাল উপস্থিত। এখন হিন্দুসমাজে, বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। এখন চারি দিক্ হইতে নানা উৎপাত নানা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! এখন আমারদের ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত না করিলে, সুমহান্ লক্ষ্যের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থিরীভূত না থাকিলে, কখনই আমরা প্রীতি-সদ্ভাবে অটল রূপে তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিতে পারিব না; আমারদিগের পরিশুদ্ধ অক্ষয় ভ্রাতৃভাব রক্ষা পাইবে না। ঈশ্বর যেমন সবল দুর্ব্বল, সাধু অসাধু, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন; সেই রূপ তাঁহাকে আদর্শ করিয়া যেন আমরা শান্ত-ভাবে দেশের মঙ্গল-সাধনে, পরিবারের হিত-সাধনে, আত্মার উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত থাকি। যেন আমারদের হৃদয়ের সদ্ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীর গরল-রাশিকে বিনষ্ট করে। যেন আমারদের আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি শত্রুর কঠোর হৃদয়কে

বিগলিত করিয়া দেয়। কেন না এখন এ দেশে উন্নতির কাল উপস্থিত। এখন সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত ধর্ম্মের আদেশে পদ নিক্ষেপ করিলে শীঘ্রই আমারদিগের লক্ষ্য সম্পন্ন হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। এখন রাজার প্রাসাদ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, বণিকের কার্য্যালয়, গৃহস্থের পবিত্র আশ্রম, সকলই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য প্রসারিত হইয়াছে। বৃদ্ধের পরিণত প্রীতি, যুবার নব অনুরাগ, বালকের কোমল হৃদয়, এখন ঈশ্বরকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর, মনুষ্যকে আপনার স্বাধীন ভাবে তাঁহার পদানত হইতে ইচ্ছা করেন। আপনার জ্ঞান-বলে—পুণ্য-বলে ব্রহ্মধামে গমন করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি মনুষ্যকেই উপদেশ দেন; অন্যের প্রায়শ্চিত্তের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকেও কৃত্রিম উপাসক হইতে বলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম চান, প্রতি আত্মা জ্ঞান প্রীতিতে উন্নত হয়, আপনার নিজের বলে প্রতি মনুষ্য ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হয়, কর্ত্তব্যতার অনুরোধে ঈশ্বরের আদেশে প্রতি জনই দেশের উন্নতি, পরিবারের উন্নতি এবং আত্মার উন্নতি সাধন করে। নতুবা কোন এক জনের বিশ্বাসের প্রতি, বলের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সাধারণ মনুষ্যগণ যে এই উন্নতিশীল সংসারে চলিয়া যায়; ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। প্রতি আত্মা শিক্ষিত, দীক্ষিত ও পরিণত হইয়া যে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে এই তাঁহার লক্ষ্য। বিবাদ কলহ, দম্ভ বিদ্বেষ হইতে দূরে থাকিয়া ধর্ম্মের শান্তি-প্রদ শীতল ছায়ায় আমরা বিচরণ করি, মঙ্গলময় অখিল-বিধাতার এই একমাত্র অভিপ্রায়। "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিং ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ" মহান্ প্রভু সকলের নিয়ন্তা, জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত পুরুষ সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে স্বয়ংই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন। অতএব হে ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব অনন্য-পরায়ণ সাধক-সকল! জীবন ধন সর্ব্বস্ব পণ করত জগতের শান্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর; হৃদয়ের ভাবে, ধর্ম্মের ভাবে, অনুষ্ঠান-প্রভাবে, দেশ বিদেশকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে প্রজ্বলিত কর! চুম্বকের ন্যায় অসাধুর পাষাণ কঠিন হৃদয়কে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিয়া প্রীতি ও সদ্ভাবে তাহাকে উন্নত কর। ঈশ্বর-প্রীতিরূপ বিদ্যুজ্জ্যোতিতে দেশের দূষিত বায়ুকে বিনষ্ট কর। নতুবা বাহ্য আড়ম্বরে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারিবে না, বক্তৃতাতেও সকলের হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি সম্যক্ রূপে প্রজ্বলিত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, ইহার প্রকৃত নৈকট্য সম্বন্ধ আত্মারই সঙ্গে। কিসে বঙ্গ ভূমি দ্বেষ-মৎসরতা-শূন্য হইয়া পুণ্য ভূমি হইয়া পড়ে, কিসে নিরীহ বঙ্গ-বাসীদিগের কোমল হৃদয়-কুটীর ঈশ্বরের প্রিয় বাস-স্থান হয়, কিসে দেশের সদ্ভাব, দেশের প্রকৃত মর্য্যাদা, দেশীয় সুরীতি নীতি রক্ষা পায়; তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলে এক মনে এক হৃদয়ে ব্রহ্মনাম ঘোষণা কর। আমারদের জন্ম-ভূমি তো বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে উৎসন্ন দশায় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সংপ্রদায়ীদিগের কঠোর আক্রমণে হিন্দু-সমাজ তো দিন দিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। আমরাও যদি দেশের প্রতি স্নেহ-শূন্য হই, আমরা যদি জন্ম-ভূমির এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের সংকীর্ত্তি-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ-সকল এখনও সংগ্রহ করত তাহা পুনঃ সংস্কার বা নির্ম্মাণ না করি, তবে কে আর এ দেশের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইবে। অতএব এখন তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে—ঈশ্বর-প্রসাদে এতদ্দেশীয় জনগণকে রক্ষা কর। বঙ্গ ভূমিকে আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার কর। দোষাবহ ঘৃণাকর সাম্প্রদায়িক ভাবকে এখান হইতে চির কালের জন্য বিদূরিত করিয়া দিয়া সমুদায় হিন্দু-সমাজকে ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিণত করিতে সচেষ্ট হও। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া উদার ভাবে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার কর। যাহাতে হস্তে হস্তে স্কন্ধে স্কন্ধে হৃদয়ে হৃদয়ে সম্বদ্ধ হইয়া ভয়াবহ সংসারে ধর্ম্মকে মস্তকে করিয়া যাইতে পারি, আইস আমরা তাহারই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হই। মনুষ্যের নিন্দা ভয় প্রশংসার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে গেলে বিঘ্ন ভিন্ন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব এস আমরা আপনাকে বিস্মৃত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল ঈশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশে

তাঁহার মহিমা ঘোষণা করি। তাঁহার পুত্র, তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার অনুগত অনুচর হইয়া, তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া, সেই পিতার যশ বিস্তার করি; প্রভুর প্রতাপ ঘোষণা করি; সেই প্রাণসখার বিশুদ্ধ মঙ্গল ভাব কীর্ত্তন করিয়া পৃথিবীকে মধুময় করি; এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! তুমিই আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণেতা, তুমিই এই সনাতন ধর্ম্মের এক মাত্র প্রবর্ত্তক। তুমি তোমার পৃথিবীকে শান্তি-বসনে মণ্ডিত করিবে, তুমি আমারদের আত্মার চির পিপাসা শান্তি করিবে, সংসারে অক্ষয় ভ্রাতৃভাব বিস্তার করিবে, সকলের হৃদয়-কুটীরকে তুমি তোমার প্রিয় আবাস স্থান করিয়া লইবে, উৎসবের পর উৎসবে আনন্দের পর আনন্দে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিবে, এই উদ্দেশেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখানে প্রেরণ করিয়াছ। এই পবিত্র ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আসিয়াই আমরা তোমার পরিশুদ্ধ পিতৃভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং পৃথিবীর সঙ্গে আমারদের যে সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। এখন কেমন করিয়া যে আমরা সমুদায় দেশে সকল পৃথিবীতে তোমার ধর্ম্মকে প্রচার করিব, সকলের হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নিকে কি রূপে উদ্দীপ্ত করিয়া দিব, এই ভাবিয়াই আকুল হইতেছি। আমরা তোমার ব্রাহ্ম পরিবার হইয়া প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে কেমন করিয়া যে প্রীতি ও সদ্ভাবে এক হৃদয়ে সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিব, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, এই চিন্তাতেই কাতর হইতেছি। হে ঈশ্বর! হে আদি অনাদি অনীল অনাহত! তুমি আমারদের বল বুদ্ধি সহায় সকলই, তুমি আমারদের নিকটে দিন দিন উজ্জ্বল রূপে আপনাকে প্রকাশ কর, যে আমরা তোমার প্রেম-মুখের উৎসাহ-জনন উপদেশ শ্রবণ করিয়া অধিকতর উত্তেজিত হই—তোমার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে সকলে এক-শরীর এক-আত্মা হইয়া দেশ বিদেশে তোমার যশ প্রচার করিতে যাই।

হে অনাথ-শরণ অকিঞ্চন গুরু পরমেশ্বর! আমারদের মধ্যে যিনি বলিষ্ঠ, তাঁহাকে তুমি আরো বলীয়ান্ কর, নম্রকে আরো প্রণত কর, প্রেমিককে আরো তোমার প্রেমে অনুরক্ত কর, ভীরুকে সাহসী কর, সভয়কে অভয় প্রদান কর, তুমি তোমার প্রবক্তার হৃদয়কে অমৃতময়, রসনাকে মধুময় করিয়া তোমার সত্য-সকল প্রকাশ কর—সমুদায় পৃথিবীতে, আমারদের চির-পরাধীন মৃতকল্প বঙ্গ ভূমিতে জীবন ও জ্যোতি বিস্তার কর। যেন আমরা তোমার ধর্ম্মের ছায়ায় থাকিয়া এখানে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী, বালক বৃদ্ধ যুবা, যতি সতী সন্তোষী, সকলে মিলিয়া তোমার বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতে পারি—তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের, ব্রহ্মধামের, মহত্ত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হই। কায়মনোবাক্যে প্রণত মস্তকে তোমার সন্নিধানে এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

প্রেরিত পত্র।

সংখ্যা ২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ও উন্নতির বিষয়ে গত মাসে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, আপনি তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে স্থান দিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন; আমি সেই উৎসাহকে আশ্রয় করিয়া দ্বিতীয় বার লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা আপনার মনোনীত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, ১৭৩৬ শকে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কলিকাতা নগরে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রথম প্রবৃত্ত হন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। বহু দিবসাবধি বঙ্গ দেশে বেদের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে বেদ বেদান্তের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শ্লোক, সূত্র ও

ভাষ্য শুনিয়া একে বারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। উপনিষদ্ হইতে রামমোহন রায় যে ভূরি ভূরি স্বমত-পোষক ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য-সকল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন, ভট্টাচার্য্যেরা ও গোস্বামীরা তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঋগ্বেদের কঠোপনিষৎ, যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, সাম বেদের তলবকারোপনিষৎ, অথর্ব্ব বেদের মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে বঙ্গ-ভাষাতে তাহার অর্থ প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিলেন এবং শারীরক মীমাংসা বেদান্ত-সূত্রের বাঙ্গলা অর্থ করিয়া সর্ব্বত্র প্রকটিত করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহার প্রকৃত উত্তর দিতে না পারিয়া রামমোহন রায়কে পাষণ্ড—অতি ঘোর পাষণ্ড বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় নিন্দাবাদের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া স্বকীয় লক্ষ্য সাধনে আরো যত্নবান্ হইলেন। এই ঘোরতর তর্ক বিতর্কের মধ্যে রামমোহন রায় ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষাতে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে অবতরণিকা নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—ইহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনা বিধানের প্রথম আভাস-মাত্র অঙ্কুরিত হয়। তিনি ১৭৪১ শকে এই অবতরণিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটী গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—ক্রাইষ্টের উপদেশ ও সহমরণের বিরুদ্ধে কথোপকথন। তিনি ইহারও পূর্ব্বে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথম গ্রন্থ ১৭৩৯ শকে প্রকাশ করেন এবং ১৭৫১ শকে শ্রীযুক্ত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক কর্ত্তৃক রাজ-নিয়ম দ্বারা সহমরণের প্রথা নিবৃত্ত হয়। ১৭৫১ শকে রামমোহন রায়ের দুইটি প্রিয় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। একটি, কলিকাতাতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন; দ্বিতীয়, সহমরণ নিবারণ। সহমরণ নিবারণ হওয়াতে ধর্ম্মসভার মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল, তদবধি সে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। এই ধর্ম্মসভার সভাপতি সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া সহমরণের পক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার অনুচর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রামমোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ জাতি-ভ্রষ্ট হইতেন। তথাপি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশীয়েরা ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা, গঙ্গার পশ্চিম পারের মল্লিক বাবুরা, টাঁকী নিবাসী কালীনাথ মুন্‌শী ও তেলিনী পাড়া নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বীয় প্রভাবে ধর্ম্মসভার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর শাসন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই প্রকারে দুই দল তৎ কালে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মসভার দল ও ধর্ম্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদয় বঙ্গ ভূমিতে মহা দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভার দলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহাঁরদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা ইহাঁরদের নিকট হইতে দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন; তাঁহারা ধর্ম্মসভা-ভুক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না—তাঁহারা ধর্ম্মসভার দলের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া থাকিতেন। এ নিমিত্তে ব্রহ্মসভার দলপতিরা স্বপক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্তে অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহারদিগকে উক্ত দলপতিরা ধন দান দ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন। এই ক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের ১১ মাঘের সাম্বৎসরিক উৎসব আর এক বেশ ধারণ করিয়াছে; ইহার এ উৎসাহ, এ সৌন্দর্য্য, এই বঙ্গ ভূমিতে তখন কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

রামমোহন রায়ের এক জন
অনুগত শিষ্যের।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৸৶০
যন্ত্রালয়	১০৮।৶১০
পুস্তক বিক্রয়	৫৩৸৴১০
সমাজ-গৃহ সংস্কার	১৪
বিবিধ আয়	২১ । ১০
গচ্ছিত	২৩।৶১০
	৪০৫৸৶০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	৬৮৸৹
মাসিক বেতন	১২২॥০
যন্ত্রালয়	১১৪॥৴০
বিবিধ ব্যয়	৮৮৸৶৫
পুস্তক মুদ্রিত ও কাগজ ক্রয় ..	৫৫।৴১০
গচ্ছিত	২৫ ।১৫
	৪৭৫৴১০

আয়	৪০৫৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪০০
	৮০৫৸৶০
ব্যয়	৪৭৫ ৴১০
স্থিত	৩৩০৸৴১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" শ্রীকণ্ঠ মল্লিক	৫
" কাশীনাথ দে	৪
" দয়ালচাঁদ শিরোমণি	২
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী	১
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	১
	৩৯

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ..	১
	৪০

আয়	৪০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৫।৴১০
	১৭৫।৴১০

ব্যয়

সরকারের কমিশন প্রভৃতি ..	॥৴০
স্থিত	১৭৪৸১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৭১০॥০
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব ..	১০	
তাঁহার বনিতা	২	
শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসু	১	
শ্রীযুক্ত নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১	
		১৪
		৭২৪॥০

বিজ্ঞাপন

ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

প্রতি মাসের প্রথম রবি বার অপরাহ্ণ চারিটার সময়ে, ও অন্যান্য রবি বার প্রাতঃকালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইংরাজি ও বাঙ্গলায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ হইয়া থাকে। ইংরাজি ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রায়, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার দ্বাদশ মাসের মূল্য অনাদায় আছে, বৈশাখ মাসের বিজ্ঞাপন অনুসারে তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করা হইল। যখন তাঁহারা তৎসমুদায় প্রদান করিবেন, তখন অবধি পুনরায় পত্রিকা প্রেরণ করা যাইবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

ইং মে মাসের ১ লা তারিখ অবধি ইস্কুলবুক এবং বর্ণাক্যুলার লিটরেচর সোসাইটীর ডিপোজিটরি লালবাজার ১২ নং বাটী হইতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের পূর্ব্বধারে ৯ নং বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাকমাস্থল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১৩ আষাঢ় বৃহস্পতি বার।

SAHITYA PARISHAD LIBRARY ১৯১ পি

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
শ্রাবণ ১৭৮৭ শক

২৬৪ সংখ্যা। ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে প্রথমং সূক্তং

গোতমঋষিঃ* গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৮০৭

১ উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে। আরে অস্মে চ শৃণ্বতে ॥

১ 'অধ্বরং' হিংসাপ্রত্যবায়রহিতমগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞং 'উপপ্রয়ন্তঃ' উপেত্য প্রকর্ষেণ যন্তোগচ্ছন্তঃ। প্রাপ্ত্যবিচ্ছেদেন সম্যগনুতিষ্ঠন্তইত্যর্থঃ। তাদৃশাবয়ং 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদিগুণযুক্তায় দেবায় 'মন্ত্রং' মননসাধনমেতৎ সূক্তরূপং স্তোত্রং 'বোচেম' বক্তারোভূয়াস্মেত্যাশীসাতে। কীদৃশায় অগ্নয়ে 'আরে অস্মে চ শৃণ্বতে' চশব্দোঽপ্যর্থঃ আরেশব্দাৎ পরোদ্রষ্টব্যঃ। আরে চ দূরেঽপি স্থিত্বাস্মাকং স্তুতীঃ শৃণ্বতে অস্মাসু প্রীত্যতিশয়েন সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানোঽগ্নিঃ অস্মদীয়মেব স্তোত্রং শৃণোতীতিভাবঃ।

১ আমরা যজ্ঞানুষ্ঠান করত অগ্নির প্রতি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি, তিনি দূরে থাকিয়াও আমারদের স্তোত্র সকল শ্রবণ করেন।

৮০৮

২ যঃ স্নীহিতীষু পূর্ব্ব্যঃ সংজগ্মানাসু কৃষ্টিষু। অরক্ষদ্দাশুষে গয়ং ॥

২ 'পূর্ব্ব্যঃ' চিরন্তনঃ 'যঃ' অগ্নিঃ 'স্নীহিতীষু' বধকারিণীষু 'কৃষ্টিষু' শক্রভূতাসু প্রজাসু 'সংজগ্মানাসু' সংগতাসু সতীষু 'দাশুষে' হবীংষি দত্তবতে যজমানায় 'গয়ং' ধনং 'অরক্ষৎ' রক্ষতি। তস্মৈ মন্ত্রং বোচেমেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

২ হত্যাকারী শক্রগণ সমাগত হইলে পুরাতন অগ্নি যজমানের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন।

৮০৯

৩ উত ব্রুবন্তু জন্তব উদগ্নির্বৃত্রহাজনি। ধনঞ্জয়ো রণে রণে ॥

৩ 'অগ্নিঃ' 'উৎ' 'অজনি' অরণ্যোঃ সকাশাদুৎপন্নঃ 'উত' অনন্তরং 'জন্তবঃ' জাতাঃ সর্ব্বে ঋত্বিজঃ 'ব্রুবন্তু' তং অগ্নিং স্তুবন্তু। কীদৃশোঽগ্নিঃ 'বৃত্রহা' বৃত্রাণাং আবরকানাং শত্রূণাং হন্তা। 'রণে রণে' সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু 'ধনঞ্জয়ঃ' শক্রধনানাং জেতা।

৩ অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছেন। অতঃপর ঋত্বিক্‌গণ তাঁহার স্তব করুন; তিনি শক্রগণের হন্তা ও প্রত্যেক যুদ্ধে শক্র ধনের জেতা।

৮১০

৪ যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে বেষি হব্যানি বীতয়ে। দস্মৎকৃণোষ্যধ্বরং ॥

* গোতম রহূগণ ঋষির পুত্র।

এ বিশ্বাস স্বাভাবিক ও সাধারণ সহজ জ্ঞানেরই অনুচর। মানুষ কুসংস্কৃত অবস্থায় কোন পরিমিত বস্তুর উপাসনা কালেও তাহাতে অনন্তত্বের আরোপ করিয়া থাকে; মৃত্তিকাই হউক, পশুপক্ষীই হউক, আর মনুষ্যই হউক; মানুষ যখন যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতে গিয়াছে, তখন তাহাকে সর্বাংশে অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অদ্যাপি যাহারা সেই অনাবৃত মহান্ আত্মাকে কোন পরিমিত আকারে প্রবিষ্ট ও কোন পরিমিত স্থানে আকাশে বেষ্টিত করিয়া রাখিতে চায়; তাহারাও তাঁহাকে সর্বাংশে অনন্ত বলিয়া—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-কাল-বিদ্যমান, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বমঙ্গলাকর বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া আর প্রীতি করিতে যায় না। ইহার কারণ এই যে, অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর সহজ জ্ঞানের বিষয়। যদি ঈশ্বর-বিষয়ে আমাদের এই সহজ ও সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকিত; কোন উপদেষ্টা সহস্র বৎসর উপদেশ দিলেও, এই বিশ্ব কার্য্য অনন্ত কাল আলোচিত হইলেও, তাহা উৎপন্ন হইত না।

অনেকে এই সহজ জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিয়াও ইহার সত্তা অনুভব করিতে পারেন না; সুতরাং ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য অনন্ত দেবকে কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, মর্ত্ত্যবাসী হইয়া কি রূপেই বা স্বর্গীয় সংবাদ আনয়ন করিবে, এই অকিঞ্চিৎকর সংশয়-শয্যায় শয়ান হইয়া তাঁহাদের চিত্ত এ প্রকার উদ্ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে যে, ঈশ্বরের অসামান্য অনুগ্রহ-ভাজন কোন আপ্তবাদী, বা মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অবতীর্ণ স্বয়ং ঈশ্বর, অথবা তাঁহার প্রেরিত কোন অভ্রান্ত দূত বলিয়া মোহ উৎপাদন করিতে না পারিলে আর তাঁহারা সুস্থির হইতে পারেন না। এই ক্ষুদ্র মনুষ্যের অন্তরেই যে সেই মহান্ পুরুষ অবস্থান করিতেছেন; এই মর্ত্ত্যবাসীদিগের অন্তরেই যে সেই স্বর্গীয় অগ্নি নিরন্তর নিহিত রহিয়াছে; ইহাতে তাঁহারা উদ্বোধিত হন না। বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপের অনুগ্রহ ব্যক্তি-বিশেষে ইতর-বিশেষ হয় না—সর্ব্বশক্তিমান্ নরদেহ ধারণ করিবেন কেন—যাঁহার সিংহাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি কোথায় দূত প্রেরণ করিবেন—এ চিন্তা তাঁহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। বস্তুত যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে তেজ পদার্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং উভয় কাষ্ঠের পরস্পর সংঘর্ষণে বহির্গত হয়; সেই রূপ আত্ম-নিহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞানানল যদৃচ্ছাক্রমে সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইলেও পরিস্ফুরিত হইয়া আপনার বিষয়-সকল পরিগ্রহ করিতে থাকে।

ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ—দেব-প্রসাদ—সহজ জ্ঞান, আমাদের অক্ষয় ধন। কিন্তু অনেকে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া এই অনুগ্রহের প্রকৃত ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া আছে; এই দেব-প্রসাদের সহিত আত্ম-প্রভাবের সংযোগ না করিয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছে; আলোচনা দ্বারা ইহাকে সমুজ্জ্বল না করিয়া মলিন করিয়া ফেলিতেছে। ঈশ্বর তো আমারদিগকে উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক কর্ষণ না করিলে তাহা হইতে ফল লাভ করিতে পারি না। অনুসন্ধান করিলেই আকর হইতে রত্ন লাভ করিতে পারি, কিন্তু সংস্কার ব্যতিরেকে তাহা কার্য্যোপযোগী হইতে পারে না। ঈশ্বর আমারদিগকে যে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, আলোচনা দ্বারা তাহাকে অধিকতর উন্মীলিত করিতে হইবে। উপযুক্ত উন্মেষ ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা অনন্ত মঙ্গল-

স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। সেই সত্য-সূর্য্য আমাদের দর্শন-স্পৃহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আপনার আলোকে এক এক বার সেই জ্ঞান-চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া আপনাকে প্রদর্শন করেন, কিন্তু আমাদের নিজ যত্নে আপনাকে লাভ করানই সেই আনন্দময়ের ইচ্ছা, এই নিমিত্ত তিনি অমনি তড়িতের ন্যায় তিরোহিত হন। অতএব অনুরাগের সহিত সেই মঙ্গলস্বরূপের ইচ্ছাকে সম্পন্ন কর. বিশ্ব কার্য্যের আলোচনা দ্বারা সেই জ্ঞান-চক্ষুকে উন্মীলিত কর, তবে তাঁহাকে লাভ করিয়া আপ্তকাম হইবে। এই বিশ্ব কার্য্য সেই জ্ঞানরূপ অগ্নির ইন্ধন, আলোচনা তাহার সমীরণ; সেই অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত কর, অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাইবে। চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর-বিষয়ে যে শোচনীয় অন্ধতা দৃষ্টিগোচর করিতেছ, ঈশ্বর-তত্ত্বের সমুচিত আলোচনার অভাবই তাহার এক মাত্র কারণ।

যখন দেখি যে, সেই জ্ঞানমাত্র-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অলৌকিক গুণ-সমস্ত মৃৎপ্রস্তরে আরোপিত করিয়া নর-ভোগ্য কুসুম চন্দন অন্ন পান প্রভৃতি আহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইতেছে, শম দম তিতিক্ষা প্রভৃতি সাক্ষাৎ সাধন-সমূহের পরিবর্ত্তে জপ হোম অনশন বলিদানাদি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, সেই অক্ষুণ্ণ মঙ্গলময় ইচ্ছার অনুসরণ না করিয়া স্বেচ্ছা-কল্পিত কর্ম্ম-কাণ্ড-সকলের অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত রহিয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম আত্মার অন্তরাত্মাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দর্শন না করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচরকে ইন্দ্রিয়গোচরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দিগ্দিগন্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, অনুতাপিত চিত্তে পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্য পদবীতে পদ বিক্ষেপ না করিয়া অসভ্য রাজদণ্ডবৎ চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; তখন ব্রহ্মজ্ঞানের সমুচিত আলোচনার অভাব ব্যতীত আর কোন্ হেতু উপলব্ধি হইতে পারে? যখন দেখি যে, অকৃত অমৃত অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ-স্বরূপকে লইয়া কখন স্বর্গোপরি সংস্থাপিত, কখন নর-লোকে অবতারিত, কখন দৈত্য-হস্তে পরাজিত, কখন মানবীগর্ব্ভে উৎপাদিত, কখন পক্ষিরূপে আবির্ভূত, কখন অনুতাপে সন্তাপিত, কখন ক্রোধাবেগে প্রজ্বালিত, কখন সাধু ভাবে বিগলিত, কখন নর-হস্তে নিপাতিত করিতেছে; তখন ব্রহ্ম-জ্ঞানের সমুচিত আলোচনার অভাব ব্যতীত আর কোন্ হেতু উপলব্ধি হইতে পারে? বিমল তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা বিরহে নরহত্যা প্রভৃতি কত যে ভয়ানক অত্যাচার-সকল আচরিত হইয়া গিয়াছে, ও অদ্যাপি হইতেছে, ইতিহাস ও সম্বাদ-পত্র পাঠে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনায় ঔদাস্য করিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক অন্ধতাকে সংরক্ষণ ও পরিপোষণ পূর্ব্বক আপনার ও জন-সমাজের অমঙ্গলের দ্বার-সকলকে অনাবৃত রাখা মানবগণের একান্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানকে সমুজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত বিশ্ব কার্য্যের আলোচনায় সাধ্যানুসারে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সমস্ত মহাত্মা অসামান্য অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রভাবে অথবা বিজ্ঞান সহকারে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল অক্ষয় সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; অভিমান ও ঔদ্ধত্য বশত তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া সেই সমুদয় সত্যের প্রতি উপেক্ষা বা অনাদর করা

কখনই ন্যায়ানুগত ও যুক্তি-যুক্ত হয় না। ভারত-বর্ষীয় ঋষিগণ, মূসা, ঈসা ও মহম্মদ জন্ম গ্রহণ না করিলে এবং বেদ স্মৃতি পুরাণ, বাইবল ও কোরান সংরচিত না হইলে আমরা যে ঈশ্বর ও ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিতাম, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না; কিন্তু ঐ সমস্ত মহাত্মা ও ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব নিরূপণ ও ধর্ম্ম সাধন বিষয়ে যে পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা না পাইলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্যের এত দূর উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। অতএব বিশ্ব কার্য্যের ন্যায় ঐ সমস্ত গ্রন্থের আলোচনাকেও ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মানুরাগ ও ধর্ম্ম-বল পরিবর্দ্ধনের একটি উৎকৃষ্টতর উপায় বলিয়া পরিগণিত করা কখনই অনুচিত নহে; উহাতে নিরবচ্ছিন্ন অভ্রান্তির প্রত্যাশা করাই অন্যায়।

ঈশ্বরকে জানিবার নিমিত্ত সবিশেষ ব্যাকুলতা না থাকিলেও চতুষ্পার্শ্বস্থিত বিশ্ব-কার্য্যের অনবরত পরিদর্শন দ্বারা সহজ জ্ঞান পরিস্ফুরিত হওয়াতে ঈশ্বরের আবির্ভাব বিদ্যুতের ন্যায় সময়ে সময়ে আত্মাতে অবভাসিত-হয়; অনবধানতা দোষেই মানুষ তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। তোমরা আলোচনা দ্বারা সহজ জ্ঞানকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহার স্থিরতর মূর্ত্তি দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়াসনে সংস্থাপন করিবে, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমেই এই আদেশ আছে যে, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ব্রহ্মকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। আমাদের সহজ জ্ঞানে যে সত্য পুরুষ প্রকাশিত হইতেছেন, সবিশেষ আলোচনা দ্বারা তাঁহার অধিকতর পরিচয় লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাকে নিয়োগ কর।

প্রথমতঃ—তাঁহাকে বিশেষ রূপে অবগত হইতে না পারিলে ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহে সমর্থ হওয়া যায় না। যিনি প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে সেই পূর্ণ আদর্শের নিকটে গমন করা উচিত। এক মাত্র তিনিই ধর্ম্মরূপ মহানদের প্রস্রবণ। মধুময় ধর্ম্ম তাঁহা হইতেই বিনিঃসৃত হইয়া সমুদায় ভুবনকে মধুময় করিতেছে। জনসমাজে ধর্ম্মের যে প্রকার ভাব দেখিতে পাও, তাহা ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব নহে; ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট। এখানে গঙ্গাজলকে যে প্রকার দেখিতেছ, উহা বাস্তবিক এ প্রকার কলুষিত নহে। হিমালয়ে গঙ্গা নদীর প্রস্রবণ সমীপে গমন কর, গঙ্গা-জলের প্রকৃত নির্ম্মলতা দেখিতে পাইবে; নির্ম্মলজলা গঙ্গা জনসমাজের উপকার করিতে আসিয়া এই প্রকার দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। সেই রূপ পবিত্রতম নির্ম্মলতম ধর্ম্ম সেই প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত হইয়া এখানে মনুষ্যগণকে প্রক্ষালন করিতেছে এবং জনসমাজের মলিনতায় স্বয়ং মলিন ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব এখানে অনুসন্ধান করিলে ধর্ম্মের যথার্থ পরিচয় পাইবে না; সেই ধর্ম্মাবহকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি হইবে। যেমন এখানে প্রকৃত সুস্থতা এক দিনও ভোগ করা যায় না, যেমন প্রকৃত সৌন্দর্য্য এক বারও দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ প্রকৃত ধর্ম্ম এখানে পাইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা কেবল ঈশ্বরেতেই আছে। এই জন্য ঈশ্বরকে বিশেষ রূপ জানা নিতান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—ঈশ্বরের যথার্থ রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইলে আমাদের আত্মা কিছুতেই বিচলিত হয় না। যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিতে পারি, তখন কি কোন দুষ্প্রবৃত্তি বা কোন প্রলোভন আমাদের নিকট মস্তক তুলিতে পারে? যখন হৃদয়-দর্পণে তাঁহার পবিত্রতা প্রতিভাত হয়, তখন কোন অপবিত্রতা কি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে? যখন দেখিতে পাই যে, তিনি মাতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহে পিতা অপেক্ষাও অধিক যত্নে আমারদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, গুরু হইয়া আমারদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, তখন সংসারের যাবতীয় দুর্ঘটনা ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। যখন দেখি যে, ঈশ্বরের এক অপ্রতিহত মঙ্গল ইচ্ছা বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আমারদের সর্ব্বাঙ্গকে রক্ষা করিতেছে, তখন আমাদের সাধু ইচ্ছা শত গুণ বল ধারণ করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।

তৃতীয়তঃ—তাঁহাকে জানিতে পারিয়া যখন আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয়, তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে। যখন তাঁহার কোন স্বরূপ প্রতীতি করিতে থাকি, যখন তাঁহার সহিত আমাদের কোন গূঢ় সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যখন তাঁহার কোন অভিপ্রায় উদ্ভাবন করিতে পারি, তখন আমরা মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াও দিব্য ধামের সৌভাগ্য উপভোগ করি। যদি একটী গ্রহের গতি নিরূপণ করিলে অসামান্য আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, যদি রসায়ণ-বিষয়ক একটি নিয়ম উদ্ভাবন করিতে পারিলে মন সুখসাগরে নিমগ্ন হয়, যদি অন্যান্য জ্ঞান উপার্জ্জনের সময় জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হওয়ায় অননুভূত আনন্দ লাভ করা যায়, তবে জ্ঞানের অনন্ত বিষয় পরমেশ্বরে জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইলে যে অনন্ত সুখের দ্বার উন্মোচিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহা যেন বিস্মৃত না হও যে, ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা দ্বারা আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইলেও কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নয়; ইহা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি—বিশ্বাস ও অনুরাগ দৃঢ়ীভূত করিবার উপায়।

ঈশ্বরকে বিশেষ রূপে জানিতে পারিলে ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারি, অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি। এই নিমিত্ত আলোচনা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার অনন্ত মঙ্গল স্বরূপকে দর্শন করিতেই হইবে। অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া প্রতারিত না হই—সেই অনন্ত দেবের সিংহাসনে কোন পরিমিত পদার্থকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এই জন্য ঈশ্বরের স্বরূপের আলোচনা করিতে হইবে; যাহাতে সহজে হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে পারি, এই জন্য আমাদের সহিত তাঁহার কি রূপ সম্বন্ধ তাহার বিচার করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার অভিপ্রায় সকল অবধারণ করিতে হইবে। তবে আমরা দুর্গম ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব।

—০—

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

২৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

পরিশ্রম। আমরা সংসারের নিকট অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দান গ্রহণ করিতেছি, তৎ সমুদায়ই আমাদের ঋণস্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। বাস্তবিক আমাদের কিছুই নাই, সংসার আমাদিগকে যত ক্ষণ না কিছু দান করিবে, তত ক্ষণ আমরা এক পদও চলিতে

পারি না। যখন আমরা ভুমিষ্ঠ হইলাম, তখন আমাদের কিছুই ছিল না, জননী স্তন্য দান করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিলেন। যত দিন বয়ঃ প্রাপ্ত না হইলাম, পিতা স্বকীয় উপার্জ্জনের অংশ দান করিয়া ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন, যখন কর্ম্ম-দক্ষ হইলাম, তখনও আমাদের কিছুই নাই; আমাদের সমুদায় প্রয়োজনীয় ও অভিলষণীয় বস্তু এই সংসার হইতে লাভ করিতে লাগিলাম এবং যত দিন এই মর্ত্ত্য জীবন ধারণ করিয়া থাকিব, তত দিনই এই সংসার হইতে সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। এই রূপে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল অন্যদীয় বস্তুজাত পরিগ্রহ করিয়াই প্রাণ ধারণ প্রভৃতি যাবতীয় স্বার্থ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। এ ক্ষণে এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় কেবল এক মাত্র পরিশ্রম। আমরা স্বয়ং উপভোগ দ্বারা সংসারের যে সমস্ত ক্ষতি করিতেছি, পরিশ্রম দ্বারা তৎসমুদায় পূরণ করিয়া দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কাহারও ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহার পরিশোধ না করিলে যেমন প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়, সংসার দ্বারা প্রতি পালিত হইয়া সংসারের কোন প্রকার উপকার সাধন না করিলে আপনাকে সেই রূপ অধর্ম্মভাগী বোধ করা উচিত। ঋণ শোধ না করিলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করেন, কিন্তু পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া আলস্যরূপ মহাপাতকে নিপতিত হইলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অন্যের শ্রমার্জ্জিত ধনসম্পত্তি বিনা মূল্যে গ্রহণ করিয়া চোর যদি ঘৃণাস্পদ হয়, তবে আলস্যপরায়ণ শ্রমবিমুখ ব্যক্তি সংসারের কোন উপকার না করিয়া সংসার হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিলে কেন না অবজ্ঞাত হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ও অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধগণ প্রত্যুপকার না করিয়াও সংসার হইতে উপকার গ্রহণ করিতে পারেন; বালকগণ সংসারের যাহা কিছু ভোগ করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারা সংসারে যে সকল কর্ম্ম করিবে তাহা তাহারই অগ্রিম স্বরূপ এবং বৃদ্ধগণের পক্ষে তাহা পূর্ব্বকৃত পরিশ্রমের পুরস্কার। কিন্তু সমর্থ ব্যক্তিদিগের শ্রমবৈমুখ্য কেবল অধর্ম্মের কারণ। যদি ধর্ম্মজীবী ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া মনুষ্যের উচিত হয়, তবে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম অবলম্বন কর।

ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে যে, অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য লোকে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করে, তাদৃশ অকর্ম্মণ্য না হইওয়াও সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। সাধ্য নাই—সামর্থ্য নাই, একথা এক বারও মুখে আনিও না। সংসারের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিতে পার, এরূপ বিন্দু মাত্র শক্তিও কি তোমাতে নাই? তবে তাহা লইয়াই কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ কর, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর তোমার সাহায্য করিবেন। কেনই বা তোমার শক্তি হইবে না? যে মনুষ্য পৃথিবীর অদ্ভুত মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যে মনুষ্য পৃথিবীর গতিশক্তি নিরূপণ করিলেন, যে মনুষ্য ভূলোকে থাকিয়াও দ্যুলোকের বিচিত্র সত্য সকল আবিষ্কার করিতেছেন, যে মনুষ্য ভূচর হইয়াও অগাধ সমুদ্রের দূর প্রসারিত বক্ষঃস্থল উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ দেশান্তরে উপনীত হইতেছেন, যে মনুষ্য একাকী সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি কোটি কোটি লোককে এক সূত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যে মনুষ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্বহস্তে শত শত শত্রুর মস্তক ছেদন করিতেছেন, তুমিও কি সেই মনুষ্য নও? তবে কেন আলস্য-পিশাচের সেবা করিতে গিয়া সংসারের গলগ্রহ হইবে। আত্মা মন শরীর প্রভৃতি যাহা দ্বারা হউক, সংসারের হিতকর কার্য্য সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব প্রদর্শন কর। যিনি আলস্য পরায়ণ হন, তিনি আপনাকে সংসারের তাবৎ লোকের দাসত্বে নিয়োজিত করেন। যদি মনস্বী ও তেজস্বী হইতে চাও, তবে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম অবলম্বন কর।

পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। ভারত, ইজিপ্ট, গ্রীক ও রোম রাজ্যের সর্ব্ব-জনগীয়মান পুরাতন মহত্ত্ব, ইংরেজ, ফরাসি, জর্ম্মন্ প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগের বর্ত্তমান সমুন্নতি ও উত্তর আমেরিকদিগের নবোদ্যত সভ্যতা এক মাত্র পরিশ্রমেরই সাক্ষ্য দান করিতেছে। পরিশ্রম প্রভাবে আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের দূত, দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র মনুষ্যের বাহন, নিরবলম্ব শূন্য মনুষ্যের বিহার-ভূমি হইতেছে। দিগ দিগন্ত-ব্যাপিনী কীর্ত্তি, লোকোত্তর বিদ্যা বুদ্ধি, প্রচুরতম বিত্তরাশি, মহোচ্চ অট্টালিকা, শোভনতম যান বাহন, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ, সমুদায়ই পরিশ্রমের ফল। অতএব যদি সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে চাও, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম অবলম্বন কর।

পরিশ্রমই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধানতম উপায়। যাঁহারা পরিমিত পরিশ্রমে চির দিন অতিবাহিত করেন, বিলাস-পরায়ণ অলসদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অল্পই রোগ ভোগ করিতে দেখা যায়। পরিশ্রমী লোকে যদিও কখন রোগাক্রান্ত হন, তথাপি তিনি রোগ ভোগ সময়েও যে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, শ্রমকাতর বিলাসীদিগের সুস্থাবস্থাতেও তাহা নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়। পরিশ্রম দ্বারা দেহগত শোণিতপ্রবাহ সমধিক পরিচালিত হওয়ায় পরিপাক-শক্তি সন্ধুক্ষিত ও শোণিতের উষ্ণতা উপযুক্ত মত রক্ষা পাওয়ায় শৈত্য-জনিত যাবতীয় রোগ পরাভূত হয়, এবং পরিশ্রম দ্বারা মাংসপেশী সকল নিরন্তর সঞ্চালিত হওয়ায় দিন দিন দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে। অকর্ম্মণ্যতার হেতুভূত দেহ-গত অতিরিক্ত মেদ-সকল পরিশ্রম দ্বারা পরিশুষ্ক হইয়া শরীরের লঘুতা সম্পাদন করে। পরিশ্রম শরীরের পক্ষে যত উপকারক, শারীরস্থান-বেত্তাগণ তাহা সুন্দররূপ অবগত আছেন। মানসিক পরিশ্রম দ্বারা চিন্তার বিশৃংখলতা, অনর্থক বিষাদ ও নিরুৎসাহতা দূরীভূত হয় এবং মন কর্ম্মণ্য, প্রফুল্ল ও বীর্য্যবান্ থাকে। অতএব যদি স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাও, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম অবলম্বন কর। কিন্তু কি শারীরিক কি মানসিক কোন পরিশ্রমই অতিরিক্ত হওয়া উচিত নহে।

বিদ্যা শিক্ষা। বিদ্যা শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য—এক আপনাকে উন্নত করা, দ্বিতীয় আপনাকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের নিমিত্ত প্রস্তুত করা। এই দুই উদ্দেশ্যের মূল উদ্দেশ্য যদিও এক, তথাপি কার্য্য-কালে এই উভয়ের প্রতিই সমান মনোযোগ রাখা আবশ্যক। অনেকে এই দুই উদ্দেশ্যের বৈলক্ষণ্য বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারেন না। আপনাকে উন্নত করা ও সংসারের কার্য্যের নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত করা, তাঁহারা এই দুইকেই এক করিয়া ফেলেন, কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রের নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া আর কোন যন্ত্রকে চালাইবার উপযুক্ত করা দুই সমান। ইহ লোকেই হউক, আর পরলোকেই হউক, মনুষ্য যদি কেবল কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাড়িত বার্ত্তাবহ ও বাষ্পীয় রথ প্রভৃতির সহিত মনুষ্যের কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না; বিশেষ এই যে, একটি জড়ময় যন্ত্র আর একটি জ্ঞানময় যন্ত্র

এবং একটি কেবল পৃথিবীতে থাকিয়া যে কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছে, আর একটি স্বর্গে গিয়াও সেই কর্ম্ম করিবে। অর্থোপার্জন বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য মধ্যে পরিগণিত করিলে অনেকে হীন-লক্ষ্য বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, কিন্তু আর কোন উন্নত উদ্দেশ্য না থাকিয়া যদি নিঃস্বার্থ ভাবেও জগতের কার্য্য সাধন মাত্র বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে ধনোপার্জনের নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা, সর্ব্বোত্তর সম্ভ্রম লাভের নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা আর সাম্রাজ্য লাভের নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা, সকলই সমান। অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্যালয়ে একটি সামান্য লেখকের কর্ম্ম যাঁহার লক্ষ্য, তিনি আপনাকে একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র করিবার নিমিত্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, আর একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লাভ করা যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি আপনাকে একটি বৃহৎ যন্ত্র করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন; এই মাত্র বিশেষ। ফলতঃ যদি কেবল জগতের কার্য্য করিবার নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষা হয়, তবে যন্ত্র অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক মহত্ত্ব আর কিছুই নাই। কিন্তু মানুষ যন্ত্র স্বরূপ ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ বোধ হয়।

ইহা অযথার্থ নহে যে, জল বায়ু প্রভৃতির ন্যায় মানুষকেও জগতের কার্য্য সাধন করিতে হইবে এবং তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া কোন রূপেই অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, এ অংশে মানুষ অবশ্যই সংসারের যন্ত্র স্বরূপ। তদ্ভিন্ন, আমরা যদি জগতের মহৎ মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারি, তাহা আমাদের গৌরবেরই বিষয় সন্দেহ নাই এবং তাহা যদি নিঃস্বার্থ ভাবে সম্পান্ন হইয়া উঠে, তাহা হইলে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারি; অথবা যদি স্বার্থ-বুদ্ধিতেও তাহার অনুষ্ঠান করি; তাহা হইলেও আমারদের স্বার্থ ও জগতের কার্য্য উভয়ই সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু আমরা কোন কৌতূহলপরবশ বা স্বার্থপরায়ণ পুরুষের সৃষ্টি নহি যে, তিনি কেবল আপনার কৌতূহল পরিতৃপ্তির আশয়ে এই সংসাররূপ রঙ্গ-ক্ষেত্রে আমাদিগকে অভিনয় করাইতেছেন, অথবা আমাদের নিঃস্বার্থ ভাব দ্বারা কোন স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছেন। তিনি আমাদিগের মঙ্গলময় পিতা; তিনি প্রতি আত্মার মঙ্গলের জন্যই প্রতি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সেই উদার উদ্দেশ্যের প্রতি যত ক্ষণ আমরা লক্ষ্য বন্ধন না করি, তত ক্ষণ আমাদের আর যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্থ-শূন্য ও পরিণাম-শূন্য হইয়া থাকে। সেই উদ্দেশ্যই সমুদায় উদ্দেশ্যের মূল ও পরিণাম। অতএব কেবল কর্ম্ম করিবার নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষা নহে। এ ক্ষণে ইহা যদি অবধারিত হইল যে, আপনার উন্নতি সাধন ও কর্ম্মণ্যতা সম্পাদন এই দুটি বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে যে প্রকারে যে যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহা সম্পন্ন হয়, তাহাই যত্ন সহকারে শিক্ষণীয়।

এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক-বিকীর্ণ বিদ্যালোক প্রভাবে ইহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, কেবল বিদ্যালয়ই শিক্ষা স্থান নহে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও আমাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয় না। অতএব এ বিষয়ে আর বাক্য ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। পরিশেষে এই মাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যাশিক্ষার যে প্রকার উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইল, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষণীয় বিদ্যা অধিক বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে। তাহাদিগের পরস্পরের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন, এই নিমিত্ত সাংসারিক-কার্য্য-সাধনী বিদ্যা বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে—পুরুষ প্রান্তরে গিয়া কৃষিকর্ম্ম করিবেন, দেশ বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিবেন, ও যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবেন, অতএব তিনি তত্তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত হউন; স্ত্রী গৃহে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তিনি তদুপযোগী শিক্ষা লাভ করুন। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয়—আত্মা উন্নত হয়, তাহা উভয়েরই সমানরূপ শিক্ষার বিষয়।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পর।

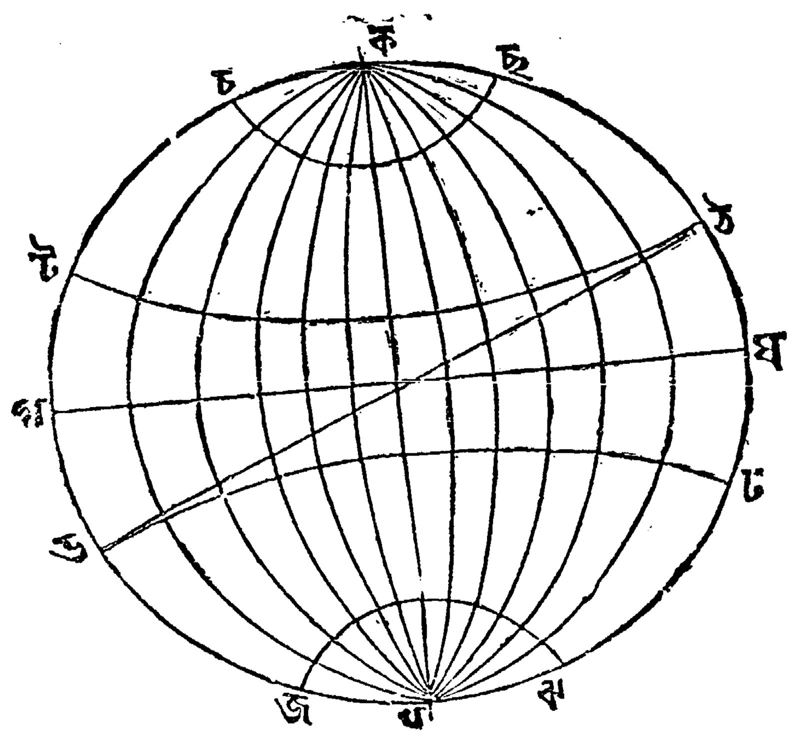

মহাত্মা হম্‌বোল্‌ট মহাদেশের আকৃতির বিষয় নিরূপণ করিতে গিয়া কহিয়াছেন, যে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে কএকটি অত্যাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। যে মহাপ্রদেশ হইতে ভূভাগ অন্তরীপের আকার ধারণ করিয়া সমুদ্র গর্ভে নিপতিত হইতেছে, তাহার অপর পার্শ্ববর্ত্তী অন্য মহাদ্বীপের ভূভাগ ঐ অন্তরীপের সমসূত্রপাতে ক্রমশ ক্ষয় হইয়া উপসাগর রূপে পরিণত হইয়াছে। আমেরিকায় সেণ্টরোক নামক এক অন্তরীপ আছে, আফ্রিকায় উহার সমসূত্র পাতে গিনি উপসাগর প্রস্তুত হইয়াছে। আফ্রিকায় ভার্ড অন্তরীপ আছে, এবং উহার সমসূত্রপাতে মেক্‌সিকো উপসাগর আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় পার্শ্বে এইরূপ আকার-গত বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকাতে উহা যেন পর্ব্বতের উপত্যকার ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

মহাত্মা ষ্টেফন্স্‌ মহাপ্রদেশের আকারের বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া কএকটি নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি কহেন, মহাপ্রদেশের ভূভাগ ক্রমশ উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে, এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ আকার যে কেবল মহাপ্রদেশে নিরীক্ষিত হয় তাহা নহে, যে সমস্ত অন্তরীপ মহাপ্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তৎসমুদায়েও এই প্রকার সৌসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমেরিকায় গ্রীন্‌লাণ্ড, কালিফর্ণিয়া ও ফ্লোরিডা উপদ্বীপ, ইউরোপে স্কাণ্ডিনেভিয়া, স্পেন, ইটালি ও গ্রীশ এবং আসিয়া খণ্ডে কোরিয়া ও কামস্‌কাট্‌কা উপদ্বীপ দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া নির্গত হইতেছে।

ঐ মহাত্মা আরও কহেন যে, এই মহাপ্রদেশ-সমুদায় প্রত্যেকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ বিভক্ত অংশ হয় এক যোজক দ্বারা না হয় দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা পরস্পর সংযোজিত রহিয়াছে। ঐ যোজক বা যোজকস্থানীয় দ্বীপপুঞ্জের এক পার্শ্বে কতকগুলি দ্বীপ ও অপর পার্শ্বে একটি উপদ্বীপ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মহাপ্রদেশ দুই ভাগে যে বিভক্ত, আমেরিকা ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এই আমেরিকার বিভক্ত অংশদ্বয়ের মধ্যে এক অংশের নাম উত্তর আমেরিকা, অপর অংশের নাম দক্ষিণ আমেরিকা। ঐ বিভক্ত অংশদ্বয়ের আকার প্রায় একরূপ।

সুদীর্ঘ ও সংকীর্ণ পানামা নামক যোজক ঐ দুই অংশকে পরস্পর যোগ করিতেছে, উহার পূর্ব্ব সীমায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং উত্তর সীমায় কালিফর্ণিয়া নামে অনতিবিস্তীর্ণ এক উপদ্বীপ রহিয়াছে।

আসিয়া ও ইউরোপ এই দুইটি মহাপ্রদেশও প্রত্যেকে দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু আমেরিকার ন্যায় ইহাদের দক্ষিণার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের আকার একরূপ নহে। ঐ দুই মহাপ্রদেশের উত্তর খণ্ড পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু এ ক্ষণে আসিয়া ও ইউরোপের যে রূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, মহাত্মা ষ্টেফন্স্ উভয় দেশকে সে রূপে বিভাগ না করিয়া ককেসস পর্ব্বত হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিয়া ঐ দুই মহাপ্রদেশের উত্তর খণ্ডকে পরস্পর বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ রূপ করাতে আসিয়ার পশ্চিম খণ্ড ও আরবদেশ ইউরোপের সীমা মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তিনি ইউরোপকে এই রূপ কল্পিত সীমা প্রদান করিয়া আমেরিকার দক্ষিণার্দ্ধের ন্যায় আফ্রিকাকে ইউরোপের দক্ষিণার্দ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। সুয়েজ যোজক এই উভয় খণ্ডকে পরস্পর যোগ করিতেছে। উহার পূর্ব্বাংশে অতি বিস্তীর্ণ আরব উপদ্বীপ এবং পশ্চিমাংশে গ্রিসীয় দ্বীপ পুঞ্জ।

মহাত্মা ষ্টেফনস্ এই দুই মহাপ্রদেশকে যেরূপ যোগ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা কষ্ট কল্পনা করিতে হয়; বরং ইটালি ও সিসিলি ভন অন্তরীপের সাহায্যে আফ্রিকাকে ইউরোপের সহিত যোগ করিতেছে, এই কথা নিতান্ত বিসদৃশ হইবে না। ঐ যোজকের পূর্ব্ব সীমায় দ্বীপপুঞ্জ ও পশ্চিম সীমায় স্পেন উপদ্বীপ নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরস্পরের যোগ বিষয়ে এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সহজ তাহার সন্দেহ নাই।

আসিয়া-অষ্ট্রেলিয়া তৃতীয় যৌগিক মহাপ্রাদেশ। যে সকল বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-শ্রেণী আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য স্থলে আছে, তৎসমুদায়ই পানামা ও সুয়েজের ন্যায় যোজকের কার্য্য করিতেছে। মালাক্কা উপদ্বীপ হইতে সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি দ্বীপ-শ্রেণী নির্গত হইয়া অষ্ট্রেলিয়াকে প্রায় স্পর্শ করিতেছে। এই যোজকের পূর্ব্ব সীমায় বোর্ণিয়ো সেলিবিস্ মলক্কাস দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম সীমায় দক্ষিণ উপদ্বীপ অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণ ভাগ রহিয়াছে। অন্যান্য স্থানে যোজক দ্বারা মহাপ্রদেশের যে দুই খণ্ড যোজিত হইয়াছে, তাহারদের পরিমাণ পরস্পর প্রায় সমান; কিন্তু আসিয়া অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি নিতান্ত বৃহৎ ও একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র।

এই রূপ আকার ও যৌগিক প্রণালী উদ্ভাবন বিষয়ে যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা কারন্ রিটার অপেক্ষাকৃত চরিতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনিই ঐতিহাসিক ভুগোলের সূত্রপাত করেন। ভূভাগের আকার মনুষ্য-সমাজের কত দূর উপযোগী, তিনিই তাহা সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। এই নূতন-বিধ প্রণালী তৎকালে অনুদ্ভাবিত ছিল। তিনি মহাপ্রদেশ সমুদায়ের পরস্পর সংস্রব বিষয়ে যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়াগিয়াছেন, এ ক্ষণে সামান্যাকারে তাহা উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তিনি কহেন পৃথিবীর দক্ষিণ বিভাগ অপেক্ষা উত্তর সীমায় ভুমির ভাগ অধিক। যদি পেরুর উপকূল হইতে আসিয়ার দক্ষিণ বিভাগ পর্য্যন্ত একটি রেখা অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট

হইবে যে, পৃথিবী দুই গোলকার্দ্ধে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ দুই অংশের মধ্যে এক অংশে সুপ্রশস্ত ভুমি-খণ্ড ও অপর অংশে ঐ ভুমি-খণ্ড হইতে নির্গত উপদ্বীপের শেষ সীমা এবং তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া নামক একটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মহাদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। যাহাতে ভূমির ভাগ অধিক আছে, তাহাকে ভৌমিক অংশ ও যাহাতে সমুদ্রের ভাগ অধিক আছে, তাহাকে সামুদ্রিক অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিলে পৃথিবী দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে যে অংশে আসিয়া ও ইউরোপ থাকে, সেই অংশের নাম পুরাতন পৃথিবী ও যে অংশে আমেরিকা থাকে, তাহা নূতন পৃথিবী। এই নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর বিস্তার অতিশয় বিসদৃশ। আসিয়া ও ইউরোপ ভূগোলকের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রায় অর্দ্ধভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণে পৃথিবীর বিষুব রেখা স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় নাই, এমন কি ইউরোপের বিস্তার পার্থিব পরিধির ছয় অংশ মাত্রও হইতে পারে না। এ দিকে আমেরিকা পৃথিবীর উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ বিস্তার পার্থিব পরিধির তিন ভাগের দুই ভাগ অপেক্ষাও অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই রূপ স্থান-সন্নিবেশ বশত আসিয়া ও ইউরোপে এক রূপ জল বায়ুর প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে; কিন্তু আমেরিকা সকল প্রকার জল বায়ুই ভোগ করিতেছে।

ঐ মহাত্মা মহাপ্রদেশ সমুদায়ের করপত্র সদৃশ দন্তুর প্রান্ত ভাগের যে রূপ বিস্তার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতিশয় সুস্পষ্ট। তিনি কহেন যে কোন কোন মহাপ্রদেশ উপদ্বীপ, উপসাগর ও সাগরশাখা দ্বারা সংযুক্ত ও দন্তুর হওয়াতে উহাদের প্রান্ত ভাগ অতিশয় বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোনটি উপদ্বীপাদির অসদ্ভাবে অবিভক্ত ও সুসংহত হইয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত উহার প্রান্ত ভাগ অপ্রশস্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আফ্রিকার আকার প্রায় গোল। দেখিলে বোধ হয় যেন উহা দৃঢ়তর রূপে সংযোজিত হইয়া রহিয়াছে। এই মহাদ্বীপে প্রভুত উপদ্বীপ নাই এবং উহার কোন স্থলে সাগর শাখা প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার প্রান্ত ভাগ ১৪০০০ মাইল এবং উহার আয়তন ৮৭২০০০০ বর্গ মাইল। সুতরাং উহার প্রান্তভাগের এক এক মাইলে ৬২৩ মাইল করিয়া আয়তন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আসিয়ার তিন পার্শ্ব কেবল সাগর-সলিলে ক্ষালিত হইতেছে কিন্তু উহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় কোরিয়া, কামস্কট্কা আরব প্রভৃতি অতিবিস্তীর্ণ উপদ্বীপ সকল রহিয়াছে। মালড, কোরিয়া ও চায়না দেখিলে বোধ হয় যেন উহাদিগকে আসিয়া হইতে আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ফলতঃ উহাদের তিন দিকই সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যদি আসিয়ার দন্তুর অংশগুলি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেও উহার বিস্তার-ভাগ অতিশয় প্রশস্ত থাকে। আসিয়ার অন্ত ভাগের পরিমাণ ৩০৮০০০ মাইল। সুতরাং আফ্রিকা অপেক্ষা উহার অন্ত ভাগ দুই গুণ অধিক হইবে এবং উহার প্রান্ত ভাগের প্রত্যেক মাইলে ৪৫৯ বর্গ মাইল আয়তন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সকল মহাপ্রদেশ অপেক্ষা ইউরোপের আকার অতি বিচিত্র। সমুদ্র ও সমুদ্র-শাখা দ্বারা উহার অধিক অংশ উপপ্লুত ও তর-

ঙ্গিত হওয়াতে উহার দেহ হইতে বহুসংখ্য
উপদ্বীপ নির্গত হইতেছে। ইহার উপকূল
১৭২০০ মাইল বিস্তীর্ণ। এই উপকূলের
বিস্তার ভাগ ইহার ক্ষুদ্র আকার অপেক্ষা
অনেকাংশে বৃহৎ। আফ্রিকা অপেক্ষা ই-
হার উপকূল তিন গুণ অধিক হইবে। ই-
হার প্রান্তভাগের প্রত্যেক মাইলে ১৫৬ বর্গ
মাইল আয়তন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মহা-
প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট বাণিজ্য
স্থান, সমৃদ্ধ ও স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত
হইয়া থাকে।

পুরাতন পৃথিবীর এই তিনটি মহাপ্র-
দেশ অনুক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।
আফ্রিকা সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য। শাখা-বি-
হীন বৃক্ষ ও প্রত্যঙ্গ-শূন্য অঙ্গের ন্যায় উহা
লক্ষিত হইয়া থাকে। আসিয়ার শাখা-পল্লব
চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। ঐ সমস্ত শাখা
প্রশাখা উহার প্রায় পঞ্চম অংশ অধিকার
করিয়া আছে এবং ইউরোপ শাখা-পল্লব-
সমাকীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া
থাকে; এমন কি কেবল অন্তরীপ সমুদায়
ইহার তিন অংশ অধিকার করিয়াছে।

উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা অ-
পেক্ষা সমধিক তরঙ্গিত, এবং উপকূল অপে-
ক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ। উত্তর আমেরিকার প্রান্ত-
ভাগের প্রত্যেক মাইলে ২২৮ বর্গ মাইল
আয়তন প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দক্ষিণ আমে-
রিকার প্রান্ত ভাগের প্রত্যেক মাইলে ৩৭৬
বর্গ মাইল আয়তন উপলব্ধি হইয়া থাকে।

—০—

থিওডোর পার্করের পত্র *।

ঈশ্বরের পূর্ণভাব। মনুষ্যের দয়া স্নেহ
প্রভৃতি সমুদায় প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং
তাহার নানা প্রকার অদ্ভুত ও বিচিত্র
শক্তিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু
তৎসমুদায়ই অপূর্ণ। ঐ সমুদায় বৃত্তি ও
শক্তির এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে।
তাহা অতিক্রম করা মনুষ্যের নিতান্ত
সুকঠিন। কিন্তু ঈশ্বর স্নেহে পরিপূর্ণ, প্রী-
তিতে পরিপূর্ণ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার
কোন বিষয়েরই সীমা নাই। এই নিমিত্ত
তাঁহাকে পরিপূর্ণ ও মনুষ্যকে অপূর্ণ বলিয়া
নির্দ্দেশ করা যায়। যদি আমরা এই পূর্ণ
ভাব তাঁহা হইতে অপনীত করি, তাহা
হইলে তাঁহাকে জগদীশ্বর বলিয়া ভক্তি-
ভাবে আর আহ্বান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে
না। ফলত তাঁহার এই অনন্ত পূর্ণ-ভাব
বিদ্যমান থাকাতেই তিনি এই জড় জগৎ
ও সচেতন জীবের উপর আধিপত্য করি-
তেছেন এবং উহার প্রভাবেই তিনি সক-
লের পূজনীয়, প্রেমাস্পদ ও আরাধ্য হইয়া-
ছেন। যখন জড় ও জীবের বিষয় একতান
মনে চিন্তা করা যায়, তখনই তাঁহার পূর্ণ-ভাব
আবির্ভূত হইয়া আমারদিগকে পুলকিত
করে এবং তখনই আমরা তাঁহাকে প্রীতি
হস্ত প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতে
যাই। যাঁহারা তাঁহার এই অনন্ত পূর্ণ-ভাব
বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের ঈশ্বরের
প্রতি প্রীতিভাব নিতান্ত দুর্ব্বল। তাঁহা-
দিগের ভক্তিবৃত্তি নিতান্ত মলিন ও নি-
স্তেজ।

ঈশ্বরের পূর্ণভাব স্থাপন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের
ঔদার্য্য গুণ সম্পাদনের ভিত্তি-মূল। ইহার
অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান
ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণে কৃতকার্য্য
হইতে পারে না। আমরা যখন বাইবল
আলোচনা করি, তখন ঈশ্বরের প্রকৃত ভাব

* থিওডোর পার্করের পত্র আদ্যোপান্ত সমুদায় অ-
বিকল প্রকাশ করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া এখান-
কার উপযোগী বিষয়গুলি সংকলন করা যাইতেছে।
এবং তদ্গত বিষয়গুলি স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত যত
চেষ্টা হইতেছে, শব্দগুলির অবিকল অনুবাদের নিমিত্ত
তত চেষ্টা করা যায় নাই।

আমারদিগের কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় না।
যদিও বাইবল ঈশ্বরকে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার
করে, কিন্তু ফলে তাহার কিছুমাত্র পরিচয়
প্রদান করে নাই। উহা জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায়-
পরতা ও শক্তিতে ঈশ্বরকে অপরিপূর্ণ
বলিয়া স্থানে স্থানে নিরূপণ করিয়াছে।
এই অপূর্ণ ভাব খৃষ্টানেরা যেরূপে প্রতি-
পাদন করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে
হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। খৃষ্টের ক্রুশ
দ্বারা প্রাণ-সংহার-কালে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে বর্ণিত
আছে যে, বিশ্ব-স্রষ্টা বিনষ্ট হইলেন;
তাহাঁর সৃষ্ট জীবই তাঁহারে সংহার করিল।
শয়তান নামে একটি চতুর্থ দেবতা আছেন,
যদিও ইনি দেবতার শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত
নহেন, তথাচ ইহাঁর প্রভাব দর্শনে ইহাঁকে
চতুর্থ দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।
তিনি মান মর্য্যাদায় তনয়েশ্বর ও কপো-
তেশ্বরের অনুরূপ এবং ক্ষমতায় দেব-
ত্রয় অপেক্ষা সমধিক বলিয়া কীর্ত্তিত
হইয়া থাকেন। ইহাঁর নিকট দেবত্রয়
সিংহ-সন্নিহিত শৃগালের ন্যায় নিরীক্ষিত
হন। এই দেবতা সমস্ত দোষের আকর।
দেবত্রয় যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করেন,
ইনি তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া দেন।
বিশ্বনিয়ন্তা পূর্ণ পুরুষ অপেক্ষা ইহাঁতে
এইরূপ প্রচুর ক্ষমতার আরোপ কি রূপ
ভয়ঙ্কর, তাহা অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রেই
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যখন খৃষ্টা-
নেরা বাইবলকে অলৌকিক অভ্রান্ত ঈশ্ব-
রের বাক্য এবং ইহাতে ঈশ্বরের প্রকৃতি,
চরিত্র ও ব্যবহার সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত রহি-
য়াছে বলিয়া স্বীকার করেন, তখন ঈশ্বরের
অনন্ত পূর্ণভাব অঙ্গীকার করা তাঁহাদিগের
পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। এই বাইবলে
আরও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, জগদীশ্বর আপনার
সৃষ্ট নরক মধ্যে পাতকীদিগকে নিপাতিত
করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। সুতরাং
ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ ও নিষ্ঠুর প্র-
কৃতির আরোপ করা হইতেছে। হা!
যাহা এইরূপ সঙ্কীর্ণ অনুদার ভাবে পরি-
পূর্ণ তাহাই ধর্ম্ম! ঐ ভয়ঙ্কর পদার্থের
নামই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম!

আমার বিশ্বাস এই যে, পূর্ণতা যত দূর
হইতে পারে, তাহা ঈশ্বরে বিদ্যমান আছে।
তিনি সত্তাতে পূর্ণ—তিনি আপনার মহি-
মাতেই প্রতিষ্ঠিত—তিনি আপনি আপনা-
কেই অবলম্বন করিয়া আছেন। তিনি
শক্তিতে পরিপূর্ণ—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ—তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি
ন্যায়ে পরিপূর্ণ—তিনি অবিকল যথার্থ-
কারী। তিনি ভাবে পরিপূর্ণ—তিনি নির-
বচ্ছিন্ন প্রেমগুণের আকর। এবং তিনি
পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ—তিনি কখন আপনার
বিশ্বাসকে অতিক্রম করেন না।

সেই অনন্ত পরিপূর্ণ ঈশ্বর জড় জগৎ ও
জ্ঞান রাজ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান
রহিয়াছেন। একটি পরমাণুও তাঁহা হইতে
বিচ্ছিন্ন নহে। অথচ তিনি জড় ও জ্ঞান
রাজ্যে বদ্ধ না হইয়া উভয়কেই অতিক্রম
করিয়া আছেন। তাঁহার যে সমস্ত বিশেষ
বিশেষ গুণ কীর্ত্তিত হইল, ইহার অতিরিক্ত
আর যে কিছুই তাঁহাতে নাই, এই বাক্য
কদাচই সম্ভবপর হয় না। মনুষ্য অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট জীবেরা তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত
গুণগ্রাম উপলব্ধি করিয়া থাকে। এ ক্ষণে
তাঁহার যে সমস্ত গুণের পরিচয় প্রদান করা
হইল, তদ্দ্বারা অন্যান্য জীব অপেক্ষা তাঁ-
হাকে বিভিন্ন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি পূর্ণ
উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক পূর্ণ উদ্দেশ্য হইতে
এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। সকলকে
প্রীতি দান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, মঙ্গল

বিস্তার করাই তাঁহার অভিপ্রায় এবং বিশ্বের
প্রকৃতি সেই মঙ্গল বিস্তারের প্রকৃত উপায়।
তিনি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যে কোন রূপ বস্তু সৃষ্টি
করিয়াছেন, উহা যে নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে
তাহা অবশ্যই সিদ্ধ করে এবং তাঁহার সৃষ্ট
বস্তু পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার উদ্দেশ্যও
সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কি আশ্চর্য্য!
তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমুদায় একটিও নিরর্থক
নহে! সকলেই সমবেত হইয়া সর্ব্ব সাধার-
ণের নিমিত্ত তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ
করিতেছে। তিনি তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তক।
এই সমস্ত কারণে বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের
যে দৃঢ়তর একটি সম্বন্ধ আছে, তাহা সুস্পষ্ট
উপলব্ধি করা যায়। এই সমস্ত কারণেই
তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি যে সর্ব্বত্র তুল্যরূপে
বিতরিত হইতেছে, তাহাও অনুভূত হইয়া
থাকে। পদার্থ-সকল সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া
যে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহা নহে;
পদার্থ সমুদায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার
নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; ঐ সকল পদার্থ তাঁ-
হার কৌতূহল-সম্ভূত নহে। তিনি যে অ-
ভিপ্রায়ে সে বস্তুটি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা
অনন্ত কাল তাহাই সংসাধন করিবে। এই
রূপ তাঁহার প্রীতি সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ মঙ্গল
বিতরণ করিতেছে। তিনি আমাদের পিতা,
কেবল পিতা নহেন; পিতা মাতা উভয়ই।
সেই পরম দেবতার কোন প্রকার আকারের
সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মানবগণ সর্ব্বাপেক্ষা
জননীতে যে কোমল ও নিঃস্বার্থ স্নেহ অনু-
ভব করেন, সেই কোমল নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদ-
র্শন করিবার নিমিত্তই তিনি জননী বলিয়া
নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা ও তাহাতে প্রধান আচার্য্যের অভিপ্রায়।

অবিকল প্রতিলিপি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী
ও প্রধান আচার্য্য মহাশয়
সমীপেষু।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন।

কয়েক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ উ-
ন্নতি হইয়া আসিয়াছে তদ্দর্শনে ব্রাহ্মমাত্রেরই
হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্বরের
করুণা ও সত্যের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকেই
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন।
এই উন্নতি, সমগ্র ও জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হই-
তেছে। চতুর্দ্দিকে, দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের
সত্য সকল ধাবিত হইতেছে; যুবা বৃদ্ধ, নর
নারী, নির্ধন সধন, জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সকল
প্রকার লোকেই ইহার শরণাপন্ন হইতেছে;
ব্রাহ্মের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ব্রাহ্মসমাজের
শাখা প্রশাখা নানা স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে।
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহার গভীরতারও
বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা যেমন অধিকতর লো-
ককে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিতেছে, তেমনি
আবার প্রত্যেকের জীবনে গভীরতররূপে প্রতি-
ষ্ঠিত হইতেছে। জ্ঞানোন্নতি, প্রীতির বিকাশ,
চরিত্রোৎকর্ষ, সামাজিক সংস্কার ও ধর্ম্ম প্রচার,
সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপ্যমান। কিন্তু আ-
পনার নিকট এবিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা
অনাবশ্যক। আপনি স্বয়ং যেরূপ অপ্রতিহত
অনুরাগ ও যত্ন সহকারে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্রাহ্ম-
সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখন-
কার উন্নতি যে আপনার পক্ষে বিশেষ আনন্দকর
তাহা আমরা সহজেই অনুভব করিতেছি। আ-
পনি কত সময়ে আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিয়া-

ছেন যে, আমি আশার অতীত ফল লাভ
করিয়াছি।

এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্ত্তমান বিরোধ
উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পু-
রাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।
এই অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত
কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই,
কিন্তু ইহা কোন মতে বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।
পরিবর্ত্তনের সময় এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ সর্ব্বত্রই
হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের
সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা হইতে
তর্ক বিতর্ক ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু
অবশেষে ঈশ্বর-প্রসাদে সত্যের জয় এবং প্রকৃত
কল্যাণের অভ্যুদয় হয়। এ ক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের
প্রতি অনেকের যে রূপ বিরাগ ও অসন্তোষ জন্মি-
য়াছে তাহা কেবল এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে।
জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতা, উ-
দারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম
হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক
মত, এবং কি সামাজিক কি গৃহসম্বন্ধীয়, সকল
প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী তা-
হাতে তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই
বিশ্বাসানুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের
অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের শাসন প্রণালী, উপাসনা
প্রণালী ও কার্য্য প্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদা-
য়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া
তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন,
এবং তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অবলম্বনে
উন্মুখ হইয়াছেন। বর্ত্তমান কলহ কোন বৈষ-
য়িক-ব্যাপার-সম্ভূত নহে, ইহা স্বার্থপরতা-নি-
বন্ধন বৈরভাব-মূলকও নহে; ইহা ধর্ম্মোন্নতির
জন্য নিস্বার্থ সংগ্রাম—ইহা নব্য ব্রাহ্মদিগের
হৃদিস্থিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শের সহিত
ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ।

সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলিন
পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। কালের উন্নত-
ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া জনসমাজের নূতন
ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্য্যপ্র-
ণালী পরিবর্ত্ত না করিলে ইহা অগ্রগামী লোক-
দিগের অনুরাগ বিরহিত হইয়া স্বীয় মহান্ উ-
দ্দেশ্য সংসাধন করিতে অক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম
যেমন উন্নতির ধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজকেও সেই রূপ
উন্নতিশীল করা কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে অদ্য আমরা
বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব আ-
পনার উদার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছি,
আপনি যথা বিহিত বিধান করিবেন।

১ ম। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য
বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদ সূচক
কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

২য়। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই
কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

৩ য়। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্ম-
ধর্ম্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ
পাইবে। কোন বিশেষ সংপ্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা
বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না,
সকল সংপ্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার
উদ্দেশ্য থাকিবে।

যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন
প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন তাহা
হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে
অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে
অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন, ইহা হইলে
উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে
যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব
সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি
অস্বীকৃত হন তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক্
ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

কলিকাতা, ১৯ আষাঢ়
শকাব্দা ১৭৮৬। *

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
শ্রী উমানাথ গুপ্ত
শ্রী মহেন্দ্রনাথ বসু
শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

* ১৭৮৭ শক স্থানে ১৭৮৩ শক হইয়াছে।

আগামী ২১ আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ১টার সময় এই আবেদন পত্রের প্রতিলিপি লইয়া আমরা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আমাদিগের প্রবক্তা স্বরূপে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন।

শ্রী উমানাথ গুপ্ত
শ্রী মহেন্দ্রনাথ বসু
শ্রী যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রী নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

ওঁতৎসৎ

প্রীতি ভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমীপেষু।

সাদর নিবেদন

১। তোমারদের ১৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমারদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয় কোন প্রকার জনসমাজেই চির কাল এক-বিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কাল সহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়া উঠে সেই পরিবর্ত্ত সহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে এবং এই ক্ষণেও সেই রূপ নিয়ম চলিতেছে।

২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহ-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফল লাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্মসমাজের শাসন-প্রণালী, উপাসনা-প্রণালী, ও কার্য্য-প্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন, এবং তন্নিমিত্তে তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩। তোমারদের প্রথম প্রস্তাব এই যে "ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদ সূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" জাতি-বিভাজক ও গোত্র-প্রকাশক যে সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদ-সূচক দীপ্যমান চিহ্ন-স্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত করা তোমারদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদ-সূচক এক মাত্র উপবীতই তোমারদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এ ক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

৪। অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এ ক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান অনুষ্ঠান-প্রণালী এবং তোমারদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহারদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয় তো তোমারদের

মধ্যে এমত লোকও আছেন যে ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমারদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক এবং তোমারদের দৃষ্টান্তে তাঁহারদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমারদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমারদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে এই রূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমারদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলেই এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমারদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক্ হইয়া সেই রূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এত কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহারদিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্য গুণে তাহা সহ্য করিতে পার এবং প্রীতি পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহারদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এ রূপ করিলে তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই, তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহারদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমারদের পরস্পর মত-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভবমত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চির কালই হইয়া আসিতেছে এবং চির কালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

৬। তোমরা লিখিয়াছ যে "যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।" ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কএকটি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কএকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহারদের সংখ্যা তোমারদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্যে অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্যে যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্যে। কেবল ব্রাহ্ম সাধারণের জন্যেও নয়, সর্ব্ব সাধারণের জন্যে। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের—সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা-মণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনারদের মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

৭। তোমরা যদি আপনারদের জন্যে আর একটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে "ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের

সম্ভাবনা হইবে।" আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে ইহা হইলে আরো অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাহা হওয়াও সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতি পূর্ব্বে এই রূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে মাসের প্রথম বুধ বার তোমারদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমারদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটি পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নির্দ্ধার্য্য হইত। এই রূপ নিয়মে এক বার উপাসনা কার্য্যও চলিয়াছিল এবং কয়েক বার তোমারদের জন্যে প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমারদের অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। তোমারদের শেষ কথা এই যে আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্তে আমার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম প্রীতি পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা সময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও গান ব্যবহৃত করিবে।

৯। উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমারদের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা ২৩ আষাঢ় ১৭৮৭ শক

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিনঃ

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

—•—

নূতন পুস্তক।

১। চরিত-মালা। শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল ও এলিজাবেথ ফ্রাই এই দুই মহানুভাবার জীবনচরিত লইয়া প্রথম ভাগ নাম দিয়া এই পুস্তক খানি প্রচার করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। নাইটিঙ্গেল ও ফ্রাই যেরূপ হৃদয়ের গুণে আমাদিগের প্রীতিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ সহৃদয় লেখকের সমভিব্যাহারে বঙ্গ দেশে আগমন করিলেন, ইহাই আমাদের সমধিক আহ্লাদের বিষয়। তাঁহাদিগের চরিত্র যেমন মনোহর, পুস্তক খানির রচনাও সেই রূপ সুমধুর হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অনেকে সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক খানি ভাষা, রচনা ও ভাব সর্ব্বাংশেই সে অসদ্ভাব পরিহার করিতেছে। কেবল স্ত্রীলোকদিগের কোমল হৃদয়েই ইহা অধিক কার্য্যকর হইবে এমন নহে, ইহা মনের সহিত পাঠ করিলে অনেক কঠিন হৃদয়েও স্বদেশানুরাগ ও হিতৈষণা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ইহা দ্বারা কেবল যে দুইটি মহানুভাবার অসামান্য গুণের পরিচয় পাওয়া যায় এমন নহে, স্থানে স্থানে লেখকের হৃদয়ও স্বদেশানুরাগ ও হিতৈষণায় আর্দ্রীভূত হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি মনোহর চরিত দুই বারকার সাম্বৎসরিক হিতৈষিণী সভায় পঠিত হইয়াছিল। পাঠকগণকে লেখকের হৃদয়ের ভাব অবগত করিবার নিমিত্ত এলিজাবেথের জীবনচরিতের উপসংহার হইতে কএক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"মাতঃ বঙ্গভূমি! তোমার রোদনধ্বনি আর সহ্য হয় না। ইচ্ছা হয় যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমার দুঃখমোচনার্থ কেবল যত্নপথে বিচরণ করিতে থাকি! কিন্তু মাতঃ! মাদৃশ অকিঞ্চিৎকর পুত্র দ্বারা তোমার দুর্ব্বিষহ পর্ব্বতসম দুঃখরাশি উপশমের সম্ভাবনা কি? যে সকল ভ্রাতারা বিদ্যা, ধন ও প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের অল্প যত্নে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে, মাতঃ!

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাঁহারা স্বার্থসাধন ও ইন্দ্রিয়সুখ সেবনে সর্ব্বদাই অনুরক্ত! হা মাতঃ! যখন তুমি তোমার মুখোজ্জ্বলকারী, বিদ্যা-দয়াদি বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন, যোগ্যতাশালী পুত্রদিগের সুরাপান ও ব্যভিচার দোষনিবন্ধন অকালমৃত্যু ও দুঃখরাশি দৃষ্টি করিয়া শোকে অধীরা হও; যখন তুমি তোমার দূর স্থিত ভগিনীর সন্তানগণকে নিজ দুর্ব্বল, অসহায় ও হীনদশাগ্রস্ত পুত্রদিগের উপর অত্যাচার করিতে দেখিয়া আপনার পূর্ব্বতন তেজ ও গৌরব স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে থাক; যখন তুমি নানাকারণোৎপন্ন বিবিধ রোগের প্রবলতাবশতঃ তোমার গ্রাম্য পুত্র কন্যাদিগকে পুঞ্জে পুঞ্জে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দৃষ্টি করিয়া হাহাকার রবে গগনবায়ু প্রতিঘাত কর; যখন তুমি দারিদ্র্যক্লেশবহনে অসমর্থ সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও বা উদ্বন্ধনে, কাহাকেও বা জলমজ্জনে প্রাণ-পরিত্যাগ করিতে, কাহাকেও বা বায়ুরোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইতে, কাহাকেও বা ধনাভাবজনিত দুঃখানলে অহর্নিশ দগ্ধ হইতে দৃষ্টি করিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে থাক; তখন, মাতঃ! তোমার সেই বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমার উল্লিখিত সন্তানগণ ক্ষণ কাল ক্ষুব্ধচিত্ত হন বটে, কিন্তু অনতিকালবিলম্বে সুখভোগেচ্ছা তাঁহাদিগের মনোরাজ্য অধিকার করে! তাঁহারা সেই ভোগেচ্ছার এমনই অধীন হইয়া পড়েন যে, তোমার অশ্রুপাত, তোমার ক্রন্দনধ্বনি, তোমার দুর্ব্বিষহ দুঃখরাশি এক কালে বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। আহা! বঙ্গ ভূমির দুঃখ কি প্রকারে নিবারিত হইবে!

২। লক্ষ্মী-সরস্বতী-সংবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় লাহোর শিক্ষা সভার আদেশানুসারে তত্রত্য বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে হিন্দী ভাষায় প্রস্তুত করিয়া কোহিনুর যন্ত্রালয়ে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাম্নী দুটি কল্পিত স্ত্রীর আলাপ উপলক্ষে নীতি শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

প্রেরিত পত্র।

সংখ্যা ৩

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদায় বঙ্গ ভূমি অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্য আড়ম্বর তাহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোল-যাত্রার আবীর, ও রথ-যাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে, কাল হরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়; ইহা সকলের মনে একে বারে স্থির বিশ্বাস ছিল—ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠা-ভাব ছিল, অন্ন-শুদ্ধির উপরেই বিশেষ-রূপে চিত্ত-শুদ্ধি নির্ভর করিত, স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয় কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণ-জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন; ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহারদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা

হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহারদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গা স্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশা-কুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন; ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যা-শূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহারদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য-বিত্তাপহারক মন্ত্র-দাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায় শাস্ত্রে ও স্মৃতি শাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান ও অনুশীলনা থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহারদের আদি শাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে প্রতি দিন তিন বার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গলা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারো তাহার বর্ণ-শুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয় কর্ম্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্ক কষা জানা থাকিলেই তাঁহারদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহারদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরাজি অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ—এ সকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণ-যাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর-খেলার ন্যায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী-প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তি পূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে তখন পান-দোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহারদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না। পৌত্তলিকতা ছাড়িতে চান না, কিন্তু আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে তখনকার লোকেরা বাধিত হইয়াছিলেন; এ বিষয়ে রামমোহন রায় তাঁহারদিগকে যে প্রকারে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে তখনকার অবস্থার পরিবর্ত্তনের ভাব অনেক বুঝিতে পারিবেন।

"বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র-সম্মত এবং সভ্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্প কাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা-সিদ্ধ নহে, কি রূপ ইহা করি? কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরায় অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন, তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা

কোন্ শাস্ত্র-বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফার দিয়া বদ্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়?।"

যখন ধর্ম্মের প্রেরক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আপনারদের লাভের নিমিত্তে এবং প্রেরিত বিষয়ী লোকেরা আপনারদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নানা প্রকার দেব দেবীর উপাসনার বাহুল্য করিয়া আসিতেছিলেন; কোথাও আর আমারদের প্রিয়তম ব্রহ্মের নাম মাত্রও শ্রুতি-গোচর হইত না—এমন সময়ে মহাবুদ্ধি উদারাত্মা রামমোহন রায় 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জয়-পতাকা হস্তে লইয়া উচ্চ ভূমি হইতে উচ্চৈঃস্বরে এই পুরাতন বেদ-বাক্য উচ্চারণ দ্বারা মোহ-নিদ্রা-গ্রস্ত সকলকে চমকিত করিলেন। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,' উঠ, জাগ্রৎ হও, এবং উত্তম আচার্য্যের সন্নিধানে যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা কর—কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, সে ভয়ঙ্কর দিন মনে কর। আরো বলিলেন, যে "অতি অল্প দিনের প্রয়োজনীয় আর অতি অল্প উপকারী যে সকল সামগ্রী তাহা ক্রয় করিবার সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাক, আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয় তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা কর না।" তোমরা যদি মঙ্গল চাহ, তবে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্মকে জান, বাল্য-ক্রীড়ার ন্যায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর। সেই সত্যকে ভাব—'ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার সে জানে সকলে কেহ নাহি জানে তাঁকে।' তাঁহার এই সকল জ্বলন্ত জীবন্ত বাক্যেতে সে সময়ে অনেকের প্রগাঢ় মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল এবং তর্কবিতর্ক ও আন্দোলনের পর আন্দোলন আরম্ভ হইয়া সেই অবধি ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনার স্রোত এই বঙ্গ ভূমিতে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। এখন আমরা যে কত দিনে কি প্রকরণে কোন্ পথ দিয়া কোথায় উপনীত হই, তাহার কিছুই জানি না।

রামমোহন রায়ের এক জন
অনুগত শিষ্যের।

—•—

RELIGIOUS FAITH.

A life without love, even if it be a life of strictest morality, or of ascetic struggles after Divine communion, will never bring us really into His inner temple. Each step we gain thitherward, we shall lose again by the jar of hard or unkind feelings, and at the end of years be further away than at first. To cast out of our hearts all bitterness once and for ever; to cultivate, by gentle thoughts and self-sacrificing deeds, the power of sympathy; to ask God to pour the spirit of love into our souls,—these are the means He has appointed whereby we may come nearer to Him with unerring certainty. "He that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him." Our virtue and rectitude and sacrifices will avail nothing. We may give our bodies to be burned, and if we have not charity it profiteth nothing. We may hold the purest theologic creed, and dwell in the loftiest region of thought, and yet find God never the nearer. It is not the marble-palace mind of the philosopher which He will visit, but the humble heart which lies sheltered from the storms of passion, and all trailed over by the fragrant blossoms of sweet human affections.

When we have learned this great lesson of the Love of the unlovely,—learned to feel all the baseness of the sin involved in a selfish, thankless life,—learned to know by experience the unutterable value of Prayer,—then shall Theism become a religion fit for humanity. Then shall our Ark of Faith in the Living God, our Tables of the Moral Law, and our supporting staff of Hope in Immortality, be no more carried about through desert places, but fixed for ever in the City of Peace. Then shall the nations from the East and from the West build over it the last great Temple of all,—the temple of an eternal religion,—whose foundations shall be wide as the whole nature of man, and whose dome, reaching up to heaven, shall shelter and overshadow the world.

F. P. COBBE.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের আষাঢ় মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৮৬।০
যন্ত্রালয়	২৫৫।৶০
পুস্তক বিক্রয়	৬২৸০
সমাজ-গৃহ সংস্কার	২১।০
বাঙ্গালব্যাঙ্ক	৬ ৶৫
ডাক মাসুল	২১ ৸০
বিবিধ আয়	৫৸৶১৫
গচ্ছিত	২৪৸ ১৫
	৬৮১ ৶১৫

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	৯০।০
মাসিক বেতন	১২২॥০
যন্ত্রালয়	১১৬ ৵০
পুস্তক মুদ্রিত ও কাগজ ক্রয় ..	৫৪।৶০
আগরা ব্যাঙ্ক	৩০০
ডাক মাসুল	১৮৵১০
বিবিধ ব্যয়	৩৩৸১০
গচ্ছিত	১০।৶১৫
	৭৪৫।৶১৫

আয়	৬৮১৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩০৸৵১০
	১০১২৵৫
ব্যয়	৭৪৫।৶১৫
স্থিত	২৬৬৸১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের আষাঢ় মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম পালিত	৫
" কাশীনাথ দত্ত	৫
" অনন্তরাম মল্লিক	১
" কেশবচন্দ্র মল্লিক	১
" প্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত	১
" রমানাথ ঘোষ	১
" হারানচন্দ্র দাস	॥০
	১৪॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার	১০
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ..	১
	১২

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার	৸০
	২৭।০
আয়	২৭।০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭৪৸১০
	২০২(১০

ব্যয়

সরকারের কমিশন প্রভৃতি	৸০
আগরাব্যাঙ্ক	২০০
	২০০৸০
স্থিত	১।১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৭২৪॥০
শ্রীযুক্ত রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	৬।০
" শ্রীরাম পালিত ..	৫
" কাশীনাথ দে	৪
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	৩
" নবগোপাল মিত্র ..	২
" গোপালচন্দ্র মল্লিক ..	১
	২১।০
	৭৪৫৸০

বিজ্ঞাপন।

ইং মে মাসের ১ লা তারিখ অবধি ইস্কুলবুক এবং বর্ণাকুলার লিটরেচর সোসাইটীর ডিপোজিটরি লালবাজার ১২ নং বাটী হইতে গবর্ণমেন্ট হৌসের পূর্ব্বধারে ৯ নং বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

NOTICE

A lecture on *the present position and future prospects of the Brahmo Somaj* will be delivered by Baboo Nobo Gopal Mitter on Sunday the 6th August at 4 P M in the premises of the Calcutta Brahmo Somaj.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাকমাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১০ শ্রাবণ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
ভাদ্র ১৭৮৭ শক

২৬৫ সংখ্যা। ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৮১৬

১ জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমং। হব্যা জুহ্বান আসনি ॥

১ হে অগ্নে 'সপ্রথস্তমং' অতিশয়েন বিস্তীর্ণং 'বচঃ' স্তোত্রলক্ষণমস্মদীয়ং বচনং 'জুষস্ব' সেবস্ব। কীদৃশং 'দেবপ্সরস্তমং' দেবানাং প্রীণয়িতৃতমং। কিং কুর্ব্বন্ 'আসনি' তবাস্যে 'হব্যা' হব্যানি স্তোকলক্ষণানি হবীংষি 'জুহ্বানঃ' প্রক্ষিপন্। ইমানি স্তোকলক্ষণানি হবীংষি বৃথা মা ভূবন্ তৎ সর্ব্বং ত্বদীয়েন মুখেন স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ।

১ হে অগ্নি! নিজমুখে হব্য সকল নিক্ষেপ করত দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর আমাদের অতি বিস্তীর্ণ বাক্য-সকল সেবা কর।

৮১৭

২ অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ং। বোচেম ব্রহ্ম সানসি ॥

২ হে 'অঙ্গিরস্তম' অতিশয়েনাঙ্গনাদিগুণযুক্ত যদ্বা অঙ্গিরসাং বরিষ্ঠ 'বেধস্তম' বেধাইতি মেধাবিনাম অতিশয়েন মেধাবিন্ 'অগ্নে' 'অথ' অনন্তরং 'তে' তুভ্যং 'সানসি' সম্ভজনীয়ং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'ব্রহ্ম' স্তোত্রং 'বোচেম' বক্তারোভূয়াস্ম।

২ হে অঙ্গিরঃশ্রেষ্ঠ মেধাবিতম অগ্নি! অনন্তর তোমার সম্ভজনীয় প্রীতিকর স্তোত্র পাঠ করি।

৮১৮

৩ কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বরঃ। কোহ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥

৩ হে 'অগ্নে' 'জনানাং' মনুষ্যাণাংমধ্যে 'তে' তব 'কঃ' 'জামিঃ' বন্ধুঃ। ত্বং সর্ব্বৈর্গুণৈরধিকোসি তবানুরূপোবন্ধুর্নাস্তীতিভাবঃ। 'কঃ' 'দাশ্বধ্বরঃ' দাশুঃ দত্তোহধ্বরো-যজ্ঞোযেন সতথোক্তঃ ত্বাং জষ্টুমপি সমর্থঃ কোপি নাস্তীত্যর্থঃ। 'কোহ' কথম্ভূতস্ত্বমীদৃগ্রূপইতি সর্ব্বৈর্নজ্ঞায়সইত্যর্থঃ। 'কস্মিন্' স্থানে 'শ্রিতঃ' আশ্রিতঃ 'অসি' বর্ত্তসে তৎস্থানমপি ন কেনচিৎ জ্ঞায়তে। অতস্ত্বমস্মাভির্ম্মাংসদৃষ্টিভিঃ কথমুপলব্ধব্যইত্যগ্নিঃ প্রশস্যতে।

৩ হে অগ্নি! লোকের মধ্যে কে তোমার বন্ধু; কে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়, তুমি কি বস্তু, এবং তুমি কোথায় অবস্থিতি করিতেছ,

৮১৯

৪ ত্বং জামির্জনানামগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ঈড্যঃ ॥

৪ হে 'অগ্নে' ত্বমুক্তপ্রকারেণাচিন্ত্যরূপোঽপ্যনুগৃহীতৃ-তয়া সর্ব্বেষাং 'জনানাং' 'জামিঃ' বন্ধুঃ 'অসি'। তথা 'প্রিয়ঃ' প্রীণয়িতা ত্বং যজমানানাং 'মিত্রঃ' প্রমীতেস্ত্রায-কোসি। 'ঈড্যঃ' স্তুতিভিঃ স্তুত্যঃ ত্বং 'সখিভ্যঃ' সমান-খ্যানেভ্যঃ ঋত্বিগ্ভ্যঃ 'সখা' সখিবদত্যন্তং প্রিয়োসি।

৪ হে অগ্নি তুমি সকল লোকের বন্ধু, মিত্র, প্রিয়, সখিগণের সখা ও স্তবনীয়।

৮২০

৫ যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবা ঋতং বৃহৎ। অগ্নে যক্ষি স্বং দমং॥ ১।৫।২৩।

৫ হে 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মদর্থং 'মিত্রাবরুণা' এতৎসজ্ঞৌ দেবৌ 'যজা' যজ হবিষা পূজয। তথা 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্ 'যজা' যজ পূজয। 'ঋতং' সত্যং যথার্থফলং যজ্ঞঃ চ বজ ইত্যেতদর্থং 'বৃহৎ' প্রৌঢ়ং 'স্বং' স্বকীযং 'দমং' যজ্ঞগৃহং 'যক্ষি' যজ সংগচ্ছস্ব। ত্বয্যন্তর্ব্বিদ্যমানে সতি হি যজ্ঞগৃহং পূজ্যতে। ১।৫।২৩।

৫ হে অগ্নি! আমাদের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণকে পূজা কর, দেবগণকে পূজা কর, যজ্ঞকে পূজা কর, ও স্বকীয় বৃহৎ যজ্ঞ গৃহকে পূজা কর। ১।৫।২৩।

আর্য্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার।

জাতিতত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা মনুষ্য জাতি সকলের উৎপত্তি ও পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ যে বিদ্যা পৃথিবীস্থ ভাষা সকলের উৎপত্তি ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করে, অশীতি বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে এই দুই বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে রূপ শৃঙ্খলা ও যে রূপ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত, তাহা কিছুই ছিল না। অশীতি বৎসর হইল জর্ম্মন দেশে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আরম্ভ হয়; তদবধি ইয়ুরোপ খণ্ডে জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব এই দুই বিদ্যার বিশিষ্ট উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইয়ুরোপ ও আসিয়া খণ্ডের প্রধান প্রধান সভ্য জাতিদিগের ভাষা সকলের মধ্যে শব্দগত ও ব্যাকরণগত সৌসাদৃশ্য আছে এবং সেই সকল ভাষা আর্য্য ভাষা নামে এক আদিম ভাষা হইতে ও সেই সকল জাতি আর্য্য জাতি নামে এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এই মহতী আবিষ্ক্রিয়া উল্লিখিত বিদ্যাদ্বয়ের উন্নতির ফলস্বরূপ।

সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিক, ইংরাজী ও ইউরোপের অন্যান্য ভাষা-সকল এক আদিম ভাষা হইতে ও যে সকল জাতির মধ্যে সেই সকল ভাষা প্রচলিত আছে কিম্বা ছিল, সেই সকল জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বটী অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহল জনক। এই বিষয়ে অগণ্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টী অতি বিস্তীর্ণ; কিন্তু তাহা যেরূপ বাহুল্য করিয়া লেখা যাইতে পারে তাহা লিখিতে গেলে প্রস্তাবটী অত্যন্ত দীর্ঘ ও নীরস বিবরণে পূর্ণ হইয়া উঠে, অতএব জাতি-তত্ত্বজ্ঞ ও ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উল্লিখিত সকল ভাষার মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য প্রদর্শন এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঐ সকল ভাষার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অন্য দুই একটী ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ অতি নিকটস্থ পারসীক ভাষার সঙ্গে, তাহার পরে অতি দূরস্থ ইংরাজি ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিব।

পারস্য	সংস্কৃত।	পারস্য	সংস্কৃত।
পেদর্	পিতৃ	তপিদন্	তপ
মাদর্	মাতৃ	অস্ত	অস্তি
দোখ্তর্	দুহিতৃ	বুবম্	ভবামি
ব্রাদর্	ভ্রাতৃ	উষ্টর্	উষ্ট্র
মেষ	মেষ	বাদ	বাত
খর	খর	চর্খ	চক্র
শাখ	শাখা	তেজ	তেজস্
অস্তোখাঁ	অস্থি	পুর্	পূর
হলাহল	হলাহল	শের্	শিরস্
মেঘ	মেঘ	জানু	জানু
দামাদ্	জামাতৃ	বার	ভার
যোয়ান্	যুবন্	গাউ	গৌঃ
নর	নর	অঙ্গুস্ত	অঙ্গুষ্ঠ
গরম্	ঘর্ম্ম	সিতারা	তারা
আব্	অপ্	বাল	বাল
অস্প	অশ্ব	গন্দম্	গোধূম
নাম	নাম	জও	যব
খোষ্ক	শুষ্ক	মন্স্	মনস্
পা	পাদ	কাম	কাম
বাজু	বাহু	তন্	তনু
নও	নব	আরাম	আরাম*
এক্	এক	তাব	তাপ
দো	দ্বি	তেষ্না	তৃষ্ণা
চাহার	চতুর	বদন	বদন
পঞ্জ্	পঞ্চ	মূষ	মূষ
ষষ্	ষস্	শেগাল	শৃগাল
হপ্ত	সপ্ত	অস্তর	অশ্বতর
হস্ত	অষ্ট	বিস্তর	বিস্তর
দঃ	দশ	স্তান	স্থান
বিস্ত	বিংশতি	জঙ্গল	জঙ্গল
পোখ্তন্	পক্তুম্	দুর	দূর
দাদন্	দাতুম্	কার	কার্য্য
চরিদন্	চর	মস্ত	মত্ত
দাবিদন্	ধাব	রং	রঙ্গ

* উদ্যান।

পারস্য	সংস্কৃত।	পারস্য	সংস্কৃত।
দরিদন	দৃ	দর্	দ্বার
নখন্	নখ	অবর্	অভ্র
শায়া	ছায়া	চর্ম	চর্ম্মণ্
কেরম্	কৃমি	কর্ক	কর্ক,
বীম	ভীম*	——	——

এক্ষণে কতক গুলি ইংরাজী শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখান যাইতেছে। †

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাক্সন	সংস্কৃত
ম্যান	(Man)	——	মানব
ফাদর	(Father)	——	পিতৃ
মদর	(Mother)	——	মাতৃ
ব্রদর	(Brother)	——	ভ্রাতৃ

* এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত অন্য সকল ভাষার মধ্যে পারস্য ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য আছে, যে হেতু হিন্দু পুরাণাদিতে এবং পারসিকদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে পারস্য জাতি ও হিন্দু জাতি এক জাতি ছিল ও পরস্পর পৃথক হইলে পরেও পারস্য জাতির সঙ্গে হিন্দু জাতির বিলক্ষণ আলাপ ব্যবহার ছিল। পাঠকবর্গের নিকট প্রার্থনা যে এই প্রস্তাবের যেখানে যেখানে পারস্য জাতি ও পারস্য ভাষা এই দুই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে যেন তাঁহারা তাহাতে প্রাচীন পারস্য জাতি ও প্রাচীন পারস্য ভাষা বুঝেন। আরবেরা পারস্য দেশ অধিকার করিলে পর পারস্য জাতি ও পারস্য ভাষা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যদ্যপি উপরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত পারসিক শব্দ সকল বর্ত্তমান পারস্য ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু তাহা প্রাচীন পারস্য ভাষার অবশেষ স্বরূপ। বর্ত্তমান পারসী ভাষার অধিকাংশ শব্দ আরবী।

† যে সকল ইংরাজী শব্দ এঙ্গলোস্যাক্সন ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা অর্থাৎ লাটিন্ গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকল শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য আমরা এই প্রস্তাবে দেখাইব না; বিশুদ্ধ ইংরাজী শব্দ অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মূল এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখাইব। এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষোৎপন্ন ইংরাজী অনেক অনেক শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু সেই সকল ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার সময় ঐ সকল শব্দ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য; ইংরাজী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখাইতে গেলে প্রকৃত ইংরাজী শব্দ অর্থাৎ এঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষোৎপন্ন ইংরাজী শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য দেখান উচিত। এই সাদৃশ্য বিবেচনার সময় ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, টবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, তবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, টবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ তবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণেতে, পবর্গের প্রথম চারিটি বর্ণ পরস্পরেতে, দ কার জ কারে, ম কার ন কারে, র কার ল কারে এবং শ কার ও ষ কার স কার ও

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাক্সন	সংস্কৃত
সিষ্টর	(Sister)	——	স্বস্থ
ডটর	(Daughter)	ডোহটর	দুহিতৃ
সন	(Son)	সুনু	সূনু
কাউ	(Cow)	——	গৌঃ
অক্স	(Ox)	——	উক্ষা
মাউস্	(Mouse)	মুষ	মূষ
সাউ	(Sow)	শূগ	শূকর
রেণ	(Rein)	হ্রুণ	হরিণ
রেণ্ডিয়র	(Reindeer)		
স্নেক	(Snake)	স্নাক	নাগ
বোর	(Boar)	বর	বরাহ
কক্	(Cock)	——	কুক্কুট
নোজ	(Nose)	——	নস
আই	(Eye)	ইয়গ	অক্ষি
হার্ট	(Heart)	হিয়র্ট	হৃৎ
ব্রাউ	(Brow)	ব্রু	ভ্রূ
মাউথ	(Mouth)	মুথ	মুখ
হোম	(Home)	হম্	হর্ম্ম্য
ডোর	(Door)	——	দ্বার
কট	(Cot)	——	কুট
হল	(Hall)	——	শালা
ষ্টুল	(Stool)	ষ্টল	স্থল
ইওক	(Yoke)	জিয়ক্	যুগ
পাথ	(Path)	পথ	পথ
সোয়েট	(Sweat)	——	স্বেদ

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাক্সন	সংস্কৃত
সং	(Song)	——	সঙ্গীত
উইট	(Wit)	——	বিৎ
মীড্	(Mead)	——	মাধ্বী
গ্রিষ্ট	(Grist)	——	ঘৃষ্ট
ষ্ট্রু	(Strew)	——	স্তৃ
সো	(Sew)	সিউইঅন্	সীবন
ডে	(Day)	দিগ্	দিন
গো	(Go)	——	গম
অণ্ডর	(Under)	——	অন্তর
অপ	(Up)	——	উপ
ওবর	(Over)	——	উপরি
অপর	(Upper)	——	উপরি
ষ্টো	(Stow)	——	স্থা
বণ্ড	(Bond)	——	বন্ধ
ড্রপ্	(Drop)	——	দ্রব
টু	(Two)	টব	দ্বি
থ্রি	(Three)	——	ত্রি
সিক্স	(Six)	——	ষস্
সেবেন্	(Seven)	——	সপ্তন্
এইট	(Eight)	ইয়ট্	অষ্টন্
নাইন	(Nine)	——	নবন্
নিউ	(New)	——	নব
নাইট	(Night)	——	নক্তং
থর্ষ্ট	(Thirst)	——	তৃষ্ণা
ষ্টার	(Star)	——	তারা
নেম	(Name)	নাম	নাম
মষ্ট	(Must)	——	মত্ত
লুক্	(Look)	——	লুক
লীপ	(Leap)	হ্লিপন	লম্ফন
শ্লথ	(Sloth)	——	শ্লথ
হণ্টর	(Hunter)	হণ্টা	হন্তা, হন্তৃ
গ্লাড্	(Glad)	——	হ্লাদ
টিয়র	(Tear)	টিয়রান্	দীরণ
হোয়াইট	(White)	——	শ্বেত

হ কারে পরিণত হয়, ইহা ভাষা-পরিণামের এক নিয়ম। এই সকল ভাষা পরিণামের নিয়ম ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে বিলক্ষণ বিবৃত আছে। যেমন সকল নিয়মেরই ব্যভিচার স্থল আছে, তেমনি সেই সকল নিয়মেরও ব্যভিচার স্থল আছে। উল্লিখিত সাদৃশ্য পর্য্যালোচনার সময় আমারদিগের ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে এক শব্দে যে অর্থ প্রথম বুঝাইত, সেই শব্দ ভাষার অবস্থান্তরে ঠিক সেই অর্থটি না বুঝাইয়া আর এক অর্থ বুঝাইতে পারে, যাহা প্রথম অর্থের সহিত সম্পূর্ণ রূপে সম্পর্কশূন্য নহে। বঙ্গ ভাষায় হিংসা শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত। উপরিস্থ তালিকার সকল ইংরাজি শব্দের এঙ্গ্লোস্যাক্সন প্রতি শব্দ দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা দেওয়া যায় নাই। যে সকল ইংরাজী শব্দের এঙ্গলো স্যাক্সন প্রতি শব্দ দেওয়া হইয়াছে সেই প্রতিশব্দগুলি দেখিলেই বোধ হইবে যে তাহা ইংরাজী শব্দ অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের নিকটতর।

ইংরাজী	(English)	এঙ্গ্লোস্যাকসন	সংস্কৃত
ঊল	(Wool)	——	ঊর্ণা*
বোট	(Boat)	——	পোত
ফ্লোট	(Float)	——	প্লুত
চিউ	(Chew)	——	চর্ব্বণ
অদর	(Other)	——	ইতর
উইডো	(Widow)	উইডিউ	বিধবা
ইট	(Eat)	ইটন্	অদন
মিক্স	(Mix)	মিস্কন্	মিশ্রণ
ফিষ্ট	(Fist)	——	মুষ্ট
মিট	(Mete)	——	মিত
মিল	(Mill)	মিলন	মলন
ওআর	(War)	উইর	বীর
নেকেড্	(Naked)	নকড	নগ্ন
নেল	(Nail)	নিগেল	নখ
রীপ	(Reap)	——	রোপণ
সণ্ডর	(Sunder)	সণ্ড্রিন্	সন্দীরণ
মূট	(Moot)	——	মত
মিট	(Meet)		
মাইণ্ড	(Mind)	——	মন
কোয়েক	(Quake)	কোয়েকিয়ন্	কম্পন
নেবেল	(Navel)	——	নাভি
সাউণ্ড	(Sound)	সন	স্বন
ফ্লী	(Flee)	ফ্লীয়ন্	পলায়ন
এনীল	(Anneal)	——	অনল
এণ্ড	(End)	——	অন্ত
রোড	(Rode)	——	রূঢ
নেক্ষ্ট	(Next)	——	নিকট
হীল	(Heel)	হাইলডন	হেলন
সেম	(Same)	——	সম†

এই রূপে দেখান যাইতে পারে যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য আছে; কেবল শব্দ-সাদৃশ্য নহে ব্যাকরণের নিয়মেরও সাদৃশ্য আছে। রুষিয়ার পূর্ব্ব ভাগের ও পোলাণ্ডের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার এত সাদৃশ্য আছে যে যিনি ঋগ্বেদের সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তিনি অনেক পরিমাণে ঐ দুই দেশের শকট-চালকের সঙ্গীত বুঝিতে সক্ষম হয়েন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত জাতিদিগের ব্যক্তি-গত নামেরও সাদৃশ্য দুই একটী স্থলে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের বালসখা দেবদত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়েন, তাঁহার নামের সঙ্গে ইটালী দেশীয় বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা ডাওডাটি * নামের সম্পূর্ণ

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	বাঙ্গালা
ভগিনী	বোন্	পিতৃষ্বসা	পিসী
মাতৃষ্বসা	মাসী	বন্ধ্যা	বাঁজা
অবগুণ্ঠন	ঘোমটা	নগ্ন	ন্যাঙ্গটা
গৃহ	ঘর	অঙ্গন	উঠন
বিটঙ্ক	টোঙ্গ্	অরিষ্ট গৃহ	আঁতুড় ঘর
অর্গল	আগড়	অন্ত্র	আঁত
ক্রোড়	কোল	কফোণি	কনুই
বিতস্তি	বিগৎ	ব্যাম	বাঁউ
বৎস	বাছুর	পতঙ্গ	ফড়িঙ্গ
মৎস্য	মাছ	মক্ষিকা	মাছি
বরটা	বোলতা	জলৌকা	জোঁক
ত্রোটি	ঠোঁট	পলাণ্ডু	পেঁয়াজ
তিন্তিড়ী	তেঁতুল	কুট্মল	কুঁড়ি
রঞ্জিত	রাঙ্গা	দামন্	দড়ি
অদ্য	আজ	নর্ত্তন	নাচ
মৃত্তিকা	মাটি	নিম্ন	নামো
নক্রক	নেকড়া	কল্ক	খইল
পুস্তক	পুঁথি	উপবীত	পৈতা

উপরে উল্লিখিত কোন কোন বাঙ্গালা শব্দের অর্থও সংস্কৃত মূল শব্দের অর্থ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যথা—আগড়, ঠোঁট, রঞ্জিত, বাছুর। সংস্কৃত ভাষায় অর্গল শব্দে খিল বুঝায় কিন্তু আগড় শব্দে তাহা বুঝায় না। সংস্কৃত ভাষায় ত্রোটি শব্দে পক্ষীর ঠোঁট বুঝায় কিন্তু বাঙ্গলা ঠোঁট শব্দে সকল জন্তুর ঠোঁট বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় রঞ্জিত শব্দে রঙ্গ দেওয়া বুঝায় কিন্তু রাঙ্গা শব্দে লালবর্ণ বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় বৎস শব্দে সকল প্রকার জন্তুর সন্তান বুঝায় কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বাছুর শব্দে কেবল গাভীর সন্তান বুঝায়।

* ইটালিক ভাষাতে "ডাও" শব্দে দেব অর্থাৎ ঈশ্বর এবং "ডাটি" শব্দে দত্ত বুঝায়।

* হিন্দি ঊণ।

† উপরে লিখিত অনেক ইংরাজী শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইতে ভিন্ন আকার দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতে পারে যে এরূপ বিভিন্নাকার শব্দগুলি এক মূল হইতে উৎপন্ন কি না। কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দের আকার সেই সংস্কৃত শব্দ হইতে কত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে এ সংশয় দূরীকৃত হইবে। এরূপ বাঙ্গালা শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

সাদৃশ্য আছে। ছুই একটি ব্যবহার সম্বন্ধেও উল্লিখিত জাতিদিগের মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিবাহ কালে বর দ্বারা কন্যাকে অঙ্গুরীয় অথবা মাল্য প্রদান, বিবাহ বন্ধনের চিহ্ন-স্বরূপ গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি ছুই একটী বৈবাহিক রীতি উল্লিখিত সকল জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে; সেই সকল ব্যবহার সেম বংশোদ্ভব আরব জাতি কিম্বা আরবদিগের দৃষ্টান্তে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অন্য কোন জাতির মধ্যে অথবা চীন, খস, মঙ্গল প্রভৃতি কোন তুরানীয় জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না*। ইউরোপীয় সমুদায় রাজবংশে পিতা কিম্বা অন্য কোন গুরু জন কর্ত্তৃক কন্যা সম্প্রদানের প্রথা আছে। ঐ রূপ প্রথা সেম কিম্বা তুর জাতীয়দিগের মধ্যে নাই। এই প্রস্তাবের প্রথমে উল্লিখিত জাতিদিগের পরস্পর নৈকট্য তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাসাদি দ্বারাও প্রমাণীকৃত হয়। ডেন্সেণ্ট সাহেবের দ্বারা প্রকাশিত নর্সটেল্‌স অর্থাৎ নরওএ, স্যুইডেন ও ডেনমার্ক বাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাস-সংগ্রহ পুস্তকে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত উপন্যাস সদৃশ অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

উল্লিখিত জাতি-সকলের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সকলে বিশেষতঃ ভাষা সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকাতে বোধ হইতেছে যে সেই সকল জাতি এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম জাতি কোন্ জাতি? ইউরোপীয় সকল জাতির মধ্যে এমত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্ব দিক্ হইতে অর্থাৎ আসিয়া খণ্ড হইতে গমন করিয়া ইউরোপে বসতি করে। যখন এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে তখন এমত বোধ হইতে পারে যে পারস্য কিম্বা হিন্দু জাতি হইতে ঐ সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে, যে হেতু তাহা হইলে সেই সকল জাতির ভাষার সঙ্গে পারসিক অথবা সংস্কৃত ভাষার এবং ঐ সকল জাতির রীতি নীতির সঙ্গে পারস্য অথবা হিন্দু জাতির রীতি নীতির এক্ষণে যে রূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিকটতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হইত; কিন্তু সে রূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। অতএব পুনরায় সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে ঐ সকল জাতি কোন্ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এ ক্ষণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে যে উল্লিখিত জাতি সকলের মধ্যে কোন জাতির প্রাচীন গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ আছে কি না। হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদ রচয়িতারা আপনা দিগকে আর্য্য* বলিয়া ডাকিতেন। প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তাতে প্রাচীন পারসিক জাতি "ঐর্য্য" জাতি নামে উল্লিখিত আছে; সেই ঐর্য্য জাতির নাম হইতে পারস্য দেশের প্রকৃত নাম ইরান উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাস বেত্তা হেলেনিকস্ ও প্রাচীন গ্রীক কবি স্কাইলস্ পারসিকদিগকে এরিয়ন্ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন পারসিক জাতি এবং হিন্দু জাতি যে এক জাতি ছিল তাহা প্রাচীন পারস্য ভাষা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য এবং উভয় জাতি দ্বারা অগ্নি পূজা, সোমলতার রস যজ্ঞে ব্যবহার ও উপবীত ধারণ এবং ঋগ্বেদ ও জেন্দাবেস্তা উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত যম মিত্র প্রভৃতি কয়েকটি দেবতার সমানতা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু প্রাচীন পারসিক জাতির পূর্ব্ব

* ভারত বর্ষের মুসলমানেরা অনেকেই হিন্দু-কুলোদ্ভব। তাঁহারা বিবাহ বিষয়ে কোন কোন হিন্দু রীতির অনুসরণ করেন কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের শাস্ত্রোক্ত নহে।

* আর্য্য শব্দে অতি প্রাচীন কালে ক্ষেত্র কর্ষণকারী বুঝাইত কিন্তু তাহার পরে আবহমান কাল সম্ভ্রান্ত বুঝাইতেছে।

পুরুষেরা হিন্দুস্থান হইতে গিয়া পারস্য দেশে কিম্বা প্রাচীন হিন্দুজাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা পারস্য দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বসতি করিয়াছে এমত বোধ হয় না; যেহেতু উভয় জাতি পারস্য দেশ অথবা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর দেশ হইতে আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করিয়াছে এমত নিদর্শন তাহাদিগের অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে হিমালয়ের উত্তর দিক্‌স্থ দেশ সকল পুণ্য ভুমি ও দেবতাদিগের আবাস স্থান। ঐ সকল দেশের মধ্যে উত্তর কুরু নামক দেশ গ্রীক ভূগোল বেত্তা টলেমির গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ঐ উত্তর কুরুকে তাঁহাদিগের সময়ে আদিম হিন্দু রীতির আশ্রয় ভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "তোকম্ পুষ্যেম তনয়ম্ শতম্ হিমাঃ" * "শত হিমঋতু জীবিতবান্ পুত্র ও পৌত্র আমরা যেন পোষণ করি" এই রূপ আশীর্ব্বাদ বাক্য ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। এ প্রকার আশীর্ব্বাদ বাক্য কেবল হিম-প্রধান দেশের লোকদের মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। যখন এ প্রকার আশীর্ব্বাদ ভারত বর্ষের কোন প্রদেশের বায়ুমণ্ডলের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গত হয় না, তখন বোধ হইতেছে যে ঋগ্বেদ-রচয়িতাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে এই আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রচলিত ছিল এবং সেই পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ অপেক্ষা হিমতর প্রদেশে বাস করিতেন। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সন্তানেরা বসতি করিলে পরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত ঐ আশীর্ব্বাদ বাক্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তৎপরে বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদের পর রচিত অন্য গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, হিন্দুদিগের আদি পুরুষ মনু স্বদেশ জল দ্বারা প্লাবিত হওয়াতে দৈব-বল সহকারে এক নৌকায় রক্ষিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া তাহার অপর পার্শ্বের এক শৃঙ্গের উপরিস্থ বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করিয়াছিলেন। প্লাবনের জল যেমন কমিয়া আসিতে লাগিল, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা নিম্নে নামিতে লাগিল; তৎপরে তিনি ভারত-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তথায় বসতি করিলেন। যখন শতপথ ব্রাহ্মণে এমন উল্লেখ আছে যে মনু হিমালয় পার হইয়াছিলেন,* তখন অবশ্য তিনি সেই পর্ব্বতের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছিলেন ইহা বলা সেই ব্রাহ্মণ রচয়িতার অভিপ্রায়, তাহার সন্দেহ নাই। উল্লিখিত উপন্যাসে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের উত্তর দিক্‌স্থ গৃহের স্মরণ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়†। প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম-গ্রন্থেও উত্তরাঞ্চল অতি পবিত্র ভূমি ও মনুষ্যের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ আছে।

এ ক্ষণে অনুসন্ধান করা যাইতেছে যে পারস্য দেশ ও ভারতবর্ষের উত্তর দিকস্থ কোন্ দেশ হইতে আর্য্য জাতি আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র সকল কোন সম্বাদ প্রদান করে না, প্রাচীন পারসিক দিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহার সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেন্দিদাদ নামক প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে "ঐর্য্যানেম্‌বীজো" ‡ অর্থাৎ

* ঋগ্বেদ ১ অষ্টক। ৩৪ সূক্ত। ১৪ ঋক।

* "তেনৈত মুত্তরম্ গিরি মতি দুদ্রাব"। শতপথ ব্রাহ্মণ।

† বোধ হইতেছে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা জল প্লাবন কিম্বা অন্য কোন আধিদৈবিক উৎপাত দ্বারা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করে।

‡ পারসিক আর্য্য ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা অন্য দেশ হইতে আসিয়া ঐ ঐ দেশে বসতি করিবার অন্যান্য প্রমাণ যদি না থাকিত তথাপি কেবল এই "ঐর্য্যনেম্‌বীজো" নামক দেশের উল্লেখই তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ হইত না।

আর্য্যদিগের আদিম নিবাস নামক দেশের উল্লেখ আছে, তথায় দশ মাস ঘোর শীত ও দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুর প্রাদুর্ভাব। " ঐর্য্যনেম্‌বীজো " ব্যতীত বেন্দিদাদ গ্রন্থের উল্লিখিত অধ্যায়ে উক্ত, অন্য সকল দেশ স্বাধীন তাতার, আফগানিস্তান, ইরান ও পঞ্জাবে স্থিত। অতএব ঐ দেশও ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন না কোন স্থানে স্থিত ছিল এমত নিশ্চয় হইতেছে। উল্লিখিত দেশ সকলের সন্নিহিত অথচ সেখানে দশ মাস শীত ও দুই মাস মাত্র গ্রীষ্ম এমন দেশ কেবল বেলুর্‌ট্যাগ্‌ ও মুস্‌ট্যাগ্‌ পর্ব্বতের পশ্চিম দিকস্থ উচ্চ উপত্যকা সকল হইতে পারে। অতএব সেই সকল উপত্যকা ঐর্য্যনেম্‌বীজো নামক দেশ বলিয়া অবধারিত হইতেছে। ঐ স্থান হইতে আর্য্য জাতি নিকটস্থ এরিয়ানা দেশে*, ইরানে ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে বিস্তারিত হইয়াছে।

বোধ হইতেছে যে পারসিক আর্য্যেরা ও হিন্দু আর্য্যেরা কিয়ৎ কাল ঐর্য্যনেম্‌বীজো নামক দেশে অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত এরিয়ানা দেশে একত্র বসতি করিয়াছিল, তৎপরে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন বিবাদ নিবন্ধন তাহারা পৃথক্‌ হয় ও তাহাদের এক ভাগ ভারত বর্ষে আসিয়া ও আর এক ভাগ পারস্য দেশে গিয়া বসতি করে। উল্লিখিত বিবাদের একটি প্রমাণ স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে প্রাচীন পারস্য ভাষায় দেও শব্দে দৈত্য বুঝায় ও সংস্কৃত ভাষায় দেব শব্দে দেবতা বুঝায় এবং প্রথমোক্ত ভাষায় অহুর অর্থাৎ অসুর শব্দে দেবতা বুঝায় এবং শেষোক্ত ভাষায় অসুর শব্দে দৈত্য বুঝায়।

ঋগ্বেদে এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে প্রথমতঃ আর্য্যেরা ভারত বর্ষে আসিয়া পঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদীরতীরে বসতি করেন। ঋগ্বেদে গঙ্গা যমুনা অপেক্ষা পঞ্জাবের সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সপ্ত নদী* ও সরস্বতী নদীর অধিকতর উল্লেখ দেখা যায়। সেই সময়ে ভারত বর্ষের ঐ দেশ ও অন্যান্য দেশ অত্যন্ত অসভ্য জাতির নিবাস ভুমি ছিল। ঋগ্বেদে আর্য্যদিগের সঙ্গে দস্যু জাতি নামে এক জাতির সর্ব্বদা বিবাদ ঘটিবার কথা উল্লেখ আছে; সেই দস্যুরা কদর্য্যাকার, কদর্য্য ভাষা ও কদর্য্য ব্যবহার বিশিষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, ঘোর চক্ষু ও আম-মাংস-ভোজী ছিল। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে " মনবে শাসদব্রতান্‌ ত্বচং কৃষ্ণামরন্ধয়ৎ" † "ইন্দ্রদেব যজ্ঞ-বিহীন ও কৃষ্ণচর্ম্ম লোকদিগকে শাসন করিয়া মনুর (অর্থাৎ মনুর সন্তান আর্য্যদিগের) অধীন করিলেন।" " সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ " ‡ " ইন্দ্র তাহার শ্বেতবর্ণ বন্ধুদিগকে ক্ষেত্র দিলেন, সূর্য্য দিলেন ও জল দিলেন।" এই সকল শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে আর্য্য সন্তানেরা গৌর বর্ণ ছিলেন ও দস্যুরা কৃষ্ণ বর্ণ ছিল ¶ এবং আর্য্যেরা দস্যুদিগের দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। এই দস্যুরা কে? বোধ হইতেছে যে এক্ষণকার কোল ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি ভারত বর্ষের অসভ্য

* গ্রীকেরা স্বাধীন তাতারের দক্ষিণ ভাগকে এবং আফগানিস্থানের উত্তর ভাগকে এরিয়ানা অর্থাৎ আর্য্য দেশ বলিয়া ডাকিত। তাহারা ব্যাক্‌ট্রিয়া দেশকে আরিয়ানার শিরোভূষণ বলিত।

* এই সপ্ত সিন্ধু প্রাচীন পারসিক ধর্ম্ম গ্রন্থে হপ্তহিন্দু বলিয়া উল্লিখিত আছে। সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

† ঋগ্বেদ ২ অষ্টক। ১৩০ সূক্ত। ৮ ঋক্‌। কৃষ্ণত্বক এই শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে বোধ হইতেছে যে জেতৃ আর্য্যেরা জিত দস্যুদিগকে এক প্রকার "নিগর্‌" স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

‡ ঋগ্বেদ ১অষ্টক। ১০০ সূক্ত। ১৮ ঋক্‌।

¶ দাক্ষিণাত্যে গৌর বর্ণের এত গৌরব যে কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশের উপাধি পাণ্ডুরং এবং এক প্রকার হীন জাতিকে লোকে কালী প্রজা বলিয়া ডাকে।

জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা দস্যু নামে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের সঙ্গে এক দেশে থাকিয়াও এই কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্ম, ব্যবহার, ভাষা সকলই হিন্দুদিগের হইতে সংপূর্ণ রূপে ভিন্ন। বোধ হইতেছে আর্য্য সন্তানেরা ঐ অসভ্য জাতি সকলের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে কতক লোককে ক্রমে নিবাস ভুমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পর্ব্বত ও বনে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন আর অবশিষ্টগুলিকে দাসত্ব অবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন। উহারা ক্রমে শূদ্র নাম প্রাপ্ত হয়*।

আর্য্যেরা ক্রমে পঞ্জাব ও সরস্বতীর উপকূল হইতে পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বিস্তারিত হইতে লাগিলেন। মনু সংহিতাতে হিমালয় ও বিন্ধ্য গিরির মধ্যস্থিত দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ আছে, অতএব বোধ হইতেছে যে মনুর সময়ের পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানেরা পঞ্জাব ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ দেশ হইতে মধ্য হিন্দুস্থানে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। বেদান্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে সরস্বতী নদীর উপকূল হইতে সদানীরা অর্থাৎ গণ্ডকী নদীর উপকূল পর্য্যন্ত অগ্নি পূজা ক্রমশঃ প্রচারিত হয়। আর্য্য সন্তানেরা আর্য্যাবর্ত্তে বসতি করার পর ক্রমে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের সময় ঐ প্রবেশ কার্য্য সম্পাদিত হয়। পরশুরামের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরিকেল্‌ দেশে ব্রাহ্মণদিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের কথা পুরাণে উল্লিখিত আছে। দাক্ষিণাত্যের সামান্য লোকদিগের ভাষা সংস্কৃত হইতে সংপূর্ণ রূপে ভিন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাতে পিতামাতা প্রভৃতি কতকগুলি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং কতকগুলি সামান্য পশু ও দ্রব্য সামগ্রীর নামের ঐক্য আছে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সামান্য লোকদিগের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সেরূপ সাদৃশ্যও নাই। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে সেই সকল সামান্য লোক আর্য্য-বংশোদ্ভব নহে। তাহাদিগেরই পূর্ব্বতন পুরুষ দ্বারা সমস্ত দাক্ষিণাত্য নিবাসিত ছিল, পরে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দু জাতি তথায় গিয়া বসতি করেন।

ভারত বর্ষ হইতে আর্য্য সন্তানেরা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারিত হয়। বঙ্গ দেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ কোন কারণ বশত তাঁহার পিতা সিংহবাহু কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রায় ৮০০ অনুচর সহিত পোতারোহণ পূর্ব্বক সিংহল দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার যক্ষ অর্থাৎ আদিম নিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, মহাবংশ নামক সিংহল দেশীয় ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে। বিজয়ের বংশোপাধি সিংহ হইতে সিংহল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বাবেল্‌ মেণ্ডব প্রণালীর নিকট শকোট্রা অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে হিন্দুরা গিয়া বসতি করিয়াছিল। মলয় নামক উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা, যব ও বলী নামক দ্বীপ সকলে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল স্থানের ভাষা সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। এ সকল স্থানের অন্তর্গত অনেক নগর ও গ্রামের নাম সংস্কৃত। পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপবাসীরা একবাক্য হইয়া কহে যে ক্লিং অর্থাৎ কলিঙ্গ দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা

* ঋগ্বেদে দস্যু ও দাস দুই শব্দ একই অর্থে অর্থাৎ অসভ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দস্যুরা দাসত্ব অবস্থায় পরিণত হইলে পর দাস শব্দ ক্রমে ভৃত্য বুঝাইতে লাগিল।

আনীত হইয়াছে। প্রথমে যব দ্বীপেই সে সকল আনীত হয়, পরে তথা হইতে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা শস্যাঢ্যতা প্রযুক্ত যব দ্বীপকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রথম শকাব্দে ত্রিতুষ্টি নামক এক জন ব্রাহ্মণ বহু লোক সমভিব্যাহারে যব দ্বীপে গমন করেন। তাঁহারা দ্বীপের দক্ষিণ তটে উত্তীর্ণ হইয়া মেরু নামক পর্ব্বত-মূলে প্রথমতঃ বসতি করিয়াছিলেন। ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রী ও শিশু ছিল। উল্লিখিত কএকটী দ্বীপের মধ্যে ভারত বর্ষ হইতে সকল অপেক্ষা অধিক দূর বলী দ্বীপেই হিন্দু উপনিবেশের প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি আছে এবং হিন্দু দেবদেবীর বিস্তর মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন মন্দিরে কোন প্রকার দেবমূর্ত্তি নাই *। ব্রাহ্মণ দিগের অসামান্য সম্মান ও শিখা রাখিবার বিশেষ প্রথা †, সমান বর্ণের সহিত বিবাহ, গোবধ প্রতিষেধ, মৃত পতির অনুগমন, মৃত শরীর দাহ, নানাবিধ ছন্দের নাম, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদি গ্রন্থ, সময় বিভাগ এই সকল বিষয়ে বলী দ্বীপস্থ হিন্দু ও ভারতবর্ষীয় হিন্দু উভয় জাতির বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভাষারূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া যাইলে পর দেখা যায় যে আর্য্য সন্তানেরা আরও দূরে বিস্তৃত হইয়া ছিল, যেহেতু ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবশিষ্ট দ্বীপ সকলের ও পলিনীশিয়া দ্বীপপুঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ সকলের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য অল্প বা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এমন কি, আমেরিকার আদিম নিবাসী কোন কোন অসভ্য জাতিদিগের ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষারূপ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রকার প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে যে আমেরিকায় তুই একটী আদিম জাতি আর্য্য কুলোদ্ভব। পিরু দেশের ইঙ্কা নামক রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিত ও রামসিতোয়া নামে এক উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিত। তাহাদিগের পুরোহিত দিগের নাম "অমৌত" ছিল। এই "অমৌত" শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত "অমাত্য" শব্দের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এই সকল নিদর্শন দ্বারা ইহা সম্ভব বোধ হইতেছে যে আর্য্য সন্তানেরা পূর্ব্ব দিক্ হইতে যাইয়া অতি প্রাচীন কালে আমেরিকায় বসতি করিয়া ছিল *।

উপরে প্রাচ্য আর্য্যদিগের বিস্তার বিষয়ে বলা হইল, এক্ষণে প্রতীচ্য আর্য্যদিগের বিস্তার বিষয়ে বলা হইতেছে। ঐর্য্যনেম্‌বীজো নামক স্থান হইতে অথবা তৎসন্নিহিত প্রাচীন এরিয়ানা দেশ হইতে গ্রীক ও রোমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা গ্রীস ও ইটালীতে গিয়া বসতি করে। গ্রীক ও রোমান জাতি ব্যতীত ইউরোপীয় অন্যান্য প্রধান জাতি ঐ স্থান হইতে কাহার পর কে গিয়া ইউরোপ খণ্ডে বসতি করে, তাহা ভাষা-সাদৃশ্যের পরিমাণানুসারে নির্ণয় করা যায়। কেল্‌টিক শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ প্রাচীন ইংলণ্ড, প্রাচীন ফ্রান্স, প্রাচীন স্পেন প্রভৃতি দেশের এবং বর্ত্তমান

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত যাবা ও বলী উপদ্বীপ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব।

† আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বলীদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণেরা উপবীত ধারণ অথবা প্রতিমূর্ত্তি পূজা করেন না।

* আমেরিকা খণ্ডে আর্য্য জাতির উপনিবেশের কথা যাহা উপরে বলা হইল, তাহা অনেকের আনুমানিক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যখন কর্ণিলয়স্ নিপস্ নামক রোমান চরিত্রাখ্যায়ক জর্মন সমুদ্রে জল মগ্ন হিন্দু পোত হইতে উদ্ধারিত ও রোমান প্রোকন্সলের নিকট প্রেরিত নাবিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন হিন্দুদিগের আমেরিকা যাওয়ার কথা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না।

ওয়েল্‌স ও আয়ার্লাণ্ড দেশের এবং স্কট্‌লাণ্ডের হাইলাণ্ড প্রদেশ ও ফ্রান্সের বৃটেনী প্রদেশের ভাষা অপেক্ষা টিউটনিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ জর্ম্মণ্, ডেনিশ্, সুইডিস্, নরউইজিয়ান্, ডচ্ ও এঙ্গ্লো স্যাক্‌সন্ ভাষা সকলের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আবার টিউটনিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অপেক্ষা শ্লেবণিক্ শ্রেণীস্থ ভাষা অর্থাৎ রুশিয়া, পোলাণ্ড ও পূর্ব্ব প্রুষিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অধিকতর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে আর্য্য জাতির যে শাখা হইতে কেল্‌টিক জাতি সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাগ্রে ইউরোপে বসতি করিয়াছিল; তৎপরে টিউটন্‌দিগের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে ও পরিশেষে শ্লেব দিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর সেই খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এই রূপে আর্য্য জাতি ইয়ুরোপে বসতি করিয়া তথা হইতে আমেরিকায় বিস্তৃত হয়। কলম্বস্ দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অনেক পূর্ব্বে আর্য্য-বংশোদ্ভব নরওএ ও আইস্‌লাণ্ড দ্বীপের লোকেরা আমেরিকার অন্তর্গত বিন্‌লণ্ডে (যাহাকে এক্ষণে মেসেচুসেট্‌স্ কহে তথায়) গিয়া বসতি করে; তৎপরে কলম্বস দ্বারা আমেরিকা প্রকৃত প্রস্তাবে আবিষ্কৃত হইলে তথায় স্পেনিয়ার্ড, পর্ত্তুগীজ ইংরাজ ও ইউরোপের অন্যান্য আর্য্য জাতিরা গিয়া বসতি করে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাচ্য আর্য্যেরা আমেরিকায় গিয়া বসতি করিয়া ছিলেন এমত সম্ভব বোধ হয়; এক্ষণে তথায় প্রতীচ্য আর্য্যদিগের উপনিবেশের কথা উল্লেখ করিলাম এই রূপে আর্য্য জাতির বিস্তারের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রবাহের সহিত তাহার পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহের সম্মিলন করাইয়া উক্ত বিস্তার সম্বন্ধে লেখনীকে বিরাম প্রদান করিলাম।

যেখানে যেখানে, আর্য্য জাতি গিয়া বসতি করিয়াছে সেই সকল স্থানের মধ্যে অনেক স্থানে আর্য্য নাম কোন না কোন আকারে বিদ্যমান ছিল অথবা আছে। আরমেনিয়া দেশের ভাষায় "অরি" শব্দে সাহসিক ও মান্য বুঝায়। ককেশস্ পর্ব্বতে অসেটিক্ জাতি বলিয়া এক জাতি বসতি করে, তাহাদিগের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সৌসাদৃশ্য আছে। তাহারা আপনাদিগকে "আয়রন্" জাতি বলিয়া ডাকে। পূর্ব্ব কালে গ্রীসের উত্তর দিকস্থ থ্রেস্ দেশের নাম এরিয়া ছিল। জর্ম্মণি দেশে অতি প্রাচীন কালে এরাই নামে এক জাতি বসতি করিত। কেহ কেহ এমত অনুমান করেন যে আয়ার্লণ্ড দেশের নামে উল্লিখিত আর্য্য নাম পরিলক্ষিত হয়। ইয়ুরোপ খণ্ড হইতে আসিয়া খণ্ডে পুনরাগমন করিয়া দেখি যে আর্য্য উপাধি পারস্য দেশের প্রাচীন রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ধারণ করিতেন। যে সকল শরাকৃতি অক্ষর যুক্ত চিত্রফলক সম্প্রতি পারস্য দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রাজা দরায়ুষ (ডেরায়স্) আপনাকে ঐর্য্য বলিয়া আখ্যাত করিতে দৃষ্ট হয়েন। এরিওরম্না, এরিও বার্য্যেনিস্, এরিও মেনিস্, এরিও মর্দ্দস্ এই সকল প্রাচীন পারস্য নামে ঐ আর্য্য নাম পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদ রচনার সময়ের হিন্দুরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া ডাকিত এবং হিন্দু আর্য্যদিগের নিবাস ভুমির নাম আর্য্যাবর্ত্ত ছিল। প্রাচীন কালে হিন্দুরা গুরু জনকে আর্য্য ও মান্যা স্ত্রীলোককে আর্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেন; ঐ কালের স্ত্রীরা স্বামী ও দেবরকে আর্য্য-

পুত্র বলিয়া ডাকিত। মুসলমানদিগের
কর্ত্তৃক ভারত বর্ষ আক্রান্ত হইবার অনেক
পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে এই আর্য্য নাম
বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অদ্যাপি দা-
ক্ষিণাত্যের কোন কোন ব্রাহ্মণ বংশ
“ আয়্যর্ ” উপাধি ধারণ করেন। এই
আয়্যর্ শব্দ যে আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ
তাহার সন্দেহ নাই *। বাঙ্গালা আয়ী
শব্দও সংস্কৃত আর্য্যা শব্দ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে।

কি প্রাচীন কালে কি অধুনাতন কালে
সকল কালেই পৃথিবীর পুরাবৃত্তে আর্য্য
জাতিরা প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসি-
তেছেন। পুরা কালের অক্ষয় কীর্ত্তি, অধু-
নাতন কালের উন্নতি, অধিক পরিমাণে
আর্য্যবীর্য্য-সমুদ্ভূত। পুরা কালে ভারত-
বর্ষীয় আর্য্যেরা নানা বিদ্যার অনুশীলন
দ্বারা মানসিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।
তাঁহাদিগেরই নিকট হইতে সেই কালের
এবং অধুনাতন কালের অনেক সভ্য
জাতি দর্শন, জ্যোতিষ, অঙ্ক, চিকিৎসা
প্রভৃতি অনেক বিদ্যার বীজ এমন কি
নীতিগর্ভ উপন্যাস ও চতুরঙ্গ ক্রীড়া প-
র্য্যন্ত † শিক্ষা করিয়াছেন। পুরা কালে
গ্রীসদেশীয় আর্য্যেরা চিত্র বিদ্যা, ভাস্কর
বিদ্যা, ও গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যায় নৈপুণ্যের এবং
কবিত্ব শক্তি ও বাগ্মিতার পরা কাষ্ঠা প্রদ-
র্শন করিয়াছিলেন। ঐ কালে রোমদেশীয়
আর্য্যেরা পৃথিবীর তৃতীয়াংশের একাংশ
স্বীয় বাহুবলে অধিকার করিয়া তাঁহাদিগের
সপ্ত পর্ব্বতস্থিত মহানগর হইতে অসংখ্য
অধীন জাতিকে রাজনিয়মের বিধেয় করিয়া
ছিলেন। অধুনাতন কালেও ফ্রান্সদেশীয়
আর্য্যেরা সভ্যতা ও যুদ্ধ নৈপুণ্যের আদর্শ-
স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। যত দূর
কাষ্ঠ প্লবমান হইতে পারে, ইংলণ্ডীয় আ-
র্য্যেরা তত দূর সমুদ্রের উপর একাধিপত্য
করিতেছেন এবং শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য,
দৃঢ়তা, অবিচলিত উৎসাহ, স্থির নিষ্ঠা ও
নিয়মপরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে-
ছেন। জর্ম্মন দেশীয় আর্য্যেরা নানাপ্রকার
বিদ্যার চর্চ্চায় বুদ্ধির অসাধারণ ও আশ্চর্য্য
প্রগাঢ়তা প্রকাশ করিয়া দিগন্তব্যাপী
খ্যাতি লাভ করিতেছেন, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম
বিদ্যা সংক্রান্ত সুগভীর অনুসন্ধান দ্বারা
আপনাদিগের কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত স্বীয় জা-
তির নামের ব্যুৎপত্তি * সার্থক করিতে-
ছেন। স্থায়ী কীর্ত্তি কেবল আর্য্য জাতি-
দিগের অধিকার। সেম্ ও তুরবংশীয় লো-
কেরা উত্তপ্ত বালুকাময় মরু ভূমি কিম্বা
তুষারাবৃত পর্ব্বত হইতে অকস্মাৎ বিনিঃ-
সৃত হইয়া ঘূর্ণবাতের ন্যায় পৃথিবীস্থ
দেশের উপর পতিত হইয়া তাহা ছিন্ন
ভিন্ন করত সাম্রাজ্য ও রাজ্য স্থাপন করিয়া
ছিল কিন্তু তাহাদিগের সংস্থাপিত সা-
ম্রাজ্য ও রাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়াছে, অ-
থবা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আর্য্য
জাতির প্রভা ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া পূর্ব্বা-
হ্নের সূর্য্যের ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে;
আর্য্য জাতির খ্যাতিরবে সমস্ত মেদিনী
নিনাদিত হইতেছে। আর্য্য জাতিদিগের

* এই প্রস্তাব লেখকের মান্দ্রাজ দেশীয় একটী বন্ধুর
নাম কুমার স্বামী অয়্যর্ এই রূপ অয়্যর উপাধি-ধারী
অনেক ব্যক্তি মান্দ্রাজে আছেন।

† প্রাচীন কালে গ্রীস দেশীয় কোন কোন দার্শনিক
ভারত বর্ষে আসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ,
অঙ্ক ও চিকিৎসা বিদ্যা সকলের অনেক সন্ধান আরবেরা
ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা তাহাদি-
গের গ্রন্থে তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। আরব
দিগের নিকট হইতে ইউরোপীয়েরা ঐ সকল বিদ্যা প্র-
থমে শিক্ষা করেন। বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ “পিল্পের
গল্প” নামে ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে। নওসের-
ওঁয়া রাজার সময়ে তাহার আদেশে পারস্য দেশীয়
লোকে ভারত বর্ষে আসিয়া চতুরঙ্গ ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া
ও উল্লিখত গল্প পুস্তক লইয়া যায়। পারস্য দেশ হইতে
উভয় বস্তুই ক্রমে ইউরোপে প্রচারিত হয়।

* জর্ম্মনের পণ্ডিতেরা বলেন, জর্ম্মন নাম শর্ম্মন্ শব্দ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার একটি বিশেষ গুণ আছে, যাহা
অন্য জাতির নাই। আর্য্য জাতিরা মৃত
হইয়াও কল্পিত ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় পু-
নরায় নব জীবন ও নব যৌবন প্রাপ্ত হয়।
স্যাক্সনেরা নর্ম্মেনদিগের এবং গ্রীকেরা
তুর্ক দিগের অত্যাচারে অবসাদ দশা প্রাপ্ত
হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। ইহাতে
ভরসা হইতেছে যে আমাদের জাতিও
পুনরায় ঐ রূপ উন্নতি লাভ করিবে। এখ-
নই তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে।
এখনই হিন্দু জাতি অন্যান্য সভ্য জাতি-
দিগের সহিত সমকক্ষতারূপ ক্ষেত্রে অব-
তরণ করিবার জন্য কুণ্ডল স্পন্দন করিতেছে।

ইহা অবশ্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার
করিতে হইবে যে ভারতবর্ষীয় আর্য্য জা-
তিতে নব জীবন সঞ্চারের কারণ এই
দেশে আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষদি-
গের আগমন। সেই দিনকে অবশ্য শুভ
জ্ঞান করিতে হইবে যে দিন তাঁহারা ভা-
রত বর্ষে প্রথম পদার্পণ করিলেন। এক্ষণে
অন্য সকল আর্য্য জাতি অপেক্ষা ইংরাজ
জাতির সহিত আমাদিগের নিকটতর
সম্বন্ধ। তাঁহাদিগেরই হস্তে এই বৃহৎ রা-
জ্যের শাসনের ভার ঈশ্বর সমর্পণ করিয়া-
ছেন। হিন্দু জাতির প্রতি তাঁহাদিগের
স্নেহ প্রদর্শন করিবার অন্যান্য কারণ মধ্যে
এই একটি কারণ যে তাঁহারা উভয়েই এক
বংশোদ্ভব। হিন্দু জাতি ইংরাজ জাতি
অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব হিন্দু দিগকে
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ইংরাজ দিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা
স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। এক্ষণে কনিষ্ঠ
ভ্রাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রক্ষ-
ণাবেক্ষণ ও পালন এবং তাহার উন্নতি
সাধন করিতেছেন। ইংরাজ জাতীয় কোন
কোন প্রধান ব্যক্তি এই কথা বলিয়া থা-
কেন যে ভারতবর্ষীয় দিগকে সভ্য ও ক্ষ-
মতাশালী করা তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্ব-
রার্পিত ভার; যে পর্য্যন্ত না সেই কার্য্য
সাধিত হয়, তাঁহারা এখানে অবস্থিতি
করিবেন, সেই কার্য্য সম্পাদিত হইলেই
তাঁহারা ভারত বর্ষ হইতে অবসৃত হইবেন।
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তিনি এই বাক্য
সার্থক করিবার জন্য তাঁহাদিগের সকলকে
সুমতি প্রদান করেন।

হিন্দুদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ইংরাজ-
দিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে বর্ণনা করিয়া
এক জন ইংরাজ লেখক নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে
একটি সুন্দর আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এক ব্যক্তির দুই
পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অতি শান্ত, ধীর-
প্রকৃতি ও ধ্যান-পরায়ণ ছিলেন এবং অ-
ধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত
থাকিতেন। দ্বিতীয় পুত্রটি কার্য্য-প্রিয় ও
কার্য্য-কুশল কিন্তু চপলস্বভাব ছিলেন।
তিনি কখন ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন *,
কখন ভগিনীদিগের সঙ্গে দুগ্ধ দোহন করি-
তেন †, কখন বা মৃগয়া করিতেন, কখন
বা সামান্য ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকিতেন।
তিনি এক দণ্ড স্থির থাকিতেন না। তিনি
কার্য্য-কুশল হইলেও পিতা তাঁহাকে সম-
ধিক স্নেহ করিতেন না; শান্ত-স্বভাব জ্যেষ্ঠ
পুত্রটি তাঁহার প্রিয় পুত্র ছিল। একদা ক-
নিষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিতে করিতে অধিক
দূর গমন করিলে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে
তাঁহার স্বদেশের প্রান্তে যে পর্ব্বত দূর
হইতে মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইত, তাহা উ-
ল্লঙ্ঘন করিয়া এক বার দেখেন যে তাহার
ওপার্শ্বে কি আছে। এই ইচ্ছা যেমনই

* পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আর্য্য শব্দে আদিম
কালে ক্ষেত্রকর্ষণ-কারী বুঝাইত।

† আদিম আর্য্যদিগের কন্যারা বাটীর গাভীর দুগ্ধ
দোহন কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে দুহিতৃ শব্দের
উৎপত্তি হয়।

তাঁহার মনে উদিত হইল, অমনি তাহা পূ-
রণে যত্নবান্ হইলেন। অনেক কষ্টে সেই
পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলেন যে সে-
দিকের ভূমি মনোহর শ্যামবর্ণ নবীন-তৃণা-
চ্ছাদিত এবং তাঁহার জন্ম-ভূমি অপেক্ষা
অধিক পরিমাণে উর্ব্বরা ও সুদৃশ্য। তিনি
স্থানের উৎকর্ষতায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় ব-
সতি করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার
পিতার অনাদর ঐ ইচ্ছার পোষকতা করি-
য়াছিল। সেই স্থানে অনেক দিন বসতি
করিলে পর নিজ-স্বভাব-সুলভ চপলতা ও
কৌতূহল বশতঃ তিনি মনে করিলেন যে যে-
খানে তিনি বসতি করিতেছেন,তাহা হইতে
দূরে গমন করিলে বোধ হয় তাহা অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর দেশ প্রাপ্ত হইবেন। এই
রূপে ক্রমে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তনের
পর তিনি গ্রীস দেশে উপস্থিত হইয়া দে-
খিলেন যে তাহা অতি সুন্দর বন, উপবন
ও নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন পর্ব্বত দ্বারা সুশো-
ভিত। সেখানকার আকাশ নির্ম্মল ও
পরিষ্কার ও তথায় রমণীয় প্রসন্নাম্বু স্রোত-
স্বতী-সকল সুমধুর কল কল স্বরে প্রবা-
হিত হইতেছে এবং পক্ষিগণ নিকুঞ্জো-
পরি আরূঢ় হইয়া সঙ্গীত সুধা বর্ষণ
করিতেছে। তিনি দেখিলেন,গ্রীস অপেক্ষা
গ্রীসের নিকটস্থ ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সকল
আরো সুশোভন। তিনি তাহাদের মনো-
হর কান্তি দর্পণবৎ স্বচ্ছ ইজীয় সমুদ্রের
জলে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া বিমোহিত হই-
লেন। এমন উত্তম স্থান পাইয়া তিনি আ-
পনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া তথায়
বসতি করিলেন। স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁহার
আত্মাতে প্রতিফলিত হইল। তিনি সকল
প্রকার সৌন্দর্য্যের এ রূপ উপাসক হইয়া
উঠিলেন যে সৌন্দর্য্যে তিনি জীবিত ছি-
লেন এবং সৌন্দর্য্য-রস তাঁহার আত্মার
একমাত্র আহার ছিল বলিলেও বলা যাইতে
পারে। এই সৌন্দর্য্যাসক্তি তাঁহার স-
কল কার্য্যে প্রকাশ পাইতেলাগিল, কিন্তু
এরূপ সৌন্দর্য্যাসক্তির সঙ্গে তিনি অসা-
ধারণ ধীশক্তি, সাহস, দৃঢ়তা ও পুরুষত্ব
সংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতা,
পুরাবৃত্ত, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও সঙ্গীত
বিদ্যায় অদ্বিতীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া
জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, বজ্র-
বলের ন্যায় কার্য্য কর অদ্ভুত বাগ্মিতা-শক্তি
সহকারে সমুদ্রতরঙ্গবৎ অস্থির ও উগ্র
প্রজাতন্ত্র সকল যদৃচ্ছা ক্রমে পরিচালিত ও
দূরস্থ রাজমুকুট সকল কম্পিত করিয়াছি-
লেন, দর্শন শাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা
অন্তঃপ্রকৃতির নিগূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত
করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বাহুবলে আসিয়া
ও আফ্রিকা খণ্ড জয় করিয়া সভ্যতার স্রোত
তথায় প্রবাহিত করিয়াছিলেন। উক্ত
কনিষ্ঠ পুত্র গ্রীস দেশ হইতে ইটালিদেশে
গমন করিয়া সপ্ত পর্ব্বতস্থিত রোম নামক
নগর পত্তন করিলেন, ক্রমে ক্রমে স-
মস্ত ইটালি দেশ জয় করিলেন, শৌর্য্য বীর্য্য
সত্যনিষ্ঠতা ও দেশহিতৈষিতার পরা কাষ্ঠা
প্রদর্শন করিলেন এবং পৃথিবীর তৃতীয় অং-
শের এক অংশ জয় করিয়া ইউরোপের
বর্ত্তমান রাজ্য সকলের নিয়মের পত্তনভুমি-
স্বরূপ রাজ-নিয়ম প্রচার করিলেন। তিনি
এই রূপে ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ
করিতে করিতে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সাহস,
দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের আদর্শ স্বরূপ হইলেন,
অসাধারণ স্বাধীনতাস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া স-
মস্ত লোককে চমৎকৃত করিলেন,এক রাজ্য-
শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, সে রাজ্য
শাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র, সম্ভ্রান্ত তন্ত্র ও
একনায়ক তন্ত্র প্রভৃতি সকল প্রকার শাসন
প্রণালীর দোষ শূন্য হইয়া তাহাদের কেবল

গুণ গুলি ধারণ করে। তিনি সমুদ্ররাজ বলিয়া
খ্যাত হইলেন এবং মেদিনীব্যাপী এক
বিস্তীর্ণ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন,সে রাজ্যের
সম্বন্ধে সূর্য্য অস্তমিত হয় না।

ও দিকে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ-ভুমির অনুর্ব্ব-
রতা নিবন্ধন স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে
বাধ্য হইয়া স্বদেশ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে
ভারত বর্ষে আগমন করিলেন। ঐ অল্প
দূর আসিয়াই তিনি মনে করিলেন যে অ-
নেক পরিশ্রম হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রাম
করি। ভারত বর্ষের ভুমির স্বাভাবিক উর্ব্ব-
রতা তাঁহার বিশ্রামাসক্তির পোষকতা ক-
রিল, তিনি আরো ধ্যানপরায়ণ হইয়া উঠি-
লেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে অন্যত্র আর
গমন করিলেন না; সেই খানেই বদ্ধ হইয়া
রহিলেন। ক্রমে তাঁহার আলস্য বৃদ্ধি
হইতে লাগিল, তিনি ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য
হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি
লোকেরা আসিয়া তাঁহার আবাসস্থান বল
পূর্ব্বক অধিকার করিল এবং তাঁহার প্রতি
ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিল, এমত
সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে এক
আর্ত্তনাদ সমুদ্রের এ পার হইতে গমন ক-
রিল। সে আর্ত্তনাদ এই "ভাই! রক্ষা
কর।" কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঝিতে পারিলেন
না যে কে আর্ত্তনাদ করিল কিন্তু কেবল
সেই আর্ত্তনাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি
যেখান হইতে তাহা আসিয়াছিল সেখানে
আগমন করিলেন এবং প্রপীড়িত ব্যক্তির
শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আসন্ন
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি প্রথমে
সেই ব্যক্তির জীর্ণ শীর্ণ কলেবর দেখিয়া
তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে চিনি-
তে পারিলেন না কিন্তু যখন তাঁহারা পিতৃ-
নিকেতনে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁ-
হারা যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন সেই
সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ঐ ব্যক্তি
দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বুঝিতে
পারিলেন যে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা *।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ব্রহ্মানুরাগ ও তাহার উদ্দীপন।

"তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে ও মনুষ্যের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।"

আকর্ষণ ও বিয়োজন, লোভ ও ভয়
এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষ এই তিনিটি দ্বন্দ
ক্রমান্বয়ে ভৌতিক প্রকৃতি, পশুভাব
ও স্বাধীনতার সহচর। মানুষে যত টুকু
ভৌতিক প্রকৃতি, তত টুকু আকর্ষণ ও
বিয়োজন; যত টুকু পশুভাব, তত টুকু
লোভ ও ভয় এবং যত টুকু স্বাধীনতা তত
টুকু অনুরাগ ও বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া
যায়। আকর্ষণ ও বিয়োজন অচেতন প-
দার্থের গুণ, উহার সহিত লোভ ও ভয় অ-
থবা অনুরাগ ও বিদ্বেষের যে প্রভেদ, তাহা
কার্য্য দ্বারা অনায়াসেই প্রতীয়মান হই-
তেছে; কিন্তু অবশিষ্ট দুটি দ্বন্দ্বের কার্য্য
প্রায় একই প্রকার—বিশেষত লোভের
কার্য্যের সহিত অনুরাগের কার্য্যে এত সৌ-
সাদৃশ্য আছে যে, ঐ উভয় কার্য্যের বৈ-
লক্ষণ্য নিরূপণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার
বলিয়া বোধ হয় না। বন্ধু অনুরাগ বশত
বন্ধুর সহিত মিলিত হইতে পারেন, উপ-
কার লাভের লোভেও তাহার সহবাসী
হইতে পারেন; পত্নী প্রেমবশতও স্বামীর
সঙ্গিনী হইতে পারেন, স্বীয় প্রবৃত্তির
চরিতার্থতা-লোভেও তাহার অনুবৃত্তি ক-
রিতে পারেন; পুত্র ভক্তি-বশত পিতার

* আখ্যায়িকা রচয়িতা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আলস্য ও ধ্যান পরায়ণতা বিষয়ে শ্লেষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে,আখ্যায়িকাটি সুন্দর বটে কিন্তু রচয়িতা ঐ রূপে লিখিয়া ভারবর্ষের প্রাচীন মহিমা বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সেবা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষপাত লোভেও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারেন; যোদ্ধারা স্বাধীনতার অনুরাগেও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অসামান্য যশোলাভ লোভেও অবিকল সেই রূপ কার্য্য করিয়াছে। সাধক প্রীতিবশত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন, কোন অসুলভ ভোগসুখ লাভের লোভেও তাঁহার আরাধনা করিতে পারেন; কৃতী ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারেন, কীর্ত্তি লোভেও তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ফলত জন-সমাজের কোন্ কার্য্য অন্তরের কোন্ ভাব হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নিরূপণ করিবার সময় বুদ্ধি-বৃত্তি নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে।

কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে যে, লোভ স্বার্থের গন্ধ না পাইলে অগ্রসর হয় না; যেখানে স্বার্থসাধিনী প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে, লোভ আপনার অনুচর মনুষ্যকে কপট বেশেই হউক, আর সরল বেশেই হউক, সেই খানে লইয়া উপস্থিত করে। লোভ যাহার নেতা হয়, সে ব্যক্তি প্রলোভন ব্যতিরেকে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। ঈদৃশ ব্যক্তি স্বর্গের উপর প্রলোভনের আশ্বাস না পাইলে ধর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারে না। ইহারাই স্বার্থকে লক্ষ্য ও ঈশ্বরকে সেই লক্ষ্য সাধনের উপায় বলিয়া জানে। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিশ্চয় জানিয়াছে যে, ঈশ্বর হইতে কোন স্বার্থ সাধন হয় না, তাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে চায় না। প্রেমের ভাব এ প্রকার নহে। প্রেম মানুষকে স্বার্থের সাধন ও ব্যাঘাত উভয়ের প্রতিই নিরপেক্ষ করিয়া তুলে। প্রেম কেবল প্রেমাস্পদকে লাভ করিলেই পরিতৃপ্ত হয়, আর কিছুই চায় না! স্বার্থ থাকুক্ আর নাই থাকুক, সৌন্দর্য্য দেখিলে—মঙ্গল ভাব দেখিলেই অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যেখানে যত টুকু মঙ্গল ভাব পায়, সেখানে তত টুকু অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অনুরাগ যাহার নেতা হয়, সে ব্যক্তি স্বভাবতই মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। ঈদৃশ ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য বন্ধন করিতে সমর্থ হয়।

অনুরাগ বশত হউক, আর লোভ বশত হউক, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেই জগতের উপকার হইয়া থাকে; কিন্তু ঈদৃশ বিভিন্ন-প্রকৃতি অনুষ্ঠাতারা নিতান্ত বিভিন্ন-প্রকার ফল লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর ফলদাতা; তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যাহা চায়, সে তাহাই পায়। তিনি সাধকের প্রার্থনা অনুসারে ফল বিধান করেন। লুব্ধ ব্যক্তি স্বীয় লোভের বিষয়কে প্রার্থনা করে; স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সে ঈশ্বরকে চায় না—যদিও চায়, তাহা হইলেও ঈশ্বর তাহার লক্ষ্য নন—সে ঈশ্বরকে কোন গূঢ় লক্ষ্য সংসাধনের উপায় মনে করিয়াই তাঁহাকে চাহিতেছে। এপ্রকার ব্যক্তি কখন ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিকটে উপস্থিত হন, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দেয়; কেন না তাহার প্রার্থনীয় বিষয় অন্যবিধ, সে তাহা না পাইলে কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা না দেখিলে আপনাকে দান করেন না। সে যাহার প্রতি লক্ষ্য বন্ধন করিয়াছে, তাহা সম্পন্ন হয় কি না, তাহা বলিতে পারি না; কেন না আমাদের সমুদায় শুভাশুভই কার্য্য-

কারণ-শৃঙ্খলার অন্তর্গত; সে যত ক্ষণ সেই কার্য্যকারণ-শৃংখলার অনুসরণ না করিবে, তত ক্ষণ তাহার সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ধন-কামনায় ঈশ্বরের উপাসনা করে, ঈশ্বর যদি কিছু ধন না লইয়া রিক্ত হস্তে তাহার নিকট উপস্থিত হন, সে কখনই সন্তুষ্ট হইবে না; কেন না ধনের প্রতি তাহার প্রার্থনা, সে ঈশ্বরকে লইয়া কি করিবে—কিন্তু সে প্রার্থনাও তাহার তত দিন পূর্ণ হয় না, যত দিন সে ধনোপার্জনের নিয়মানুসারে না চলে। যে ব্যক্তি যশোলাভ-লোভে ঈশ্বরের উপাসনা করে, কিন্তু জন সমাজের প্রীতিকর একটি কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করে না; সে ঈশ্বরকেও পায় না, যশও পায় না—সে জন-সমাজের প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক, ঈশ্বরের উপাসনা না করিলেও যশোলাভ করিবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বন্ধন করিয়াছে; ঈশ্বর তাহার লক্ষ্য, সে ব্যক্তি ঈশ্বরকেই চায়। ঈশ্বর যদি তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ধন মান যশ প্রদান করেন, সে তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; কেন না সে ঈশ্বরকে চায়। প্রেমের গতিই এই যে, প্রেমাস্পদকে না পাইলে সে চরিতার্থ হয় না। তিনি সেই প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অতি পিপাসু পথিকের জলান্বেষণের ন্যায় তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন; পরম পূজনীয় স্নেহময় জনক জননী সেই পথের বিরোধী হইলে তাঁহাদিগকেও বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধাবমান হন; তাড়না নিন্দা অপমান প্রভৃতি সংসারীদিগের অসহনীয় ঘটনা-সকল নিজ মস্তকে বহন করেন; ঈশ্বরের নাম শ্রবণ মাত্র উৎসুক চিত্তে কর্ণপাত করিয়া থাকেন; ঈশ্বরের যশোগান শুনিলে তাঁহার আত্মা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে; ঈশ্বরের অপবাদ শুনিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি যত ক্ষণ ঈশ্বরকে আপনার ও আপনাকে ঈশ্বরের নিকটস্থ বলিয়া প্রতীতি করিতে না পারেন, তত ক্ষণ তিনি বিষাদে বিশীর্ণ হইতে থাকেন; এক দিকে উদ্যত খড়্গ, এক দিকে ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ, এমন স্থলে তিনি সেই প্রেমাস্পদের অনুরোধে আপনার মস্তক অবনত করিয়া দেন; তিনি সেই বন্ধুর সম্মানের নিমিত্ত অনায়াসে আপনার অবমাননা সহ্য করেন; প্রিয়তমের ইচ্ছার অনুরোধে আপনার ইচ্ছা নিরোধ করিয়া রাখেন; ঈশ্বরের আজ্ঞা হানির ভয়ে আপনার সহস্র হানি স্বীকার করেন। কুল-পাবন পুত্র যেমন পিতামাতার সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত আপনার সুখতৃষ্ণা নিরোধ করিয়া রাখেন, পতিব্রতা যেমন স্বামীর মুখ দেখিয়া আপনার সমুদায় কষ্ট ভুলিয়া যান; তিনি সেই রূপ ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর-প্রেমী ঈশ্বর-প্রেমের অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন বলিয়া তিনি যে এখানকার সমুদায় সুখ সৌভাগ্যে একে বারে বঞ্চিত হন, তাহাও বলিতে পারি না। তিনি ঈশ্বরের অনুরোধে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা হয় তো বিষয়-সুখলোভী অপেক্ষাও অধিকতর বিষয়-সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন।—তিনি ঈশ্বরের অনুরোধে যে কার্য্য করেন, তাহা ধনাগমের হেতুভুত হইলে ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা জন সমাজের প্রীতিকর হইলে যশোলাভ করিতে পারেন; তিনি ঈশ্বরের অনুরোধে পিতা মাতাকে যে রূপ সেবা করেন, পিতা মাতার

সন্তোষ সাধন মাত্র যাহার লক্ষ্য, সে হয়
তো সে রূপ করিতে পারে না; তিনি
ঈশ্বরের অনুরোধে পরিবারের যে রূপ
কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, কেবল পরি-
বার পালন যাহার উদ্দেশ্য, সে হয় তো
সে রূপ করিতে পারে না; তিনি ঈশ্বরের
অনুরোধে জনসমাজের যেরূপ হিত সাধন
করেন, জন সমাজের সন্তোষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও হয় তো সে রূপ
করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমী ইহ-
লোকে যে রূপ করিয়া চলেন, স্বার্থলোভী
ব্যক্তিও কপট বেশে অবিকল সেই রূপ
চলিতে পারে। কত দূর চলিয়া তাহার
গতি স্থগিত হয়, তাহা নিশ্চয় বলা যায়
না; কিন্তু এক সময়ে যে অবশ্যই তাহার
সমুদায় কপট ভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে,
তাহার সন্দেহ নাই।

লোভের গতি ও বিশুদ্ধ প্রীতির রীতি
এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। ইহার এরূপ
উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা এই প্রকার সূক্ষ্ম-
দর্শী হইয়া জন-সমাজের কার্য্য পরম্পরার
মূল অনুসন্ধান করত কেবল লোকের দোষ
গুণ বিচার করিতে করিতেই জীবন পাত
করিবে। আমি তোমাদের নিকট সমুদায়
পথের পরিচয় প্রদান করিলাম। তো-
মরা এখন অবধি সাবধান হইয়া সাধু পথ
অবলম্বন কর, ইহাই আমার একান্ত অভি-
লাষ। প্রেমের মধুর ভাব ও লোভ-পিশাচের
দৌরাত্ম্য উভয়ই তোমরা অবগত হইলে,
এ ক্ষণে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে বল।
লোভের পথে সহস্র বৎসর ঘূর্ণমাণ হই-
লেও ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে
না। প্রেমের পথ স্থির কল্যাণের পথ, প্রে-
মের পথ দেবতাদিগের পথ, প্রেমের পথই
ঈশ্বরের দিকে প্রসারিত আছে। লোভের
পথে গমন করিলে পশু-প্রকৃতির দাসত্ব-
শৃংখলে বদ্ধ হইয়া পড়িবে; প্রেমের পথে
গমন করিলে স্বাধীন ভাবে অনন্ত কাল যা-
পন করিতে পারিবে। অনুরাগের এমন
অদ্ভুত শক্তি যে, জ্ঞান যেখানে প্রবেশ ক-
রিতে কুণ্ঠিত হয়, অনুরাগ সেখানে জ্ঞানের
পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। অনেক সত্য
জ্ঞানের নিকটেও প্রছন্ন থাকে, অনুরাগ নিজ
আলোকে তাহাকে আবিষ্কৃত করে। অ-
নেকে জ্ঞানালোকে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া
ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন; অনেকে
অনুরাগ প্রভাবে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জ্ঞা-
নকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। অনেক সময়
আমরা দূর হইতে পুষ্পশোভা নিরীক্ষণ ক-
রিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হই, তৎপরে তাহার
মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত
হইতে থাকি; কখন বা পুষ্প না দেখিয়াও
তাহার সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া আমোদিত
হই, তৎপরে অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার শোভা
নিরীক্ষণ করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত
করি। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ পরস্পরকে
পোষণ করিয়া থাকে এবং উভয়ে মিলিয়া
সেই একই দিকে আমারদিগকে লইয়া যায়।
একই পুষ্প আমাদের নয়ন ও নাসিকা উ-
ভয়কেই পরিতৃপ্ত করে; একই ঈশ্বর
আমাদের জ্ঞান ও প্রেম উভয়কেই পরিতৃপ্ত
করেন। ঈশ্বর-প্রেম হইতেই উপাসনা
আরম্ভ হয়; ঈশ্বর-প্রেমই উপাসনাকে জা-
গ্রৎ রাখে এবং ঈশ্বর-প্রেম পরিবর্দ্ধন
করাই উপাসনার উদ্দেশ্য।

মনুষ্য অপূর্ণ-স্বভাব; ভৌতিক প্রকৃতি,
পশুভাব ও স্বাধীনতা তিনই মানুষে জড়িত
হইয়া আছে। এখানে আকর্ষণ ও বিয়ো-
জনকে অতিক্রম করা যেমন অসম্ভব, পশু-
ভাবের হস্ত হইতে একে বারে পরিত্রাণ
পাওয়াও সেই রূপ অসাধ্য। এখানে এমন

প্রত্যাশা কখনই করা যাইতে পারে না
যে, মানুষ লোভ ও ভয়ে কিছুমাত্র পরিচা-
লিত না হইয়া প্রতি কার্য্য অনুরাগের সহিত
স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিবে। যিনি
এ রূপ প্রত্যাশা করেন, তিনি মানব জাতির
প্রকৃতি ও ইহ লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ
কিছুই আলোচনা করেন নাই; এবং
যিনি মানুষের হস্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের
কার্য্য দেখিতে পান না বলিয়া তাহার প্রতি
দোষারোপ করেন, তিনি দ্রাক্ষা লতায় আম্র
ফল উৎপন্ন হয় না বলিয়াও বিলাপ ক-
রিতে পারেন। মানুষ পশু অপেক্ষা
একটি মাত্র সোপান উপরে উঠিয়াছে;
মানুষ যে মহোচ্চ প্রাসাদে উত্তীর্ণ হইবে,
এখানে কেবল তাহার আরোহণের সূত্রপাত
হয়। আমরা মনে মনে প্রেমের যে লক্ষণ
নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি, একমাত্র পূর্ণস্ব-
রূপ ঈশ্বরই তাহার আধার; মানুষকে
অনন্ত কাল সেই প্রেমের অনুকরণ করিতে
হইবে। এখানে মানুষ কখন প্রেমের,
কখন লোভের, কখন উভয়েরই অনুবর্ত্তী
হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। পতি পত্নীকে
যে প্রীতি করেন, পত্নী পতির প্রতি যে
প্রেম প্রকাশ করেন; তাহা নিবরচ্ছিন্ন
বিশুদ্ধ প্রেম নহে। উভয় হইতে উভয়ের
যে স্বার্থ সাধন হয়, তাহা হইতে পরস্প-
রকে বিচ্ছিন্ন কর, তখন পরস্পরের যে
প্রীতি দেখিতে পাইবে, তাহাই বিশুদ্ধ।
পুত্র পিতা মাতাকে, পিতা মাতা পুত্রকে,
ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও বন্ধু বন্ধুকে যে প্রীতি
করেন, তাহাও সকল স্থানে একে বারে স্বার্থ-
সম্পর্ক পরিশূন্য নহে; তাহা যদি হইত,
তাহা হইলে একটি দূর্ব্বা-ঘাস অবধি কমল-বন
পর্য্যন্ত, আপনার পুত্র অবধি উদাসীন পর্য্যন্ত,
সকলেই সমভাবে আমাদের প্রেম-ভাজন
হইত। নিরন্তর সহবাস ও মমতা-বুদ্ধি
আমাদের প্রীতিকে ইতর বিশেষ করে
বটে কিন্তু তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে
যে, এখানে এমন কতকগুলি অনুল্লংঘনীয়
প্রতিবন্ধক আছে যে, তদ্দ্বারা আহত হই-
য়া আমাদের প্রীতি পক্ষপাতিনী হইয়া
উঠে; ইহাই আমাদের প্রীতির অপূর্ণতার
চিহ্ন। আমরা সকলকে সমভাবে প্রীতি
করিতে পারি না, কেবল ইহাই যে আমা-
দের প্রীতিকে অবিশুদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্র-
দান করিতেছে, তাহা নহে; স্থান-বিশেষে
ও সময়-বিশেষে আমাদের প্রীতি একে বারে
সীমা প্রাপ্ত হয়। প্রীতির সীমা বিদ্বেষ।
পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে, অদ্যাপি স-
কলের সহিত সকলের সম্বন্ধ বদ্ধ হয় নাই।
যাঁহার সহিত যাহার কোন প্রকার সম্বন্ধ
সংস্থান হয় নাই, তাহারা পরস্পরকে না
প্রীতি করিতে পারে, না দ্বেষ করিতে যায়।
যাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ সংঘ-
টিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ইষ্ট-
কারী, তাহারা প্রীতিকে আকর্ষণ করে; আর
যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারা বিদ্বিষ্ট হইয়া
থাকে। প্রীতির অপূর্ণতাই এই বিদ্বেষ
ভাবকে প্রসব করে। যাঁহার স্বার্থপরতা
যত অল্প হইয়া যায়, তাঁহার বিদ্বেষ ভাবও
তত সংকুচিত হইয়া আইসে; ইহাতে
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মানুষ সকলকে
সমভাবে প্রীতি করিতে পারে না এবং
কোন কোন স্থানে বিদ্বেষ করিয়া থাকে,
এজন্য অপূর্ণ-স্বভাব মানুষের প্রতি দোষা-
রোপ করা উচিত নয়। পাপের প্রতি ও
পাপীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব অপূর্ণ-স্বভাব মনু-
ষ্যের দোষ হইতে রক্ষার উপায় হইয়াছে।

এ ক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ভৌ-
তিক নিয়মের ন্যায় পশু প্রকৃতিও যদি ক্রমা-
গত আমাদের উপর আধিপত্য করিতে
লাগিল, তবে আমরা কি প্রকারে স্বাধীনতা

সম্ভোগ করিব, কি প্রকারেই বা বিশুদ্ধ
প্রেমের অধিকারী হইব ?

তোমরা কেবল পশুপ্রকৃতি লইয়াই
জন্মগ্রহণ কর নাই, আর একটি আশ্চর্য্য
শক্তি লাভ করিয়াছ। আপনার প্রতি
যদি অন্ধ হইয়া না থাক, তাহা হইলে
সেই শক্তি প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকলের
উপর জয় লাভ করিয়া স্বাধীনতা বিস্তার
করিতে পারিবে ও সকল বন্ধন ছেদন করিয়া
সেই প্রেমাস্পদের সহিত সম্মিলিত হইবে।
আপনার কর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া পশু ভা-
বের সহিত সংগ্রাম করিতে থাক ; এবং
যে উপায়ে অনুরাগ বিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের
প্রতি উত্থিত হয়, তাহার অনুসন্ধান কর।
তোমাদের প্রীতি যখন ঈশ্বরের প্রতি প্র-
বাহিত হইবে, তখন আপনা হইতেই
বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় সংসারকে অভিষিক্ত
করিবে। এখানে প্রীতির ন্যূনাতিরেক
ও বিদ্বেষের আবির্ভাব দেখিয়া খিদ্য-
মান হইও না। তোমার প্রীতি যথার্থ পাত্রে
নিক্ষিপ্ত হইতেছে কি না এবং তুমি
যাহার প্রতি বিদ্বেষ করিতেছ, সে যথার্থ
তোমার অনিষ্টকারী কি না, তাহাই সবি-
শেষ করিয়া আলোচনা কর। আলোচনা
করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, পাত্র-বি-
শেষে অধিক প্রেম সমর্পণ করাই সেই
প্রেম-দাতার অভিপ্রায় এবং যথার্থ অনি-
ষ্টকারীর প্রতি বিদ্বেষ করাও আমাদের ক-
র্ত্তব্য; তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, পাত্র-
ভেদে প্রীতির ইতর বিশেষ হয় বলিয়াই
ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিক প্রেমা-
স্পদ হইয়া থাকেন, এবং অনিষ্টকারীর
প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় বলিয়াই ভয়ানক
অনিষ্টের উৎপাদক পাপের প্রতি বিদ্বেষী
হইয়া থাকি। সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত
দূরবর্ত্তী, সূর্য্য-নিঃসৃত কিরণ-জাল তত হ্রাস
হইয়া তাহার উপর নিপতিত হয়; প্রীতির
গতিও সেই রূপ;—ইহা আত্মাতে আরম্ভ
করিয়া পরিবার, প্রতিবাসী ও স্বদেশ প্রভৃতি
যত দূরে দূরে গমন করিতে থাকে, ততই
ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া যায়। পরিশেষে
তোমরা যখন এমন এক স্থানে অবস্থান
করিবে যে, তথা হইতে সকলই নিকটবর্ত্তী
হইবে, কাহাকেও আর দূর বলিয়া বোধ
হইবে না; তখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিনী প্রী-
তির ন্যায় তোমাদের প্রীতিও প্রশস্ত হইয়া
উঠিবে।

যে অনুরাগ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া
সংসারে সঞ্চরণ করে, তাহা হইতে গরল
রাশির ন্যায় অশুভ ফলই উৎপন্ন হয়।
যে অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি উত্থিত হয়, তাহা
হইতেই মধুময় ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে।
এই নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধন
করা ধর্ম্মার্থীদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম
তাঁহার প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইলে তাঁহার
প্রিয় কার্য্য সাধনে আপনা হইতেই অগ্রসর
হইবে; তখন তাঁহার উপাসনা সম্পন্ন হইবে,
কেননা "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধ-
নঞ্চ তদুপাসনমেব" "তাঁহাকে প্রীতি করা
ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার
উপাসনা।"

কি উপায়ে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত হয়?
এক মাত্র মঙ্গল ভাবই অনুরাগের উদ্দীপন।
জ্ঞানের সহিত সত্যের যে রূপ যোগ, অনু-
রাগের সহিত মঙ্গল ভাবের সেই রূপ স-
ম্বন্ধ। যেখানে যত টুকু মঙ্গল ভাব আছে,
তাহাতে তত টুকু অনুরাগ সঞ্চারিত হয়।
অমঙ্গল অনুরাগকে নির্ব্বাণ করিয়া বিদ্বেষকে
উদ্দীপন করে; মঙ্গল বিদ্বেষকে নির্ব্বাণ ক-
রিয়া অনুরাগকে উদ্দীপন করে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ
মঙ্গল; পূর্ণ মঙ্গল, তিনি আমাদের প্রীতির
পর্য্যাপ্ত বিষয়। তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানগোচর

হইলেই আমাদের প্রেম-রস উচ্ছ্বসিত হইয়া
উঠে। তাঁহার প্রেম-মুখ নিরীক্ষণ করিলেই
আমরা প্রেম-রসে আর্দ্রীভূত হই। তাঁহার
প্রেম-চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া আমাদের উপর
নিপতিত রহিয়াছে। তাঁহার প্রেম হইতেই
এই চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার প্র-
ত্যেক অংশ, প্রত্যেক নিয়ম,প্রত্যেক ঘটনা,
তাঁহারই মঙ্গল ভাব প্রচার করিতেছে।
প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থে ও মনুষ্যের মানস-
পটে তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপ দীপ্যমান
হইয়া আছে। সূর্য্য হইতে তাঁহারই মঙ্গল
জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; চন্দ্র হইতে তাঁ-
হারই প্রেমালোক বিনির্গত হইতেছে, মেঘ
হইতে তাঁহারই প্রেম-রস বিগলিত হই-
তেছে, সমীরণ তাঁহারই মঙ্গল ভাব বহন
করিতেছে "প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী
সাগর, সকলি পরিপূরিত মঙ্গল ভাবে,"
পিতামাতার স্নেহ, পুত্র কন্যার ভক্তি,ভ্রাতা
ভগিনীর সৌহার্দ্দ, পতিব্রতার প্রেম সাধু-
শীল স্বামীর প্রীতি, বন্ধুদিগের প্রণয়, দয়া-
লুর দয়া, তাঁহারই মঙ্গল ভাবের আভা।
"তোমারই প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে
সতীর প্রেম জননী হৃদয়ে কর বসতি।"
এমন প্রেমময়ের প্রতি যদি প্রেম বিস্তার
না হয়—এমন মঙ্গলময়ের প্রতি যদি অনু-
রাগ সঞ্চার না হয়, এমন সৌন্দর্য্য-সাগরে
যদি প্রীতি নদী নিপতিত না হয়; তবে আর
কে আমাদের প্রেম-ভাজন হইতে পারে!

নূতন পুস্তক।

জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা প্রথম খণ্ড ১ ও ২
সংখ্যা। এই মাসিক পত্রিকা খানি লাহোর হইতে
প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে যেমন অন্যান্য
পুস্তক অনুবাদ হইতেছে সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের
মত ও বিশ্বাস, তাৎপর্য্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্যা-
খ্যান অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে প্রচারক-
দিগের অভিপ্রায় অধিক সম্পন্ন হইবে।

প্রেরিত পত্র।

সংখ্যা ৪

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

অতি মান্য ও সম্ভ্রান্ত উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ কুলে
রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার
শরীরে যেমন বল, মনেও তেমনি বীর্য্য
ছিল। তাঁহার উজ্জ্বল জ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশ
পাইত, তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা তাহা
তন্ন তন্ন করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।
তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও পাণ্ডিত্য বলে লোকে যেমন
তাঁহাকে সম্মান করিতে বাধিত হইত,তিনি তেমনি
আপনার সুশীলতা নম্রতা ও বিনয় গুণে তাহার-
দের মনের প্রণয় ভাব আকর্ষণ করিতেন। তিনি
বল বিক্রমে, বিদ্যা বিনয়ে, জ্ঞান বুদ্ধিতে, এক জন
অসামান্য পুরুষ ছিলেন। শাস্ত্র বিচারে তাঁহার
শ্রান্তি মাত্র ছিল না। সত্যেতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা,
ঈশ্বরেতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, পর কালে দৃঢ় বিশ্বাস,
লোকের প্রতি অসামান্য দয়া, তাঁহার স্বভাব-
সিদ্ধ গুণ ছিল। তিনি যেমন ঈশ্বরের উপাসনা প্র-
চার করিতে উৎসাহী ছিলেন, তেমনি লোকের
উপকার সাধনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল।
তিনি এক দিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করি-
য়াছেন, আর দিকে তেমনি সহমরণ নিবারণ
করিযাছেন। তাঁহার এক বন্ধু হিতৈষী ডেবিড
হেয়ার সাহেব ছিলেন,তাঁহার আর এক বন্ধু ঈশ্বর-
পরায়ণ পাদ্রি আদম সাহেব। তিনি অতি সৎপু-
রুষ, মহাপুরুষ ছিলেন।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে শ্রীযুক্ত
গোপীমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সিংহ,
শ্রীযুক্ত রাজা বদনচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরো-
মণি, শ্রীযুক্ত হরনাথ তর্কভূষণ, প্রধান প্রধান
ধনবান্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা তাঁহার নিকটে
যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত
রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, শ্রীযুক্ত দ্বারিকা
নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুক্ত

কালীনাথ মুনশী, তাঁহার সংসর্গে অনুরক্ত ছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রা- জনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হলধর বসু, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বসু, শ্রীযুক্ত মদনমোহন মজু- মদার, শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত; ইহাঁরা প্রথমাবধিই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার উপদেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব ইঁহারা দুইটি তাঁহার সুশিক্ষিত অনুচর ছিলেন।

রামমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রঙ্গপুরের বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপা- সনা প্রচারের উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে আপনার সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তিনি তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা ও উদার ভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাঁকে সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তীর্থস্বামীও তাঁহার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া ছায়াবৎ তাঁহার সংসর্গে থাকেন। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন এবং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুযায়ী ব্র- হ্মোপাসক ছিলেন। অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নাম নন্দকুমার ছিল; তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, যিনি ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রথম আচার্য্য ছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের নিকটে আনিয়া সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাগীশ তাঁহার এক জন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিলেন। রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ থাকিতেন, তাঁহার সহিত তিনি উপনিষদের আলোচনা করিতেন।

জননী সমান জন্ম-ভূমি বঙ্গ-ভূমিকে উজ্জ্বল ক- রিবার জন্য, প্রপীড়িত হিন্দু সমাজকে পাপ-রাশি হইতে উন্মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করিবার জন্য, রাম- মোহন রায় এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি দেখিলেন যে উপনিষদে ও বেদান্ত-দর্শনে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই প্রতি- পন্ন করিতেছে, এবং পুরাণ তন্ত্রেতেও ব্রহ্মো- পাসনাকে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি- তেছে; অতএব তিনি বেদ স্মৃতি, পুরাণ তন্ত্র, তাবৎ শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া লোকদিগকে পৌত্ত- লিকতা হইতে আকৃষ্ট করিতে এবং ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করিতে ঘোরতর তর্ক ও বিচার আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন যে "উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আ- মারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন, সে সকল কি অপ্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহে? তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রা- দিতে ও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগো- চর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। তবে পু- রাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন, সে প্রত্যক্ষ বটে; কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনি পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অসক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনা দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক, পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

তিনি তাঁহার এই বাক্যকে নানাবিধ শাস্ত্রের শ্লোক-সকল উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করিলেন। গর্ব্বিত পৌত্তলিকেরাও তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অঙ্গী- কার করিল এবং ব্রহ্মোপাসককে শ্রেষ্ঠ ও আপ- নারদিগকে দুর্ব্বল ও কনিষ্ঠ মানিয়া পরাস্ত ও একে বারে নিস্তব্ধ হইল।

রামমোহন রায়ের এক জন
অনুগত শিষ্যের।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
১৭৮৭ শকের শ্রবণ মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬৪॥৶০
যন্ত্রালয়	১৮৩॥০
পুস্তক বিক্রয়	৪৭॥৵৫
ডাক মাসুল	১৪/১০
লভ্য	৫৬
সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান	৩১৮
বিবিধ আয়	৪।/০
আগরা ব্যাঙ্ক	৪৯৬৸০
গচ্ছিত	১৪৸৵১৫
	১২৯৯৸৵১০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	৩৬
মাসিক বেতন	১১৫
যন্ত্রালয়	৪৬৩॥৵১০
ডাক মাসুল	২০॥০
সমাজ-গৃহ সংস্কার	৩০০
আগরা ব্যাঙ্ক	২০৬
বিবিধ ব্যয়	১১৯॥৶০
গচ্ছিত	২১॥৵০
	১২৮২॥১০

আয়	১২৯৯৸৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৬৬॥/১০
	১৫৬৬॥/০
ব্যয়	১২৮২॥১০
স্থিত	২৮৪ (১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের শ্রাবণ মাসের দানের
আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বন্দোপাধ্যায়	
রঙ্গপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ কালীন ৭ জনের দান	১২
কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	২
ভগবতীচরণ দে	১
গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
	১৬

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ..	।৵১৫

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১
" ত্রৈলোক্যনাথ রায়	১
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	॥০
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	॥০
" রাজকুমার মল্লিক.	॥০
" হরিদাস শ্রীমানী	॥০
" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	॥০
" ক্ষেত্রনাথ শেঠ	।০
	৫৸০
	২২৵১৫

আয়	২২৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১।১০
	২৩॥৫

ব্যয়

সরকার দিগের কমিশন	৸৶০
স্থিত	২২॥৶৫

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৭৪৫৸০
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০০
" কাশীশ্বর মিত্র	১০
" নবীনচন্দ্র রায়	২
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	২
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	১
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
	৩১৮
	১০৬৩৸০

পত্র প্রেরকের প্রতি।

কতকগুলি প্রেরিত পত্র ও বক্তৃতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; সে গুলি সাধারণ পাঠকবর্গের তাদৃশ উপকারী হইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

রঙ্গপুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রেরিত পত্র ও বক্তৃতা অক্ষর-বদ্ধ হইয়াও স্থানাভাব প্রযুক্ত এ বারে প্রকাশিত হইল না।

—০—

স্মরণার্থ

বিজ্ঞাপন

"সহস্র মুদ্রা পুরস্কার।

পুরস্কারের জন্য দুইটি প্রস্তাব নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রস্তাব বাঙ্গলা অথবা ইংরাজি ভাষায় লেখা হইবে। প্রত্যেক প্রস্তাবের পারিতোষিক ৫০০ টাকা। দুইটির মধ্যে যিনি যে প্রস্তাব লিখিবেন, তিনি ১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের মধ্যে তাহা ব্রাহ্মসমাজপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া যাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত বৎসরের ১১ মাঘে তাঁহাকে সেই প্রস্তাবের পুরস্কার স্বরূপ ৫০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক এবং সেই প্রস্তাবের স্বত্বও তাঁহারই থাকিবেক।

—০—

প্রথম প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, এবং পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে যে মত বেদান্ত দর্শনের মতের বিরুদ্ধ, সেই সেই মত বেদান্ত দর্শনের মত অপেক্ষা কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

৩ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ও পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

৩ প্রশ্ন। য়িহুদী, মহম্মদান্ ও খ্রীষ্টান্ মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতের কোন্ কোন্ অংশে ঐক্য ও কোন্ কোন্ অংশে বিরোধ এবং সেই বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?"

এই বিজ্ঞাপন অনুসারে যাঁহারা উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের মধ্যে তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নীতিবিজ্ঞান দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ..	৷৵০
ত্রিসন্ধ্যা স্তোত্র	৶০
লীলাবতীর অনুবাদ	||০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
Doctrine of Christian Resurrection,	0 2 0
Lectures on Pathology of fever,	1 4 0

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাস্থুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১৩ ভাদ্র সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
আশ্বিন ১৭৮৭ শক

২৬৩ সংখ্যা ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৮২১

১ কা ত উপেতির্মনসো বরায় ভুবদগ্নে শংতমা কা মনীষা। কোবা যজ্ঞৈঃ পরি দক্ষং ত আপ কেন বা তে মনসা দাশেম।

১ হে 'অগ্নে' 'তে' তব 'মনসঃ' 'বরায়' নিবারণায় অস্মাস্ববস্থাপনায় 'কা উপেতিঃ ভুবৎ' কীদৃশমুপগমনং ভবেৎ ন কাপ্যস্তি তবোচিতমুপগমনং বয়ং কর্ত্তুং ন শক্নুমইতি ভাবঃ। 'মনীষা' স্তুতিঃ 'শংতমা' তবাতিশয়েন সুখকরা 'কা' কীদৃশী ভবেৎ তবোচিতা স্তুতিরপি নাস্তীত্যর্থঃ। 'কঃ বা' যজমানঃ 'যজ্ঞৈঃ' তব সম্বন্ধিভিঃ যাগৈঃ 'দক্ষং' বৃদ্ধিং বলং বা 'পর্য্যাপ' পর্য্যাপ্নোৎ ন কোপীত্যর্থঃ তবোচিতান্ যাগান্ অনুষ্ঠায় তৈঃ ফলং প্রাপ্যতে ইত্যেতদপি দুর্ঘটমেবেতি ভাবঃ। উপগমনাদিকং তাবদাস্তাং তস্য সর্ব্বস্য সাধনভূতং মনএবাস্মাকং দুর্লভমিত্যাহ কেনেতি। হে অগ্নে 'তে' তুভ্যং 'কেন মনসা' কীদৃশ্যা বুদ্ধ্যা 'দাশেম' হবীংষি প্রযচ্ছাম। তবোপগমনাদ্যনুরূপং মনোঽস্মাকং নোপপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

১ হে অগ্নি! আমাদের উপর তোমার মনকে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত কি প্রকার প্রত্যুদ্গমন করিতে হইবে, কীদৃশ স্তুতি তোমার প্রীতিকর হয়, কে বা যজ্ঞ দ্বারা তোমার বল পরিপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং কি প্রকার মন দ্বারাই বা তোমাকে হব্য দান করি?

৮২২

২ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ সুপুরএতা ভবা নঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজা মহে সৌমনসায় দেবান্।

২ হে 'অগ্নে', 'এহি' আগচ্ছ। 'ইহ' অস্মিন্ যজ্ঞে 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা সন্ 'নিষীদ' উপবিশ। 'নঃ' অস্মাকং 'পুরএতা' পুরতোগতা 'সুভব' সুষ্ঠু ভব যস্মাৎ ত্বং 'অব্দঃ' রাক্ষসাদিভিরহিংস্যোঽসি। তাদৃশং ত্বাং 'বিশ্বমিন্বে' সর্ব্বং ব্যাপ্নুবত্যৌ 'রোদসী, দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ত্বা' ত্বাং 'অবতাং' রক্ষতাং। আগত্যোপবিশ্য চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং রক্ষিতশ্চ সন্ 'মহে' মহতে 'সৌমনসায়' সৌমনস্যায় 'দেবান্' দানাদিগুণযুক্তান্ ইন্দ্রাদীন্ 'যজা' যজ হবির্ভিঃ পূজয়।

২ হে অগ্নি! আগমন কর; এই যজ্ঞে হোতা হইয়া উপবেশন কর এবং সম্যক্ রূপে আমাদের অগ্রসর হও; কেন না রাক্ষসাদি তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। সর্ব্বগত দ্যুলোক ও ভূলোক তোমাকে রক্ষা করুক; অতীব মনঃপ্রসাদের নিমিত্ত দেবগণকে পূজা কর।

৮২৩.

৩ প্র সু বিশ্বান্‌ রক্ষসো ধক্ষ্য-
গ্নে ভবা যজ্ঞানামভিশস্তিপাবা।
অথা বহ সোমপতিং হরিভ্যা-
মাতিথ্যমস্মৈ চকৃমা সুদাব্নে।

৩ হে অগ্নে 'বিশ্বান্' সর্ব্বান্ 'রক্ষসঃ' রাক্ষসান্ 'প্রসুধক্ষি' প্রকর্ষেণ দহ। দগ্ধ্বা চ 'যজ্ঞানাং' অস্মাভিরনুষ্ঠেয়ানাং যাগানাং 'অভিশস্তিপাবা' অভিশস্তেঃ হিংসাযাঃ পাতা রক্ষিতা ভব। 'অথ' অনন্তরং 'সোমপতিং' সর্ব্বেষাং সোমানাং পালকং ইন্দ্রং 'হরিভ্যাং' তদীযাশ্বাভ্যাং 'আবহ' অস্মদ্‌যজ্ঞং প্রাপয় আগতায় 'অস্মৈ' 'সুদাব্নে' শোভনস্য ফলস্য দাত্রে ইন্দ্রায় 'আতিথ্যং' অতিথ্যর্হং সৎকারং 'চকৃম' কুর্ম্মঃ।

৩ হে অগ্নি! সমস্ত রাক্ষসকে নিঃশেষে দগ্ধ কর; যজ্ঞ সমুদায়কে হিংসা হইতে রক্ষা কর; অনন্তর সোমপালক ইন্দ্রকে তদীয় অশ্বযুগলের সহিত আনয়ন কর; আমরা সেই সুদাতা ইন্দ্রকে অতিথি-সৎকার করি।

৮২৪

৪ প্রজাবতা বচসা বহ্নিরাসা
চ হুবে নি চ সৎসীহ দেবৈঃ।
বেষি হোত্রমুত পোত্রং যজত্র
বোধি প্রযন্তর্জনিতর্বসূনাং।

৪ 'প্রজাবতা' যজমানেভ্যোদাতব্যাপত্যাদিফলোপেতেন 'বচসা' স্তোত্রেণ স্তুতঃ সন্ যোঽগ্নিঃ 'আসা' আস্যস্থানীয়যা জ্বালয়া 'বহ্নিঃ' দেবেভ্যঃ হবিষাং বোঢ়া তমগ্নিং 'আচহুবে' আহ্বয়ামি। আহূতঃ সন্ ত্বং 'ইহ' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'দেবৈঃ' অন্যৈঃ সহ 'নিসৎসি চ' নিষীদ চ। নিষদ্য চ হে 'যজত্র' যজনীয়াগ্নে 'হোত্রং' হোত্রা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম 'উত' অপি 'পোত্রং' পোত্রা কৃতং কর্ম্ম চ 'বেষি' কামযস্ব। 'ধনানাং প্রযন্তঃ' প্রকর্ষেণ নিযন্তঃ বসূনি অস্মাৎ আয়তানি কুর্ব্বন্ 'জনিতঃ' আহুতিদ্বারা সর্ব্বস্য জনযিতঃ অগ্নে 'বোধি' অস্মান্ বোধয়।

৪ অপত্যাদি ফল প্রার্থনা সূচক স্তুতি দ্বারা স্তুত হইয়া অগ্নি জ্বালা রূপ মুখ দ্বারা দেবগণের হব্য বহন করিবেন; আমি সেই অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি; হে যজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সহিত এই স্থানে উপবেশন কর, হোতা ও পোতাগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অবগত হও। হে জনক! আমাদিগের ধনসম্পত্তি সংবর্দ্ধন করত আমাদিগকে অবগত কর।

৮২৫

৫ যথা বিপ্রস্য মনুষো হবি-
র্ভির্দেবাঁ অযজঃ কবিভিঃ কবিঃ
সন্। এবা হোতঃ সত্যতর ত্বম-
দ্যাগ্নে মংদ্রয়া জুহ্বা যজস্ব।

১। ৫। ২৪।

৫ 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'সন্' 'কবিভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ 'বিপ্রস্য' মেধাবিনঃ 'মনুষঃ' মনোঃ যজ্ঞে 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদিভিঃ হে অগ্নে যথা 'দেবান্' 'অযজঃ' এবমেব 'হোতঃ' হোমনিষ্পাদক 'সত্যতর' অতিশয়েন সৎসু সাধো 'ত্বং' 'অদ্য' অস্মিন্ যজ্ঞে 'মংদ্রয়া' হর্ষয়িত্র্যা 'জুহ্বা' হোমসাধনভূতয়া স্রুচা 'যজস্ব' দেবান্ হবির্ভিঃ পূজয়। ১।৫।২৪।

৫ হে অগ্নি! যেমন মেধাবী মনুর যজ্ঞে সর্ব্বদর্শী হইয়া কবিগণের সহিত হবি দ্বারা দেবগণের যাগ করিয়াছিলে, হে হোতঃ! হে সত্যতর! অদ্য সেই রূপ আনন্দ জনক স্রুক্ দ্বারা যজ্ঞ কর। ১। ৫। ২৪।

—ঃ০ঃ—

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৫ ভাদ্র ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

সেই মঙ্গলময় অমৃতময় পুরুষের মহিমা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব? তাঁহার মহিমার আদিও দেখি না, অন্তও দেখি না। তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে; তিনি পূর্ব্বে, তিনি পশ্চিমে; ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহার হস্ততলে; সমুদয় ঘটনা তাঁহার ইঙ্গিতে নিয়মিত হইতেছে। তাঁহার মহিমা কি কীর্ত্তন করিব? তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই; তিনি আপনার পূর্ণ মহিমাতে বিরাজ করিতেছেন। "সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।" "তিনি যাহা কিছু বেদ্য বস্তু, সকলি

জানিতেছেন; কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই।" তিনি আমারদের মঙ্গলের নিমিত্তে, আনন্দের নিমিত্তে, জীবন দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন—আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে বিভুষিত করিয়াছেন। আমরা আমারদের জ্ঞানকে, প্রীতিকে, ধর্ম্মকে, কি প্রকারে চরিতার্থ করিব? তাহার এক মাত্র উপায় আছে। যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে পাই, তবেই এ সকলি চরিতার্থ হয়। তাঁহাকে দর্শন না পাইলে, না ধর্ম্মই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারে, না প্রীতির সার্থকতা সম্পাদন হয়। তিনি প্রীতি পূর্ব্বক আমারদিগকে অসদবস্থা হইতে সদবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে কিছুই ছিলাম না, আমারদিগকে ধূলি কণা হইতে নির্ম্মাণ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতি-রূপ অলঙ্কার দিয়াছেন। আমরা যেন সেই অলঙ্কারে আপনারদিগকে অলঙ্কৃত করি। সেই জ্ঞান দ্বারা যেন তাঁহাকে দর্শন করি, সেই প্রীতি দ্বারা যেন তাঁহাকে অর্চ্চনা করি, সেই ধর্ম্ম দ্বারা যেন তাঁহার প্রিয় আদেশ পালন করি। সেই জাজ্বল্যমান অনল-স্বরূপ জ্ঞানময় পরমেশ্বর, যিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; সেই প্রেম-সূর্য্য যদি ক্ষণ কাল মাত্র আমারদের হৃদয়ে প্রকাশ পান, তবে "সকলং হস্ততলং" সকলি আমারদের হস্তগত হয়। "প্রেমসূর্য্যোযদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং"। যদি ক্ষণ কাল তাঁহাকে প্রাণের সহিত ধারণ করি, তবে বিপদ্ সম্পদ্ সকলি তুচ্ছ বোধ হয়। এখানে আসিয়া যদি পূর্ণ-জ্ঞান-স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করি, যদি তাঁর প্রীতি ক্ষণ কাল আস্বাদন করি; তার পর যদি শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে কি? এক বার তো তাঁহাকে দেখিলাম, তার পরে শরীর যায় যাউক, চক্ষু অন্ধ হয় হউক। অসার শরীর লইয়া ক্ষণ কাল তো তাঁহাকে দর্শন করিলাম। কিন্তু আবার যখন দেখি, শরীর হইতে অবসৃত হইয়া আত্মা অনন্ত কাল তাঁহাতে বিচরণ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতার গুরু ভারে মস্তক একে বারে অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহার অসীম দয়ার কথা কি বলিব! কল্য কোথায় হাহাকার করিতেছিলাম, অদ্য তিনি কৃপা করিয়া আমারদিগকে এখানে আহ্বান করিলেন—কল্য জানিতাম না, কি প্রকার পবিত্রতা আমারদের জন্য অদ্য প্রস্তুত আছে। কল্য বিষয়-কোলাহলে উত্ত্যক্ত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছিলাম, শরীর মন আত্মা অবসন্ন হইয়াছিল; অদ্য তাঁহার মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি। এখানে মিলিত হইয়া এখন তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ কি আশ্চর্য্য-রূপে দেখিতেছি। "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেবং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।" আশ্চর্য্য হইয়া কেহ তাঁহাকে দেখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া কেহ তাঁহার কথা বলিতেছে; আশ্চর্য্য হইয়া কেহ তাঁহাকে শুনিতেছে, এ প্রকার শুনিয়াও কেহ তাহাঁকে জানে না। সেই আশ্চর্য্যময়ের আনন্দ-প্রভার এখানে আবির্ভাব দেখ। দেখ, তাঁহার মাতৃ-দৃষ্টি আমারদের দৃষ্টির উপরে এখন কেমন নিপতিত রহিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে আমারদের হৃদয়কে কেমন আকর্ষণ করিতেছেন, আমারদের আত্মাকে কেমন পবিত্র করিতেছেন। যত আশা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে এখন অধিক লাভ হইয়াছে কি না? রমণীয় প্রাতঃ কাল আরো রমণীয় হইয়াছে কি না? শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি পূজার উপকরণ প্রচুর হইয়াছে কি না? এখন আমারদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, তিনি আমারদের পূজা গ্রহণের নিমিত্তে এখানে

আবির্ভূত হইয়াছেন; অতএব হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবনকে এখনই সার্থক কর। যদি এই উপাসনা-মণ্ডপে এত দূর চরিতার্থ হইলাম, তবে পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়া স্বর্গেতে, তাঁহার বিশুদ্ধ মঙ্গল রাজ্যে, আনন্দ-ধামে, প্রবেশ করিলে যে কত আনন্দ-হইবে, তাহা কি প্রকারে জানিব? "কে বা জানে কত সুখ-রত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে।"

হে পরমাত্মন্! তোমার মহিমা কি প্রকারে বর্ণন করিব—কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব? তোমার আদিও পাই না, অন্তও পাই না। কিন্তু যত পৃথিবীর দিন অবসান হইয়া আসিতেছে, তত এই জানিতেছি যে তুমি আমার হৃদয়ে অধিকতর জাগ্রৎ হইতেছ। এখন আমার শ্যাম কেশ শ্বেত হইয়াছে, চক্ষুদ্বয় নিস্তেজ হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অবসন্ন হইতেছে, কিন্তু তোমার করুণার অবসান নাই। এখন তোমার করুণা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে নূতন বলে ও নূতন স্ফূর্ত্তিতে তেজস্বী করিতেছে। হে করুণাময়! তোমার আনন্দ-ধামে লইয়া চল; এখন আর কিছুই চাহি না, কেবল তোমাকে চাই। এখানে নিন্দা প্রশংসা, শোক দুঃখ, তীব্র রূপে আমাকে তিরস্কৃত করিতেছে। তুমিই আমার রক্ষক। তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করিতেছ, আর আমার কি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভার বহন করিবে না? তুমিই আমার আশা ভরসা। তুমি আমার নিকটে থাকিলে দুঃখ বিপদ্ কেহই আসিতে পায় না, নতুবা ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরও অঙ্কুশবৎ হইয়া আমাকে যাতনা দিতে থাকে। হে পরমাত্মন্! এই মোহ-কোলাহলে প্রপীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমার আত্মাকে তোমার আনন্দধামের উপযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

পঞ্চম উপদেশ।

ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী।

"যে সকল ভাগ্যবান্ নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ দেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবাদী।"

সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ়বদ্ধ করাই ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার প্রধানতম উদ্দেশ্য এবং সেই বিশ্বাসই ধর্ম্মের জীবন। যদিও ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও জগতের প্রতি বিশ্বাস সহজ জ্ঞানের ন্যায় নিতান্ত স্বাভাবিক, তথাপি ইহাকে পোষণ ও পরিবর্দ্ধন না করিলে পরিশেষে ইহা এক ক্ষীণ প্রতীতি মাত্র হইয়া পড়ে, অথবা সংশয়-দোলায় আরোহণ করিয়া সহজ জ্ঞানকেও কম্পিত করিয়া তুলে। এই বিশ্বাসের যত ক্ষীণতা হয়, ততই মানুষ ঈশ্বর হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকে এবং যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই ঈশ্বর তাহার জ্ঞান-চক্ষুতে ছায়াবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকেন; পরিশেষে এরূপ ঘটনাও অসম্ভব নয় যে, সেই ছায়াবৎ প্রতীয়মান ঈশ্বরকেও সে আর দেখিতে পায় না; তখন এই জগতই তাহার নিকট সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে; এই রূপে নাস্তিকতা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, এক সময়ে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ছায়া অপেক্ষাও অসৎ, ইন্দ্রজাল অপেক্ষাও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। জগতের অস্তিত্বে প্রতি পদ নিক্ষেপেই বিশ্বাস না করিলে

চলে না, এই জন্য জগৎ মিথ্যা এই মতটি কেবল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলেও কথঞ্চিৎ এখানকার কার্য্য-সকল সম্পন্ন করা যায় বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মনে এ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইয়া থাকিতে পারে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে যাহার মনে এই বিশ্বাস নিতান্তই নিদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার অপকর্ম্মেরই আশঙ্কা হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের যত গাঢ়তা হইতে থাকে, আমাদের ধর্ম্ম ততই পরিস্ফুরিত হয় এবং আমরা ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। তখন ঈশ্বর আর আমাদের নিকটে ছায়ার ন্যায় নন, প্রত্যুত সত্যের সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকেন। এই রূপ প্রগাঢ় বিশ্বাসের অবস্থাতেই সাধক ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহার প্রতি এরূপ নিঃসংশয় হইয়াছিলেন যে, করতলন্যস্ত আমলকের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে এই রূপ প্রতীতি করিয়াছেন,—ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ ব্রহ্মবিৎ। শূন্যগর্ভ জ্ঞানমাত্র থাকিলেই কেহ ব্রহ্মবিৎ হয় না; যিনি ঈশ্বরকে প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ। প্রতিক্ষণে তর্ক-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া কষ্টস্বষ্টে ঈশ্বরের সত্তা গ্রহণ করিতে পারিলেই ব্রহ্মবিৎ হয় না; যে সাধক নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজে অন্তর বাহিরে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ।

ব্রহ্ম দর্শন বহু-পুণ্য-সাপেক্ষ। পুণ্য ব্যতিরেকে সেই পবিত্র স্বরূপকে কখনই লাভ করা যায় না। যেমন চক্ষু প্রকৃতিস্থ না থাকিলে দৃশ্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই রূপ আত্মা পুণ্য-সলিলে নির্ম্মল না হইলে তাহাতে পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। ঈশ্বরকে লাভ করা দূরে থাকুক, পুণ্য ব্যতিরেকে আত্মাতে ঈশ্বর লাভের স্পৃহাও উদ্দীপিত হয় না। পুণ্যই সৌভাগ্য, পাপই দুর্ভাগ্য; পুণ্য ও পাপই ভাগ্য বা অদৃষ্ট শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; পুণ্য পাপ ব্যতীত অদৃষ্ট বা ভাগ্য নামে আর কোন পদার্থ নাই। যাঁহারা পুণ্যরূপ সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্, তাঁহারাই ঈশ্বর লাভে সমর্থ।

বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত না হইলে জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হইলে জ্ঞানগোচর ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। জ্ঞান বস্তু-সকলকে যথাবৎ পরিগ্রহ করে, বুদ্ধি খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎ সমুদায় বুঝাইয়া দেয়। সংশয়, তর্ক ও সিদ্ধান্ত বুদ্ধির কার্য্য। জ্ঞানগোচর বিষয়ের উপর বুদ্ধি সংশয় করিতে পারে; বুদ্ধিতে সংশয় উপস্থিত হইলেই তর্ক আরম্ভ হয়; তর্কের পর সিদ্ধান্তও হইতে পারে, অপসিদ্ধান্তও হইতে পারে; অনেক জ্ঞান বুদ্ধির অপসিদ্ধান্তে প্রতারিত হইয়া পড়ে। সত্য নির্ণয়ের নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; সত্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপক্ষপাতে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। ব্যবহারাজীবেরা প্রাড়্বিবাকের বুদ্ধিকে স্ব স্ব অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে ভাবে তর্ক বিতর্ক উদ্ভাবিত করেন, তাহাতে অনেক সত্য বিলুপ্ত হইতে পারে। এই নিয়মেই এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং পরিণামে জয় পরাজয় ব্যতীত আর কোন ফলই সমুৎপন্ন হয় না। এ রূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে,

DAMAGED.

কোন তর্ক দ্বারা আপনার অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে অমূলক তর্ক-সকলও অনুসৃত হইয়া থাকে। এই রূপ তর্কই কুতর্ক। এই কুতর্কই বুদ্ধির দোষ; কুতর্ক-দোষে দূষিত হইলেই বুদ্ধি কুবুদ্ধি হইয়া উঠে। কুবুদ্ধি কদাপি ধর্ম্ম-পথের অনুকূল নহে। যাঁহারা সরল ভাবে সত্যের প্রার্থী হইয়া বুদ্ধিকে বিচরণ করিতে দেন, তাঁহাদের বুদ্ধিই কল্যাণের পথে উপস্থিত হয়, এবং তাদৃশ সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রতীতি করিতে মমর্থ হন।

আত্মার পবিত্রতা না থাকিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। পুণ্য দ্বারা সেই পবিত্রতা উৎপন্ন হয় এবং পাপ দ্বারা তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কত কষ্টে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্মা পবিত্র হয়, কিন্তু পাপে নিপতিত হইবামাত্রই সেই পবিত্রতা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া যেমন পবিত্রতা উপার্জ্জন করিবে, সেই রূপ পাপ হইতে দূরে থাকিয়া সেই পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। পাপ চিন্তা, পাপালাপ ও পাপ অনুষ্ঠান, এই ত্রিবিধ পাপেই আত্মা অপবিত্র হইয়া যায়, অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিতে হইবে। নিষ্পাপ পুরুষেরাই সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে লাভ করিতে পারেন।

ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন চাই। যত্ন ব্যতিরেকে কখন সিদ্ধি লাভ হয় না। ঈশ্বর আমাদের সাধনের ধন, বিনা সাধনে কে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগকে এই জন্য স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, আমাদের সমুদায় প্রার্থনীয় বিষয় নিজ যত্নে লাভ করিতে হইবে। একটি সামান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কত যত্ন আবশ্যক হয়; তবে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া বিনা যত্নে কি প্রকারে সম্পন্ন হইবে? সেই দুর্লভ ধন উপার্জ্জনের জন্য প্রাণগত যত্নের প্রয়োজন। যত্নের নিকট আর আর সমুদায় অভাব দূরীকৃত হয়। যত্নশীল মহাত্মারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন হন, পাপ হইতে দূরে থাকেন, এবং যতির ন্যায় যত্নশীল হইতে পারেন, তাঁহারাই ঈশ্বরকে হস্তামলকবৎ প্রতীতি করিয়া ব্রহ্মবিৎ হন।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি যে পথে পদার্পণ করেন, অনন্ত কালেও তাহার পার প্রাপ্ত হইবেন না; তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; তিনি ঈশ্বরের দিকে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই তাঁহার জীবন চরিতার্থ হইবে। তিনি যে সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ধাবমান হইয়াছেন, যত যাইবেন, ততই তাহা অধিকাধিক ভোগ করিতে থাকিবেন, তিনি প্রতি পদ নিক্ষেপেই নব নব প্রীতি অনুভব করিবেন। তাঁহার ভোগের অবসান হইবে না, তৃপ্তির বিরাম হইবে না এবং আনন্দের শেষ হইবে না। কিন্তু তিনি যত অগ্রসর হউন, যেন পথের সংবাদগুলি আমাদের নিকট প্রচার করিয়া যান। তিনি তো ঈশ্বর-প্রসাদে ঈশ্বরকে লাভ করিলেন, আবার যদি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন, সেই পুণ্যে তিনি আরও চরিতার্থ হইবেন। আমাদের মধ্যে সকলের জ্ঞান-বল, পুণ্য-বল, সমান নয়, যিনি আত্ম-প্রভাবে ব্রহ্মবান্ হইবেন, তিনিই ধন্য; তিনি যদি আবার আমাদিগকে আনুকূল্য করেন, আরও ধন্য হইবেন। যিনি স্বীয় পরিশ্রমে ধনোপার্জ্জন করিয়া দীন হীনদিগের সাহায্য করেন, আমরা তাঁহাকে কত আশীর্ব্বাদ করি; যিনি

সুদুর্লভ ধন উপার্জ্জন বিষয়ে আমাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিবেন; ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহাকে আরো উন্নত করিবেন। যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া এই রূপে আমাদিগকে উপদেশ দেন, তিনি ব্রহ্মবাদী।

এক এক সময় আত্মা পাপ ও মোহ-বিকারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্রহ্মবাদীদিগের এক একটি সুধাময় বাক্যে তাহাতে যেন পুনর্জ্জীবন সঞ্চার হইয়া থাকে। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল এবং সংসার শোক তাপ প্রলোভন প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, অনেক সময়ে ঈশ্বরের নিঃশব্দ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি না; সেই দুরবস্থার সময়ে ব্রহ্মবাদীদিগের সুতীক্ষ্ণ উচ্চৈঃস্বর আমারদের শ্রবণপুট ভেদ করিয়া আত্মাকে স্পর্শ না করিলে আর আমাদের চৈতন্য জন্মে না।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫৪ পৃষ্ঠার পর।

কোন বিষয় আপন যুক্তি ও বিবেক শক্তির অনুমোদিত না হইলে, শুদ্ধ অন্যের মতের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার প্রামাণ্য স্থির না করা এবং দৃষ্টান্ত মাত্রেরই অনুবর্ত্তী হইয়া না চলা আত্মোৎকর্ষ বিধানের আর একটি প্রধান উপায়। আমাদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তিটি কি চমৎকার! আমরা যাহাদের সন্নিকর্ষে বাস করি, তাহাদিগের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে সমান ভাবে চলিতেই আমাদের বিলক্ষণ অভিরতি হয়। তাহারা যেরূপ ভঙ্গীতে কথা কহে ও যে সকল বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে, আমরাও সেই রূপ ভঙ্গীতে কথা কহিতে ও সেই সকল বাক্যের পুনরুক্তি করিতেই অভ্যাস করি, এবং যে রীতি ক্রমে তাহারা মন ও শরীরের বেশ ভূষা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেই রীতির অনুসরণ করিতেই সর্ব্বদা সমুৎসুক হই। যুক্তাযুক্ত বিচার ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া এই রূপ অনুচিকীর্ষার বশীভূত হইয়া চলাতেই আমাদিগের আত্মগত স্বাভাবিক তেজঃপুঞ্জের যথার্থ প্রতিভা প্রকাশিত হয় না, সুতরাং নির্ব্বিষ আশীবিষের ন্যায় এক প্রকার মৃদু ভাব ও অবনত স্বভাবের বিধেয় হইয়াই আমাদিগকে সমুদয় জীবিত সময় অতিবাহিত করিতে হয়। লোকানিষ্টকারী অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাব লোকেরাই যে আমাদিগের বিপদ-পদবী প্রসারিত করে এমন নহে; যাহারা একে বারে বিচার-পরাঙ্মুখ ও অনুধাবন-শূন্য হওয়ায় স্রোতোবহের ন্যায় কেবল অন্য শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া গতানুগতিক শব্দের বাচ্য হয়, তাহারাও আমাদের অশেষ অনর্থ-পুঞ্জের নিদান হইয়া উঠে; এমন কি, যাঁহারা অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিদ্বান্ বলিয়া দেশ-মান্য হইয়াছেন, তাঁহারাও কখন কখন আমাদিগকে আপন বোধ-শক্তির প্রতি অনাদর করিয়া অন্যের মতানুবর্ত্তী ও সর্ব্বদা দাসবৎ অবনত থাকিবার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিষম কুসংস্কার-নিগড়ে দৃঢ়তর নিবদ্ধ করত দুস্তর দুঃখ-সিন্ধু মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উত্তেজনা সহকারে আপন মনের উন্নতি সাধন ও স্বাভাবিক বিবেক-শস্ত্রের তীক্ষ্ণীকরণ ব্যতীত আমাদিগের অন্যদীয় উন্নত মনের সহিত পরিচিত হইবার আর কোন বিশেষ ফল প্রত্যক্ষ হয় না। যাঁহারা চিন্তা-শক্তির পরিচালন বিষয়ে ভুয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, উপদেশ গ্রহণ দ্বারা তাঁহাদের সহিত সংস্রব রাখিবার এইমাত্র উদ্দেশ্য থাকে যে, কাল-ক্রমে আমাদেরও ভাবনা বৃত্তি পুরাতন পদবী অতিক্রম করিয়া অভিনব উৎকৃষ্ট

বিষয় সমুদায়ের অনুসরণ করিতে পারিবে এবং আমরা সত্য তত্ত্বের অনুসন্ধান নিমিত্ত অধিকতর আগ্রহান্বিত হইব। অতএব সেই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অন্যদীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করত অন্ধের ন্যায় পরিচালিত হওয়া এবং অন্তর্নিহিত আপন বোধ-বৃত্তির প্রতি অবহেলা করিয়া ঈশ্বরাভি-প্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করা আমাদিগের কখনই কর্ত্তব্য হয় না। কোন অদৃষ্টচর বা অনভিজ্ঞাত পদার্থের পরিজ্ঞান জন্য বালকেরা যেমন স্বভাবতঃ কৌতূহলাক্রান্ত হয়, আত্মাকে উৎকৃষ্ট করিবার বাসনা হইলে আমাদিগেরও সেই রূপ কুতূহল অবলম্বন করা উচিত। বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রদানে যে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন, তাঁহারই নিকটে কৃতজ্ঞ চিত্তে উপবিষ্ট হওয়া আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে বিষয় আমাদিগের আপন সুপ্রযুক্ত যুক্তি-মার্গের বিসম্বাদী হয়, বিচার-নিরপেক্ষ হইয়া তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় করা এবং যদৃচ্ছাক্রমে তাহাতেই সম্মত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। কোন সুপ্রসিদ্ধ মত বা শাসন লোক-মধ্যে যত প্রচলিত ও সমাদৃত হউক না কেন, আপন বুদ্ধির সহিত সংলগ্ন ও যথার্থ বিচার-সহ না হইলে তখন আর বালকের মত কৌতুকী হইয়া কোন ক্রমে জ্ঞান-লিপ্সা পূর্ণ করিবার অভিলাষ করা কিছুতেই উচিত নহে, তৎকালে বহুদর্শী সাহসী পুরুষের ন্যায় সেই অসঙ্গত মত বা শাসনের প্রতিরোধী হইয়া সুবিচার পূর্ব্বক তাহার বাদানুবাদ এবং সাধ্য হইলে খণ্ডন করিতেও হইবে। এই রূপ স্বাধীন-বুদ্ধি হইয়া সর্ব্বত্র সত্যের সন্ধান ও জ্ঞান সংকলন করিবার যত্নটি আত্মোৎকর্ষ বিধানের যেমন উত্তম কৌশল তেমন আর প্রায়ই অনুভূত হইবার নহে। অতএব হে মানব! ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক তদ্গত মানসে বিদ্যাবান্ মনুষ্যগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তোমার যুক্তি-শক্তির উত্তেজন ও বলাধান করা সর্ব্বথাই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রবল ব্যাপকতা সন্নিধানে উহাকে সংকুচিত বা অবনত করা কখনই উচিত হয় না। পরমাচার্য্য-বিরচিত অভ্রান্ত বিশ্ব-গ্রন্থ মধ্যে যদি কোন অভিনব পরিচ্ছেদ তোমার জ্ঞানগোচর হয় অথবা কোন ভাগের এমন কোন নূতন উৎকৃষ্ট ভাবার্থ সংকলন করিবার ক্ষমতা জন্মে, যাহা পূর্ব্বে আর কেহই উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, তাহা হইলে অবিচলিত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহার প্রতি সম্যক্ অবহিত হও, সমুচিত আগ্রহ ও গাম্ভীর্য্য সহকারে তাহার অনুধাবন কর; কিন্তু সাবধান! যেন বিচার-পরাঙ্মুখ হইয়া অন্ধের ন্যায় তাহাতে একে বারেই বিশ্বাস করিও না; কেন না প্রখর সূর্য্য-কিরণে কুরঙ্গের জল-বুদ্ধির ন্যায় তাহা ভ্রমাত্মক হইলেও হইতে পারে। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, তাহা প্রকৃতি-সিদ্ধ হওয়ায় বাস্তবিক যুক্তি-যুক্ত ও সত্য-মূলক বলিয়া সহৃদয়-সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে। অতএব বিশিষ্ট অনুসন্ধানানন্তর যদি তাহাই নিশ্চয় বোধ হয়, তবে কি বিতণ্ডাড়ম্বর, কি অবজ্ঞা, কি সমাজ-বহিষ্করণ, কিছুতেই যেন সেই সিদ্ধান্ত হইতে তোমার বিরতি না হয়। তোমার অন্তর্নিহিত সমুন্নত বিবেক-রাজের অভ্রান্ত অনুশাসন কদাচ উল্লঙ্ঘন বা অবহেলন করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা অন্যের নিকটে যে কিছু শিক্ষা পাই, আপন হৃদয়-বিনিঃসৃত কোন সদুপদেশ যদি তদপেক্ষা গুরুতর ও অধিক উপকারক হয়, তবে অবিচলিত আস্থা সহ-

কারে তাহারই অনুসরণ করা বিধেয়। তাদৃশ উপদেশ দ্বারা আত্মার যে রূপ প্রভাব ও উৎকর্ষ প্রকাশ পায়, অন্যদীয় উপদেশ মাত্রের বিধেয় হইয়া চলিলে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। আত্মবোধ নিবন্ধন যে অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদিত হয়, অন্যের মতানুযায়ী গতানুগতিক লোকেরা তাহার কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারে না।

“আপনা হইতে জ্ঞানোপদেশ সংকলন ও সত্য তত্ত্বের আভাস গ্রহণ করাই উত্তম কল্প” এই কথাটি আপামর সাধারণ সকলের পক্ষেই সঙ্গত ও সম্ভাবিত বলিয়া যে অনুমান করা গেল, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, যে হেতু তাঁহাদিগের এ রূপ নিশ্চয় প্রতীতি আছে, যে অসীম-প্রতিভান্বিত অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মানবগণেরই ঐ রূপ হওয়া সম্ভব; যাঁহারা বহুবিধ সুনিয়ম দ্বারা অসংখ্য লোকের চিত্ত পরিচালন করাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আপনা হইতে উপদেশ পাইয়া সাধু পথে পরিভ্রমণ করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। বংশ মর্য্যাদা, ধন সম্পত্তি ও রীতি ব্যবহারাদি বাহ্য গুণ-সমূহের তারতম্য প্রযুক্ত লোক মধ্যে যেমন মান সম্ভ্রম আদর গৌরবাদি ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, সেই রূপ অন্তর্গত মানসিক শক্তি সমুদায়ের ন্যূনাধিক্য জন্যও যে খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রভেদ হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাও অযথার্থ নহে যে, ঈশ্বর-প্রদত্ত সেই সমস্ত আন্তরিক পবিত্র প্রভার কিছু না কিছু অংশ লাভে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। বাহ্য জগতের আলোক সম্পাদনার্থে বিসৃষ্ট সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ-পুঞ্জের ন্যায় যে সমস্ত সমুজ্জ্বল-প্রতিভান্বিত মহীয়ান্ মনুষ্যেরা জ্ঞানালোক বিতরণ দ্বারা মানব হৃদয়ের উদ্ভাসন জন্য জন্ম গ্রহণ করেন, অপর লোকদিগের উপদেশ গ্রহণোপযোগিনী ক্ষমতা না থাকিলে তাঁহাদিগের জ্ঞান প্রচারের প্রয়াস আর কোন কালেই সিদ্ধ হইত না। মনুষ্যের আত্মগত ধর্ম্ম-সকল মনুষ্য মাত্রেই ন্যূনাধিক রূপে সঞ্চারিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। অতএব পৃথিবী মধ্যে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সমন্বিত উন্নতমনা মানবের সংখ্যা অল্প বলিয়া ইতর লোকদিগের মন সকল কিছু মৃৎপিণ্ডাদি জড় পদার্থের ন্যায় কদাচ গণ্য হইতে পারে না; সুতরাং যে যাহা বলে, বিচার না করিয়া অবাধে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া তাহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিছু মাত্র অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারে যে চির কাল পরকীয় উপদেশের সম্পূর্ণ বিধেয় হওয়া তাহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অযুক্ত কর্ম্ম; তদ্দ্বারা তাহাদিগের স্বাভাবিকী ক্ষমতা, তাহাদিগের চিত্তগত চিন্তা-শক্তির উৎস ও অন্যান্য বহুবিধ কল্যাণের দ্বার একে বারে নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। সদসৎ-বোধ-সম্পন্ন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকদিগের কথা দূরে থাকুক, বালকের অপ্রবুদ্ধ মনও কখন কখন শিক্ষাপথ অতিক্রম করিয়া সুদূরপ্রস্থিত হয়, এবং শিক্ষণীয় বিষয়ে এতাদৃশ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন সকল উদ্ভাবন করে যে, অতিমাত্র জ্ঞান-সম্পন্ন বিজ্ঞতম শিক্ষককেও ক্ষণ কাল স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। যে সমস্ত দুর্ব্বিগাহ কূট সিদ্ধান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতেরা বহু কাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, অল্প-বুদ্ধি বালকেরাও কখন কখন অবলীলাক্রমে তৎসমুদায়ের নিরূপণ করিয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে বিস্তারিত রূপে এ বিষয়ের আন্দোলন করিবার আর আবশ্যকতা নাই;

তরে এই মাত্র বলিতে হয় যে মনুষ্য মাত্রেরই ভাবনা শক্তি পরিচালন দ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আছে; বিশেষত যাঁহারা আত্মোন্নতি সাধনার্থে অতিমাত্র আগ্রহান্বিত হন, আপন প্রকৃতি-নিহিত নিগূঢ় শক্তি সমস্ত প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত যাঁহাদের সম্যক্ অভিরতি হয়, তাঁহাদিগের হৃদয়-ধামে আদিম চিন্তা শক্তির অবশ্যই আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বদ্ধমূল কুসংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া "ক্রমশ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তই মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে" এই রূপ নিশ্চয় প্রতীতি বিষয়ে সতত জাগরূক থাকেন, তিনি আপনার প্রতি ও সমস্ত জগতের প্রতি এক প্রকার অভিনব নয়ন দ্বারা নিরীক্ষণ করেন। ঐ রূপ বিশ্বাসের নিদেশবর্ত্তী হওয়ায় তিনি আত্ম-শক্তি সমুদায়ের সমুত্তেজন বিষয়ে দ্বিগুণতর উৎসাহান্বিত হইয়া মার্জ্জিত মানসপট হইতে পূর্ব্বতন বিরূপ সংস্কার সমস্ত অপনীত করেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে সুবিচার-নিষ্পন্ন যুক্তিসহ সংস্কার সকল সন্নিবেশিত করিতে থাকেন। সুতরাং রসায়ণ-বিদ্যা-পারদর্শী বস্তু-তত্ত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেমন কোন প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃতিক পদার্থ-বিশেষের স্বাভাবিক যোগাকর্ষণ-সন্নিবদ্ধ পরমাণু-সমষ্টি বিশ্লিষ্ট করিয়া অন্য পদার্থের পরমাণু-পুঞ্জের সহিত বিমিশ্রণ পূর্ব্বক কোন অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি করেন, সেই রূপ তিনি চির প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতিও স্ববুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া হয় তো তাহাদের সদোষত্ব প্রমাণ করিয়া দেন, নতুবা তৎসংক্রান্ত কোন সমীচীন অভিনব অভিপ্রায় উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হন। এমন কি উপরোক্ত অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে দুর্ব্বিগাহ জীবতন্ত্র মধ্যেও অনায়াসে প্রবেশ করা যায়। উহা দ্বারা আমরা মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যও স্থির করিতে পারি এবং এই প্রকাণ্ড বিশ্বরূপ বিচিত্র শিল্প-যন্ত্রের মর্ম্মাববোধেও উত্তরোত্তর সমর্থ হই। গভীর বুদ্ধি-সম্পন্ন কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতেরও যদি ঐ প্রধানতম আদিম সত্য তত্ত্বের পরিজ্ঞান না থাকে, আর জীবন পথের নিম্নদেশবর্ত্তী এক জন সামান্য মনুষ্যেরও যদি আত্মার অনন্ত উন্নতি বিষয়ে নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে এবং তাহাই সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ্য অভিপ্রেত বলিয়া স্থির বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যাবান্ অপেক্ষাও এই শেষোক্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তি বিশ্বতন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞানে যে অধিকতর সমর্থ হইয়াছে, বাহ্য জগৎ ও মানব প্রকৃতির পরস্পর সামঞ্জস্য ও যোজ্য-যোজক-ভাব সম্বন্ধ যে অধিক অবগত হইয়াছে, দুরবগাহ ঈশ্বরাভিপ্রায়ের যথার্থ মর্ম্মাববোধে যে অধিক অধিকারী হইয়াছে এবং প্রাত্যহিক ঘটনাপুঞ্জ দৃষ্টান্তে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের যে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা লাভ করিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলত মানব-স্বভাব-সিদ্ধ অন্তর্গত বোধালোকপুঞ্জ কেবল যে কতকগুলি অসাধারণ লোক মাত্রেই আবদ্ধ থাকে ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে; মনুষ্য মাত্রেই উহাতে অধিকারী হইয়াছে; কিন্তু আত্মার সম্যক্ উৎকর্ষ বিধানে সমুৎসুক ব্যক্তিগণেরই মানস-মন্দিরে উহা বিশিষ্ট রূপে বিকীর্ণ হইয়া থাকে। অতএব তৃণ সমস্ত যেমন স্রোত দ্বারা অবাধে নীয়মান হয়, সেই রূপ নির্ব্বিচার চিত্তে পরকীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া স্বীয় বিচার-শক্তির অবমাননা করা কোন মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য নহে।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬৩ সংখ্যক পত্রিকার ৬৮ পৃষ্ঠার পর।

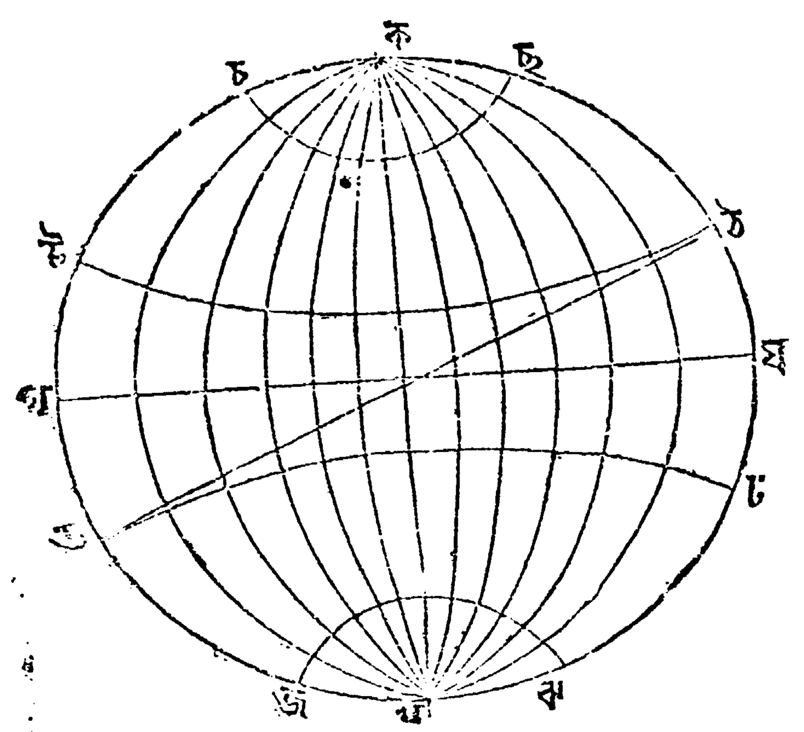

মহাপ্রদেশের আকার ও সমুদ্র-সম্পর্কে উহার উপান্ত ভাগে যে রূপ রেখা পতিত হইয়াছে, তাহার বিষয় আন্দোলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মারা এই বিষয় সংক্রান্ত যে সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, পাঠকগণকে তাহাও উপহার দিলাম। মহাপ্রদেশের আকারের বিষয় যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু ঐ নিয়মটি কি রূপ, তাহা অদ্যাপি কিছু মাত্র নিশ্চয় করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের উপযোগিতা ও সামর্থ্য অতঃপর কীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। এই দুই বিষয় বর্ণন করিতে হইলে কেবল পৃথিবীর সমতল প্রদেশের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইতে পারি না। যে সমস্ত ভূভাগ পর্ব্বতাদি রূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, তাহারও আন্দোলন করিতে হইবে। এই পর্ব্বতাদি রূপে পরিণত ভূভাগ পৃথিবীর সমধিক উপযোগিতা সম্পাদন করিতেছে। আমরা এই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন প্রকার জল বায়ু উপভোগ করিয়া থাকি, পর্ব্বতাদি উন্নত প্রদেশই তাহার প্রধান কারণ। পর্ব্বতাদির বিষয় উল্লেখ করিলে পৃথিবীর নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান সমুদায়ও সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সুতরাং এই বিষয়টি যে সাধারণের কত দূর প্রীতিকর তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

এ ক্ষণে যে রূপ মানচিত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতে পর্ব্বতের আকার ও উচ্চতা নিরূপণ করা নিতান্ত সুকঠিন। বিশেষত পৃথিবীর অধিকাংশ প্রদেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের বিলক্ষণ অভাব আছে। যত দিন সভ্যতম জাতিদিগের সাহায্যে সেই অভাবটি সুদূরপরাহত না হইতেছে, তত দিন মানচিত্র দৃষ্টে পর্ব্বতের আকার ও পরিমাণ স্থির করা অতিশয় দুঃসাধ্য, কিন্তু এই অসুবিধা পরিহার করিবার নিমিত্ত একটি উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যদি এক পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত কর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্দ্ধাকার একটি অংশ প্রস্তুত হইবে। সেই অর্দ্ধাকার অংশ নিরীক্ষণ করিয়া পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু যদি এক খানি মানচিত্রে একটি সমগ্র মহাপ্রদেশের প্রতিরূপ চিত্রিত করা যায়, তাহা হইলে উহার সেই সঙ্কীর্ণ আয়তন মধ্যে পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য বিস্তার অদৃশ্যপ্রায় হইয়া থাকে। সে রূপ না করিয়া এক এক খানি ভূচিত্রে মহাপ্রদেশের অল্প অল্প অংশ চিত্রিত করিতে হইবে এবং পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রত্যক্ষগোচর করিবার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র নিয়ম স্থাপন করিতে হইবে। মনে কর, পৃথিবীর ব্যাস ৯০০০ মাইল, কিন্তু সর্ব্বোন্নত একটি পর্ব্বতের উচ্চতা ছয় মাইল। ৯০০০ মাইল, মানচিত্রের যে পরিসর অধিকার করিয়া

আছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে পর্ব্বতের ছয় মাইল উচ্চতা একটি বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়; তাহা হইলে আমাদিগের আশানুরূপ ফল লাভের কিছু মাত্র সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এই রূপ স্থলে পর্ব্বতের উচ্চতা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইবার নিমিত্ত সম্ভব অপেক্ষা সমধিক স্থান ব্যাপিয়া পর্ব্বতের প্রতিরূপ চিত্রিত করা উচিত। যখন ধবলগিরি মানচিত্রে চিত্রিত করা যাইবে, তৎকালে উহার ২৮০০০ ফীট উচ্চতা মানচিত্রের ১২ ইঞ্চ ঊর্দ্ধ এবং উহার বিস্তার দশ ফীট ব্যাস অধিকার করিয়া থাকিবে।

অনেকে মানচিত্রে পর্ব্বতের এই রূপ উচ্চতা নিরূপণের উপযোগিতা বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু ইহা যে কত দূর জ্ঞাতব্য তাহা অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এ ক্ষণে এই বিষয়টি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, ইহা দ্বারাই উহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইবে। কি উষ্ণ মণ্ডল কি সম মণ্ডল যে কোন স্থানে হউক ৩৫০ ফীট উন্নত একটি স্থানে তাপমান যন্ত্রের এক অংশ পারদ অবনত হয়। ঐ স্থান হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে গমন করিলে বায়ুর যে পরিবর্ত্ত নিরীক্ষিত হয়, ঐ ৩৫০ ফীট উন্নত স্থানেও বায়ুর সেই পরিবর্ত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূমি অপেক্ষাকৃত কিয়দ্দূর উন্নত হইলেই তথায় এক প্রকার নূতন ভাব অনুভূত হইয়া থাকে, ইহা কি অসামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। কএক সহস্র ফীট উন্নত ভূভাগ এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলের সমুদয় অংশের সহিত তুলনা করিলে লক্ষ্যের মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু ঐ অল্প পরিসরমাত্র ভূমি দেশ সাধারণ ভাব পরিবর্ত্তনের মূল। এমন কি, নিম্নে প্রকৃতির যে রূপ গতি, ঐ কএক সহস্র ফীট উন্নত প্রদেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষিত হইবে। দেখ, যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শস্য-রাজি বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিয়া আছে, বর্ত্তমান অপেক্ষা ভূমি সহস্র ফীট অন্তত ৫০০ ফীট উন্নত হইলে কদাচ তৎসমুদায় সতেজ হইতে পারে না। ঐ রূপ উন্নত ভূমিতে কৃষিকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়াও সুকঠিন। ঐ পরিমাণ অপেক্ষা ভূমি আরও উন্নত হইলে তথায় স্বভাবতই শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। উহার প্রভাবে কোন বৃক্ষই ফল-পল্লবে সুশোভিত হইতে পারে না। ঐ রূপ প্রদেশ-বাসীদিগের পশুচারণই প্রধান সম্পত্তি। তথায় কৃষ্যাদি কার্য্যে প্রয়াস সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। যে রূপ উন্নত ভূভাগে প্রকৃতির এই প্রকার অবস্থা, উহা অপেক্ষা ভূভাগ আরও উচ্চ হইলে তথায় উদ্ভিজ্জের অঙ্কুর মাত্র উদ্ভিন্ন হয় না, জীব জন্তুগণও তথায় জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ স্থান নিরবচ্ছিন্ন তুষার জালমণ্ডিত ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকে।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নিম্ন প্রদেশেই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদিগের যে সমস্ত দ্রব্য জীবনের প্রধান অবলম্বন, প্রায় তৎ সমুদায়ই নিম্ন ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণ কিন্তু ইহার যে অংশ সলিল-পরিপূর্ণ ও যে অংশ অতিশয় উন্নত, তাহা জীব জন্তুগণের বাসোপযোগী হইতে পারে না। যে অংশ অতিশয় নিম্ন ও যে অংশ অতিশয় উচ্চ তাহা পরিহার করিয়া জীবজন্তু ইহার যতটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা যেন ইহার এক খানি সূক্ষ্ম ত্বক্। এই ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিজ্জ নির্ব্বিঘ্নে সঞ্জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

কোন একটি প্রদেশ পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডল বা সম মণ্ডল যে কোন স্থানে থাকুক, উহা যদি পর্ব্বতময় উন্নত ভূমি হয়, তাহা হইলে দেশ-সাধারণ গুণ তথায় কিছু মাত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। যদি একটি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ভাব পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার ভূভাগ উন্নত কি অবনত অগ্রে তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহা দেশ-সাধারণ গুণের অতীত কি না তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এই উন্নতাবনত প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই দুই ভাগেরও আবার অবান্তর ভেদ আছে। প্রথমত যে ভূমি সমুদ্র অপেক্ষা কিছু উন্নত, তাহা নিম্ন ভূমি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই নিম্ন ভূমি অপেক্ষা উন্নত ভূভাগ মাল ভূমি বা উন্নত ভূভাগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত যে পর্ব্বতশ্রেণী নিম্ন ও উন্নত ভূমির উপরিভাগ সম-বিষম-ভাবে অধিকার করিয়া আছে, তাহা পর্ব্বতময় উন্নত ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই দুই অংশের মধ্যে যাহা দৃষ্টি মাত্রেই বিস্ময় উৎপাদন করে, তাহা পর্ব্বত। ভূগোল-বেত্তারা সর্ব্বাগ্রে এই পর্ব্বতের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বচি নামক এক জন ফ্রান্স দেশীয় ভুগোলবিৎ পৃথিবীর সমুদায় পর্ব্বতের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার প্রকৃত বিষয় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া অনেক স্থল কল্পনাপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর বুফল নামক আর এক জন ভূগোলবিৎ অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক এই রূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে, প্রাচীন পৃথিবীস্থ পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ও নূতন পৃথিবীর পর্ব্বত সমুদায় উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। এই উভয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে যে সমুদায় শাখা প্রশাখা বিস্তীর্ণ হইয়াছে তৎ সমুদায়ের কিছু মাত্র ব্যবস্থা নাই।

পর্ব্বত-সংক্রান্ত এই রূপ সিদ্ধান্ত বহু দিবস প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপি ভূতত্ত্ববিদ্যা ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। যাহাই হউক, পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা পর্য্যালোচনা করা অপেক্ষা সমগ্র মহাপ্রদেশের উচ্চতা বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা হয়, কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ আস্থা প্রদর্শন না করিয়া পর্ব্বতেরই একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা পর্য্যালোচনা করাই অতিশয় উপযোগী, তাহা হইলে বিস্তীর্ণ প্রদেশ ও মালভূমির উচ্চতা বিষয়ে আর কিছুমাত্র বক্তব্য থাকে না। তাঁহাদিগের এই রূপ অপসিদ্ধান্ত লইয়া এ স্থলে বিচার করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু এ ক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, প্রাকৃতিক ভূগোল আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা ইহাতে কদাচ অনুমোদন করিতে পারি না।

যদিও মহাত্মা বচি বিজ্ঞান-মধ্যে মাল ভূমির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তথাচ আলেকজাণ্ডর হমবোল্টের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক ভূগোল-মধ্যে ভূভাগের উন্নত প্রদেশবিষয়ক উপযোগিতা কেহই সংস্থাপন করিয়া যান নাই। তিনিই বায়ুমান যন্ত্র দ্বারা মেক্সিকোর মাল ভূমি ও আণ্ডিস পর্ব্বতের উপত্যকা[illegible] বায়ুর তারতম্য নিরূপণ [illegible]রিয়া উহাদে[illegible] উপযোগিতা সুস্পষ্ট [illegible]য়-[illegible] বুদ্ধিঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথ[illegible] প্রাকৃতিক বৃত্তিতে উন্নত ভূমি-সংক্রান্ত[illegible]

ঘটনা-সকল সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি যে সমুদায় সত্য আবিষ্কৃত করিয়া যান, তদ্দ্বারা বিজ্ঞানের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কারন্ রিটার বিজ্ঞান-বলে পৃথিবীর স্তরের বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া মহাপ্রদেশ সমুদায়ের আকারগত প্রকৃত ভাব সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি, আসিয়ার পশ্চিমে ও মধ্য স্থলে যে উন্নত ভূমি আছে, চতুর্দ্দিকে অবনত ভূমির সহিত উহার পার্থক্য সম্পাদন করেন এবং আফ্রিকার দক্ষিণ বিভাগের মাল ভূমির সহিত সাহারা মরু ও নীল নদীর অবনত ভূমির কত দূর অন্তর, তাহা সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। মহাত্মা হম্বোল্ট যেমন নূতন মহাদ্বীপের ভূমির বিষয় সম্যক্ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ তিনি প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রত্যেক প্রদেশের প্রকৃত আকার সর্ব্বাগ্রে নূতন প্রণালীতে উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তাঁহাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-শক্তি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহাতে বহু দিবস অটল অধ্যবসায় সহকারে আমাদিগকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে এবং ইহাতে যে সমস্ত কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই কি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য? আমরা কি এই সম বিষম প্রদেশের কতকগুলি সাদৃশ্য প্রদর্শন ও এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবন পূর্ব্বক এই ভূমির উচ্চতা-সংক্রান্ত সত্য সমুদায় আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইব না? ক্ষ্যোরনই নহে; সূক্ষ্ম বিবেক শক্তি ও অধ্য- কিন্তু ঐ নিকট সকল বিষয়ই সুলভ হইয়া সাধারণ ভাষ্মতৎপর আমরা কোন রূপ কল্পনা দ্বারা এই বিষয় নির্ণয় না করিয়া বিজ্ঞান-সঙ্গত সত্যের অবিরোধে ইহার সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

থিওডোরপার্করের পত্র।

মনুষ্য আপনার কার্য্যে আপনিই উপযোগী।—করুণা-নিধান পরমেশ্বর যে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের যতটুকু আবশ্যক পূর্ণতা বিধান করিয়া দিয়াছেন। জীব জন্তুগণের কোন অভাব মোচনের নিমিত্ত উত্তর কালে যে তাহার সুবিধা করিবেন, তিনি এরূপ প্রত্যাশার পথ রাখেন নাই। যথোপযুক্ত কার্য্য সম্পাদনের প্রচুর ক্ষমতা উহাদিগেরই হস্তে সমর্পণ করিয়া এই রঙ্গ স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনার কার্য্যে আপনার উপযোগিতা লাভ করাই এক প্রকার পূর্ণতা। উহার প্রভাবে কি জ্ঞান কি ধর্ম্ম কি মুক্তি কোন বিষয়ে কাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। করুণাকর জগদীশ্বর এই পূর্ণ ভাব যে আশ্চর্য্য কৌশলে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, চিন্তা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। দেখ, মনুষ্যের প্রকৃতি মনুষ্যের নানা প্রকার শক্তির ক্রমশ উন্নতি সম্পাদন করিতে একান্ত উন্মুখ রহিয়াছে। উহা মনুষ্যের অনুরূপ প্রকৃতি। উহা ঈশ্বরের অভিলাষানুরূপ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বিশ্বনিয়ন্তা স্বয়ং পূর্ণ এবং মানব প্রকৃতি সেই পূর্ণ পুরুষেরই সৃষ্টি, এই বলিয়া উহার পূর্ণভাব প্রতিপাদন করা অতিশয় সহজ, কিন্তু যত দূর সম্ভব মানব প্রকৃতির প্রত্যেক বাহ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া উহার পূর্ণভাব উপলব্ধি করা নিতান্ত সুকঠিন সন্দেহ নাই। তথাচ বাহ্য বস্তুর

সহিত মানব প্রকৃতির কি রূপ সম্বন্ধ ও আত্মার সহিত বুদ্ধিবৃত্তি, নীতিবৃত্তি, স্নেহ. প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রকৃতির কি রূপ সংস্রব এবং এই কর্ম্মক্ষেত্র জড় জগতেরই সহিত বা উহার কি প্রকার সম্পর্ক, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করা অতিশয় আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাই যে মনুষ্যের বৃত্তি সমুদায় একটি উন্নত লক্ষ্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে এবং মনুষ্য এই জড়রাজ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেকেরই জীবন এক-ধর্ম্মাক্রান্ত। প্রত্যেক লোক বিষয়াববোধে অসমর্থ শৈশবাবস্থা হইতে আত্মাববোধক প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইতেছে। এই মনুষ্য জাতি আবার অনভিজ্ঞতা, দরিদ্রতা এবং আত্মা ও জ্ঞানের অপরিস্ফুটতা এই কএকটি অবশ্যম্ভাবী আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্যতম জাতিদিগের সুসভ্য অবস্থায় অবস্থাপিত হইতেছে। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থা বন্য পশুর অবস্থা; উষ্ণমণ্ডল ও সমমণ্ডল প্রদেশের পূর্ব্বতন জাতির আচার, ব্যবহার, ভাষা, শিল্প ও পরিশ্রমের পরিচয় লাভ করিলে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় থাকে না। জগদীশ্বর সেই নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে তাঁহার নগ্ন দরিদ্র নির্ব্বোধ সন্তানগুলিকে সভ্যতার উচ্চ সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভুমিস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিতে যে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, ইহার যেমন বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হন, সেই রূপ যে সমস্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, প্রস্তর ও লৌহ প্রভৃতি ধাতু প্রস্তুত অস্ত্র, দেশ বিশেষের শিল্পাবশেষ ভুগর্ভে নিখাত রহিয়াছে, তৎসমুদায় এবং শিল্প-সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত, পদার্থ-বিদ্যা, যুদ্ধ-বিদ্যা, পরিশ্রম ও ভাষা-প্রণালী আলোচনা করিলে, মানব জাতির ব্যক্তিগত, পরিবারনিষ্ঠ, সামাজিক ও জাতিসাধারণ বর্ত্তমান অবস্থা পরিগ্রহ করিতে এবং সভ্যতার দেদীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ সমস্ত বস্তুর অধিকারী হইতে যে কত শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি ইতিহাস দ্বারা মানব জাতির পরিশ্রম ও ধনের, মন ও জ্ঞানের, ধর্ম্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার, প্রীতি ও হিতচিকীর্ষার এবং আত্মা ও প্রকৃত ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির বিষয় বিলক্ষণ প্রতিপাদন করিয়াছি। পৃথিবীর স্তর যেমন অনুক্রমে একান্ত উপযোগী ও অপরিহার্য্য, সেই রূপ মানব জাতির যখন যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সেই অবস্থা সেই সময়ের অত্যন্ত উপযুক্ত ও দুরপনেয়। পৃথিবীর প্রথম স্তরে যে রূপ জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ঊর্দ্ধতন স্তরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; সুতরাং উত্তরোত্তর স্তর প্রস্তুত না হইলে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি হইত না; সেই রূপ মানব জাতির যখন যে অবস্থা ঘটিয়াছে, সেই অবস্থা না ঘটিলে কখনই সৌভাগ্যের অবস্থার প্রাদুর্ভাব হইত না। এ ক্ষণে পৃথিবীতে সভ্যতার যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই যে শেষ অবস্থা তাহা নহে। আমরা কেবল সভ্যাবস্থার উষা কাল দর্শন করিতেছি; ইহার অবসান ভাগ অতিশয় রমণীয় ও সকলেরই প্রার্থনীয়। আমি মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার ও অভিলাষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যাহা কিছু প্রার্থনা করে তাহা নিতান্ত।

সম্ভব নহে এবং এক সময়ে তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। সুতরাং যেরূপ অবস্থা সাধারণের প্রীতিকর, যাহার ভাবী শুভাগমন চিন্তা করিতেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এক সময়ে এই পৃথিবীতে অবশ্যই পদার্পণ করিবে। আমি এ ক্ষণে পৃথিবীর কি গৌরবের অবস্থাই তোমাদিগের আশার সমক্ষে নিক্ষেপ করিলাম। উহা তোমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা ধৈর্য্যের সহিত আলিঙ্গন করিতে এবং চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারা ভাবী অবস্থার পথ প্রস্তুত করিতে কেমন উপদেশ প্রদান করিতেছে। যে শুভাবহ অবস্থা আমরা অধিকার করিতে পারি নাই, তাহা আমাদিগের সম্মুখেই অবস্থান করিতেছে; চিন্তা, পরিশ্রম ও ধর্ম্মপরায়ণতা ব্যতিরেকে তাহাতে হস্ত প্রসারণ করা কাহার সাধ্য !

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।—প্রত্যেক শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির যথানিয়মে পরিচালনা, বৈধ উন্নতি ও বৈধ উপভোগ এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমুদায়ের প্রাকৃতিক অভিপ্রায় সাধনে নিয়োগই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম তিন অংঙ্গে বিভক্ত হইয়া থাকে, প্রথমত—স্বতোত্থিত প্রকৃত ভাব; উহাকে আদিম সহজ ভাব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই আদিম সহজ ভাব হইতে ধর্ম্ম আপনা আপনি উদ্ভূত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত—আমাদিগের মনে যে ভাবটি আপনা হইতে উত্থিত হইল, তাহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় বিধান। ঐ সহজ ভাবটি বুদ্ধি-বৃত্তির অনুমোদিত হইলে উহা প্রকৃত জ্ঞান-রূপে পরিণত হয়। ধর্ম্ম যেমন সহজ ভাবের বিষয় সেই রূপ এই জ্ঞানেরও বিষয়। এই জ্ঞানটি আমরা আপনা হইতে অধিকার করিতে পারি এবং অন্যেও উহা আমাদিগের মনে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত—প্রকৃত ভাব ও প্রকৃত জ্ঞানের অনুমোদিত কার্য্য। এই তিনটি দ্বারা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইতেছে। এই ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি প্রকৃত ভাব, ঈশ্বর ও মনুষ্য সংক্রান্ত প্রকৃত জ্ঞান এই উভয়ের সম্বন্ধ এবং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া উন্নতিশীল জ্ঞানের অনুমোদিত কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে আদিম সহজ ভাব হইতে উৎপন্ন, পরে বুদ্ধি-বৃত্তি, সম্মত প্রকৃত জ্ঞানে পরিপুষ্ট, পরিশেষে মনুষ্যের কার্য্যে পরিণত হয়। তখন উহা মনুষ্যের আপনার, পরিবারের সমাজের ও জাতি সাধারণের কার্য্যে প্রসারিত হইয়া প্রচুর মঙ্গল উৎপাদন করিয়া থাকে; সকল কার্য্যই সরস ও জীবন্ত করিয়া দেয়।

দেশ-ভেদে ধর্ম্ম নানাপ্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, হিব্রু, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা স্ব স্ব ধর্ম্ম স্বয়ং ঈশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। উহা যে মনুষ্যের প্রকৃতি-সমুত্থিত, তদ্বিষয়ে কোন রূপেই আস্থা প্রদর্শন করে না। যদিও এই সমস্ত ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং যদিও এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে যেটি অতি সামান্য, তাহা হইতেও প্রচুর উপকার সাধিত হইয়াছে, তথাচ এই ধর্ম্মের সকলই মনুষ্যের মঙ্গলের প্রতিরোধক। যে ধর্ম্মে ব্যক্তি বিশেষের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতে সমুৎপন্ন ঘটনাবিশেষে মানবপ্রকৃতিকে অপেক্ষা করিতে হয়, সে ধর্ম্ম বিনশ্বর। তাহা কাল সহকারে অবশ্যই লয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং যে ধর্ম্ম বিনশ্বর হইল, তদ্দ্বারা কি প্রকারে মঙ্গলোদ্দেশ্য সমুদায় সাধিত

হইতে পারে। ধর্ম্ম শিল্প-বিজ্ঞানাদির ন্যায় মানবপ্রকৃতি হইতে সমুত্থিত হইতেছে। মানবপ্রকৃতি যে ধর্ম্মের উপাদান, তাহা কাল বৃদ্ধি সহকারে সুস্পষ্টই অনুভূত হইয়া থাকে। মানব জাতির ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা ধর্ম্মোৎপত্তির উপাদান আবিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফলত ইহার প্রত্যক্ষ অস্পষ্ট কিন্তু অনুভব সুস্পষ্ট। মনুষ্য যখন বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও ইহা সম্যক্ প্রতীতি করিতে অসমর্থ হইল, তখন স্বভাবতই তাহার মন গ্রন্থ-বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই কারণেই বেদ ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধর্ম্মের পত্তন ভূমি বলিয়া এত আদরণীয় হইয়াছে। যাহাই হউক, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের নিকট সকল ধর্ম্মই পরাস্ত হইয়া রহিয়াছে, অন্যান্য পুস্তক ও ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম এক সময় অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু যাহা আমাদিগের প্রকৃতির সহিত গাঢ়তর সংযত হইয়া রহিয়াছে, সেই ধর্ম্ম কাল সহকারে অবশ্যই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিবে। গ্রন্থ-বিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষের ধর্ম্ম যদিও অনিত্য, তথাচ ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বিলক্ষণ সাহায্য হইতেছে এবং ইহা মনুষ্যেরও উন্নতি লাভের অন্যতর সোপান হইয়াছে। এমন কি, এ ক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে এই রূপ স্বীকার করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে এত দিনে প্রকৃত ধর্ম্ম ও মনুষ্যের এত দূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ।

ইজিপ্‌টীয় মত।

২৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।

ইজিপ্টীয়দিগের অনন্য-দেশ-সাধারণ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় ও পর কালের ভাব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহারা তাহার শরীরকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিত। কি রূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে এ রূপ করিত, তাহা স্পষ্ট রূপে অবগত হওয়া যায় না। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, ইজিপ্টীয়েরা এই রূপ বিশ্বাস করিত যে, যত দিন মৃত ব্যক্তির শরীর সংরক্ষিত হইবে, তত দিন তাহার আত্মাও তাহাতে অবস্থান করিবে। পুরাতন বাইবলে ইক্লিজিআষ্টিসের দ্বাদশ অধ্যায়ের কএকটি বাক্য পাঠ করিয়া কেহ কেহ এ রূপ অনুমান করেন যে, ইজিপ্টীয়েরা মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিত, কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা কোন রূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না; কেন না ইজিপ্টীয়দিগের কোন গ্রন্থেই ইহার বিন্দু বিসর্গ উল্লিখিত হয় নাই। বরং হিরোডোটস্ স্পষ্ট রূপে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইজিপ্টীয়েরা হিন্দুদিগের ন্যায় সমুদায় জীব জন্তুর শরীরান্তর গ্রহণ স্বীকার করিত। বিশেষত পিথাগোরস ইজিপ্টীয় পুরোহিতদিগের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং ইজিপ্টীয়দিগের মত তাঁহাতেও সংক্রামিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু পিথাগোরস নিজ গ্রন্থে নানাবিধ শরীর গ্রহণের কথা স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; পুনরুত্থানের নামও করেন নাই।

গ্রীক্ ও রোমকগণ যে কারণে বীর প্রভৃতির মৃত দেহ আড়ম্বরের সহিত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিত, ইজিপ্টীয়েরাও সেই কারণে মৃত শরীর রক্ষা করিত।

মৃত ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভই এই রূপ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার উপাসনা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। ইজিপ্টীয়েরা মৃত ব্যক্তির শরীর হইতে অন্ত্র-সকল নিঃসারিত করিয়া একটি পাত্রে সংস্থাপন করিত; তৎপরে শব রক্ষার উপায়ভুত উপকরণগুলি মৃত শরীরে প্রবেশিত করিয়া মৃত শরীর শিলাই করিয়া ফেলিত। অনন্তর, যে পাত্রে অন্ত্র-সকল সংস্থাপন করিয়াছিল, এক ব্যক্তি তাহাতে হস্ত দিয়া মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি হইয়া এই রূপ উপাসনা করিত, "হে সূর্য্য দেব ! ও অন্যান্য দেবগণ ! তোমরা মনুষ্যদিগকে জীবন দান করিয়াছ; এ ক্ষণে আমাকে গ্রহণ কর এবং দেব লোকে লইয়া যাও। আমি অশেষবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, পৃথিবীতে যত দিন ছিলাম, তত দিন পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে উপাসনা করিয়াছি। আমি কখন কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই; কাহারও প্রতি অত্যাচার করি নাই; পিতা মাতাকে অমান্য করি নাই। যদি কখন কোন দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা আমা হইতে হয় নাই, এই সকল অন্ত্র হইতে হইয়াছে।" এই রূপ প্রার্থনার পর অন্ত্রসকল লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত। এই রূপ করিলেই মৃত শরীর পবিত্র হইত।

ইজিপ্টীয়দিগের মতে আটটি স্বর্গ ছিল। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে ঈশ্বর অবস্থান করিতেন। ধ্রুব নক্ষত্রই সেই স্বর্গ। সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত একটি উঠিবার, আর একটি নামিবার, এই দুটি রজ্জু ছিল। এই রজ্জু সকল স্বর্গ স্পর্শ করিয়া পৃথিবীতে লম্বমান হইয়া আছে, প্রতি স্বর্গের নিকটে তাহাতে একটি একটি গ্রন্থি আছে। জীবগণ যত দিন অতীব পবিত্র থাকে, উচ্চেস্তম স্বর্গে অবস্থান করে। তৎপরে ক্ষুধিত হইলে আহার করিবার জন্য, অথবা কোন দোষে দুষিত হইলে দণ্ড ভোগের জন্য নিম্নতর স্বর্গে অবরোহণ করে। এবং সেই স্থানের পাপে আক্রান্ত হইলে ক্রমে আরও নিম্ন স্বর্গে নিপতিত হয়; এইরূপ অবরোহণ করিতে করিতে পৃথিবীতে আগমন করে। পৃথিবীতে আসিয়াও যদি পুণ্য উপার্জ্জন করিতে না পারে, উপর্য্যুপরি তিন জন্ম পৃথিবীতে থাকিতে পায়; তন্মধ্যেও সৎকর্ম্মশীল না হইতে পারিলে চির কালের জন্য নরকে নিপতিত হয়।

—০—

নূতন পুস্তক।

১ গুরুমুখী ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুবাদ, লাহোর হইতে প্রকাশিত। কিছু দিন হইল লাহোর হইতে জ্ঞান-প্রদায়িনী নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে; এ ক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক সকলও অনুবাদ হইতে আরম্ভ হইল; ইহা অবগত হইলে কোন্ ব্রাহ্ম না আহ্লাদিত হইবেন।

২ সাঁত্রাগাছী বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ। বালিকাদিগের পাঠোন্নতির বিষয় পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু দুই বৎসরেও বালিকা সংখ্যা উনত্রিশটীর অধিক হইল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

৩ বঙ্গ ভাষায় লীলাবতীর অনুবাদ, প্রথম ভাগ, শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্য্যন্ত। শ্রী বীরেশ্বর পণ্ডিত (পাঁড়ে) কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

৪ নীতিবিজ্ঞান, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। ঢাকা পোগস্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন ইহার রচয়িতা। এ দেশের বিদ্যালয় সমূহে কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা না হওয়ায় যে অনিষ্ঠ হইতেছে তাহার নিরাকরণই এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য এবং ভরসা করি নীতিবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইলে গ্রন্থকার তাঁহার অভিলষিত ফল লাভে এক বারে বঞ্চিত হইবেন না। বাঙ্গলা ভাষায় দিন দিন এই রূপ ফলোপধায়ক গ্রন্থের রচনা হউক ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা।

৫ বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা, ভবানীপুর ও বেহালা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় তাহার কতকগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়াছেন।

৬ শেরপুর বিদ্যোন্নতি-সাধিনী মাসিক পত্রিকা। আমরা এই মাসিক পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শের পুর বিদ্যোন্নতি-সাধিনী সভার নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছে। সম্পাদক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, দেশোন্নতি সাধন, নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ ও অনুবাদ প্রচার করিবেন।

৭ হিন্দী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত, লাহোর মিত্রবিলাস যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

৮ ব্রহ্মসাধন। যে মধুময় হৃদয় হইতে এই পুস্তক খানি বিনির্গত হইয়াছে, তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেই পাঠকগণ পুস্তকের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবেণ। যে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা কত শত হৃদয়কে ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিয়াছে, এ ক্ষণে যিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনিই মেদিনীপুরে গত সাংবৎসরিক সমাজে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ব্রহ্মসাধন নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই গুলি এই পুস্তকে সুন্দর রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত বর্ষের ফাল্গুণ মাসে এখানে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে ঈশ্বর প্রসাদে অদ্যাপি জীবিতাবস্থায় আছে। সদস্যগণ প্রতি বুধ বারে সংমিলিত হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা ও বিবিধ সদালোচনা দ্বারা কিয়ৎ কাল প্রকৃত কর্ত্তব্যে কর্ত্তন করিয়া থাকেন; অপরিণামদর্শী অনভিজ্ঞ স্থানীয় জানপদবর্গের ইহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সমাজটী প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাহারা বিবিধ উপায়ে উহার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। তদর্থ তাহারা কত যত্ন করিতেছে, কত চেষ্টা পাইতেছে, কত অত্যাচার করিতেছে, এবং ব্রাহ্মগণের কত প্রকার অমূলক অপবাদই ঘোষণা করিতেছে। এতন্নিবন্ধন সমাজটীর স্থায়িত্বের বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, তজ্জন্য এ পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে জনসমাজে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। সম্প্রতি সদস্যগণের যে রূপ সৎসাহস ও অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ইহার পরিণামে স্থায়িত্বের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা জানপদগণের সেই সকল অযোগ্য তিরস্কার ও দুর্নিবার অত্যাচার এবং অকিঞ্চিৎকর বৃথাপবাদে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া অপরিসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত সমাজটীর ক্রমোন্নতি সাধন করিতেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী আবার এক বারে লোকভয় পরিত্যাগ করিয়া বিগত ১৯ সে আষাঢ় রবিবার প্রভাত সময়ে যথা রীতি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করত আপন আপন বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ঐ সকল স্বাক্ষরীকৃত প্রতিজ্ঞা পত্রগুলি ভবদীয় দৃষ্ট্যর্থ প্রেরিত হইল, দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, দুইটী নিতান্ত ভীরুস্বভাবা অপরিপক্কমতি অবলাও আমাদের এই সাধু সম্মত সদনুষ্ঠানের অনুগামিনী হইয়াছেন। সে দিন ঐ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ব্যাপার যে রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত আপনার পাঠক বর্গের দর্শনার্থ নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রস্থ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ব্রাহ্মগণ উপাসনা-মণ্ডপে শান্তচিত্তে উপবিষ্ট হইলে দুইটী সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইল। পরে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি হইতে দীক্ষা-প্রকরণোক্ত ব্যাখানটী পঠিত

হইলে পুনরায় দুইটী সঙ্গীত হইল। অনন্তর প্রত্যেকে একে একে বেদীর সম্মুখীন হইয়া উপদেশ শ্রবণানন্তর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন, পরে শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত ধর্ম্ম-দীক্ষা নামক সময়োচিত সদুপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তক খানি অতি গম্ভীর ভাবে পাঠ করিলেন। তদনন্তর পুনরায় একটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইলে সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া এই বক্তৃতাটী পাঠ করিলেন।

"আহা! অদ্যকার মনোরম মধুর প্রাতঃ কাল আমাদের কি পরম সৌভাগ্যই আনয়ন করিল! আনন্দজননী শুভ্রবসনা উষা বাহ্য জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যের ন্যায় আমাদের অন্তর্জগতেরও পরম রমণীয়তা, বিমলতা, ও মধুরতা সম্পাদন করিল। সমুজ্জ্বল প্রখর কিরণে অদ্যকার নবোদিত সূর্য্য যে রূপ বাহ্য জগৎকে রজনীর অন্ধতম তিমির হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া নব রাগে অনুরঞ্জিত করিয়াছে, আমাদের সেই রূপ অন্তর্জগৎও সত্য-সূর্য্যের সুনির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিঃ দ্বারা শোক, মোহ, বিষাদ ও সংশয় অন্ধকার হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরুপম স্বর্গীয় শোভায় ভূষিত হইল, এই সুরম্য সুস্নিগ্ধ প্রাতঃ কালে পুষ্পোদ্যানে যে রূপ বিবিধ সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি নানাবিধ বিকশিত পুষ্পে আমাদের অন্তরোদ্যানের পরম রমণীয় শোভা সম্পাদন করিল। সুখস্পর্শ সুশীতল প্রাতঃসমীরণের সুমন্দ সুখদ হিল্লোল শরীরে যে রূপ অপূর্ব্ব সুখের ও স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিতেছে, তদ্রূপ অন্তরে সেই অন্তরতম প্রিয়তম চির-জীবন-সখার প্রেমময় আবির্ভাব অন্তরাত্মাকে শীতল ও পবিত্র করিল। আহা! অদ্য আমাদের কি শুভ দিন—কি সুপ্রভাত! যে পরম পবিত্র তেজোময় ধর্ম্ম-প্রসাদাৎ আমরা আমাদিগের পরম প্রীতিভাজন পরাৎপর পরম পিতার সত্তা অতি সহজে প্রতীতি করিতেছি; যে ধর্ম্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সকলের অন্তরে নিহিত আছে; যাহার আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সহজ সুন্দর সত্য সকলে সকল আত্মাই সায় দিতেছে; সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে যে ধর্ম্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে; যে ধর্ম্ম দেশ বিশেষ, জাতি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষে বদ্ধ নহে, কিন্তু সকল দেশ, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি; যাহা অস্থায়ী, সঙ্কীর্ণ ও পরিবর্ত্ত-সহ ধর্ম্ম নহে; যে ধর্ম্ম অবস্থারও দাস নহে, ঘটনারও অধীন নহে; যে ধর্ম্ম আমাদের মাতৃভূমি পুণ্যবতী ভারত ভূমির সর্ব্বাদিম সনাতন ধর্ম্ম; আমাদের বেদ উপনিষদাদি প্রাচীনতম শাস্ত্র সকল মুক্তকণ্ঠে যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; যে ধর্ম্ম বহুকালাবধি মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায়, ধূমাচ্ছাদিত অনলের ন্যায়, বিভ্রম ও মোহ জালে আচ্ছন্ন ও মলিন ভাবে থাকিয়া সম্প্রতি পুনরায় প্রাতরুদিত দিনকরের ন্যায় আপনার সুনির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিঃ সমুদয় পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিতেছে; অল্পে অল্পে পৃথিবীস্থ সমুদয় ধর্ম্মের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; পরিণামে যে ধর্ম্ম পৃথিবীর এক মাত্র পবিত্র ধর্ম্ম হইয়া পৃথিবীস্থ সকল জাতি ও সকল পরিবারকে এক জাতি ও এক পরিবারে পরিণত করিবে, পরস্পরকে একই প্রীতিসূত্রে বন্ধন করিবে, প্রত্যেক মনুষ্যকে দেবভাবে শোভিত করিবে, সমুদয় সংশয়ান্ধকার, সমুদায় কুসংস্কার বিনাশ পূর্ব্বক ঈশ্বরের সকল সন্তানকে স্বাধীনতা-রত্নে বিভূষিত করিবে, সুমধুর ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দে বন্ধন করিবে এবং সর্ব্বত্র সত্যের জয়-পতাকা উড্ডীয়মানা করিয়া বসুধাকে স্বর্গোপম সুখধাম করিবে; যে ধর্ম্ম আমাদিগকে পর কালে পরম সুহৃদের ন্যায় সমভিব্যাহারে করিয়া সেই পবিত্রস্বরূপের প্রেমরাজ্যে লইয়া যাইবে এবং সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম পরম বন্ধুর সহিত সংমিলন করিয়া দিয়া আমাদের তাপিত আত্মাকে সুশীতল করিবে; আজি আমরা সেই দেবতাগণ-প্রার্থনীয় সর্ব্বজন-বাঞ্ছনীয় পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। আজি সেই সংসার যন্ত্রণার এক মাত্র

আরাম-স্থল ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আজি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মামৃত পান করিয়া অন্তরাত্মা তেজীয়ান্ হইল, মন বিনীত হইল, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, প্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল, হৃদয় কোমল হইল, জীবন সফল হইল এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইল। আহা! আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম কি শুভ ক্ষণেই এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য গতিতে ইহা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, কি মধুর ভাবে জনসমাজের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতেছে, ভবিষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে।

হে নবোৎসাহ-পূর্ণ ব্রাহ্মগণ! অদ্য তোমরা ঈশ্বর-প্রসাদে আপন আপন পুণ্য সঞ্চিত সৌভাগ্য-বলে যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ রমণীয় রত্ন লাভ করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ হইলে, যাহার পবিত্র ছায়ায় আসিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলে, পরম পিতার প্রিয় পুত্র হইলে, জননীর—জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিলে, মনুষ্য নামের যোগ্য হইলে, শ্রবণ কর, সেই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন সুমধুর স্বরে সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে, পবিত্রতার পথে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে; অবলোকন কর, কেমন প্রীতি সহকারে তোমাদিগকে পরম পবিত্র পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিতেছে; আবার কেমন নিঃস্বার্থ উদার ও মধুর ভাবে সংসারের বিবিধ সুখ সম্ভোগের আদেশ করিতেছে। তাহার সেই মধুর আহ্বানের প্রতি সেই অমৃতময় উদার উপদেশের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া সকলে জীবন-পথে বিচরণ করিবে। এক দিনের জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও তদীয় সেই অমৃতময় উপদেশ সকল অবহেলা করিবে না; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পুণ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া এক পদও পরিভ্রমণ করিবে না। সত্য বটে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারবর্গের অযোগ্য তিরস্কার, অপরিণামদর্শী অনভিজ্ঞ স্বদেশীয় লোকের অত্যাচার, অনেক প্রকার বিষয় জনিত অস্থায়ী ও অপূর্ণ সুখ প্রভৃতি এ পথের গুরুতর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমরা যদি এক বার আপনাদের জীবনের শেষ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ রূপ সহস্র সহস্র রাশি রাশি প্রতিবন্ধক তোমাদের অন্তর হইতে দূর-প্রস্থিত হইবে। যখন সেই চিরন্তন সুহৃদ্ অনন্ত আশ্রয় দাতা পিতাকে প্রাপ্ত হওয়াই আমাদের চরম লক্ষ্য হইল; যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও মুক্তিদাতা, সকলই; আমরা যাঁহার প্রসাদে জীবন, মন, সুখ, ঐশ্বর্য্য সমুদায় লাভ করিয়া এখানে সুখে সঞ্চরণ করিতেছি, তদ্রূপ অনন্তকাল যাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব, আমরা বিস্মৃত হইলেও যিনি ক্ষণ কালের জন্য আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন, যাঁহার অজস্র করুণাস্রোতে আমরা অহর্নিশি সুখে সন্তরণ করিতেছি, যিনি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ না করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত স্বীয় মাতৃ-স্নেহ-পূর্ণ ক্রোড়ে স্থান দান করিবেন, সেই অসীম করুণা-নিলয়কে লাভ করাই যখন আমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইল; যাঁহাকে লাভ করিলে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হয়, সকল আশা পূর্ণ হয়, সকল সংশয় নিরাকৃত হয় ও সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়, যখন সেই ধর্ম্মের চরমস্থল—পুণ্যের শেষ পুরস্কার পরম পিতাকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবনের উচ্চতম মহান্ লক্ষ্য হইল; তখন তাহার নিকট—সেই মহান্ লক্ষ্যের নিকট ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর প্রতিবন্ধক কোন্ তুচ্ছ পদার্থ। যদি তখন সাংসারিক সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, সুদুর্ল্লভ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ও বিধেয়; এমন কি যদি মৃত্যু অপেক্ষাও কোন অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, আর তাহা উপস্থিত হইয়া তোমাদের এই পুণ্যানুষ্ঠানের—এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের প্রতিকূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, অম্লান বদনে তোমরা তাহাকে আলিঙ্গন করিবে, তথাপি যে উচ্চতম পুণ্য-পদবীতে অদ্য আরোহণ করিলে, তাহা হইতে এক পাদও বিচলিত হইবে না। দিগ্দর্শন যন্ত্রের লৌহময় শলাকা যেমন প্রতিনিয়ত স্থির ভাবে একাভিমুখেই অবস্থিতি করে, তোমরাও তদ্রূপ অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় আপন আপন চরম লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি তরঙ্গায়িত-সাগর-মধ্য-স্থিত উন্নত ন্যায় অচল অটল ভাবে এই

পূর্ণ সংসারের ভয়ানক তরঙ্গ-সকল অতিক্রম করিবে। অদ্য সেই পবিত্রস্বরূপের পবিত্র স- সন্নিধানে যে বীজে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে সকল প্র- তিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইলে, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, যদি পর্ব্বত সমান রাশি রাশি অপ্রতিবিধেয় বিঘ্ন বিপত্তি তোমা- দিগকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিরন্তর নির্যাতন করিতে থাকে, তথাপি তাহার একটি প্রতিজ্ঞাও বি- স্মৃত হইবে না। তাহা হইলেই তোমাদের যথা কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করা সার্থক হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম শুদ্ধ আমাদের ইহ কালের সুহৃদ্ নহে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উহা আমাদের পর কালেরও নেতা হইয়া পরম বন্ধুর ন্যায় আমাদিগকে সেই পবিত্রস্বরূপের প্রেম- রাজ্যে লইয়া যাইবে এবং সেই প্রাণাধিক প্রি- য়তম চির-জীবন-সখার সহিত সংমিলন করিয়া দিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবে, অতএব প্রাণান্ত পর্য্যন্ত পণ করিয়া এমন পরম সুহৃদ্ ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে যত্নের সহিত হৃদয়াভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবে এবং কায়মনোবাক্যে তাহার অমৃতময় আদেশ-সকল প্রতিপালন করিবে।

শ্রীমতী হরি প্রিয়া! শ্রীমতী জগন্মোহিনী!— অতঃপর তোমাদিগের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তোমরা নারীকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, বঙ্গীয় অঙ্গনাগণের মন স্বভাবতঃ যে রূপ বহু-বিধ কুসংস্কার ও ভ্রান্তিজালে জড়িত, তোমাদের কোমলান্তঃকরণও এক কালে তদ্রূপ মোহ ও ভ্রমাচ্ছন্ন ছিল, সম্প্রতি যদিও অনেক প্রকার কুসংস্কারের হস্ত হইতে তোমরা নির্ম্মুক্তি লাভ করিয়াছ, তথাপি বাল্য-সংস্কার ও স্ত্রীজন-সুলভ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা বশতঃ এখনও কোন কোনটীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হও নাই। তৎসত্ত্বেও আজি তোমরা যে সৎসাহস ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, ইহাতে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আজি তোমরা তোমাদের জীবনের একটী অসম্ভাব্য গুরুতর পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিলে, তোমরা আজ্ পৌত্তলিকতারূপ দুর্গময় নিরয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক তুল্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এত দিন সংশয়িত চিত্তে অন্ধের ন্যায় জীবন-পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলে, আজ্ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে পারিলে, আজ্ সেই অমৃত ধামের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিলে। এখন শান্তচিত্ত ও সাবধান হইয়া তাহাতে আরোহণ করিবে। শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় এ পথ অতীব দুর্গম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুত ইহার বিঘ্ন বিপত্তি অতি ভয়ানক; সংশয় ও লোক ভয় প্রভৃতি এ পথের এক একটী প্রবল প্রতিবন্ধক আছে। দেখিও যেন সেই সকলের ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গী দর্শনে ভীতা হইয়া এমন দুর্লভ পথ পরিত্যাগ করিও না, তুচ্ছ সুখানুরোধে প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখী হইও না, তোমরা এই মাত্র সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামীর সম্মুখে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, আজীবন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে, সেই প্রতিজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া সেই বিশ্বাসানুরূপ আচরণ করিতে গিয়া যদি লোকের নিকট অনাদৃতা ও তিরস্কৃতা হইতে হয়, মাতা প্রভৃতি গুরু জনের অযোগ্য গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হয়, কোন দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সাংসারিক সমুদায় সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, অপরিণামদর্শী স্বদেশীয় সমস্ত লোকের ঘৃণাস্পদ হইতে হয়, তাহাও সহস্রাংশে কর্ত্তব্য ও বিধেয় বিবেচনা করিও, তথাপি এমন পুণ্যানুষ্ঠানে বিরতা হইও না। প্রিয়তম পরমেশ্বর স্বয়ং তোমাদের দুর্ভেদ্য হৃদয়কপাট ভেদ করিয়া সেখানে আপনার সিংহাসন সংস্থাপন করিলেন, ইহা তোমাদের অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এখন সর্ব্ব প্রযত্নে সেই চিরসুহৃদকে হৃদয়াভ্যন্তরে রক্ষা করিবে। সুনির্ম্মল প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিবে। তাঁহার উপাসনাই যেন তোমাদের এ জীবনের সার কর্ম্ম হয়; নিরবচ্ছিন্ন সত্য পালনই যেন তোমাদের এক মাত্র ব্রত হয়; পবিত্রতা যেন তোমাদের চরিত্রের অলঙ্কার হয়; ক্ষমা যেন সর্ব্বদা তোমাদের কোমল হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে; সরলতা ও ভীরুতা যেন সতত তোমাদের ললিত

লাবণ্যের উজ্জ্বলতা সম্পাদন করে। লজ্জা যে স্ত্রীজাতির পরম ধন, তাহা যেন সর্ব্বদা তোমাদের সুনীল নয়নে বিদ্যমান থাকে। কায়িক ও মানসিক সতীত্ব স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম, তোমরা সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; যাঁহা হইতে সংসারের সুখ সম্পদ্ প্রভৃতি তাবৎ প্রিয় বস্তু লাভ করিয়াছ, পৃথিবীর সকল প্রিয় পদার্থ হইতে তাঁহাকে প্রিয়তম জানিয়া প্রতিদিন প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তবে সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবে। ইহা তোমাদের নিত্য কর্ম্ম, কদাপি ইহাতে অবহেলা করিবে না। এই রূপ পবিত্র হৃদয়ে যেমন তাঁহাতে প্রীতি করিবে, তেমনি তাঁহার প্রিয় কার্য্যও সাধন করিবে। পাপ কর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিবে। গুরু জনের সেবা শুশ্রূষা করিবে। সন্তান-সন্ততিগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করণার্থ চেষ্টা করিবে। ভ্রাতা ভগিনীগণের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া সকলকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবে। প্রাণান্তেও কাহারো সহিত বিবাদ-কলহে প্রবৃত্তা হইবে না। কৃপাপাত্র দীনগণে দয়া বিতরণ করিবে। অন্ন পান তাহাদের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবে। স্বদেশীয় ভগিনীগণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে এবং সুখ দুঃখ সম্পদ্ বিপদ সকল সময়ে সেই সর্ব্ব-সুখ-দাতার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া জীবনের কুটিল পথ-সকল অতিক্রম করিবে। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ-সকল স্মরণ করিবে।

হে পরম পিতা পরমাত্মন্! অদ্য আমরা কতিপয় সুহৃদে প্রীতির সহিত সংমিলিত হইয়া তোমার পবিত্র সন্নিধানে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার স্কন্ধে করিলাম; এখন যাহাতে এই পরম পবিত্র ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে যত্নের সহিত হৃদয়াভ্যন্তরে রক্ষা করিতে পারি, অবহিত চিত্তে কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার বহন করিতে পারি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন বল ও এমন সামর্থ্য প্রদান কর, নাথ! সংসারের যে রূপ গতি, জনসমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন অটল ভাবে সত্যপথে পদ চালনা করা বড় সহজ কর্ম্ম নহে, এ পথে প্রথম প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে প্রায় প্রতি পদ বিক্ষেপে প্রতিবন্ধক দ্বারা প্রতিহত হইতে হয়। কিন্তু নাথ! যখন তুমি দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমরা যখন তোমাকে পাইবার জন্য তোমারই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরিত হইয়া, এই পরম পবিত্র পুণ্য-পথের পান্থ হইলাম, তখন আর আমাদের ভয় কি, এইক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে হে অনাথশরণ দরিদ্রজীবন অখিলবিধাতা! তুমি স্বয়ং আমাদের নেতা হইয়া আমাদিগকে যেমন এই সংসার-সার দুর্গম পথে আনয়ন করিলে, তেমনি প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিও, যখনই তোমার এই পবিত্র পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িব, তুমি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে তোমার পবিত্র চরণের শীতল ছায়ার আশ্রয় প্রদান করিয়া আত্মার বল বিধান করিও। এই ভয়াবহ সংসার-প্রান্তরে তোমার চরণচ্ছায়াই আমাদের আতপত্র, তোমার প্রসন্নতাই আমাদের পরম সম্বল, অতএব হে করুণাময়! তুমি প্রতিনিয়ত তোমার উৎসাহ-জননী প্রসন্ন মূর্ত্তি আমাদের অন্তরাকাশে প্রকাশিত রাখিও, আমরা যেন তাহার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া সংসারের দুর্দ্দিন মধ্যে নিরন্তর তোমার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল-পথে গমন করিতে পারি। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার নিকট কেবল এই মাত্র প্রার্থনা।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর আর একটি সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল, এবং সকলের মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন প্রীতির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল ইতি।

"Love for love. Give it shall be given you. What will you have? Pay for it and take it. If you put a chain around the neck of a slave, the other end fastens itself around your own."

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৪৯।/০
যন্ত্রালয়	৬০২॥৵৫
পুস্তক বিক্রয়	৭৩৵৫
ডাক মাসুল	১৭
সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান	১
বিবিধ আয়	১০/১০
গচ্ছিত	৪৩৸৵০
	৮৯৭৵০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	১১০৸/৫
মাসিক বেতন	১১৬
যন্ত্রালয়	২৩০৸৵৫
ডাক মাসুল	২১৸৵১০
আগরা ব্যাঙ্ক	১০০
বিবিধ ব্যয়	৬৯।১০
গচ্ছিত	৩৮॥৵০
	৬৮৭॥১০

আয়	৮৯৭৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৪(১০
	১১৮১৵১০
ব্যয়	৬৮৭॥১০
স্থিত	৪৯৩॥৵০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১৬

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র	২
" জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ..	॥০
" দীননাথ ভট্টাচার্য্য	॥০
	১৮

আয়	৩৪
পূর্ব্বকার স্থিত	২২॥৵৫
স্থিত	৫৬॥৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

সমাজ-গৃহ-সংস্কারের দান।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	১০৬৩৸০
শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
	১০৬৪৸০

বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞতা সহকারে অঙ্গীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন ডক্‌ট্রিন্ অভ্ কৃশ্চান রিসরেক্‌সন নামক পুস্তকখানির স্বত্ব কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ১৩ই আশ্বিন বৃহস্পতি বার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চম সাম্বৎরিক সভা হইবেক; ব্রাহ্ম মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সমাজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

যোড়াসাঁকো রতন সরকারের
গার্ডেন ষ্ট্রীট, ৪৭ সংখ্যক ভবন।
১ লা আশ্বিন, ১৭৮৭ শক।

শ্রী প্রতাপচাঁদ চন্দ্র
উপাচার্য্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ৫ আশ্বিন। বুধ বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক

২৬৭ সংখ্যা। ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে

চতুর্থং সূক্তং

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৮২৬

১ কথা দাশেমাগ্নয়ে কাস্মৈ দেবজুষ্টোচ্যতে ভামিনে গীঃ। যো মর্ত্ত্যেষ্বমৃত ঋতাবা হোতা যজিষ্ঠ ইৎ কৃণোতি দেবান্।

১ 'অস্মৈ অগ্নয়ে' 'কথা দাশেম' কথং হবীংষি দদ্যাম। অগ্নেরনুরূপং যজ্ঞং কর্ত্তুং অশক্তাবয়মিত্যর্থঃ। অথবা 'অস্মৈ' 'ভামিনে' তেজস্বিনে 'অগ্নয়ে' 'দেবজুষ্টা' সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সেবিতব্যা 'গীঃ' বাক্ স্তুতিরপি 'কা' কীদৃশী 'উচ্যতে'। তাদৃশীং স্তুতিমপি কর্ত্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ। 'অমৃতঃ' মরণরহিতঃ 'ঋতাবা' ঋতবান্ সত্যবান্ যজ্ঞবান্ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা হোমনিষ্পাদকোবা 'যজিষ্ঠঃ' অতিশয়েন যষ্টা এবম্ভূতোযোঽগ্নিঃ 'মর্ত্ত্যেষু' মরণধর্ম্মসু অস্মাসু বর্ত্তমানঃ সন্ 'দেবান্' 'ইৎ কৃণোতি' হবির্ভির্যক্তান্ করোত্যেব তাদৃশায়াগ্নয়ে কথা দাশেমেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

১ এই তেজস্বী অগ্নিকে কি প্রকারে হব্য সকল দান করিতে হইবে! কি প্রকার দেবসেবিত স্তুতি ইহাঁর প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে! যিনি অমৃত. যজ্ঞশীল, হোতা ও যজিষ্ঠ এবং যিনি মর্ত্ত্য জীবে বর্ত্তমান থাকিয়া দেবগণকে হব্য-সম্পন্ন করিতেছেন।

৮২৭

২ যো অধ্বরেষু শন্তম ঋতাবা হোতা তমূ নমোভিরা কৃণুধ্বং। অগ্নির্যদ্বের্মর্তায় দেবান্ সচাবোধাতি মনসা যজাতি।

২ 'যঃ' অগ্নিঃ 'অধ্বরেষু' যাগেষু 'শন্তমঃ' অতিশয়েন সুখকারী 'ঋতাবা' সত্যবান্ যথার্থদর্শীত্যর্থঃ। 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা ভবতি। হে ঋত্বিগযজমানাঃ যূয়ং 'তমূ' তমেবাগ্নিং 'নমোভিঃ' স্তোত্রৈঃ 'আকৃণুধ্বং' অভিমুখীকুরুত। 'যৎ' যদা অযং 'অগ্নিঃ' 'মর্তায়' মনুষ্যায় যজমানার্থং 'দেবান্' 'বেঃ' বেতি গচ্ছতি। তদানীং 'সঃ' অগ্নিঃ দেবান্ 'বোধয়তি চ' জানাতি চ। জ্ঞাত্বা চ 'মনসা' নমসা মকারনকারয়োঃ স্থানবিপর্য্যয়ঃ। তান্ 'যজাতি' হবির্ভিঃ পূজয়তি। অতস্তমেবাগ্নিমাকৃণুধ্বমিতি যোজ্যং।

২ যে অগ্নি যজ্ঞ ক্রিয়ায় অতিমাত্র সুখদাতা, যথার্থদর্শী ও দেবগণের আহ্বাতা, হে ঋত্বিক্ ও যজমানগণ! সেই অগ্নিকেই স্তোত্র দ্বারা অভিমুখীন কর। তিনি যখন মনুষ্যের নিমিত্ত দেবগণের নিকট গমন করেন, তখন তিনি দেবগণকে জানিতে পারেন এবং নমস্কার সহকারে হব্য দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করেন।

৮২৮

৩ স হিক্রতুঃস মর্য্যঃস সাধুর্মি- ত্রো ন ভূদদ্ভুতস্য রথীঃ। তং মে- ধেষু প্রথমং দেবযন্তীর্ব্বিশ উপ ব্রুবতে দস্মমারীঃ।

৩'সহি' অগ্নিঃ 'ক্রতুঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তা 'সঃ' এব 'মর্য্যঃ' মা- রয়িতা বিশ্বস্যোপসংহর্ত্তা 'সাধুঃ' সাধয়িতা উৎপাদয়িতাপি 'সঃ' এব 'অদ্ভুতস্য' অভূতস্য অলব্ধস্য ধনস্য 'রথী' রংহ- য়িতা প্রাপয়িতা 'ভূৎ' ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'মিত্রোন' যথা সখা ধনানি প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ। এবম্ভূতোযোঽগ্নিঃ 'তং' এব 'মেধেষু' যজ্ঞেষু 'দেবযংতীঃ' দেবযন্ত্যঃ দেবান্ আ- ত্মনইচ্ছন্ত্যঃ 'বিশঃ' প্রজাঃ 'প্রথমমুপক্রুবতে' স্তুতিভিরু- পেত্য প্রধানভূতইতি কথয়ন্তি। কীদৃশ্যোবিশঃ 'দস্মং' দর্শনীয়ং তমগ্নিং 'আরীঃ' গচ্ছন্ত্যঃ ভজন্ত্যইত্যর্থঃ।

৩ সেই অগ্নিই কর্ত্তা, হর্ত্তা, উৎপাদয়িতা ও মিত্রের ন্যায় অদ্ভুত ধনের প্রদাতা হন; দেবার্থী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় অগ্নির সমীপে গমন করত স্তুতি দ্বারা তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করে।

৮২৯

৪ স নো নৃণাং নৃতমো রিশাদা অগ্নির্গিরোঽবসা বেতু ধীতিং। তনা চ যে মঘবানঃ শবিষ্ঠা বাজপ্রসূতা ইষয়ন্ত মন্ম।

৪ 'নৃণাং' যজ্ঞস্য নেতৃণাং মধ্যে 'নৃতমঃ' অতিশয়েন নেতা 'রিশাদা' রিশানাং শত্রূণামত্তা ভক্ষয়িতা। এবম্বিধঃ 'সঃ' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'অবসা' হবিল- ক্ষণেনান্নেন যুক্তাং 'ধীতিং' কর্ম্ম চ 'বেতু' কাময়তাং। অপিচ 'যে' যজমানাঃ 'তনা' ধননামৈতৎ বিস্তৃতেন ধনেন মঘবানঃ ধনবন্তঃ 'শবিষ্ঠাঃ' অতিশয়েন বলিনঃ 'চ' সন্তঃ 'বাজপ্রসূতা' প্রসূতং প্রেরিতং বাজোহবির্লক্ষণমন্নং যৈ- স্তাদৃশাভূত্বা 'মন্ম' অগ্নের্ম্মননরূপং স্তোত্রং 'ইষয়ন্তঃ' এষ- য়ন্তি ঋত্বিগ্‌ভিঃ কারয়িতুমিচ্ছন্তি। তেষামপি স্তুতিমগ্নিঃ কাময়তামিতিভাবঃ।

৪ নেতৃগণের মধ্যে প্রধানতম নেতা ও শত্রু-সংহারক অগ্নি আমাদিগের হব্য সহকৃত স্তুতি ও কর্ম্ম কামনা করুন এবং যে সকল যজমান ধনবান্ ও বলিষ্ঠ হইয়া অন্ন দান পূর্ব্বক অগ্নির মননরূপ স্তব করাইতে ইচ্ছা করেন, অগ্নি তাঁহাদিগের স্তুতিও কামনা করুন।

৮৩০

৫ এবাগ্নির্গোতমেভির্ঋতাবা বিপ্রেভিরস্তোষ্ট জাতবেদাঃ। স এষু দ্যুম্নং পীপয়ৎস বাজং স পুষ্টিং যাতি জোষমা চিকিত্বান্। ১।৫।২৫

৫ 'ঋতাবা' ঋতবান্ যজ্ঞবান্ 'জাতবেদাঃ' জাতধনো- জাতপ্রজ্ঞোবায়ং 'অগ্নিঃ' 'বিপ্রেভিঃ' মেধাবিভিঃ 'গোত- মেভিঃ' গোতমৈর্ঋষিভিঃ 'এব' উক্তেন প্রকারেণ অস্তোষ্ট স্তুতোঽভূৎ। স্তুতশ্চ 'সঃ' অগ্নিঃ 'এষু' গোতমেষু 'দ্যুম্নং' দ্যোতমানং সোমং 'পীপয়ৎ' অপীপৎ যদ্বা তান্ ঋষীন- পায়যৎ। তথা 'সঃ' অগ্নিঃ 'বাজং' হবির্লক্ষণমন্নং পীপয়- দিত্যেব। এবং সোমলক্ষণং চরুপুরোডাশাদিলক্ষণং হবিশ্চ স্বীকৃত্য 'সঃ' অগ্নিঃ 'জোষং' অস্মাভিঃ কৃতং সেবনং 'আচিকিত্বান্' আ সমন্তাৎ জানন্ 'পুষ্টিং যাতি' পোষং প্রাপ্নোতি। যদ্বা অস্মাকং ধনানি পোষং প্রাপয়তু। ১।৫।২৫

৫ মেধাবী গোতম ঋষিরা যজ্ঞবান্ জাতবেদা অগ্নির এই প্রকার স্তব করিয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদিগের সুদীপ্ত সোমরস ও হবি পান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছিলেন। ১। ৫। ২৫

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ আশ্বিন ১৭৮৭ শক।

স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! এই পৃথিবীর শোক মোহ কোলাহলে প্রপীড়িত হইয়া তোমার উন্নত ধামের প্রতি অবলোকন করিতেছি। তুমি দীন-দয়ালু কৃপালু কৃপাকর। যে তোমাকে দেখে না, জানিতে চায় না, তাহাকেও তুমি প্রেম-দান করিতেছ। যখন সংসারের মধ্যে মনুষ্যের আত্মা ও মন নি-

বিষ্ট থাকে, তাহা হইতে বিযুক্ত হইবার আর কোন উপায় থাকে না; তখন তুমি তাহার হৃদয়ে মৃত্যু-ভয় প্রেরণ কর। সংসারী ব্যক্তি যখন বিষয়ের আশা-ভয়ে ব্যাকুলিত হয়, ধনের ক্ষতি-লাভ গণনা করে, পৃথিবীতে আপনাকে চিরজীবী মনে করিয়া সংসারে বিমুগ্ধ হয়; তখন তোমার প্রেরিত মৃত্যু-ভয় পাইয়াও এক এক বার তোমার নিকটে যাইতে চায়। যখন তাহার কিছুরই অভাব নাই, বিষয়-কামনা পূর্ণ-রূপে ভোগ করিতেছে; সে সেই ভোগ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও কখনো কখনো মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া সচকিত হয়। যেমন বিকারী রোগী এক এক বার জ্ঞান পাইয়া বাহ্য বিষয় দর্শন করে, তেমনি ঘোর বিষয়ী ক্ষণে ক্ষণে চেতন পাইয়া তমসাবৃত অন্ধকার মধ্যে তোমাকে দেখিতে পায়। এমন কেহ কোথাও নাই, যাহার তোমাকে প্রয়োজন নাই, যে তোমার নিকট উপকার প্রত্যাশা না করে। বন্য দেশের অবোধ লোকেরা অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে বজ্র বিদ্যুতের ভয়ে কম্পিত হইয়া তোমারি শরণাপন্ন হয়, সভ্য জাতি জ্ঞান-জ্যোতির মধ্যে থাকিয়াও নানাপ্রকার পাপের ভয়ে তোমাকেই স্মরণ করে। কেহই তোমার সিংহাসন হইতে দূরে থাকিতে চাহে না। এমন কে আছে যে তোমার নিকটে মস্তক নত না করে? "তুমি সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা।" তুমি সকলের শাস্তা; তুমি সকলকে শাসনে রাখিয়াছ। রাজার ন্যায়, নিয়ন্তার ন্যায়, পিতামাতার ন্যায়, সখার ন্যায়, হৃদয়-বন্ধুর ন্যায়, সকলকে আপনার বশে রাখিয়াছ। সকলেই তোমার নিকটে জোড়করে প্রার্থনা করে। কেহ বা তোমার নিকট বিষয় প্রার্থনা করে, কেহ বা তোমার অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া তোমাকেই প্রার্থনা করে। কেহ বা স্বর্গ লাভের জন্য প্রার্থনা করে, কেহ বা মুক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করে। কখন ভয়েতে প্রার্থনা করে, কখন আশাতে প্রার্থনা করে। কোন না কোন রূপে সকলেই তোমাকে স্মরণ করে। লোকেরা উৎসব ও আমোদের কোলাহলের মধ্যেও তোমাকে বিস্মৃত হয় না। হে পরমাত্মন্! তোমার দয়া কত প্রকারে বর্ত্তমান আছে। আমি তোমার যে করুণা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অনুভব করিতেছি, যখন দেখি যে সেই করুণা তোমার অসীম রাজ্যের অসীম লোককে তৃপ্ত করিতেছে, তখন বাক্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তোমার করুণা দিবসে রাত্রিতে, তোমার করুণা মাতৃ-হৃদয়ে, তোমার করুণা সাধু লোকের অন্তরে। হে পরমাত্মন্! তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, বিনীত ভাবে হৃদয় মনকে তোমাতে অর্পণ করিতেছি; যাহা কিছু তোমার পূজার জন্য দিতে হয়, সকলি প্রদান কর। হস্তকে তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর, পদকে তোমার কার্য্যে প্রেরিত কর, রসনাকে তোমার মহিমা-গানে নিযুক্ত কর, মনকে তোমার চিন্তাতে নিমগ্ন কর, আত্মাকে তোমার সহিত যুক্ত কর—তোমাতে যাইয়া আত্মা শান্ত হউক, তোমার প্রস্ফুটিত জ্ঞান-চক্ষু দেখিয়া আত্মা পরিতৃপ্ত হউক। হা। করুণানিধান! তুমি যে এখনি আমার প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করিলে। আমি যে আমার আত্মাতে তোমাকে দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি যে তুমি "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" তুমি "শুভ্র সত্য-স্বরূপ সুন্দর।" তোমারই শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তোমারই শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তোমারই শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ

BLEED THROUGH.

মাস ঋতু সম্বৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তোমারই শাসনে পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত-সকল হইতে স্যন্দমান হইতেছে। যে তোমাকে না জানিয়া এ লোকে যদিও চিরজীবন হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে তোমাকে প্রাপ্ত হয় না। যে তোমাকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র অতি দীন; আর তোমাকে জানিয়া যিনি এ লোক হইতে অবসৃত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ধন্য ধন্য জগদীশ্বর, তুমিই ধন্য।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

ষষ্ঠ উপদেশ।

ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার।

"ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার নিমিত্ত দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

জ্ঞান, ভাব ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া ঈশ্বরের সমীপে গমন করাই জীবাত্মার এক মাত্র উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ মঙ্গল ইচ্ছা ও আত্মার প্রকৃতি এই উভয়গত একটি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়াই আমরা আমাদের এই উদ্দেশ্য অবধারণ করিতেছি। সকল দেশের সকল কালের সকল জাতির সকল মনুষ্যই সেই এক মাত্র উদ্দেশ্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। দেশভেদে কালভেদে ও জাতিভেদে অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যের বিবিধ বিচিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ সকল মনুষ্যের একই প্রকার। তাঁহার প্রেমমুখ সকলের প্রতিই প্রসন্ন হইয়া আছে; তাঁহার ক্রোড় সকলের জন্যই প্রসারিত রহিয়াছে, তিনি প্রতি আত্মার সঙ্গেই গূঢ়রূপে আত্মীয়তা করিতেছেন। তিনি সকলেরই শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা, তিনি সকলেরই স্নেহময়ী মাতা, তিনি সকলেরই ক্ষমাবান্ বন্ধু, তিনি সকলেরই ন্যায়বান্ রাজা। তিনিই পূর্ব্ব পশ্চিমের অধিপতি, তিনিই উত্তর দক্ষিণের রাজা। তিনি সত্য যুগের মনুষ্যকে যেমন প্রীতি করিতেন, তিনি কলি কালের লোককেও তেমনি ভাল বাসেন। সকল জাতীয় নরনারীই তাঁহার সমান স্নেহের আস্পদ। দেশের গৌরব, কালের গৌরব, জাতির গৌরব, তাঁহার করুণাকে ইতরবিশেষ করিতে পারে না। মনুষ্য-মাত্রেই তাঁহাকে লাভ করিবার অধিকারী।

ঈশ্বর দেশ-বিশেষে পক্ষপাতী হইয়া তথায় আবির্ভূত হন নাই; সকল দেশেই তিনি সমভাবে বিদ্যমান আছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত স্থান বিশেষে গমন করিতে হয় না। যে ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে দেখিতে চায়, তিনি সেই স্থানেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার নিমিত্ত দেশবিশেষের অপেক্ষা নাই।

ঈশ্বর কোন কালের মনুষ্যদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া অন্য কালের মনুষ্যদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, এরূপ নহে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে প্রকার অধিকার দিয়াছিলেন, ইদানীন্তন লোকদিগেরও সেই অধিকার আছে, যাহারা সহস্র বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহাদিগেরও সেই অধিকার থাকিবে। তাঁহাকে জানিবার অধিকার পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনি আত্মার অলঙ্কার হইয়া আছে। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার নিমিত্ত কাল-বিশেষের অপেক্ষা নাই।

মনুষ্য-কল্পিত জাতি-ভেদ ঈশ্বর-দত্ত অধিকারকে ভেদ করিতে পারে না। আমার পিতার নিকট আমি গমন করিব, কে আমাকে নিবারণ করিয়া রাখিবে? ঈশ্বর কি তোমাকে চক্ষু দিয়াছেন, আমাকে অন্ধ করিয়াছেন? ঈশ্বর কি তোমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর নন? তিনি কি তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন, আমার পূজা পরিত্যাগ করিবেন? এক জাতি তাঁহার আশীর্ব্বাদিত ও অন্য জাতি তাঁহার নিকট অভিশপ্ত নহে, সকল জাতিই তাঁহার স্নেহ সমভাবে উপভোগ করিয়া আসিতেছে। জাতিভেদে তাঁহাকে জানিবার অধিকার ভেদ নাই। যে তাঁহাকে জানিতে চায়, যে জাতি হউক, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে; যাহার ইচ্ছা, সেই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইতে পারে। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার নিমিত্ত জাতি-বিশেষেরও অপেক্ষা নাই।

ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে তাঁহাকে লাভ করিবার যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে মনুষ্যের আর কি অবশিষ্ট থাকে? মনুষ্যের হৃদয় হইতে ঈশ্বরকে তুলিয়া লও, মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হীন দশায় উপনীত হইবে। ঈশ্বরকে লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরের মুখ চাহিয়াই মনুষ্য সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে; ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়! এমন ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্যে কি দেশ বিচার, কাল বিচার ও জাতি বিচার সহ্য করা যায়! ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই এই অসৎ কল্পনার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি সকল মনুষ্যের অন্তরেই ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি নিহিত করিয়া দিয়াছেন; দিন দিন তাহা প্রজ্বলিত হইয়া সকল অন্ধকার দূরীকৃত করিতেছে। সকল দেশ হইতেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ করিবার নিমিত্ত দেশ-কাল-জাতি-গত পক্ষপাত পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের যথার্থ অধিকার আবিষ্কার করিয়াছে, সকলকেই ব্রহ্মবিৎ হইবার আদেশ দিতেছে, সকলকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটে উপনীত করিতেছে।

ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের ন্যায় ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্তও দেশ কাল জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই; সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। সুতরাং সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগের উপদেশই আমাদের সমান আদরণীয়। ভারতের বেদ, আরবের কোরান ও তুরুষ্কের বাইবল সকল হইতেই ঈশ্বরের সত্যগুলিকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই, সত্যের প্রতি অনুরক্ত হও; দেশ কাল জাতি বিশেষের অপেক্ষা করিও না।

ঈশ্বরপ্রসাদে এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার লইয়া অধিক আন্দোলন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট অধিকারে অধিকারী হইয়াও অনেকে যে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। যাহারা পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের কপোল-কল্পিত বা ভ্রম-সমুত্থিত মতের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর-দত্ত অসামান্য অধিকারকে স্বেচ্ছাচার বলিয়া ভীত হইতেছে, তাহাদের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় বটে; কিন্তু যাহারা জ্ঞান-প্রসাদে তাদৃশ কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াও মানব জাতির প্রকৃত অধিকার নিতান্ত নিষ্ফল করিতেছে, তাহারদের অবস্থা

অর্থ করের শোকাবহ হইতেছে, সন্দেহ নাই। সত্যের সত্য তাহাদের নিকট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হন। তাহারা সৃষ্টির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু স্রষ্টাকে দেখিবার সময় তাহাদের দর্শন-শক্তি হ্রস্ব হইয়া আইসে। তাহারা জগতের নিয়ম সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেয়, কিন্তু নিয়ন্তার নামোল্লেখও তাহাদের সহ্য হয় না। সমুদায় সুখসম্পত্তি আগ্রহের সহিত ভোগ করিতে যায়, কিন্তু সুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক বোধ করে না। তাহাদের শিক্ষা অন্য প্রকার, তাহাদের অভ্যাস তাহাদের স্বভাবকে পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে। তোমরা সাবধান হও, সে সকল দোষ যেন তোমাদের কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিতে না পারে। তোমাদের সকল জ্ঞান যেন ব্রহ্মজ্ঞানকে পোষণ করিতে থাকে; তোমাদের সকল ভাব যেন ঈশ্বর-প্রীতি দ্বারা নিয়মিত হয়; তোমাদের কোন কর্ম্ম যেন ধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন না করে। ব্রহ্ম-বিদ্যাতে অধিকার পাইয়াছ বলিয়া গর্ব্বিত হইও না, কিন্তু বিনয়ের সহিত সেই অধিকারের ফল ভোগ কর।

দেশ ভেদে কাল ভেদে পৃথিবীতে অনেক গুলি ব্রহ্মবাদীর উদয় হইয়াছিল; সকলেই আপন আপন সাধ্য অনুসারে ব্রহ্মবিদ্যার নানাপ্রকার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও সেই সমস্ত শাখা প্রশাখা একই স্কন্ধ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তথাপি তৎসমুদায়কে বহু বিষয়ে পরস্পর বিসদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইলে সকল সম্প্রদায় হইতেই কতকগুলি বহুমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন ব্রহ্মবাদী ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে চমৎকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ সুমধুর ভাবে শুষ্ক হৃদয় হইতেও ঈশ্বরপ্রীতি উচ্ছলিত করিতেন, কেহ বা ধর্ম্ম পালনে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পরস্পর হইতে এই সকল উপকার লাভ না করিয়া, যে যে অংশে পরস্পরের বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা লইয়াই চির কাল পরস্পর ঘোরতর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমিষ-লোভী পশুদ্বয়ের ন্যায় রাজ্যঘটিত বিবাদে যত প্রকার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মবিবাদের ভীষণকাণ্ড তাহা অপেক্ষা অল্পতর হয় নাই। যে নরহত্যা মহাপাপ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, ধর্ম্মবিবাদে মত্ত হওয়াতে এক এক দিন তাহাও শত শত বার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম; কিন্তু পুরাবৃত্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত অনেক স্থানের শান্তি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। এ বিষয়ে ধর্ম্মের দোষ অপেক্ষা সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী দিগের দোষ অধিক তাহার সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক মতের অনুদারতা হইতে সম্প্রদায়গত এক একটি সাধারণ দোষ সমুৎপন্ন হওয়াতেই সম্প্রদায় সকলের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সকল সম্প্রদায়ই যদি স্ব স্ব মতের প্রবর্ত্তককে অপ্রাকৃত ও ঈশ্বরের সবিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া আর সকলকে প্রতারক ও অবজ্ঞাত করিবার প্রয়াস পায়, সকলেই যদি স্ব স্ব মতকে দেবদত্ত ও আর সকল মতকে কল্পিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যায়, সকলেই যদি স্বমতের বিরোধাচারীর প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, সকলেই যদি ঈশ্বর-দত্ত অধিকারকে আপনার হস্তেই

রাখিতে চায়, তবে আর বিবাদ না হইয়া কত ক্ষণ শান্তি থাকিতে পারে? ফলত পরস্পর বিরুদ্ধ সকল মতগুলিই সত্য হইতে পারে না। এক সম্প্রদায়ের মতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার কর, অন্য সম্প্রদায়ের মতকে অনাদর করিতে হইবে; এবং এমন কোন বিনামনাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, নির্ব্বিচার চিত্তে একের প্রতি উপেক্ষা করিয়া অন্যের প্রতি পক্ষপাতী হইতেই হইবে। বিচার করিতে গেলে সকলের মধ্যেই সত্যাসত্য উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ পিতা পুত্রদিগের ধর্ম্ম-ভেদ করিয়া দিয়াছেন, ইহা মনুষ্যের বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি অবশ্যই এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, সেখানে সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হয় ও সকল অনৈক্য বিলীন হইয়া যায়।

প্রথমত সকল মনুষ্যের আত্মাতেই এমন শক্তি বিদ্যমান আছে যে, তদ্দ্বারা সত্যাসত্য, ন্যায়ান্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্বেতপীত নীললোহিতের ন্যায় অনায়াসেই প্রভেদ করা যায়।

দ্বিতীয়ত সকল মনুষ্যই অপূর্ণ। মানুষে যাহা কিছু শক্তি আছে, সকলই পরিমিত।

প্রথমটি দ্বারা তাহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়; দ্বিতীয়টি দ্বারা মানুষের বিনয় রক্ষা হয়। মনুষ্য আত্ম-বিস্মৃত না হইয়া এই দুটি সত্যের অনুগত হইয়া চলিলে সত্যের পথও সুগম হয়, পক্ষপাত হইতেও পরিত্রাণ পায়। এই কারণেই মানুষ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতেও পারে, মানুষের ভ্রমও হইতে পারে। এই কারণেই সকলের সকল মত গ্রহণ করিতে পারি না, আপনার সকল মতও অভ্রান্ত বলিতে পারি না। এই নিমিত্তই আপনাকেও বিচার করিতে হয়, আচার্য্যকেও সেবা করিতে হয়। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে।" এবং ইহাও কথিত হইবে যে "পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে শিষ্য আচার্য্য সন্নিধানে গমন করিবেন।" ফলত ঈশ্বর আমাদিগকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, অন্যের উপর আমাদের একান্ত নির্ভর করিতে হইবে না এবং গর্ব্বিত হইয়া অভিমান করিবারও পথ নাই। যদি ঈশ্বরের নিয়মানুসারে আপনাকে নিয়োগ করা যায়; তাহা হইলে স্বাধীনতারও ব্যাঘাত নাই, বিরোধও পরিহার্য্য হয়। এই উদারতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব; এতদনুসারেই এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে যে, "সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ১২২ পৃষ্ঠার পর।

দৈহিক পরিশ্রম আত্মোন্নতি বিধানের আর একটি প্রধান সাধন। মনুষ্য যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউক বা যে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করুক, প্রত্যেক অবস্থা ও প্রত্যেক ব্যবসায়ই তাহার আত্মোৎকর্ষ সাধনের সহকারী হইতে পারে। এ কথা সপ্রমাণ করিতে হইলে ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় মানবগণের উত্তমাধম অবস্থা সমস্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হয়, কিন্তু তত দূর প্রয়াস পাইবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা কায়িক প্ররিশ্রম দ্বারা কথঞ্চিৎ দিনপাত করিযা থাকে, তাহাদিগের অবস্থাই এ স্থলে একটি মাত্র উদাহরণরূপে পরিগৃহীত হইতেছে। দেখ, শ্রমজীবী লোকেরা অন্যের কার্য্য সাধন নিমিত্ত যে কোন প্রকার পরিশ্রম করে, বেতনস্বরূপ

যথাযোগ্য অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য থাকে, সন্দেহ নাই। দুঃখী প্রাণিগণের শারীরিক বলই প্রধান সম্বল, তাহার বিনিময় দ্বারা তাহারা অর্থিগণ সমীপে জীবনোপায় ক্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং নিয়োজ্য ও নিয়োজক উভয়েরই যে পরস্পর বাধ্যবাধকতা হইয়া উঠে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় প্রতীত হইতে পারে যে, যে কোন নিয়োজিত ব্যক্তি আলস্য পরাঙ্মুখ হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে নিয়ত যত্নপরায়ণ হয়, এবং সততা অবলম্বন করা জীবিকা নির্ব্বাহের একটি উত্তম কৌশল, এমন বিবেচনা না করিয়া, যাহার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করা উচিত তাহাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, এই রূপ ন্যায়সম্মত বিচারের বশম্বদ হইয়াই সাধুতার আশ্রয় লয়, সে এক জন সামান্য মনুষ্য নহে। সে যত নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, যত কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করুক না কেন, তাহার সকল অবস্থাতেই ও সকল কর্ম্মেতেই হৃদয়গ্রন্থে নীতি ও ধর্ম্মের একটি অখণ্ডনীয় প্রধানতম সূত্র সঙ্কলিত হইতে থাকে। তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনের প্রত্যেক প্রয়াসই তাহার আপন স্বভাবের পূর্ণতা প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারে।

পরিশ্রম সহকারে যে শুদ্ধ ন্যায়পরতা বৃত্তিরই পর্য্যাপ্তি-সাধন হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা উপচিকীর্ষা বৃত্তিটিও সম্যক্ অনুষ্ঠিত ও পরিপোষিত হইবার বিলক্ষণ প্রসক্তি আছে। দেখ, আপনার ভরণ পোষণার্থে এক ব্যক্তি অন্যের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল স্বার্থ পূরণ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সে যাহা কিছু নির্ম্মাণ বা উৎপাদন করে, তদ্দ্বারা যে অন্যের সুখ বর্দ্ধন ও তুষ্টি সাধন হইতে পারিবে, ইহা তাহার অন্তঃকরণে অবশ্যই জাগরূক থাকে সন্দেহ নাই। অপার করুণাকর পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির নিমিত্তে যে সমস্ত অসীম শুভাবহ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম যে, আপন জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য লোকে অন্যের অশেষবিধ সুখোৎপাদন দ্বারা বিস্তর উপকারে আইসে। অতএব পরিশ্রম দ্বারা জীবনোপায় সংগ্রহ করা যেমন প্রয়োজনীয়, সেই রূপ অন্যের উপকার সাধন করাও উহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যাহাদিগের কর্ম্ম করিতে যে ব্যক্তি নিয়োজিত হয়, আপন অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতি তাহার যেমন দৃষ্টি থাকে, তেমনি তাহাদিগেরও ক্ষতি বৃদ্ধি ও উপকার অনুপকার বিষয়ে তাহার বিশিষ্ট রূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই রূপে দৈহিক ও মানসিক আয়াস সহকারে আপনার ও অন্যের যুগপৎ অভীষ্ট সাধনে কৃতসংকল্প হইতে পারিলে সে ব্যক্তি প্রশস্ত লোকোপকার-পদবীতে পরিভ্রমণ করত মহোচ্চ ধর্ম্মশৈল সন্নিধানে ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকে, সন্দেহ নাই। এমন কি, অনাথ দরিদ্রবর্গকে মুক্তহস্তে বিপুল অর্থ প্রদান করিতে পারিলে সদয়হৃদয় মানবগণের যাদৃশ চিত্তপ্রসাদ লাভ হওয়া সম্ভব, শ্রমোপজীবী ব্যক্তিদিগের উক্তরূপ উভয়থা উপকার সাধনের অভ্যাস করাও পরিণামে তাদৃশ তুষ্টিজনক হইয়া উঠে। ঐ রূপ অভ্যাস সহকারে অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মও পবিত্র ও সম্মানিত হইতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! কায়িক পরিশ্রমের উপরে জনসমাজের যে কত দূর কল্যাণ ও অভ্যুদয় নির্ভর করে, শ্রমজীবী লোকেরা তাহা এক বারও অনুধাবন করিয়া দেখে না; তাহাদিগের তাদৃশ উপকারিত্ব গুণের প্রতি চিত্ত নিবেশ করিয়া তাহারা বিশুদ্ধ আনন্দ লাভে কদাচ সমর্থ হইতে পারে না। এই শোভাময়ী মহানগরী মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত রাজমার্গ, সুরম্য হর্ম্ম্যনিচয়, নয়নহারিণী বিপণীশ্রেণী, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাবলি, গৃহসজ্জার উপযোগী বিবিধ বিচিত্র সামগ্রীপুঞ্জ ও অন্যান্য বহুতর চিত্তহর পদার্থজাত নিরীক্ষিত হইতেছে, সকলই শিল্পকর ও অপরাপর শ্রমিক লোকদিগের হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আপন পরিশ্রম-জনিত এই সকল সুখাবহ বস্তুজাত অবলোকন করিয়া তাহাদিগের নিঃস্বার্থ আনন্দ লাভ করা কি সম্ভবপর ও উচিত নহে? কোন সূত্রধর বা স্থপতি যদি পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বহস্ত-প্রস্তুত কোন প্রাসাদ সন্নিধানে উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণে কি এই রূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে না, যে "আমার বিরচিত এই অট্টালিকাটি কত প্রাণীর আশ্রয় স্থান হইয়াছে, কত লোকের ভোগসুখ ও সন্তোষ সম্পাদন করিতেছে এবং আমার এই দেহ ধূলিসাৎ হইবার শত বৎসর পরেও কত শত জীবের বিশ্রাম, প্রীতি ও স্নেহের আবাস স্থল হইবে!" এই রূপ চিন্তায় তাহাদের চিত্তপটে কি একটি উদার সন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে পারে না? এই প্রকারে সামান্য পরিশ্রমের সহিত সাধু ভাব সমবেত করিলে আমরা ক্রমশ ঐ সাধু ভাবের পরিপোষণ ও বলাধান করিতে পারি এবং উহাকে আত্মার অভ্যস্ত করিতে সমর্থ হই।

অপিচ, পরিশ্রম এ রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, যাহাতে মনের সমধিক উত্তেজক হয়। মনুষ্যের ব্যবসায় যে রূপ হউক না কেন, তাহার এই প্রকার নিয়ম করা উচিত যে, কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে, যত দূর পারে উৎকৃষ্ট করিতে চেষ্টা পায় এবং এইরূপে তাহার শিল্পকার্য্যের ক্রমিক উন্নতি করিতে থাকে। ফলত পূর্ণতাকেই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য, ইহাতে সামাজিক উন্নতিরও বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং আপনার কর্ম্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া মনুষ্য অকৃত্রিম আনন্দরসেরও আস্বাদন করিতে পারে, এই নিমিত্তেই আমরা এ বিষয়ের সবিশেষ আন্দোলন করিতেছি এমন নহে, ইহা আত্মোৎকর্ষ বিধানেরও একটি অসাধারণ উপায়। এই রূপ অভ্যাস করিতে করিতে পূর্ণতার ভাব অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় এবং তাহা মনুষ্যের ব্যবসায় অতিক্রম করিয়া সুদূরে বিস্তৃত হইতে থাকে। সে যে কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তাহার অভিরতি জন্মে। জীবনের কোন অংশে কর্ম্মের শৈথিল্য ও অপরিছন্নতা তাহার সমধিক বিরক্তিকর হয়। তাহার ক্রিয়ার পরিমাণ ক্রমশ উন্নত হইতে থাকে এবং আগ্রহাতিশয় ও সাবধানতা প্রযুক্ত তাহার সামান্য ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল বিষয়ই উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হয়।

জীবনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই স্বভাবসিদ্ধ এ রূপ একটি সম্বন্ধ অনুগত আছে, যাহাকে আত্মোৎকর্ষ সম্পাদনের উপযোগী করা যাইতে পারে এবং করাও কর্ত্তব্য। উত্তম, মধ্যম বা অধম, প্রত্যেক অবস্থাতেই কষ্ট আপদ্ বিপদ্ দুঃখ ক্লেশাদির সংঘটন হয়। তৎ সমুদায় হইতে

নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তে আমরা বিলক্ষণ যত্ন করি; আমরা নিরাময় সৌভাগ্য, অবন্ধুর জীবনমার্গ ও অবিচ্ছিন্ন সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হই; কিন্তু বিধাতা, ঝটিকা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি উৎপাতপুঞ্জ, রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি বিপদরাশি ও তন্নিবন্ধন দুঃখনিবহ প্রেরণ করিয়া, আমাদিগের সেই মহতী আশার প্রতিরোধ করিতে থাকেন। ইহাতে কি তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়পরতা প্রকাশ পায়? না; এ রূপ কদাচ হইতে পারে না। যিনি সম্পূর্ণ ন্যায়বান ও করুণাকর, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা তাঁহার নিকটে কি প্রকারে স্থান পাইবে? ফলত আমাদিগের জীবন ধারণের কোন উপযোগিতা আছে কি না? আমরা উত্তরোত্তর মনের দৃঢ়তা ও বলাধান করিতে সমর্থ হইব, কি ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া দয়ার্হ হইব, এই মহান্ প্রশ্নটি উক্তরূপ প্রতিকূল অবস্থা সকলের উপরে যত নির্ভর করে তত আর কিছুতেই নহে। বাহ্যিক অমঙ্গলবৎ ঘটনা সকল কেবল আমাদিগের উদ্দাম রিপুবর্গকে বিনীত করিবার নিমিত্তে এবং মানসিক শক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে গাঢ়তর অনুষ্ঠানার্থে সমুত্তেজিত করিবার নিমিত্তেই কল্পিত হইয়াছে। কখন কখন তৎসমুদায় যেন নূতন নূতন শক্তির উৎপাদন করিয়া দেয়। কৃচ্ছ্র অনুভব না করিলে সুখের বাসনাই হয় না, এবং সুখবাসনা না হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তিও হয় না; সুতরাং কৃচ্ছ্রকে কর্ম্মের একটি প্রধান প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে; অতএব বিরোধ দ্বারা তাহার পরাক্রম অতিক্রম করিয়া স্বকার্য্য সাধন করাই মনুষ্যের যথার্থ কর্ম্ম ও পুরুষার্থ। যখন কষ্টদায়ক অবস্থা সমুদায়, মানবীয় বা ভৌতিক প্রতিঘাত, সময়ের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন অথবা অন্যান্য প্রকার দুঃখ সমস্ত আমাদিগকে ভগ্নোদ্যম না করিয়া আশা প্রতীক্ষা প্রভৃতি আন্তরিক উপায় সকলের প্রতি নির্ভর করায়, বলাধানের নিমিত্ত আমাদিগকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন করিয়া দেয়; আমাদিগের হৃদয়ধামে প্রশান্ত সংকল্প সমুদায়ের উদ্ভাবন করে;—এই রূপে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য লাভের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে; তখন যেমন আত্মোৎকর্ষ বিধানের পথ প্রশস্ত হয়, তেমন আর কখনই হয় না। উক্তরূপ অগ্নি সমুদায়ে পরীক্ষিত না হইলে কোন প্রকার মহত্ত্ব বা সাধুতাসুবর্ণই সমধিক মূল্যবান্ হইতে পারে না। এই বলিয়া কষ্ট সকল যে অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে এমন নহে; আপনা হইতেই তৎ সমুদায় বিলক্ষণ দ্রুত সঞ্চারে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে; বিশেষত দুঃখ-সাগরে সন্তরণ করিয়া সত্বর সুখপারে উত্তীর্ণ হওয়া অপেক্ষা তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পড়িবারই অধিক সম্ভাবনা। পরন্তু যখন পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি কষ্ট সকল প্রেরণ করেন, তখন তৎ সমুদায়কে আত্মোৎকর্ষবিধানের বিশিষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করত অম্লান হৃদয়ে বহন করিতে হইবে। এইরূপে আমাদিগের অবস্থার সমুদায় অংশকেই আত্মোন্নতি সাধনের উপযোগী করা যাইতে পারে।

সধনাঢ্যো বা বিধনাঢ্যো বা
সকলত্রো বা বিকলত্রো বা।
সংসারেস্মিন্ যোজিতচিত্তঃ
শোচতি শোচতি শোচত্যেব॥
যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

সিপিয়া মৎস্য।

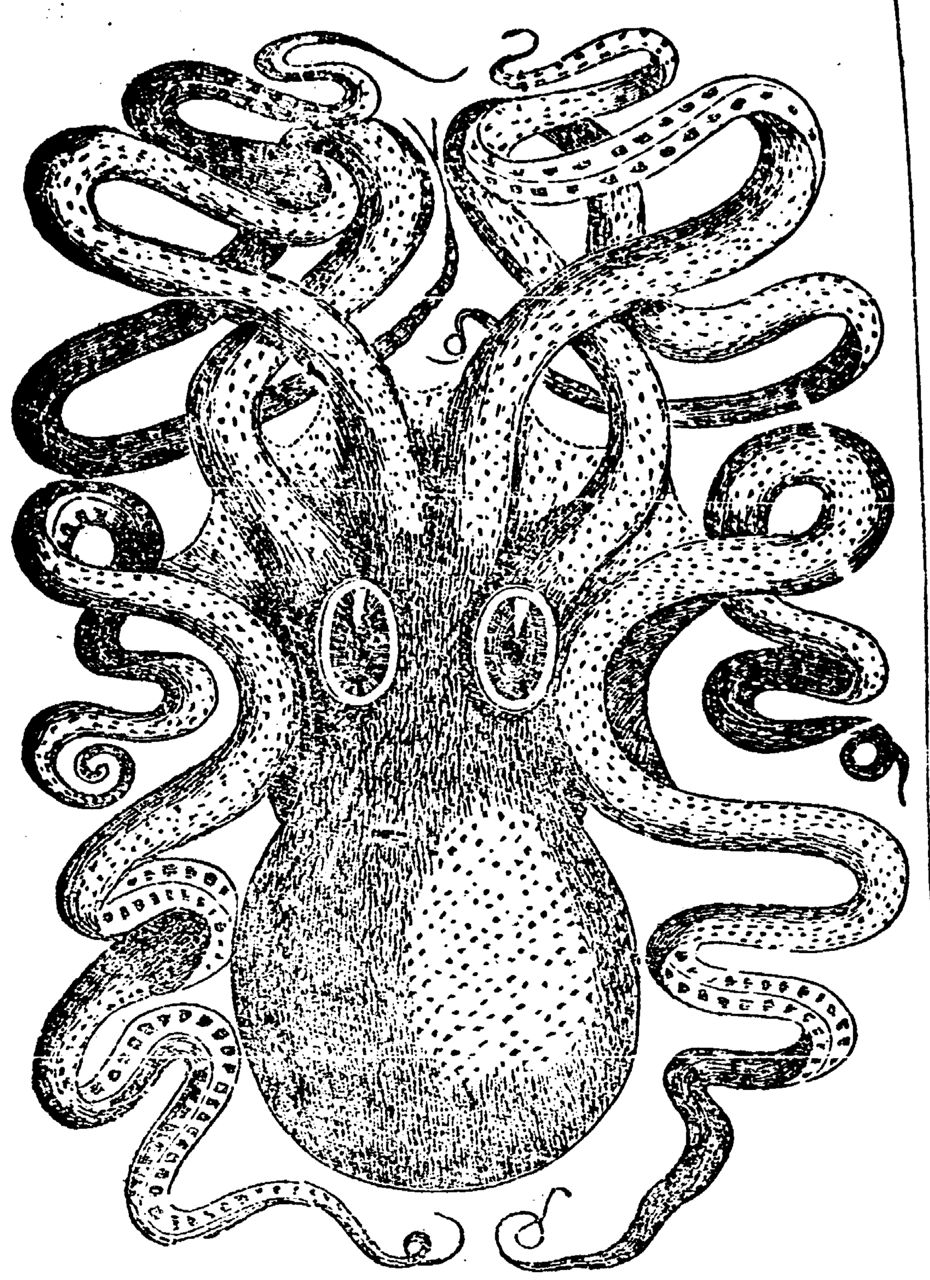

যে সামুদ্রিক মৎস্যের চিত্রময় প্রতিরূপ এই প্রস্তাবের শিরোভাগে সন্নিবেশিত হইল, ইহারদিগের আকারগত বৈলক্ষণ্য বশত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। এখানে যে শ্রেণীস্থ জীবের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, ইহারা সম মণ্ডল ও উষ্ণ মণ্ডলস্থ সমুদ্রেই বাস করিয়া থাকে। ইহারদিগের নাম সিপিয়া বা কটল। করুণানিধান পরমেশ্বর এই সামান্য জীবের জীবন ধারণ এবং আততায়ী নিবারণ জন্য যে কি পরমাশ্চর্য্য কৌশলেই ইহারদিগের দেহ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই সামুদ্রিক মৎস্যের শরীর প্রায় ডিম্বাকার এবং মণ্ডবৎ এক প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত, ইহাদের সর্ব্ব শরীর এরূপ স্থূল বস্তুবিশেষ দ্বারা মণ্ডিত, যে তাহা দেখিতে ঠিক চর্ম্মের মত। চক্ষু অপরাপর মেরুদণ্ড-বিহীন জলচর প্রাণী অপেক্ষা অতিশয় উজ্জ্বল এবং এক প্রকার স্বচ্ছ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত। ইহারদিগের মাথার দিক্ হইতে আটটী শুঁয়া অর্থাৎ বাহু বহির্গত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা ইহারা আহারীয় কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া মুখবিবরে অর্পণ করে এবং শত্রুদিগের আক্রমণ হইতেও এই বাহুবলেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ইহারা এমনি বলবান্ যে জলেতে অতি বলিষ্ঠ শিকারী কুক্কুরকেও পরাস্ত করিতে পারে। এই পরমাদ্ভুত প্রাণীর বাহুর অধোভাগস্থ মাংসপেশীতে অসংখ্য খাত থাকাতে ইহারা সকল বস্তুকেই দৃঢ় রূপে ধৃত করিতে পারে। ইহাদের উল্লিখিত বাহুতে তাড়িত শক্তির ন্যায় এক প্রকার শক্তি আছে, সেই জন্য তদ্দ্বারা কোন প্রাণিকে ধৃত করিবামাত্রই তাহার সর্ব্ব শরীর আহত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে যদিও আর তদ্রূপ যন্ত্রণা থাকে না কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আহত স্থান অতিশয় চুলকাইতে থাকে। বিছুটী প্রভৃতি লাগিলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হয়, ঐ বাহুর আক্রমণেও ঠিক সেই রূপ হইয়া থাকে।

টিয়া পাখির ঠোঁটের যেরূপ গঠন এবং তাহা যে প্রকার কঠিন, সিপিয়ার চুয়ালও অবিকল সেই রূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা প্রায়ই সমুদ্রস্থ প্রস্তর-কোটর মধ্যে অবস্থান করত বাহুগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখে। ঘটনাক্রমে কোন আহারীয় কীট-পতঙ্গাদি তন্মধ্যে পতিত হইলে অমনি ধৃত করত ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সামুদ্রিক মৎস্য স্বভাবত অধিক আহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনার পরাক্রম অনুসারে সকল প্রাণীকেই আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়।

জগদীশ্বর ইহারদিগের জীবন ধারণ এবং আততায়ী নিবারণ জন্য এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি বাহ্য উপকরণ দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি কৃপা করিয়া ইহারদিগের শরীরের অভ্যন্তরে একটী আধার সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব ক্ষণই এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ঐ জলচর প্রাণীও ইচ্ছা ক্রমে সেই তরল বস্তুকে শরীর হইতে বিক্ষেপ করিতে পারে। ইহারা কোন শত্রু দ্বারা তাড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই আধারসঞ্চিত তরল বস্তুকে প্রক্ষেপ করত চতুঃপার্শ্বস্থ জলরাশিকে বিবর্ণ করিয়া অক্লেশেই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। সেই তরল পদার্থ শুষ্ক হইলে এক প্রকার মূল্যবান্ বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাকে ঐ জন্তুর নামানুসারে "সিপিয়া বর্ণ" কহে। স্ত্রীজাতীয় সিপিয়ারা এক কালে বহুসংখ্যক শ্রেণীবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ডিম্বগুলিকে প্রায়ই প্রস্তর বা সমুদ্রজাত তৃণাদিতে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। তাহা দেখিতে দ্রাক্ষার মত, সেই জন্য উল্লিখিত ডিম্বগুলিকে সামান্যত "সামুদ্রিক দ্রাক্ষা" বলিয়া থাকে।

ইহাদিগের এক শ্রেণীস্থ জীবকে ইংলণ্ডের সমুদ্রতটে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারদের শরীরের যে অস্থি তথাকার সমুদ্রতটস্থ বালুকারাশির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে দন্ত ধাবণ জন্য এক প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিপিয়া জীবের চুয়ালের অস্থি এবং উল্লিখিত অস্থি ভিন্ন সর্ব্ব শরীর মধ্যে আর কঠিন অংশ নাই। জাতি ভেদে আকারগত বৈলক্ষণ্য হইলেও প্রাগুক্ত অস্থি প্রায় ডিম্বাকার হইয়া থাকে।

কি আশ্চর্য্য তাঁহার শক্তি! কি অপারই তাঁহার দয়া? সেই করুণাপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহার পৃথ্বী রাজ্যের সমুদায় প্রাণীকেই যথাযোগ্য অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করত কি অভাবনীয় কৌশলেই সকলের সুখ সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ করিতেছেন। কি মনুষ্য-শরীরে কি বিহঙ্গ-পক্ষে কি মৎস্য-দেহে সর্ব্বত্রই তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাবের কেমন অনির্ব্বচনীয় নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কে বা সেই অনন্তের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবে, কে বা তাঁহার জ্ঞান শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে।

পুরঞ্জনোপাখ্যান।

ভাগবত হইতে সংকলিত।

পূর্ব্ব কালে পুরঞ্জন নামক মহাবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ শান্তস্বভাব ও দয়ালু। অলোক-সামান্য-শক্তি-সম্পন্ন কোন এক পুরুষ তাঁহার পরম মিত্র ছিলেন। ঐ পুরুষের নাম ও কার্য্য কেহই পরিজ্ঞাত নহে।

কোন সময়ে মহারাজ পুরঞ্জন বাসোপযোগী গৃহ অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ গৃহ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহাকে যার পর নাই দুঃখিত হইতে হইল। তিনি বিবিধ-বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া এই জীবলোকে যতগুলি গৃহ প্রত্যক্ষ করিলেন, তৎ সমুদায়ই অভিলাষ পূর্ণ করিবার একান্ত অনুপযোগী বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা তিনি হিমাচলের দক্ষিণ বিভাগে নব-দ্বার-যুক্ত সুলক্ষণ-সম্পন্ন এক গৃহ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন একটি পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ নিরন্তর সেই গৃহ রক্ষা করিতেছে। সেই গৃহ দর্শনে পুঞ্জরনের হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি,

এই গৃহে বাস করিলে সকল অভিলাষই সম্পন্ন করিতে পারিব, মনে মনে এই রূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ পুরঞ্জন এত দিনে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইল প্রফুল্ল মনে এই রূপ আন্দোলন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন, এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নারী কএকটি প্রিয়সখী ও একাদশ ভৃত্য সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিতেছে। ঐ দশ জন ভৃত্যের প্রত্যেকের সহিত এক এক শত অনুচর অনুগামী রহিয়াছে।

মহারাজ পুরঞ্জন সেই রমণীকে নিরীক্ষণ করিয়া সলজ্জ ও সস্মিত বদনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কমল-লোচনে! তুমি কে, কাহার কন্যা, কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলে এবং এই পুর সন্নিধানেই বা কোন্ কার্য্য সাধনের অভিলাষ করিয়াছ? আর যাহারা তোমার অনুসরণ করিতেছে এই সমস্ত বীর ও এই সকল অঙ্গনাই বা কে এবং যিনি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন উনিই বা কে? তুমি আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট এই সমস্ত কীর্ত্তন কর।

তখন সেই কামিনী রাজা পুরঞ্জনকে অধীরের ন্যায় এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে শ্রবণ করিয়া হাস্য মুখে কহিল, হে বীর! আমি যে কাহার কন্যা এবং আমার নামই বা কি, তাহা কিছুই জানি না। এই যে পুরী নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইহা আমারই আশ্রয় স্থান; কিন্তু ইহা যে কে প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহাও সবিশেষ পরিজ্ঞাত নহি। যে সমস্ত বীর আমার অনুসরণ করিতেছেন ইঁহারা আমার সখা, এই অঙ্গনারা আমার প্রিয়সখী; আর যিনি আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি এই পুরের রক্ষক। আমি নিদ্রিত হইলে ইনিই জাগরিত থাকিয়া এই পুরী রক্ষা করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে আপনি যে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আপনাকে দেখিয়া ও আপনার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতি যার পর নাই অনুরক্ত হইয়াছি। আপনি এই পুরমধ্যে অধিবাস করুন। আপনি যে সমস্ত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তু প্রার্থনা করিবেন আমি, আমার এই বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়সখীগণ আমরা সকলেই তৎসম্পাদনে যত্ন করিব। অতএব আপনি মৎপ্রদত্ত অভিলষিত ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় উপভোগ করত শত বৎসর নবদ্বারযুক্ত এই পুর মধ্যে পরম সুখে কালাতিপাত করুন। আমি আপনার আন্তরিক অকপট ভাব সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া আপনার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছি। এ ক্ষণে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাকৃত প্রীতি-রসাস্বাদন-বঞ্চিত অনিষিদ্ধ-সুখত্যাগী ইহ লোক ও পর লোক চিন্তা-শূন্য পশুর আশ্রয় গ্রহণ করিব। অতএব আপনি আমার সহিত দাম্পত্য-সূত্রে সংযত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করুন। এই গার্হস্থ আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার প্রভাবে পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণের আনন্দ, উৎকৃষ্ট কার্য্য-সমুত্থিত যশ, শোক-শূন্য উন্নত লোক ও মুক্তি লাভেও সমর্থ হইবেন। এই জীবলোকে গৃহস্থাশ্রমই সকলের শুভজনক আশ্রয়। অতএব আপনার ন্যায় অতিবদান্য প্রিয়দর্শন পুরুষ লাভ করিয়া কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ ও এই রূপ সুখকর গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়। আপনি করুণা-পরতন্ত্র হইয়া অনাথদিগের মনোদুঃখ দূর করিতে প্রস্তুত আছেন,

ইয়া উঠিল। কালবৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের বিবাহের প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইল। পিতা পুরঞ্জন উহাদিগের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি কুলবর্দ্ধন পুত্রগণের নিমিত্ত উপযুক্ত কন্যা এবং দুহিতাদিগের নিমিত্ত অনুরূপ বর অনুসন্ধান পূর্ব্বক শুভ দিনে মহাসমারোহে তাহাদিগের বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিলেন।

অনন্তর প্রত্যেক পুত্রের শত শত পুত্র উৎপন্ন হইল। এই রূপে মহারাজ পুরঞ্জনের বংশ পাঞ্চাল দেশে অতিশয় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। মহারাজ পুরঞ্জন সেই পুত্র ও পৌত্রগণকে লালন পালন করত ক্রমশ সংসারপাশে গাঢ়তর সংযত হইতে লাগিলেন। উহাদিগের প্রতি তাঁহার যত্ন ও স্নেহ যার পর নাই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া পশু হিংসা করত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু যাহাতে আপনার প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে, এরূপ কার্য্যে বিরত হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শেষ দশা সমুপস্থিত হইল।

চণ্ডবেগ নামক এক জন গন্ধর্ব্বের অধিপতি ছিলেন। তিন শত ষাটি জন মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব এবং তাবৎ-সংখ্যক শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ গন্ধর্ব্বী সতত তাঁহার সহিত পরিভ্রমণ করিত। লোকের সর্ব্বনাশ করাই ইহাদিগের একমাত্র কার্য্য। পুরঞ্জনকে নিতান্ত জীর্ণ ও ক্ষীণবল বিবেচনা করিয়া তাঁহার পুরী অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুররক্ষক ভুজঙ্গ পুরীকে দস্যুহস্তে নিপতিত দেখিয়া তাহার রক্ষা বিধানার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। মহাবল প্রজাগর ভুজঙ্গ একাকীই শত বৎসর সেই সাত শত বিংশতি গন্ধর্ব্বের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রমশ তিনিও নিতান্ত হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি পুররক্ষা কার্য্যে আপনাকে একান্ত অসমর্থ বিবেচনা করিয়া গাঢ়তর চিন্তায় আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি গন্ধর্ব্বগণের বল বীর্য্য দর্পে যার পর নাই ভীত হইলেন। কিন্তু রাজা পুরঞ্জন তখনও পার্শ্বচরগণের সহিত মাহষীর পরামর্শানুসারে পাঞ্চাল দেশে সামান্যরূপ সুখ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার যে সম্মুখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

এই অবসরে কালের কন্যা অনুরূপ বর লাভের অভিলাষে ত্রিলোক পর্য্যটন করিতেছিল। কিন্তু কেহই মনোনীত না হওয়াতে পরিশেষে সে যবনদিগের অধীশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিল। যবনে-শ্বর কালকন্যার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া হাস্য মুখে কহিল, কালকন্যে! তুমি অত্যন্ত অশুভা ও অসম্মতা এই নিমিত্ত কেহই তোমার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস প্রকাশ করে না। এ ক্ষণে আমি সমাধিবলে তোমার অনুরূপ ভর্ত্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এ ক্ষণে অলক্ষিত গমনে সকল লোককেই আক্রমণ কর। তাহা হইলে সকলেই তোমার পতি হইল। তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে প্রজারা তোমাকে অভদ্রা বলিয়া তোমাকে বিনাশ করিবে। তোমাকে বিনাশ করা দূরে থাকুক্ তুমিই তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। অতএব তুমি যবন সৈন্য ও আমার ভ্রাতা প্রজ্বরের সহিত জীব লোকে সঞ্চরণ কর। অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

অনন্তর কালকন্যা প্রজ্বরের সহিত সমবেত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইল। পরে তাহারা সেই হীনবল প্রজাগর প্রতিপালিত ভোগলালিত পুরঞ্জনপুরে অলক্ষিত গমনে প্রবেশ করিল। পুরুষ যাহার আক্রমণে অবিলম্বে অসার হইয়া যায়, সেই কালকন্যা বল পূর্ব্বক সেই পুর উপভোগ করিতে লাগিল। যবনেরা প্রকৃত অবসর দেখিয়া সেই নয়টি দ্বার দিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করত উহাকে অধিকতর বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন পুরঞ্জন আপনার অধিষ্ঠানভূত পুরীকে ভঙ্গোন্মুখ দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তিনি কালকন্যা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেলেন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তাঁহার প্রজা ও ঐশ্বর্য্য সমুদায় অপহরণ করিল। তখন তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার নিতান্ত প্রতিকূল হইয়া উঠিল। উহারা তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ সমাদর পরিত্যাগ করিল। তাঁহার অনুচর ও অমাত্যেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার মহিষী তাঁহাকে অধ্যবসায়-শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাব পরিত্যাগ করিল। শত্রুগণ তাঁহার পাঞ্চাল দেশ বিহারে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহারাজ পুরঞ্জন চিন্তাসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া তাহার প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন রূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। কালকন্যা প্রভাবে তাঁহার কামনা সকল ফলোপধায়ক না হইলেও তিনি তাহার লাভের চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিলেন। পারত্রিক চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণে তখনও স্থান প্রাপ্ত হইল না। পুত্রাদির প্রতি স্নেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এ দিকে কালকন্যা ও গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে যার পর নাই নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন তিনি তাহাদিগের উপদ্রবে অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অনিচ্ছাক্রমে সেই পুরী পরিত্যাগের বাসনা করিলেন।

এই অবসরে প্রজ্বর নিজ ভ্রাতা ভয়ের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার অভিলাষে সেই পুরী দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন পুরঞ্জন অনুচর প্রভৃতি পুরবাসীগণের সহিত প্রজ্বর-কৃত দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। রক্ষকও দাহযন্ত্রণায় নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন সে বৃক্ষকোটর হইতে সর্পের ন্যায় সেই অনল মধ্য হইতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে গন্ধর্ব্বগণের বলবীর্য্যে হৃতপৌরুষ ও হীনবল হইয়াছিল; এ ক্ষণে সেই পুর হইতে নিষ্ক্রমণের উপক্রম করিলে প্রবল শত্রু যবনেরা আসিয়া তাহাকে অবরোধ করিল। তখন সে সেই পুরীর নির্গমন পথে যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। পুত্র পৌত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ ও বিষয়াদি সমস্ত চির কালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি গৃহী অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রেয়সী মহিষীকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত চক্ষের অন্তরালে রাখেন নাই; এ ক্ষণে তাঁহার সহিত নিত্য কালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ উপস্থিত দেখিয়া অধীর ভাবে এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! আমি লোকান্তরে প্রস্থান করিলে আমার অনাথা ভার্য্যা রক্ষক বিরহে পুত্রগণের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া একাকী কি রূপে কাল হরণ করিবে! আমি ভোজনাদি না

not too puerile. To suppose that we shall meet with more allowance from one more susceptible of being tempted like ourselves, either dishonours God, as wanting in pure and right mercy, or unduly comforts, with the hope of mercy, him who ought not to be comforted. On the other hand, to spare the sinner the intense pain of confronting his God, by shutting out the sight of God, is to thwart his only sanctification; to which that sight is essential. The proper business of the teacher is not to introduce a screen, which shall intercept some of the rays of God's glory, and hinder man from seeing the true face of God: all the effort must be the other way; to clear and strengthen the eye, so that it may not discolour the divine countenance with human vindictiveness Many talk in such a tone about "God in Christ," as though this were a Being essentially different from the true and real God; as though Christ did not show them God as He is, but some assnmed appearance: which is a virtual confutation of their theory.

F. W. NEWMAN.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়

১৭৮৭ শক, আশ্বিন মাস।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১০৬।/০
যন্ত্রালয়	৪৯
পুস্তক বিক্রয়	১৮৩৶১০
ডাক মাসুল	৮।/০
বিবিধ আয়	৩৶০
গচ্ছিত	১৫৶১০
	২০১॥/০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয় ..	৩৬
মাসিক বেতন	১৩০
যন্ত্রালয়	১২৭৶/০
ডাক মাসুল	১৮॥৶০
বিবিধ ব্যয়	২৭॥/০
গচ্ছিত	২০॥৵১৫
	৩৬০॥৶১৫

আয়	২০১॥/০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৯৩॥৵০
	৬৯৫ ৶০
ব্যয়	৩৬০॥৶১৫
স্থিত	৩৩৪।৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

দান প্রাপ্তি ১৭৮৭ শক আশ্বিন।

প্রতি জ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি ..	২৫

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ	১

আয়	২৬
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	৫৬॥৵৫
স্থিত	৮২॥৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের সংস্কার শেষ হইয়াছে; অতএব আগামী ১৭ কার্ত্তিক বুধ বার অবধি উক্ত গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক মঙ্গল বার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘন্টার সময়ে বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭॥০ ঘন্টার সময়ে দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। অতএব ধর্ম্মানুরাগী ভগদ্ভক্ত সাধু সকল উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করত তাঁহার উপাসনা করিবেন।

শ্রী জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ১১ অগ্রহায়ণ শনি বার সন্ধ্যার পর সিন্দূরেপটী দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

সিন্দূরেপটী
৬৭ নং বাটী

শ্রী নৃপালচন্দ্র মল্লিক
সম্পাদক।

ছাপার উপযোগী উত্তম একটী লোহময় ইম্পিরিএল প্রেশ বিক্রয় করা যাইবেক, যাঁহার প্রয়োজন হয় সমাজের যন্ত্রালয়ে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১২ কার্ত্তিক। শুক্র বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৮৭ শক

২৬৮ সংখ্যা ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা।

৮৩১

১ অভি ত্বা গোতমা গিরা জাতবেদো বিচর্ষণে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ।

১ হে 'জাতবেদঃ' জাতানাং বেদিতঃ 'বিচর্ষণে' বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টঃ। এবংভূতাগ্নে 'ত্বা' ত্বাং 'গোতমাঃ' অস্য সূক্তস্য দ্রষ্টা গোতমঃ ঋষিঃ ঋষেরেকত্বেপি পূজার্থং বহুবচনং। 'গিরা' স্তোত্রলক্ষণযা বচা 'অভি' আভিমুখ্যেন অস্তৌদিতি শেষঃ। তদ্বদ্বয়মপি ত্বাং 'দ্যুম্নৈঃ' ত্বদীয়গুণপ্রকাশকৈর্ম্মন্ত্রৈঃ 'অভিপ্রণোনুমঃ' আভিমুখ্যেন পুনঃপুনস্তুমঃ।

১ হে জাতবেদঃ! হে বিশেষদৃক্! গোতম ঋষি তোমার অভিমুখে বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আমরাও অভিমুখীন হইয়া ত্বদীয় গুণ-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা তোমাকে বারংবার স্তব করিতেছি।

৮৩২

২ তমু ত্বা গোতমো গিরা রায়স্কামো দুবস্যতি। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ।

২ 'রায়স্কামঃ' ধনকামঃ 'গোতমঃ' যমগ্নিং 'গিরা' স্তুত্যা 'দুবস্যতি' পরিচরতি 'তমু' তমেব 'ত্বা' ত্বাং 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতমানৈস্তোত্রৈঃ আভিমুখ্যেন পুনঃপুনস্তুমঃ।

২ গোতম ঋষি ধন কামনায় তোমাকে বাক্য দ্বারা পরিচারণা করিয়াছিলেন; আমরা তোমার সম্মুখে সেই তোমাকেই মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।

৮৩৩

৩ তমু ত্বা বাজসাতমমংগিরস্বদ্ধবামহে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণোনুমঃ।

৩ হে অগ্নে 'বাজসাতমং' বাজানামতিশয়েন সনিতারং দাতারং 'তমু' তমেব 'ত্বা' ত্বাং 'অঙ্গিরস্বৎ' অঙ্গিরসইব 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। শিষ্টং গতং।

৩ হে অগ্নি! তুমি অন্নসমুহের অতিমাত্র দাতা, আমরা সেই তোমাকেই অঙ্গিরাদিগের ন্যায় আহ্বান করিতেছি; তোমার সম্মুখে মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।

BLEED THROUGH.

৮৩৪

৪ তমু ত্বা বৃত্রহন্তমং যোদ-
সূঁ্যরবধূনুষে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণো-
নুমঃ।

৪ হে অগ্নে 'দস্যূন্' উপক্ষপয়িতৃন্ রাক্ষসাদীন্ 'যঃ' ত্বং 'অবধূনুষে' অবচালয়সি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়সি 'বৃত্রহন্তমং' বৃত্রাণাং পাপ্মনাং অতিশয়েন হন্তারং 'তমু ত্বা' তমেব ত্বাং দ্যুম্নৈরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৪ হে অগ্নি! যে তুমি দস্যুগণকে স্থানচ্যুত কর, সেই অতিমাত্র পাপাপহারী তোমাকেই আমরা অভিমুখীন হইয়া মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।

৮৩৫

৫ অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে
মধুমদ্বচঃ। দ্যুম্নৈরভি প্র ণো-
নুমঃ। ১। ৫। ২৬

৫ ঋষিঃ কৃতং স্তোত্রমনযোপসংহরতি। 'রহূগণাঃ' রহূগণস্য পুত্রাঃ বয়ং গোতমাঃ 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদিগুণযুক্তায় দেবায় 'মধুমৎ বচঃ' মাধুর্য্যোপেতং বচনং 'অবোচাম' প্রাবাদিষ্ম। তদ্বচনরূপৈঃ 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতমানৈঃ স্তোত্রৈঃ পুনঃ পুনরগ্নিং বয়ং 'অভি প্রণোনুমঃ আভিমুখ্যেন প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। ১।৫২৬।

৫ আমরা রহূগণ বংশীয় গোতমগণ, অগ্নিকে মধুর বাক্য কহিয়াছি, অভিমুখীন হইয়া মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।১।৫।২৬।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৭ কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা এই ক্ষুদ্র পরিমিত আত্মারই বল-প্রভাব অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত প্রভাব কি প্রকারে অবগত হইব। যাঁর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশ্ব সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোক সকলে মিলিয়া অহর্নিশ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে; সেই মহান্ জন্মবিহীন আত্মাকে কি প্রকারে বুঝিতে পারিব। এই ক্ষুদ্র আত্মারই ভাব বুঝিতে পারি না—যে পরিমিত আত্মা আমারদের এই শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যাহাকে আমি বলিয়া জানিতেছি, তাহাকেই অমরা বুঝিতে পারি না,—অনন্ত-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে আমরা কি প্রকারে বুঝিব। এই ক্ষুদ্র আত্মার বল অনুভব কর—সে গর্ব্ভের মধ্যে উপকরণ পাইয়া আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিতে থাকে। সেই তিমিরাবৃত বায়ু-শূন্য প্রদেশে শ্রোত্রের কিছুই প্রয়োজন নাই; কিন্তু যিনি জানেন, পৃথিবীতে ইহার শ্রবণ করিতে হইবে, তাঁর ইচ্ছাতে আত্মা আপনার অজ্ঞানাবস্থাতেই স্বীয় শ্রোত্রকে নির্ম্মাণ করিতেছে। সেখানে ঘ্রাণের প্রয়োজন নাই, নাসিকা প্রস্তুত হইতেছে—আলোকের প্রয়োজন নাই, চক্ষু নির্ম্মিত হইতেছে। কার নিয়মে মাতৃ-গর্ব্ভে আত্মা প্রসুপ্ত থাকিয়া স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে? গর্ব্ভের মধ্যে পরমাত্মারই আদেশে অপূর্ণ আত্মা স্বকীয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শরীরের নির্ম্মাতা। সেই অনন্ত বিধাতা পুরুষ যেন গর্ব্ভের মধ্যে বিরলে বসিয়া আত্মাকে শরীর গঠনে শিক্ষা দিতে থাকেন—তাঁর জ্ঞান, কৌশল, প্রীতি, ইচ্ছা, জরায়ুর মধ্যে বিদ্যমান। এক সময় সকল মনুষ্যই জরায়ুর মধ্যে অন্ধকারে আবৃত ছিল, কিছুই জানিত না—মাতৃগর্ব্ভে মাতার অঙ্গের ন্যায় ছিল, ঈশ্বরের মহিমা কিছুই জানিত না। এখন যখন স্মরণ করিয়া তাঁর হস্তকে দেখি, তখন তাঁহার কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব প্রতিভাত হয়। এক জন নয়, দুই জন নয়, শত জন নয়, সহস্র জন নয়, যে গণনার সংখ্যা করা যায় না,

তত জন গর্ব্ভ মধ্যে রক্ষিত পালিত হইয়া পৃথিবীতে সূর্য্য দর্শন করিয়াছে, পুষ্পের গন্ধ লইয়াছে, মাতার স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! সুখের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-সকল গর্ব্ভের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান করিয়া দন্ত লাভ করিয়া যৌবনেতে অলঙ্কৃত হইয়া সৎকার্য্যে তোমরা অগ্রসর হইতেছ, কিন্তু সৎকার্য্যে অগ্রসর হইতে গিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। যে ঈশ্বর তোমারদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, তাঁর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে বিস্মৃত হইবে। তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্যে অধিকার থাকে না। প্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, তাঁহাকে প্রীতি করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর—তিনি যৌবন দিয়াছেন, তাঁর সংসার-কার্য্যে উপযোগী হইয়া তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ কর। যৌবন কালে জ্ঞান-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে পোষণ কর, দেশের কল্যাণ সাধন কর। যৌবন কালই দেশের কল্যাণ সাধনের প্রশস্ত সময়—এ দুর্ল্লভ সময়কে আলস্যের পরবশ হইয়া বৃথা ক্ষেপণ করিও না। যৌবন কালেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন কর। সেই পুণ্য-বলে বলিষ্ঠ হইলে বৃদ্ধ কালে তাঁহার অভিমুখে উন্নত হইবে—তখন আত্মাতে ঈশ্বরের সহিত সমাধি স্থাপন করিয়া সহজে মৃত্যু কালের উপযুক্ত হইবে। গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে ক্রমে গর্ভস্থ নাড়ী-সকল শিথিল হইয়া ভিন্ন হইয়া যায়, তেমনি পৃথিবী হইতে অবসৃত হইবার সময় শরীরের গ্রন্থি ভেদ হইয়া আত্মা স্বর্গের উপযুক্ত হইতে থাকে। সে সময় এখানে যেমন হাহাকার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই প্রেমময় আনন্দময় দেব-রাজ্যে আনন্দ-রব বিস্তার হইতে থাকে। এখানে পুত্র জন্মিলে এই স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের মধ্যেই কত আনন্দ, তবে স্বর্গে পুণ্যবান্ আত্মার অভ্যুদয়ে দেবতাদিগের মধ্যে কত না উৎসব হইবে। তাঁহারা আনন্দ ভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে দেখ! পৃথিবী হইতে উন্নত হইয়া আমারদের হৃদয়ের মধ্যে কৃত-পুণ্য এক জন আসিতেছে, সে আমারদের দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পবিত্র স্বরূপকে উপাসনা করিবে; যত জনে তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে আর এক জন সম্মিলিত হইবে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে গ্রহণ করেন, এবং ঈশ্বরেতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যের শিক্ষা দেন। সেই দেব-লোকে উপস্থিত হইয়া অনন্ত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত দেখি, জগতের কোটি কোটি কৌশল জগদীশ্বরের মহিমার পরিচয় দিতে থাকে, সেই প্রেম-রাজ্যে পবিত্র দেবাত্মাদিগের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়, ধর্ম্ম সহজেই অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞান প্রীতি ধর্ম্ম সকলি চরিতার্থ হইয়া ঈশ্বরের অসীম মঙ্গল রাজ্য সুপ্রকাশিত হয়। তাহার আভাস আমরা এখানেই আত্মা হইতে পাইতেছি, এই আশাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর, এবং হৃদয়ের সাধু ভাব-সকল উদ্দীপন করিয়া তাঁহার সহচর অনুচর হও। আমারদের আত্মার এই অনন্ত কালের কার্য্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

৮৩৪

৪ তমু ত্বা বৃত্রহন্তমং যোদ-
স্যূঁরবধূনুষে। দ্যুম্নৈরভি প্র ণো-
নুমঃ।

৪ হে অগ্নে 'দস্যূন্' উপক্ষপয়িতৃন্ রাক্ষসাদীন্ 'যঃ' ত্বং 'অবধুনুষে' অবচালয়সি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়সি 'বৃত্রহন্তমং' বৃত্রাণাং পাপ্মনাং অতিশয়েন হন্তারং 'তমু ত্বা' তমেব ত্বাং দ্যুম্নৈরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৪ হে অগ্নি! যে তুমি দস্যুগণকে স্থানচ্যুত কর, সেই অতিমাত্র পাপাপহারী তোমাকেই আমরা অভিমুখীন হইয়া মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।

৮৩৫

৫ অবোচাম রহূগণা অগ্নয়ে
মধুমদ্বচঃ। দ্যুম্নৈরভি প্র ণো-
নুমঃ। ১।৫।২৬

৫ ঋষিঃ কৃতং স্তোত্রমনয়োপসংহরতি। 'রহূগণাঃ' রহূগণস্য পুত্রাঃ বয়ং গোতমাঃ 'অগ্নয়ে' অঙ্গনাদিগুণযুক্তায় দেবায় 'মধুমৎ বচঃ' মাধুর্য্যোপেতং বচনং 'অবোচাম' প্রাবাদিষ্ম। তদ্বচনরূপৈঃ 'দ্যুম্নৈঃ' দ্যোতমানৈঃ স্তোত্রৈঃ পুনঃ পুনরগ্নিং বয়ং 'অভি প্রণোনুমঃ আভিমুখ্যেন প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। ১।৫।২৬।

৫ আমরা রহূগণ বংশীয় গোতমগণ, অগ্নিকে মধুর বাক্য কহিয়াছি, অভিমুখীন হইয়া মনোহর স্তোত্র দ্বারা বারংবার স্তব করিতেছি।১।৫।২৬।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৭ কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

আমরা এই ক্ষুদ্র পরিমিত আত্মারই বল-প্রভাব অনুভব করিয়া উঠিতে পারি না, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত প্রভাব কি প্রকারে অবগত হইব। যাঁর উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশ্ব সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে,যাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দ্যুলোক ও ভূলোক সকলে মিলিয়া অহর্নিশ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে; সেই মহান্ জন্মবিহীন আত্মাকে কি প্রকারে বুঝিতে পারিব। এই ক্ষুদ্র আত্মারই ভাব বুঝিতে পারি না—যে পরিমিত আত্মা আমারদের এই শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যাহাকে আমি বলিয়া জানিতেছি, তাহাকেই অমরা বুঝিতে পারি না,—অনন্ত-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে আমরা কি প্রকারে বুঝিব। এই ক্ষুদ্র আত্মার বল অনুভব কর—সে গর্ব্ভের মধ্যে উপকরণ পাইয়া আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিতে থাকে। সেই তিমিরাবৃত বায়ুশূন্য প্রদেশে শ্রোত্রের কিছুই প্রয়োজন নাই; কিন্তু যিনি জানেন, পৃথিবীতে ইহার শ্রবণ করিতে হইবে, তাঁর ইচ্ছাতে আত্মা আপনার অজ্ঞানাবস্থাতেই স্বীয় শ্রোত্রকে নির্ম্মাণ করিতেছে। সেখানে ঘ্রাণের প্রয়োজন নাই,নাসিকা প্রস্তুত হইতেছে—আলোকের প্রয়োজন নাই, চক্ষু নির্ম্মিত হইতেছে। কার নিয়মে মাতৃ-গর্ব্ভে আত্মা প্রসুপ্ত থাকিয়া স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল নির্ম্মাণ করিতে থাকে? গর্ব্ভের মধ্যে পরমাত্মারই আদেশে অপূর্ণ আত্মা স্বকীয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শরীরের নির্ম্মাতা। সেই অনন্ত বিধাতা পুরুষ যেন গর্ব্ভের মধ্যে বিরলে বসিয়া আত্মাকে শরীর গঠনে শিক্ষা দিতে থাকেন—তাঁর জ্ঞান, কৌশল, প্রীতি, ইচ্ছা, জরায়ুর মধ্যে বিদ্যমান। এক সময় সকল মনুষ্যই জরায়ুর মধ্যে অন্ধকারে আবৃত ছিল, কিছুই জানিত না—মাতৃগর্ব্ভে মাতার অঙ্গের ন্যায় ছিল, ঈশ্বরের মহিমা কিছুই জানিত না। এখন যখন স্মরণ করিয়া তাঁর হস্তকে দেখি, তখন তাঁহার কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব প্রতিভাত হয়। এক জন নয়, দুই জন নয়, শত জন নয়, সহস্র জন নয়, যে গণনার সংখ্যা করা যায় না,

তত জন গর্ব্ভ মধ্যে রক্ষিত পালিত হইয়া পৃথিবীতে সূর্য্য দর্শন করিয়াছে, পুষ্পের গন্ধ লইয়াছে, মাতার স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! সুখের দ্বার-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-সকল গর্ব্ভের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এখন ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান করিয়া দন্ত লাভ করিয়া যৌবনেতে অলঙ্কৃত হইয়া সৎকার্য্যে তোমরা অগ্রসর হইতেছ, কিন্তু সৎকার্য্যে অগ্রসর হইতে গিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। যে ঈশ্বর তোমারদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, তাঁর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে কি প্রকারে বিস্মৃত হইবে। তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্যে অধিকার থাকে না। প্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, তাঁহাকে প্রীতি করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর—তিনি যৌবন দিয়াছেন, তাঁর সংসার-কার্য্যে উপযোগী হইয়া তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ কর। যৌবন কালে জ্ঞান-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে পোষণ কর,দেশের কল্যাণ সাধন কর। যৌবন কালই দেশের কল্যাণ সাধনের প্রশস্ত সময়—এ দুর্ল্লভ সময়কে আলস্যের পরবশ হইয়া বৃথা ক্ষেপণ করিও না। যৌবন কালেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন কর। সেই পুণ্য-বলে বলিষ্ঠ হইলে বৃদ্ধ কালে তাঁহার অভিমুখে উন্নত হইবে—তখন আত্মাতে ঈশ্বরের সহিত সমাধি স্থাপন করিয়া সহজে মৃত্যু কালের উপযুক্ত হইবে। গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে ক্রমে গর্ভস্থ নাড়ী-সকল শিথিল হইয়া ভিন্ন হইয়া যায়, তেমনি পৃথিবী হইতে অবসৃত হইবার সময় শরীরের গ্রন্থি ভেদ হইয়া আত্মা স্বর্গের উপযুক্ত হইতে থাকে। সে সময় এখানে যেমন হাহাকার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই প্রেমময় আনন্দময় দেব-রাজ্যে আনন্দ-রব বিস্তার হইতে থাকে। এখানে পুত্র জন্মিলে এই স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের মধ্যেই কত আনন্দ, তবে স্বর্গে পুণ্যবান্ আত্মার অভ্যুদয়ে দেবতাদিগের মধ্যে কত না উৎসব হইবে। তাঁহারা আনন্দ ভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে দেখ! পৃথিবী হইতে উন্নত হইয়া আমারদের হৃদয়ের মধ্যে কৃত-পুণ্য এক জন আসিতেছে, সে আমারদের দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পবিত্র স্বরূপকে উপাসনা করিবে; যত জনে তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে আর এক জন সম্মিলিত হইবে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে গ্রহণ করেন, এবং ঈশ্বরেতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যের শিক্ষা দেন। সেই দেব-লোকে উপস্থিত হইয়া অনন্ত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত দেখি, জগতের কোটি কোটি কৌশল জগদীশ্বরের মহিমার পরিচয় দিতে থাকে, সেই প্রেম-রাজ্যে পবিত্র দেবাত্মাদিগের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়, ধর্ম্ম সহজেই অনুষ্ঠিত হয়, জ্ঞান প্রীতি ধর্ম্ম সকলি চরিতার্থ হইয়া ঈশ্বরের অসীম মঙ্গল রাজ্য সুপ্রকাশিত হয়। তাহার আভাস আমরা এখানেই আত্মা হইতে পাইতেছি, এই আশাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর, এবং হৃদয়ের সাধু ভাব-সকল উদ্দীপন করিয়া তাঁহার সহচর অনুচর হও। আমারদের আত্মার এই অনন্ত কালের কার্য্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

BLEED THROUGH.

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

সপ্তম উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ।

"ভারত বর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে যে, "ব্রহ্মবাদীরা বলেন।"

সমুদায় পুরাতন ব্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ আছে, কেননা কোন ব্রহ্মবাদীই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম, অথবা যাহা সত্য ধর্ম্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। দেশ ভেদে ও জাতি ভেদে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রণালী-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। যদি কোন অসত্য বুদ্ধি দোষে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, কিন্তু যে সকল সত্য মানুষের বুদ্ধিতে অদ্যাপি অননুভূত আছে, তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সত্য ধর্ম্ম একই কথা। অতএব যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী তিনি সত্যের বিরোধী। ইহা কোন রূপেই বিশ্বাস-যোগ্য হয় না যে, মানুষ ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্যের সহিত বিরোধাচরণ করে। ইহাই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে যে, এক জন যাহা সত্য বলিয়া আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে, অন্যে তাহাই অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে এবং এক জনের পরিত্যক্ত অসত্য অন্যের নিকট সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। নতুবা কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা জ্ঞাতসারে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এ রূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। ধর্ম্ম মানুষের সকল অবস্থাতেই প্রাণাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু; কিন্তু বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর মানুষের মধ্যে এই কৌশল সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষের বুদ্ধি যখন যত টুকু উন্নত হয়, মানুষ আপনার হৃদয়-নিহিত সূত্র-সকল অবলম্বন করিয়া তখন তদনুরূপ ধর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে বাধিত হয়, এবং তাহা বাস্তবিক সত্য হউক আর নাই হউক তাহার নিকটে তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। সেই ধর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা তৎকালীন জনসমাজের যত দূর উপকার হইতে পারে তাহা পরিসমাপ্ত হইলে, আবার নূতন নূতন ব্রহ্মবাদী আর্ভিূত হইয়া সেই পুরাতন ধর্ম্মপদ্ধতির সংশোধন করেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে জনসমাজ ঈশ্বরের অভিপ্রেত পথের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। মানুষ শৈশবাবস্থায়, খাদ্যাখাদ্য বিচারের শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে, স্বাভাবিক ক্ষুধাবৃত্তির পরতন্ত্র হইয়া যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া থাকে, সেই রূপ মনুষ্য সমাজ প্রথমাবস্থায়, বিবেকশক্তি সমধিক প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেও, স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের বশম্বদ হইয়া যথার্থই যে সকল অবাস্তবিক মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে সত্যের বিরোধী বলা যায় না। জ্ঞানবিষয়ে তাঁহাদের সহিত যতই মতান্তর হউক, হৃদয়ের ভাব যে একই প্রকার, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী বলা দূরে থাকুক, তাঁহারা যে নানাপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আনুকূল্য করিয়া গিয়াছেন, ইহাই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাদের সেই পুরাতন মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তুলনা করিলে বহু অন্তর লক্ষিত হইবে যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়াকাশে ধর্ম্মরূপ

যে সকল বাষ্প সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ গাঢ় হইতে হইতে মনুষ্যের বাসোপযোগী এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পৃথিবী প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে কালের যতই ব্যবধান থাকুক, একটি মাত্র সূত্রে যে তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত আমাদের হৃদয় গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব পুরাতন ব্রহ্মবাদিগণ আমাদের সম্যক্ মাননীয় ও কৃতজ্ঞতার আস্পদ। তাঁহাদের অনেক মত জটিলতা, অপরিস্ফুটতা ও অযৌক্তিকতায় নিতান্ত মলিন হইয়া আছে যথার্থ বটে, কিন্তু যে সকল সত্য তাঁহাদের জ্ঞাননেত্রে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইয়াছিল, তৎসমুদায় হইতে চির কাল সমান আলোক বিনির্গত হইতেছে। যদ্যপি তাঁহাদের নিকট হইতে একটি মাত্রও সত্য না পাইতাম, তথাপি তাঁহারা হৃদয়গুণে আমাদের সম্মানভাজন থাকিতেন, কিন্তু যখন তাঁহাদের অনেক জ্ঞান আমাদের জ্ঞানকে পোষণ করিতেছে, তখন আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মান যে আপনা হইতে তাঁহাদের প্রতি উচ্ছ্বসিত হইবে ও তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ রূপ উপদেশ এ পর্য্যন্ত কোন পুরাতন ব্রহ্মবাদীর নিকটেই লাভ করা যায় নাই। যাহার অনুগত হইয়া চলিলে জ্ঞান চরিতার্থ হয়, হৃদয় তৃপ্ত লাভ করে এবং ইচ্ছা মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্যক্তিবিশেষের বাক্য ও গ্রন্থবিশেষের অনুশাসন বলিয়া যাহাতে জ্ঞানকে কুণ্ঠিত করিতে হয়, হৃদয় অতৃপ্ত হইয়া থাকে, ইচ্ছা রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। যাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, গ্রন্থের শাসন-ভয়ে তাহাতেও বিশ্বাস করিতে হইবে, যাহা মানব জাতির স্বাভাবিক ভাবের বিরুদ্ধ, তাহাতেও প্রীতি প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যে কার্য্যে অবশ্যই কল্যাণ উৎপন্ন হয় সেখানেও ইচ্ছাকে রুদ্ধ করিতে হইবে, এ রূপ অনুদার ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে মুক্ত করিবার জন্যই ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু এ ক্ষণকার প্রণালী-বদ্ধ যাবতীয় ধর্ম্ম মনুষ্যকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বেচ্ছাচার—নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির কার্য্য ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বদ্ধভাবও ধর্ম্ম হইতে পারে না। স্বাধীনতা হইতেই ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষের অধীন করিয়া দেয়, তাহা কি ধর্ম্ম? ফলত মনুষ্যবিশেষের বাক্য বা গ্রন্থবিশেষের শাসন ধর্ম্মের পোষক ভিন্ন প্রমাণ হইতে পারে না। জ্ঞান মুক্ত ভাবে যাহা গ্রহণ করিতে পারে, হৃদয় মুক্ত ভাবে যাহাতে প্রীতি করিতে পারে, ইচ্ছা মুক্ত ভাবে যাহার অনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহা গ্রন্থবিশেষে থাকুক আর নাই থাকুক, তাহা কোন ব্রহ্মবাদীর উপদিষ্ট হউক আর নাই হউক, তাহাই ধর্ম্ম। এ রূপ ধর্ম্ম কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই জন্য কোন পুরাতন গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই।

তথাপি পুরাতন ব্রহ্মবাদীদিগের নিকট যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত ধর্ম্মের নিমিত্ত যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ আবশ্যক, পুরাতন ব্রহ্মবাদীদিগের গ্রন্থ-সকল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণই সকল অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া

যায়, তাহা এত অল্প যে, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাতে অনেক বিষয় যোগ করিতে হয়। যদিও ভারতবর্ষীয় ঋষিদিগের গ্রন্থেও অনেক বিষয় অনুল্লিখিত আছে, তথাপি আর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা ঋষিদিগের গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত পুষ্ট বোধ হয়।

ভারতবর্ষীয় ঋষিদিগের উপদেশ হইতে সংকলন পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে এবং যে সকল বিষয়ে ইহা অসংপূর্ণ ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইহার তাৎপর্য্য-সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে এ রূপ বলা যাইতে পারে যে, যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া ব্যক্ত করা যায়, তাহা এই গ্রন্থের কোন না কোন স্থানে উল্লিখিত আছে। ইহাতে যাহা নাই, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়, এ রূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ইহাতে যাহা আছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মত। ঈশ্বর অনন্ত ও পরিপূর্ণ, আত্মা স্বকৃত কর্ম্মের দায়ী ও অনন্ত উন্নতির অধিকারী এবং ধর্ম্ম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত এই তিনটি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞানের উন্নতি, ভাবের প্রশস্ততা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা এই গ্রন্থের ফল। সমুদায় নরনারীই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারী ও অধিকারিণী।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য যে সকল বিষয় আমাদিগকে জানিতে দেন নাই, তাহা লইয়া কোলাহল করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত যত দূর জানা আবশ্যক, যাহা জানিবার নিমিত্ত অন্যের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয় না এবং প্রতি ব্যক্তির আত্মা যে সকল সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে, এ গ্রন্থে তাহাই আন্দোলিত হইয়াছে। ঈশ্বর মহান্ পুরুষ, মনুষ্যের বুদ্ধি পরিমিত; সেই মহান্ পুরুষকে পরিমিত বুদ্ধির আয়ত্ত করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য নয়। মানুষের সহজ জ্ঞানে ঈশ্বরের যে সকল তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, আলোচনা দ্বারা তাহা পরিস্ফুট রূপে উপদেশ দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। পরলোকের অপরিজ্ঞাত বিষয়-সকল হস্তামলকবৎ মানুষের নিকট প্রদর্শন করা ইহার উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় ও আত্মার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া প্রতি মনুষ্যই যত দূর অবগত হইতে পারে, তাহার শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমস্ত মানব জাতির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এই বলিয়া মনুষ্যকে কর্ত্তব্যের দিকে আনয়ন করা ইহার উদ্দেশ্য নয়; সেই সর্ব্বান্তর্যামী মঙ্গল পুরুষ, সেই সর্ব্বদর্শী কর্ম্মাধ্যক্ষ নিস্তব্ধ ভাবে সকলের জ্ঞান ও হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে শুভ শিক্ষা দিতেছেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। কোন অলৌকিক হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া ইহার প্রামাণ্য স্থাপন করা হয় নাই; সকলের জ্ঞান ও হৃদয় যাহা অনায়াসে পরীক্ষা করিতে পারে, তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হৃদয়ের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরের উপাসনাই এক মাত্র ধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেই উপাসনা দুই অঙ্গে বিভক্ত; ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। যত ক্ষণ আমরা এই দুটি যুগপৎ সম্পন্ন করিতে না পারিব, তত ক্ষণ আমাদের উপাসনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। যাঁহার সহিত প্রীতি বন্ধন ধর্ম্মের জীবন, তাঁহার পরিচয় লাভ নিতান্ত আবশ্যক; এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত আমাদের চির-সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে। যে সকল উপায় অবলম্বিত হইলে সেই অতীন্দ্রিয় মহান্ পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা যায়, ইহাতে তৎসমুদায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া ইচ্ছাকে নিয়োগ করাই ধর্ম্ম, তাঁহার সেই মঙ্গল অভিপ্রায় সকলও নিরূপণ করা হইয়াছে। পাঠ কর, আলোচনা কর, হৃদয়ে ধারণ কর, তবে ইহার গৌরব অবগত হইতে পারিবে। এক জন প্রকৃত বিজ্ঞান-বেত্তা বহু বৎসর বিজ্ঞানের সেবা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহা গ্রথিত দেখিতে পাইবে। এক জন ঈশ্বরপ্রেমী বহু বৎসর অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য যত টুকু ভোগ করিতে পারে, ইহাতে তাহার সংবাদও প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে আত্মা উন্নত হয়; সেই উন্নত আত্মা হইতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আলোচনা-শূন্য অসংস্কৃত আত্মাতে শীঘ্র ধারণ করা যায় না; এই নিমিত্ত অনেক অমূল্য উপদেশ অনেকের নিকট অনাদৃত থাকে। অনেকে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াও শূন্য-হৃদয়ে আগ্রহ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু ইঁহারা উভয়েই সত্য লাভে অকৃতার্থ হন। তোমরা ইহার যখন যে অংশ অধ্যয়ন করিবে, আপনাদের জ্ঞানের সহিত, হৃদয়ের সহিত, প্রকৃতির সহিত সমন্বয় করিয়া লইবে। ইহাতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইবে, তদনুসারে আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকিবে। জিগীষার সহিত বিতণ্ডাবাদ পরিত্যাগ করিবে। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিবে। ঈশ্বর তোমাদিগের হৃদয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রেরণ করিবেন, তদনুযায়ী কার্য্যে যত্নের সহিত প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা কি আক্ষেপের বিষয় যে, ঈশ্বরের কথা—ধর্ম্মের কথা অনেকের কর্ণে বিষ বর্ষণ করে, সে প্রকার মোহ-বিকার হইতে ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মবিদ্যা তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করুক।

স্মৃতি শাস্ত্র।

২৬২ সংখ্যক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে যে অষ্টাদশ স্মৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, প্রাচীন ও সারবান্। মনুসংহিতার এত দূর প্রাধান্য যে, অন্যান্য স্মৃতিকারেরাও ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥

(১) কুল্লূকভট্টধৃতবৃহস্পতিবাক্যং।

বেদার্থ সকল সংকলিত আছে বলিয়া মনুস্মৃতিই প্রধান, যে স্মৃতি মনুর মতের বিরুদ্ধ, তাহা প্রশস্ত নহে। তর্ক ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাবৎ শোভা পায়, যাবৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেষ্টা মনু দৃষ্টিগোচর না হন।

মহাভারতেও মনুসংহিতার প্রশংসা গান শুনিতে পাওয়া যায়।

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥

(১) বৃহস্পতিসংহিতাতে এ বচন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৃহস্পতি সংহিতায় কেবল দানধর্ম্মের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে এরূপ বচন থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও ইহা বৃহস্পতিবাক্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বোধ হইতেছে বৃহস্পতি প্রণীত অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রও ছিল।

পুরাণ, মনুপ্রণীত ধর্ম্ম, অঙ্গসমন্বিত বেদ, ও চিকিৎসা এই চারি শাস্ত্র আজ্ঞা-সিদ্ধ; বিরোধী তর্ক দ্বারা ইহাদিগকে আঘাত করিবেক না।

কেবল স্মৃতি ও মহাভারতাদিতেই যে মনুসংহিতার উল্লেখ আছে এমন নহে; বেদের মধ্যেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ।
ছান্দোগ্যব্রাহ্মণং।

মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সমুদায় ভেষজের ভেষজ।

অতএব মনুসংহিতা যে অতীব পুরাতন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময়ে যে মনুসংহিতা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা যায় না। অতি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতাতে মনুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু মনুসংহিতার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব তৎকালে যে ইহা প্রণীত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। ঋগ্বেদসংহিতার রচনা তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ঋগ্বেদ সংহিতার সময়ে সংস্কৃত ভাষার যে রূপ অবস্থা ছিল, মনুসংহিতার সময়ে তাহার বহু অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই উভয় সংহিতা-গত ছন্দের রীতি বিচার করিয়া দেখিলেও উভয় গ্রন্থকে অসম-কালীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুসংহিতার আদ্যোপান্ত অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতার অনুষ্টুপ ছন্দ হইতে ঋগ্বেদ সংহিতার অনুষ্টুপ ছন্দ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। মনুসংহিতার অনুষ্টুপ্ ছন্দের তৃতীয় পাদ অপেক্ষা ঋগ্বেদ সংহিতার অনুষ্টুপ ছন্দের তৃতীয় পাদে এক অক্ষর অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ঋগ্বেদ সংহিতা—

উদ্যন্নদ্যমিত্রমহ, আরোহন্নুত্তরাং দিবং।
হৃদ্রোগং মম সূর্য্য, হরিমাণঞ্চ নাশয়॥
১ মণ্ডল। ৯ অনুবাক। ৫০ সূক্তং। ১১ ঋক্।

মনুসংহিতা—

মনুমেকাগ্রমাসীন, মভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায, মিদংবচনমব্রুবন্॥

অতএব বেদসংহিতার পর মনুসংহিতা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার সংশয় নাই। কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; এবং মনু নাম হইতে মনুষ্য মানব প্রভৃতি নর-বাচক শব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ঋগ্বেদ সংহিতাতেও মনুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা মনুকে ঋগ্বেদসংহিতার পূর্ব্বকালীন বলিয়া বোধ হয়। এবং মনুসংহিতাতেও আছে যে,

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং সবিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥
তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু সস্বযং পুরুষোবিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ।

ব্রহ্মা আপনার শরীরকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধ ভাগে নারী হইলেন এবং সেই স্ত্রীতে বিরাট্ পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া আমাকে (মনুকে) সৃষ্টি করিলেন, আমি আবার সকলের স্রষ্টা হইলাম।

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, আদি পুরুষ মনু মহাপ্রলয়ের পর হিমালয় পার হইয়াছিলেন। এই সকল দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনু বেদ সংহিতার পূর্ব্বকার লোক। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে মনুসংহিতাকে বেদসংহিতার পূর্ব্বতন বলিয়া কোন প্রকারেই প্রতিপন্ন করা যায় না। মনুর জন্মাদি বৃত্তান্ত যেরূপ অদ্ভুতাকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনু নামে এক ব্যক্তি যে বাস্তবিক ছিলেন, ইহাতেই সংশয় উৎপন্ন হয়। যদিও মনুর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা না যায়, তথাপি মনুসংহিতা যে মনু কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, ইহা কোন ক্রমেই বোধগম্য হয় না।

মনুসংহিতার বচনগুলি মনুপ্রণীত না হউক, মনুর মত শ্রুতির ন্যায় পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত হইয়া কালক্রমে শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে মনুর নাম উল্লিখিত আছে. সুতরাং মনু ঋগ্বেদসংহিতার পূর্ব্বকালীন বা তাহার সমকালীন লোক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুসংহিতাতে যে সকল আচার ব্যবহার ও রাজা-শাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়, ঋগ্বেদের সময়ে হিন্দুসমাজ যে তাহার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা কোন রূপেই সপ্রমাণ হয় না। তবে এরূপ হইতে পারে যে, কতকগুলি আচার ব্যবহার ও মত পূর্ব্ব পুরুষপরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, কাল ক্রমে তাহাতে নানা বিষয়ের সংযোগ করিয়া মনুসংহিতা নাম দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মনুসংহিতা পাঠ করিলেও ইহার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মনুসংহিতাতে আছে যে, ঋষিগণ মনুর নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে মনু ঋষিগণকে সৃষ্টিপ্রকরণ অবগত করিয়া কহিলেন,

ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদগ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্।
১ অ। ৫৮ শ্লোক।

ব্রহ্মা স্বয়ং সৃষ্টির আদিতে এই শাস্ত্র করিয়া আমাকেই বিধিবৎ গ্রহণ করাইয়াছিলেন; আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি।

এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥
১ অ। ৫৯ শ্লোক।

এই ভৃগু তোমাদিগকে এই শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করাইবেন; যে হেতু এই মুনি আমার নিকটে এতৎ সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মনু নিরস্ত হইলেন। অতঃপর সমস্ত শাস্ত্র মহর্ষি ভৃগু কহিতে লাগিলেন।

ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি॥
১ অ। ৬০ শ্লোক।

অনন্তর মহর্ষি ভৃগু মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার পূর্ব্বক প্রীত চিত্তে সেই সমস্ত ঋষিগণকে শ্রবণ কর বলিয়া কহিতে লাগিলেন।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুসংহিতার ব্যবস্থা সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুর উক্ত নহে; তাহা মহর্ষি ভৃগুর বাক্য এবং ইহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতা বলিয়াই স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ ভৃগুর বাক্য কি না তাহাও বিবেচনা করা যাইতেছে।

মনুসংহিতাতে আছে যে,

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানামসৃজন্মহর্ষীনাদিতোদশ॥
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ॥
১ অ। ৩৪, ৩৫ শ্লোক।

আমি (মনু) প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়া প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ জন মহর্ষি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলাম।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভৃগু মনুর আদেশ ক্রমে ঋষিগণকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবং এ ক্ষণে উক্ত হইল যে, মনু প্রথমেই যে কএক জনকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভৃগু এক জন। অতএব ভৃগু মনুর সমকালীন ঋষি ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ভৃগুও ঋগ্বেদসংহিতার পূর্ব্বকালীন বা সমকালীন ঋষি তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মনুসংহিতা ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্ব্বে বা তৎ সময়ে সংর-

চিত হয় নাই; অতএব মনুর ন্যায় মহর্ষি ভৃগুও মনুসংহিতার প্রণেতা বা প্রবক্তা নহেন। এবিষয়ে আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

স্বাষম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্‌বংশ্যা মঁনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বামহাত্মানো মহৌজসঃ।

১ অ। ৬১ শ্লোক।

এই স্বায়ম্ভুব মনুর বংশোদ্ভব অন্য ছয় জন মহাত্মা মহাতেজা মনু স্ব স্ব প্রজাগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবত স্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এবচ॥

১ অ। ৬২ শ্লোক।

পূর্ব্বোক্ত ছয় মনুর নাম এই; স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও মহাতেজা বৈবস্বত।

এই ছয় জন মনু ক্রমান্বয়ে আপন আপন অধিকার বিস্তার করিয়া ছিলেন। বৈবস্বত মনু সকলের শেষ।

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বেস্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং॥

১ অ। ৬৩ শোক।

স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মহাতেজস্বী এই সপ্ত মনু আপন আপন অধিকার কালে এই সকল চরাচরকে উৎপন্ন করিয়া পালন করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতাতে এই সমস্ত মনুর অধিকার কালের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট আছে; তদ্দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহাঁরা পরে পরে অধিকার পাইয়াছিলেন। মনুসংহিতা, এই সপ্ত মনুর অধিকারের পর, অন্তত শেষ মনুর অধিকার সময়ে রচিত না হইলে ইহাতে সপ্ত মনুর নাম উল্লিখিত হইত না। অতএব বৈবস্বত মনুর অধিকারের পর মনুসংহিতা প্রণীত হইয়াছিল তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু মনুসংহিতা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, স্বায়ম্ভুব মনু বা ভৃগুর সময় ও বৈবস্বত মনুর সময় পরস্পর বহু অন্তর।

নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিন্দু জাতিরা প্রথমে পঞ্জাব দেশে আসিয়া বাস করেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে পরিব্যাপ্ত হন। মনুসংহিতাতে যে সকল স্থান আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, আর্য্য জাতিরা সেই স্থানে বাস করার পর যে সেই রূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মনুসংহিতাতে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন আর সমুদায় দেশ ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া উল্লিখিত আছে; অতএব ইহাই সম্ভাবিত বোধ হয় যে, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য জাতির বিস্তারের পর মনুসংহিতা প্রস্তুত হইয়াছিল।

মনুসংহিতা ঋগ্বেদসংহিতার পূর্ব্বে বা তৎ সময়ে রচিত হয় নাই এবং মনু বা ভৃগু কর্ত্তৃকও প্রণীত হয় নাই বটে কিন্তু ইহা যে অতি প্রাচীন কালে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সংরচিত হইয়া ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল আচার ব্যবহার ও রাজ্য শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা আছে, তাহা পাঠ করিলে অতি পূর্ব্ব কালে হিন্দুসমাজ যে কতদূর সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ইহার আলোচনা নিতান্ত নিরর্থক হইবে না।

ব্রাহ্ম বন্ধু সভা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহ।

১৭৮৩ শক ২৩ বৈশাখ।

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

প্রথম অদ্যকার এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা দেখিয়া আমার মন আনন্দে প্লাবিত হইতেছে। আমারদের দেশে এ নূতন ব্যাপার। এখানে বিষয়ের চিন্তা নাই, আমোদ প্রমোদ নাই; কিসে দেশের উন্নতি হয়, আত্মা উন্নত হয়, ঈশ্বর তত্ত্ব

অবগত হওয়া যায়; এই জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছেন। এমন মনোহর দৃশ্য বঙ্গ দেশে আর কোথাও নাই!

পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্রাহ্ম-সমাজ যে প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা বলিবার নিমিত্তে প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দজী অদ্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। আহ্লাদ পূর্ব্বক যথাসাধ্য তোমারদিগকে তাহা অবগত করিবার জন্য চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে সকল ঘটনা জানিলে তাহার উপর ঈশ্বরের হস্ত তোমরা বুঝিতে পার, এবং ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি সাধনের নিমিত্তে প্রকৃষ্ট উপায়-সকল অবলম্বন করিতে পার; এই উদ্দেশে ইহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত-সকল তোমারদিগকে অবগত করিতেছি। যদি এমন শুভ সংবাদ আমার মনের মত সুবিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিতে নাও পারি, তথাপি তোমারদের উদারতার উপর নির্ভর করিয়া তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল; শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখ-শ্রী আমার চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদায় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব, সকলি অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্যপ্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গাস্রোতের উপর এই সমাজ-রূপ জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন। তিনি যে বয়সে পৌত্তলিকতার দুর্গ প্রথম আক্রমণ করিলেন, তাহা শুনিলে অবশ্য তোমরা চমৎকৃত হইবে। তিনি ষোড়শ বর্ষে পৌত্তলিকতার বিরোধে এক খানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া প্রথম অস্ত্র নিঃক্ষেপ করেন; তাহা সেই সময়ে, যে সময় তিনি পারসিক ও আরবিক পাঠ সাঙ্গ করিয়া গ্রামে গিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। সে পুস্তকের নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী।' সেই পুস্তক প্রকাশ করাতে সকলেই তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইল এবং তিনি পিতা মাতা স্ত্রী কর্ত্তৃকও গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন তিনি হিমালয় অঞ্চল তিব্বতে ভ্রমণ করত বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখ কেমন আশ্চর্য্য! প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক সত্যের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিলেন! এত অল্প বয়সে একাকী পরিব্রাজক হইয়া কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া ধর্ম্মের অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিলেন! চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতা দয়ালু হইয়া তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিলেন। একটি কি গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার কত কষ্ট বহন করিতে হইল। কিন্তু তাহার দ্বারা তাঁহার আত্মার আরো উন্নতি হইল; আপনার প্রতি নির্ভর শিক্ষিত হইল, সহিষ্ণুতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি জানিতে পারিলেন— আত্মার কত বল, আর সংসারের কি ক্ষুদ্রতা। তখন আরো তাঁর উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল এবং সেই নূতন উৎসাহের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পিতৃ-পুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন—যত দিন তাঁহার সে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল, তত দিন তিনি তাহা নিপুণ-রূপে পালন করিতেন। যখন জানিলেন যে অসীম জগতের ঈশ্বর অনন্ত, তখনি তিনি সেই অনন্তের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেন—যেমন সত্য জানিলেন, অমনি সেই সত্যের অনুরোধে শরীর মনকে ধাবিত করিলেন। যখন তাঁহার বয়স্ ষোড়শ বৎসর, তখন ১৭১১ শক। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৭১১ শকে পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে প্রথম গ্রন্থ রচিত হয়। তাহার পরে তিনি বিষয়-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া যে কিছু অর্থ অর্জ্জন করিলেন, তাহা সমুদয় নিঃশেষে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে নিক্ষেপ করিলেন।

তিনি যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল—দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না—যে

আসিতেন। এক দিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক-সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়, অমনি গুণী গায়ক-সকল সেখানে একত্রিত-হইল এবং নানা ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন ও সব গান কেন? "অলখ নিরঞ্জন" গাও। তখন ব্রহ্ম সঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে এতটুকুও তখন কাহারো বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাইতে হইবে।

যে ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতী দগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল এবং তাহার সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্মসভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই ধর্ম্মসভার সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই অনেক নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় 'নাচ তামাশা'—নৃত্য গীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও বিশেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহারদের উপর মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে ব্রহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্মসভার দল সতী দগ্ধ করিবার দল। এই দুই দলের মধ্যে কে জয়ী আর কে পরাজিত, তাহা আমরা এখন দেখিতেই পাইতেছি। কিন্তু সে সময় ধর্ম্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য্য-ভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ী করিয়া বাড়ী যাইতেন। এই একটি তাঁর অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল। প্রথম যখন সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তখন ইংরাজেরাও তাহাতে যোগ দিত। তখনকার লোকের মধ্যে সমাজের সহিত এখন আর কাহারো যোগ দেখা যায় না; কেবল তখনো যে বিষ্ণু গান করিত, এখনো সেই বিষ্ণু আছে। ইহার অভাব হইলে কে আর এমন ব্রহ্ম-সঙ্গীত গান করিবে? ১৭৫১ শকের দ্বাদশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম—সেই প্রকার নিভৃত-রূপেই বেদ পাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালী মত ব্যাখ্যান করিতেছেন কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে ব্রাহ্মসমাজে বেদি হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।

রামমোহন রায়ের পর রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রতি স্বভাবতই সমাজের ভার নিক্ষিপ্ত হইল। যদিও ধর্ম্ম বলিয়া তাঁর তাদৃশ যত্ন ছিল না, কিন্তু পিতৃকীর্ত্তি বলিয়া তিনি সমাজকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। কিছু দিন পরে কর্ম্মানুরোধে তাঁর দিল্লীতে অবস্থান করিতে হইল। তখন সমাজকে কে দেখে? তখন রামমোহন রায়ের যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা বন্ধুর কীর্ত্তি রক্ষা করা উচিত বলিয়া সমাজের সাহায্য করিতে লাগিলেন। দেখ দেখি, ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত আছে কি না? বিদ্যাবাগীশ যথার্থ ধর্ম্ম-ভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তাঁর কথায়, তাঁর ব্যাখ্যানে, আমারদের মন আকৃষ্ট হইত; আর সমাজের প্রতি তাঁহার যে যথার্থ শ্রদ্ধা ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও মৃত্যু সময়ে ৫০০ টাকা সমাজকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধ বারে সমাজে থাকিবেনই। প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনি বারে সমাজ হইত। রবি বারে সকলের অবকাশ ছিল, শনি বার রাত্রিতে অধিক কাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁহারদের পক্ষে আমোদের দিন শনি বার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধ বার সমাজের দিন স্থির হইল।

আমরা যখন সমাজে আসি, তখন বুধ বারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।

যখন ১৭৬৩ শকে আমি সমাজের সহিত যোগ দিলাম, তখন তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সেই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এ রূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন ইহার আদর আরো বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই প্রকার নানা লোকের সাহায্য পাইয়া উন্নত হইতেছে; এ কথা যথার্থ নয় যে এক জনের দ্বারা এ ধর্ম্মের উন্নতি হইবেক। তত্ত্ববোধিনী সভা হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের জন্য রামমোহন রায়ের এক জন শিষ্য ৬০ পরে ৮০ টাকা করিয়া মাসে দিতেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা দেখিলেন যে এক জনের উপর ব্রাহ্মসমাজের নির্ভর করা উচিত হয় না; এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যত দূর পর্য্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ-সঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সংপূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক কি ইহা ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃ কালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজ ধার্য্য হইল; এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দিবসে এখানে উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যোগ হইবার পূর্ব্বে তাহার সাংবৎসরিক সমাজ উঠিয়া গিয়াছিল—আমাকে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে হইল।

প্রথম যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজ দেখি, তখন তাহাতে লোকের সমাগম অতি অল্পই ছিল। বেদীর পূর্ব্ব দিকে ফরাশ চাদর পাতা থাকিত, তাহাতে পাঁচ জন কি ছয় জন উপবেশন করিতেন; দেখিতাম যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাহার মধ্যে প্রতি বারেই আছেন। আর পশ্চিম দিকে খান কতক চৌকি পাতা থাকিত, তাহাতে আগন্তুক পথিকেরা আসিয়া বসিত। তখন আমারদের এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে? ক্রমে ঈশ্বর-প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমারদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা দুই তিন কুটরিতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই শাল প্রস্তুত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের কোলাহল দেখিয়া মনে করিতাম যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। যখন দেখি এই ঘরেতে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তার পরে তেতালা নির্ম্মিত হইল। যখন লোক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনা করিতে আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা আমারদের বলিয়া বলিতে পারি? এই আন্দোলন হইয়া স্থির হইল—যাঁহারা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে,

তখন তাহার প্রতি সত্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা রচনা পুর্ব্বক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্য্যের নিকট ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষে আমরা প্রথম এক দল ব্রাহ্ম হইলাম। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্ম দল হইতে ব্রাহ্মসমাজ নাম হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়। যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকেই ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন। এত দিন পরে সেই প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের ফল ফলিয়াছে, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে—পরিমিত দেবতার স্থানে অনন্ত ঈশ্বরকে আনিয়া তাঁহার পূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমক্ষে গৃহ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এখন বলিতে হইবে—যাঁহারদের ধর্ম্ম-দীক্ষা হইবে, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। প্রথম লোক আনিবার জন্য যত্ন, পরে তাহারদিগকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাইবার জন্য যত্ন; এখন তাহারদিগকে অনুষ্ঠানে বদ্ধ করিবার জন্য যত্ন হইতেছে।

রামমোহন রায়ের মনের ভাব কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এই জন্য এক দিক্ হইতে যেমন ভারত বর্ষের লোকদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদয় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক্ হইতে তিনি কি করিলেন? না বাইবেলকে নিয়ামক বলিয়া তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার কোরানকে নিয়ন্তা করিয়া মহম্মদকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোরাণ দ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। তাঁহার মনে আর একটি ভয় ছিল, পাছে ঈসু খ্রীষ্টের ন্যায় প্রচারককে ঈশ্বর বলিয়া নির্ব্বোধেরা পূজা করে, পাছে তাহারা প্রচারকের ছবি কি মূর্ত্তি আনিয়া সমাজ-গৃহে স্থাপিত করে, পাছে মনুষ্যকে আদর্শ করে; এই জন্য স্পষ্টাক্ষরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অধিকার পত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যে সমাজের মধ্যে কোন প্রকার ছবি বা মূর্ত্তি রক্ষিত হইবেক না। আমারদেরও সেই অভিপ্রায়ানুসারে নিয়ত কাল চলিতে হইবে। এই অভিপ্রায় রক্ষা করিয়াই ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। "সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।"—এ প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। অতএব ব্রাহ্মেরা মনুষ্যকে কখনো ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন না। আমরা যদিও লোকের সাহায্যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, কিন্তু পাপীর পরিত্রাতা কেবল এক মাত্র ঈশ্বর—এই আমারদের চিরন্তন বিশ্বাস। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্য হইতে পৌত্তলিকতা, মুসলমান ধর্ম্মের মধ্য হইতে মহম্মদ, হিন্দু ধর্ম্মের মধ্য হইতে যাগ যজ্ঞ, পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরেরই ভাব জগন্ময় প্রচার করিতে হইবে। আমরা দেখিতেওছি যে সেই দিন ক্রমে উদয় হইতেছে। ক্রমে অন্ধকারের রাজ্য চলিয়া গিয়া সত্যের রাজ্য প্রকাশ হইতেছে। রামমোহন রায়ের আর একটি এই মহৎ লক্ষ্য ছিল যে ধর্ম্মের জন্য বিবাদ কলহ হইবেক না; কিন্তু সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক হইবেক। একমাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকটে প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরশা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন। যদিও তিনি ভরশা করিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর

করিতে বলিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা জানিলেন যে বেদ কোরাণ, বাইবেল পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র, সকল হইতেই এক ঈশ্বরের উপাসনা বাহির করা যায়—ইহাতে তিনি মনে করিতেন যে তবে ধর্ম্ম লইয়া এত কলহের আবশ্যক কি? এই জন্য তিনি প্রত্যেক ধর্ম্ম-পুস্তক লইয়া এক ঈশ্বরেরই উপাসনা-বিধি প্রচার করিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার কথা কাহারো মনে সংলগ্ন হইল না। খ্রীষ্টানদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল, হিন্দুরা তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত করিল, মুসলমানেরা তাঁহাকে কাটিতে গেল। ভবিষ্যতের এক আশাই তাঁহার মিত্র ছিল—নতুবা সংসার তাঁহার আত্মীয় ছিল না, সংসারের সঙ্গে তাঁহার কেবলই বিরোধ। তিনি যেমন সংসারকে কিছুই দিলেন না, তেমনি সংসারও তাঁহাকে কিছুই দিল না।

রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহারদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্ত বাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহারদের মধ্যে কি করা; ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ-সকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্ম দলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এই রূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম। পরে ১৭৮০ শকে প্রত্যাগমন করিলাম। হিমালয়ে কখন কখন মনে হইত এমন কি হইবে যে বঙ্গ দেশে গূঢ় সত্য ভাব-সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু এখন যে প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা মত গৃহ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ দেখিতেছি; তাহাতে এ ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্মের ন্যায় হইয়া আসিতেছে—কিছু দিন পরে ইহার আর কেহ প্রতিবাদী থাকিবে না। যে পরিবারের মধ্যে এক বার ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সে পরিবার হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি অন্তর্হিত হয় না। যখন বঙ্গ দেশে পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন বঙ্গ দেশকে ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কখন পরিত্যাগ করিবেন না। যে ধর্ম্ম সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্য্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই। ভারত বর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারত বর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।

আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি যে ১৭৮১ শকে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের যত্নে ও পরিশ্রমে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় এই কলিকাতাতে স্থাপিত হয়। সেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের মন উৎসাহে উদ্দীপিত হইত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল যে প্রকার সহজে বলিতেন, তাহা অনায়াসে তাহারা গ্রহণ করিত। তাঁহার সতেজ বাক্যে তাহারদের হৃদয় বিগলিত হইত। এই জীবন্ত সত্য বল পূর্ব্বক তিনি সকলের মনে বিদ্ধ করিয়া দিতেন যে জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব। ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের প্রীতি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান যে, সে শুষ্ক জ্ঞান; জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অনুষ্ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিষ্ফল—আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান কেবল বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার

জন্য কৃতসংকল্প হইয়া সঙ্গত নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। সেই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই অদ্য এই ব্রাহ্মবন্ধু সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। সঙ্গত যেন একটি কল প্রস্তুত হইতেছে, কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। ইহা একটি অবয়বের ন্যায়—ইহাতে মস্তকও আছে, হৃদয়ও আছে, হস্ত-পদও আছে। যেমন বাষ্পীয় শকট নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও মহাভার বহন করে; সেই রূপ সঙ্গতের সভা যদিও দশ বারো জন, তথাপি আশা হইতেছে যে ইহা প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে।

বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক এক জন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন, যে ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ব্রাহ্মেরা আর কি করিবে? তাহারা কি ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দ তো কোন অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন আমারদেরও বীটন সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেহ আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে আমরা কেবল উপাসনাই করি; এখন জানিতে পারিবেন যে আমরা চলি বলি এবং আমারদের শরীরে জীবন আছে। আমি তো ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে ইহার পূর্ব্বে কখন আসি নাই। আমিই আশ্চর্য্য হইতেছি, এত লোকে একত্র মিলিয়া কেমন উৎসাহের সহিত দেশের হিতজনক আলোচনাতে এখানে ব্যস্ত রহিয়াছেন।

১৭৬৫ শকে ৭ পৌষে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত স্থাপিত হয়। আমি সেই শকে সেই দিনে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করি। সেই অবধি আমারদের বাটীর দুর্গোৎসবের সময়ে প্রতি বৎসরে আমি বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতাম। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ও কার্ত্তিক মাসের ঝড় আমার মস্তকের উপর দিয়া কত বার চলিয়া গিয়াছে। কত বার আমি ঈশ্বরের নিকটে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে প্রার্থনা করিয়াছি যে কবে পরিমিত দেবতার উপাসনা উঠিয়া গিয়া আমারদের বাটীতে অনন্ত-দেবের উপাসনা আরম্ভ হইবে। দেখ করুণা-নিধানের কেমন করুণা! তিনি আমার মনোগত প্রার্থনা ও সাধু ইচ্ছা কেমন পূর্ণ করিলেন। আমি হিমালয়ে থাকিয়া মনে করিয়াছিলাম যে আমারদের বাটী হইতে যে অবধি প্রতিমা পূজা রহিত না হয়, সে অবধি আমি গৃহে ফিরিয়া যাইব না। আমি এখানে ফিরিয়া আসিবা মাত্র কেমন সহজে সহজে আমারদের গৃহে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত হইল। শালগ্রাম-শিলার নিত্য পূজা, সম্বৎসরের দুর্গা পূজা, পৌত্তলিকতার কোলাহল, যেমন আমারদের বাটী হইতে অন্তরিত হইল; অমনি সেখানে অনন্ত দেবের পবিত্র নিশ্বাস সমীরিত হইল। যেখানে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, সেখানে এখন প্রতি দিন আমরা সপরিবারে একত্র হইয়া বিমল মনে, আনন্দ হৃদয়ে, সত্য-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপের উপাসনা করি। ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমারদের পরিবারে এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পদ্ধতি মত গৃহ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কেমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্রাসন বাটী স্থাপনাবধি যে গৃহে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইয়া আসিতেছে, সে গৃহে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হওয়া আমি এই চক্ষে দেখিব, এমত আমার আশা ছিল না। ঈশ্বর-প্রসাদে তাহাও আমার জীবনে ঘটিল। ১৭৮৩ শকে আমার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধান মত প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রথম অনুষ্ঠান—ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রথম ফল। তাহার পরে আর দুই পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ব্যবস্থা মত কন্যা সংপ্রদান হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী সত্য-নিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং এই গত রবি বারে আমারদের প্রিয় সুহৃৎ ব্রহ্মবাদী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎপাত্রে কন্যা সংপ্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারা কৃতপুণ্য হইয়া সকল ব্রাহ্মদিগের আদরণীয় হইয়াছেন। ১৭৮১ শক হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এই প্রকার শুভ-জনক উৎসাহকর ঘটনা সকলই তোমারদের প্রত্যক্ষ গোচর; এ বিষয়ে আমার আর অধিক

বলিতে হইবে না। ১৭৯১ শকে যে কি হইবে তাহা বলিতে পারি না।

যদি বঙ্গ ভূমির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি; দেখি যে এখন হিংস্র জন্তুদিগের তেমন আক্রমণ নাই, যাহার জন্য রামমোহন রায়ের অস্ত্র লইয়া থাকিতে হইত। ব্রাহ্মসমাজ যেন এখন চম্পক বৃক্ষের উদ্যান হইয়াছে। কোথায় মান্দ্রাজ, কোথায় বম্বে; কোথায় বেরেলী, কোথায় লাহোর; চতুর্দ্দিকে ইহার সৌরভ বিকীরিত হইতেছে। সেই সৌরভে কুসুমান্বেষণে বহু দূর হইতেও এখানে কেহ কেহ সমাগত হইতেছেন। যে দিকে চাই, দেখি যে সকল অভাব পূরিত। আচার্য্য আবশ্যক, আচার্য্য উপস্থিত; পুরোহিত আবশ্যক, পুরোহিত উপস্থিত; প্রচারক আবশ্যক, প্রচারক উপস্থিত। দেখি যে, যেখানে ঈশ্বর সহায়; সেখানে লোকের অভাব, অর্থের অভাব, ভাবিতে হয় না।

তোমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস শ্রবণে অদ্য মনোযোগী হইয়া থাক, তবে ইহার পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি একটি সূত্রেই গ্রথিত আছে। এক সময় যে বীজ বপিত হইয়াছিল, তাহাই শাখা পল্লব পুষ্প ফলে সুশোভিত হইতেছে। রামমোহন রায় যে সময়ে ছিলেন, শত্রুরা সে সময় কি না করিয়াছিল? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কিছুই হানি হয় নাই। সেই যে ব্রাহ্মসমাজরূপ পর্ব্বত তখনো অটল ভাবে ছিল, এখনো অটল ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এক সময় ব্রাহ্মেরা যখন হস্তোত্তোলন করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলেন, তাহাতেই বা কি হইল? তখনো এই গৃহ যেমন অটল ভাবে ছিল, এখনো তেমনি আছে। কত লোকের মনে হইয়াছিল, বীজ স্বতন্ত্র থাকুক, তাহার বৃক্ষ স্বতন্ত্র থাকুক; জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, বিযুক্ত থাকুক; কিন্তু নিত্যযুক্ত জ্ঞান-ধর্ম্ম একত্রই রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের এক উদ্দেশ্য আর আমারদের আর এক অভিসন্ধি লইয়া উৎসাহ, তাহা নহে। তখনো যে বিষয়ের জন্য তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, এখনো সেই বিষয়েরই জন্য আমরা দণ্ডায়মান আছি। সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্যই এই ক্ষণে আচার্য্য উপাচার্য্য অধ্যেতা প্রচারক স্ব স্ব কার্য্যে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

যে সময়ে যে অবস্থাতে রামমোহন রায় আসিবার উপযোগী, সেই সময়ে সেই অবস্থাতে তিনি আসিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম্ম—ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এখানে স্থান পায় নাই। এই কারণেই মোসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত তরওয়ারের শাসনেও হিন্দু ধর্ম্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই, এ জন্যই মায়াবী খ্রীষ্টানেরা শত বৎসর পর্য্যন্ত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই। এক সময় চৈতন্যের উদয়ে সহসা জাতি-ভেদ উন্মূলিত হইয়া স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সংপ্রদায় স্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের কত গুরুতর অমঙ্গল উৎপন্ন হইল; বৈষ্ণব নাম বঙ্গ দেশে যেন অধর্ম্মের অন্বর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমারদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করা উচিত; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমা কর্ত্তৃক দেশের উন্নতি হইবে—এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমারদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূর-পরাহত হইবে। ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় সহস্র বৎসরে যে লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা এক দিনে করিতে গিয়াছিল; এই জন্য সময়ের ব্যবধান আরো অধিক হইয়া গেল। ইংলণ্ডে ইহার বিপরীত—সেখানে যে সময় যাহা নহিলে নয়, তাহার জন্য লোকেরা দণ্ডায়মান হয় এবং বিনা বিপ্লবেও তাহা সিদ্ধ হয়। এই হেতু ফরাসিস্ দেশ হইতে ইংলণ্ড অধিক স্বাধীন।

পরস্পর সাহায্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যেমন বায়ু প্রতি বায়ুর হিল্লোলকে সাহায্য করে; তেমনি প্রতিজন প্রতিজনকে সাহায্য করে—তেমনি এ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন ভাব এখনকার ভাবকে সাহায্য করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ব্রাহ্মমণ্ডলী হইতে, অতএব প্রকৃত ব্রাহ্মের সংখ্যা অধিক আবশ্যক। বল অনেক চাই, নেতাও চাই। যদি এমন নেতা পাওয়া যায়, যিনি বোম্বায় মাদ্রাজ, উড়িষ্যা বঙ্গ দেশ, হিন্দুস্থান পঞ্জাবকে এক ধর্ম্ম-রাজ্যের অধীন করিতে পারেন, তিনি উৎকৃষ্ট নেতা। যদি ভারত বর্ষকে ধর্ম্মেতে এক করিতে চাও, অমনি দেখিতে পাইবে যে সংস্কৃত আবশ্যক। ভারত বর্ষের সমুদয় প্রদেশকে একত্রিত করিবার জন্য সংস্কৃত-রজ্জু চাই। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ্ বলবান্। সেই উপনিষদ্ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ পুষ্ট হইয়াছে। রামমোহন রায়ই প্রথম ভারতবর্ষের জন্য উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দেখা গেল, পৌত্তলিকতার প্রবল প্রতাপ অবসন্ন হইল।

এখন তোমরা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মের জয় ঘোষণা কর। আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর। দেখ, যখন রামমোহন রায় সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; তখন তিনি সত্যের আলোকই প্রকাশ করিতেন, আপনি পশ্চাদ্ভাগে কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতেন। তখন শান্ত-ভাবে ঈশ্বরের জয় ঘোষিত হইত। আমরাও যেন সেই রূপ শান্ত-ভাবে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করি—আমরা যাহা কিছু করি, যেন ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের জন্যই করি। আপনার গর্ব্বের জন্য নয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের জয় ঘোষণার জন্য। রামমোহন রায়ের সময় এ কথা কেহ বলিতে পারিত না যে তিনি আপনার সংসারের উন্নতির জন্য—যশ মান প্রভুত্ব লাভের জন্য—ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এখনো যেন এমত কথা কেহ আমারদিগকে বলিতে না পারে। যেন ঈশ্বরেরই মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য আমারদের এক মাত্র লক্ষ্য থাকে—যেন তাঁহারই ধর্ম্ম সাধনের জন্য আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়।

নূতন পুস্তক।

১ পদ্য প্রক্ষেপ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত, কলিকাতা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার বঙ্গ দেশের লোকদিগকে সৎপথে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সকলের উপরেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ "পদ্য প্রক্ষেপ" করিয়াছেন। বিশেষত ইনি কতকগুলি গ্রন্থকারের প্রতি অত্যন্ত ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাবটি উঠাইয়া দিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য মন্দ হইত না। পদ্যগুলি যার পর নাই জঘন্য হইয়াছে। ইহাতে অক্ষরে অক্ষরে মিল ও কতকগুলি জঘন্য অনুপ্রাস ব্যতীত কবিতার লক্ষণ কিছুই নাই।

২ গুরুমুখী ভাষার পাঠমালা। ইহাতে বালকগণের ব্যবহারার্থে পঞ্জাবী বর্ণমালা ও কতকগুলি পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। লাহোর হইতে প্রকাশিত।

—ঃঃ—

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্মিলন, আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। ঈশ্বর হইতে আত্মার বিচ্যুতি, আত্মার বিকৃতাবস্থা। আমরা "সেই অমৃতস্য পুত্রাঃ" সেই অমৃত পুরুষের পুত্র। পিতার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকা সন্তানের স্বাভাবিক অবস্থা। আর পিতা হইতে দূরে থাকা, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া, এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন না করা, সন্তানের অস্বাভাবিক অবস্থা। ঈশ্বর আমাদিগের পিতা; কিন্তু আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি, ইহা আমাদিগের আত্মার বিকৃতাবস্থা বলিতে হইবে। আমাদিগের আত্মা কেবল বিষয়েরই দিকে ধাবিত হয়। আমরা বিষয় চিন্তাতে অহর্নিশি ব্যাপৃত থাকি। বিষয়ই যেন আমাদিগের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বিষয়েতে অহরহ এমনি নিমগ্ন থাকি যে, ঈশ্বর বিস্মৃতি যদ্যপি আমাদের মনের বিকৃতাবস্থা, তাহা আমাদিগের যেন স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া গিয়াছে। এমন

সকল লোক দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা উপাসনা-সমাজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকেন, সাধুসঙ্গ করেন ও ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং কবিত্বশক্তি নিবন্ধন ঈশ্বরবিষয়ক রসাত্মক বাক্যও তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম তাঁহাদিগের মনে উদিত হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল একমাত্র, ইহা অনুভব হইতেছে যে, সাধনের অভাব। আমরা যদি সহস্র বৎসর উপদেষ্টার উপদেশ শ্রবণ করি, ও সহস্র বৎসর ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করি, কিন্তু যদি আমরা আপনা আপনি আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন না করি, তবে আমরা কখনই পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হই না। আমরা বাল্য কাল হইতে সর্ব্বদা বহির্ব্বিষয়ের চিন্তা করিয়া আসিতেছি। কেবল রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থে মনকে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করান আমাদের চিরন্তন অভ্যাস, এখন আমাদিগকে এক অতীন্দ্রিয় নিরাকার পুরুষকে যথার্থ পিতা জানিয়া কেবল তাঁহারি সেবা করিতে হইবে। এখন আমাদিগকে এই দৃশ্যমান পদার্থ মধ্যে স্থাপিত হইয়া অদৃশ্য জগতে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে। এই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মধ্যে সংস্থিত হইয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে আত্মীয় করিতে হইবে। ইহা আমাদের চিরন্তন অভ্যাসের বিপরীত। অতএব সে বিষয়ে সিদ্ধি লাভ সাধন ব্যতীত কি রূপে হইতে পারে? আমরা এত দিন ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তি সকলের, ইন্দ্রিয় সকলের সেবা করিয়া, ঈশ্বর হইতে যত পদ দূরে গিয়াছি, এখন সাধন দ্বারা তত পদ ফিরিয়া না আসিলে কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব? এই সাধনই আত্মার পদসঞ্চারণস্বরূপ। যেমন শরীর পদসঞ্চারণ দ্বারা চালিত হয়, তেমনি আত্মা সাধন দ্বারা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করে, সাধন ব্যতীত আত্মা গতিশূন্য হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, এই সাধনের অভাবেই কত ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াও ঈশ্বরকে যথার্থ প্রীতি করিতে পারিতেছে না। যাহারা সংসারের কীট, এই সংসারই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাহাদের তো কথাই নাই। যাঁহারা ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরবিষয়ক পুস্তক পাঠ, সঙ্গীত গান ও ঈশ্বরবিষয়ক নানাপ্রকার আন্দোলন করেন, সাধনের অভাবে তাঁহারাও ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়া থাকেন। অধিক কি, যাঁহারা ঈশ্বর বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক বিবিধ উপদেশ দিতে পারেন ও মধুর ভাব সকল মন হইতে উদ্ভাবিত করিতে পারেন, সে রূপ ব্যক্তিদিগকেও এই সাধনের অভাবে ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়।

হে মানবগণ! তোমরা সামান্য অর্থ উপার্জ্জন জন্য কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত আয়াস ও কত চেষ্টা আবশ্যক বিবেচনা কর, আর যে অর্থের কথা আমি বলিতেছি, তাহার পূর্ব্বে 'পরম' শব্দ আছে, তাহার লাভ জন্য কি কিছু চেষ্টা, কিছু সাধন আবশ্যক বিবেচনা কর না? অন্যান্য সকল বিষয় সাধন জন্য উপায় জানা আবশ্যক কিন্তু পরমার্থ সাধন জন্য কি উপায় জানা আবশ্যক নহে? অন্য সকল বিষয় সাধন জন্য অধ্যয়ন আবশ্যক আর এ বিষয়ের সাধন জন্য কি অধ্যয়ন আবশ্যক করে না? অন্যান্য সকল বিষয়সম্বন্ধীয় বিদ্যা জানা আবশ্যক আর এতৎ সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা কি আবশ্যক নহে? যে বিদ্যা দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায়, যাহা আমাদিগকে মৃত্যু ভয় হইতে বিমুক্ত করে, তাহা সকল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। প্রাচীন ঋষিরা ব্যক্ত করিয়াছেন "অপরা. ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সমুদায়ই অপকৃষ্ট বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। বস্তুতঃ যে বিদ্যা আমাদিগকে মৃত্যু ভয় হইতে ত্রাণ করে সে বিদ্যার কি কখন মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে? এই অমূল্য বিদ্যা শিক্ষা করা কি আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক নহে? সাধন সম্বন্ধে যেমন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে, তেমনি জ্ঞানী

ব্যক্তিদিগের নিকটে যাইয়া তাহা শিখিতে হইবে। সাধনের এমন অনেক বিষয় আছে যাহা গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ পরীক্ষা দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উত্থান কর, জাগ্রৎ হও। এ বিষয়ে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং জ্ঞানী লোকদের নিকটে গিয়াও জানিতে হইবে। এই গ্রন্থ ও জীবন্ত গুরু হইতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিদিধ্যাসন দ্বারা মনের উপাদান করিয়া কার্য্যেতে পরিণত করিতে হইবে। এই রূপ কার্য্যের অভ্যাসের নাম ব্রহ্ম সাধন।

—ঃ০ঃ—

স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

দ্বিতীয় উপদেশ।

তুমি সেই একমাত্র সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর, যাঁহাকে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন। তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি সারপদার্থ। তিনি প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় জীব প্রাণ ধারণ করিতেছে এবং সকল পদার্থ স্থিতি করিতেছে। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহাতে কণামাত্র অমঙ্গলের ভাব নাই; তিনি নিয়তই আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন; সম্পদ্ বিপদে, সুখ দুঃখে, রোগ সুস্থতায় তিনি আমাদের মঙ্গলময় পিতা। তিনি অনন্ত, তাঁহার অন্ত নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অর্থাৎ তাঁহার শক্তির অন্ত নাই, তিনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তিনি সকলি জানিতেছেন, অন্তরে বাহিরে কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনি সকলই দেখিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ তিনি দেশে অনন্ত, তিনি সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এমন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। তিনি নিত্য, অর্থাৎ তিনি কালেতে অনন্ত, তিনি পূর্ব্বেও ছিলেন এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং পরেও থাকিবেন; তিনি অনন্ত কাল স্থিতি করিতেছেন। সেই পরমাত্মার রূপ নাই অবয়ব নাই; তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে কেবল জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহার নিয়মে সকলি চলিতেছে। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা। সেই সত্য-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, নিরবয়ব, জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বস্রষ্টা ও জগন্নিয়ন্তা পরমাত্মাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিবে। বিশ্বাসই ধর্ম্মের জীবন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রথম সোপান; জীবন গেলেও এ বিশ্বাসকে কখন পরিত্যাগ করিবে না।

তৃতীয় উপদেশ।

বিশ্বাসের পর প্রীতি। জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানিলে, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিলে, এখন তাঁহাকে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি অর্পণ কর। যদি বুঝিয়া থাক যে পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, তিনি সকল সময়ে সকল স্থানে সকল অবস্থাতে তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তিনি তোমার প্রাণদাতা, মুক্তিদাতা, রক্ষক ও চির-সুহৃদ্, তাহা হইলে তোমার প্রীতি আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি ধাবিত হইবে। তাঁহার ন্যায় বন্ধু আর কোথায় পাইবে? তিনি পরম পিতা, তিনি পরম মাতা, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া তোমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ কর; যাবজ্জীবন তাঁহার সহিত প্রীতি-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাক। যতই তাঁহাকে প্রীতি করিবে, ততই তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিবে। সংসারের ক্ষুদ্র অনিত্য বিষয়ে আর প্রীতি স্থাপন করিও না; সমুদয় প্রীতি সেই অনন্ত কালের জীবন-সখাকে অর্পণ কর। কেবল তাঁহাকে জানিয়া ক্ষান্ত থাকিও না, দিন দিন তাঁহার প্রতি তোমার প্রীতি ও অনুরাগ সমধিক প্রগাঢ় হইতে থাকুক। প্রীতি বিহীন যে জ্ঞান তাহা নীরস ও কোন কার্য্যেরই নহে। প্রীতিরস সিঞ্চন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান অমৃত ফল প্রসব করে। ঈশ্বরকে প্রীতি করিলেই সকল মনুষ্যের প্রতি প্রীতিস্রোত প্রবাহিত হইবে। স্রষ্টার উপরে প্রীতি হইলে তাঁহার সৃষ্টির প্রতিও প্রীতি হইবে। তাঁহাকে

পিতা বলিয়া প্রীতি দান করিলে সকল লোককে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া প্রীতি করিতে হইবে। কি ধনী কি দরিদ্র সকল ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ প্রীতি-নয়নে দেখিবে; ভাই ভগিনী বলিয়া সকলের সহিত অকপট প্রেমভাবে মিলিত হইয়া পরম পিতার প্রেমরাজ্য বিস্তৃত করিবে এবং তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে।

চতুর্থ উপদেশ।

যথার্থ প্রীতি থাকিলে প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই উদিত হয়। যাঁহাকে প্রীতি করি, অবশ্যই তাঁহার মনোমত কার্য্য করিতে অভিলাষ হয়। যদি ঈশ্বরেতে প্রীতি থাকে এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে প্রীতি শূন্য কপট প্রীতি; তাহা কখনই যথার্থ প্রীতি নহে। অতএব হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি তাঁহাকে দান করিয়া শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি তাঁহার প্রিয় কার্য্যে নিয়োগ করিবে। তিনি যাহা আদেশ করেন, তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। যে কোন কার্য্য করিতে হইবে তাহার পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া দেখিবে ইহা তাঁহার প্রিয় কি অপ্রিয়; যদি প্রিয় হয় আর তাহাতে অনেক কষ্ট ও বিঘ্ন থাকে, তথাপি তাহা সমাধা করিবে; যদি অপ্রিয় হয় অথচ সুখদায়ক হয় তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না।

ঈশ্বর আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন কেবল ইহারই জন্য যে, আমরা তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে আমাদের যাহা কিছু সকলই নিয়োগ করিব। আপনার অভিলষিত হউক বা না হউক, লোকের সন্তোষজনক হউক বা না হউক, যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, যাহা তিনি আদেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য সাধন করিবে, তাহাতে যেন কোন ত্রুটি না হয়।

ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন, তাহাকে কর্ত্তব্য বলে, অর্থাৎ তাহা আমাদের সাধন করা নিতান্ত উচিত; যাহা তাঁহার আদিষ্ট নহে, তাহা অকর্ত্তব্য। মনুষ্যের কর্ত্তব্য ত্রিবিধ।—১-ঈশ্বরের প্রতি, ২-অন্য লোকের প্রতি, ৩-আপনার প্রতি। এই সকল কর্ত্তব্য সাধনের নাম ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান। বিশ্বাস, প্রীতি ও অনুষ্ঠান এই তিন মিলিত হইলে যথার্থ ব্রাহ্মজীবন হয়; যাঁহাদের এই তিন আছে, তাঁহারাই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম। অতএব তুমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরেতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকে প্রীতি দান করিবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য যত্নপূর্ব্বক সাধন করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিবে।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের কার্ত্তিক মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৭৯৸৶০
যন্ত্রালয়	৫২
পুস্তক বিক্রয়	৩৮৷৷৶১০
ডাক মাসুল	৫৸৶০
গৃহ নির্ম্মাণ	৬০
আগরা ব্যাঙ্ক	১০০
বিবিধ আয়	৩৷০
গচ্ছিত	২৭৷৶০
	৩৬৭৷৶১০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	৩০
মাসিক বেতন	১৩১
যন্ত্রালয়	১৪৮৸০
ডাক মাসুল	১৮৷৶০
বিবিধ ব্যয়	৯৭৷/১০
গচ্ছিত	৪৶১০
	৪২৯৷৷৶০

আয়	৩৬৭৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৩৪৷৶৫
	৭০১৸৶১৫
ব্যয়	৪২৯৷৷৶০
স্থিত	২৭২৶১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের কার্ত্তিক মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব	১২
" হরচন্দ্র রায়	১
	১৩

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
কএকটী ব্রাহ্মিকা	২৷০
	২৭৷০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি	২৫
কএকটী ব্রাহ্মিকা	২৷০
	২৭৷০

দান শিরে আয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১
দানাধারে প্রাপ্ত	॥০
	৬৯

আয়	৬৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৮২॥৵৫
	১৫১॥৵৫

ব্যয়

আগরা ব্যাঙ্ক	১০০
স্থিত	৫১॥৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

—০—

বিজ্ঞাপন

অনেক দিন অবধি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ধর্ম্ম তত্ত্ব দীপিকা নামক এক খানি পুস্তক লিখিতে ছিলেন। এ ক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে; অল্প দিন মধ্যে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ সকল সত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১॥০ টাকা ও অস্বাক্ষরকারীর প্রতি ২ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার মানস করেন, তাঁহারা শীঘ্র মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ। শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু।

—০—

উক্ত মহাশয়ের প্রণীত ব্রহ্ম সাধন নামক আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়—বাঁসতলা ষ্ট্রীট ৩১ সংখ্যক ভবনে ও মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য ৴১০। ডাকমাশুল সমেত ৵১০।

শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু।

—ঃ০ঃ—

ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক।

১

ব্রাহ্মধর্ম্মের

মত ও বিশ্বাস।

২

তাৎপর্য্য সহিত

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

৩

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

৪

আদি, মধ্য ও শেষ ভাগ

ব্রহ্ম সংগীত।

৫

ব্রহ্মোপাসনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাস্থল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৬। ১৮ অগ্রহায়ণ শনি বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ ১৭৮৭ শক।

২৬৯ সংখ্যা ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

ষট্ত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গল বার ষট্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৪ এ আশ্বিন ১৭৮৭ শক।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত।

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; এমন স্থান নাই যেখানে ঈশ্বরের সত্তা নাই। কি দূরস্থ নক্ষত্রে কি সমুদ্রের তলে তিনি সর্ব্বত্রই স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর যে কেবল সর্ব্বব্যাপী তাহা নহে, আকাশও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ পিতা ও সুহৃৎ। সর্ব্বব্যাপিত্বের সঙ্গে তাঁহার পিতৃত্ব ও সুহৃত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আমাদের নিকট করিয়া দেয়। তিনি পিতার পিতা, তিনি পরম মাতা, তাঁহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের সকলের উপর নিপতিত রহিয়াছে। তিনি সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তিনি ত্রিভুবন রাজা, যাঁহার অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু আকাশপথে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যিনি অনির্দ্দেশ্য-স্বরূপ, যিনি অমনা, যিনি মহান্ আত্মা, তাঁর সহিত আমার নিকটতম সম্বন্ধ, এই জ্ঞান তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়া

আশ্চর্য্য হইতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রধান গৌরব যে ঈশ্বরকে সন্নিকট করিয়া দেয়। অন্যান্য ধর্ম্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পিতার নিকটবর্ত্তী হও। পুত্র পিতার নিকট যাইবে তাহাতে সঙ্কোচ কি? কেবল এই মাত্র চাই, পাপ হইতে বিমুক্ত থাক; পাপে অভিভুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হওয়া যায় না, যেহেতু তিনি পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। তাঁহাকে জানি যে তিনি নিকটতম পদার্থ, অথচ তাঁহার সাক্ষাৎ পাই না, ইহার কারণ কি? পাপই ইহার কারণ। যদি নিষ্পাপ হই, প্রাণের সহিত কর্ত্তব্য সাধন করি, ঈশ্বর অবশ্য আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। ঈশ্বর, "নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সান্দ্রানন্দ সুধার্ণব" আমরা সেই সুধার্ণব দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া আছি। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য, আমরা অমৃতসাগর দ্বারা বেষ্টিত আছি, অথচ সেই অমৃত পান করিতে পারিতেছি না। পাপ হইতে বিমুক্ত হইলে সহজেই তিনি আত্মাতে প্রতিভাত হয়েন। যেমন মস্তকাবরণ মুক্ত করিলে মস্তক সহজেই আকাশে সংলগ্ন হয়, তেমনি পাপাবরণ হইতে আত্মা মুক্ত হইলে পরমাত্মার সহিত সহজেই তাহার মিলন হয়। যেমন গৃহের বাতায়ন উদ্ঘাটন করিলে সূর্য্যরশ্মি তাহাতে প্রবেশ করে, তেমনি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিলেই ঈশ্বর-রশ্মি হৃদয়াকাশে প্রবেশ করে। তিনি ব্যতীত তৃপ্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন স্থানেই তৃপ্তি নাই। তৃপ্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত হই, ধন উত্তর প্রদান করে, "তোমাকে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পারি, তোমার কোষাগার সমৃদ্ধি-পূর্ণ করিতে পারি, কিন্তু তৃপ্তিফল প্রদান করিতে সক্ষম নহি।" মানের দ্বারে উপস্থিত হই, মান উত্তর প্রদান করে "তোমাকে উচ্চ পদে উত্থিত করিতে পারি, সকলেই তোমাকে সম্মান করিবে, সকলেই তোমার পদানত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারি না।" যশের দ্বারে উপনীত হই, যশ উত্তর প্রদান করে, "আমি এমন করিতে পারি যে তোমার খ্যাতিতে সমস্ত মেদিনী পূর্ণ হইবে, তোমার নাম সমস্ত পৃথিবীতে নিনাদিত হইবে, কিন্তু তৃপ্তি প্রদানে সমর্থ নহি।" এই রূপে আমরা দ্বারে দ্বারে তৃপ্তির জন্য— প্রকৃত সুখের জন্য ভ্রমণ করি, কোথাও তৃপ্তিফল প্রাপ্ত হই না। আমরা তৃপ্তি লাভের জন্য অন্যের দ্বারে ভ্রমণ করি, কিন্তু যিনি প্রকৃত সুখ প্রদান করিতে পারেন, তিনি হৃদয়-দ্বারে আপনা হইতে আসিয়া সুমধুর স্বরে তথায় প্রবেশ প্রার্থনা করিতেছেন, আমাদের পাষাণ-হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। করুণাময়ী মাতা অমৃত-পাত্র হস্তে লইয়া বলিতেছেন, "বৎস! পাপ-বিষ তোমাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, আমি তোমার জন্য অমৃত-পূর্ণ পাত্র আনিয়াছি। দ্বার উদ্ঘাটন কর, আমি প্রবেশ করিয়া তোমাকে সেই পাত্র প্রদান করি"। আমরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করিনা। পাপ তাঁহাকে হৃদয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়। আহা! কি প্রকারে এই দুর্গতির অপনোদন হইবে। হে পরমাত্মন্! কি দুঃখের বিষয়! অমৃত সাগরে বেষ্টিত আছি, অথচ অমৃত পান করিতে সমর্থ হইতেছি না। এ কি বিড়ম্বনা! তুমি ভিন্ন কে এই বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত করিবে? তুমি প্রসন্নবদনে দৃষ্টি করিলেই তোমার অমৃতস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইব, নিত্য

পূর্ণ আনন্দ উপভোগে সক্ষম হইব। এস হৃদয়-ধন! হৃদয়ে প্রবেশ কর, তুমি হৃদয়ে আবির্ভূত হও। তাহা হইলে আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইবে, তাহা হইলে আমাদিগের তৃষিত আত্মা তৃপ্ত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—ঃঃ—

থিওডোর পার্কর।

পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনুষ্যের দোষে তাহারই নিকৃষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। উহার মত ও বাহ্যানুষ্ঠান সত্য ও মিথ্যা দ্বারা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্মের সহিত সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উপাসকেরা ঐ সমস্ত অনুদার ধর্ম্মে বিশ্বাস বদ্ধ-মূল করিতেই সম্যক্ বলক্ষয় করিয়া থাকেন। প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে উহাঁদিগের অল্পই প্রজ্ঞা এবং জীবন যাপন করিতে অল্পই ধর্ম্মশীলতা বিদ্যমান থাকে। অধুনা খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম বলিয়া যাহা জনসমাজে উপদিষ্ট ও পরিগৃহীত হয়, উহা যে পবিত্র ঐশিক পদার্থ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার আবশ্যকতা নাই। অদূরদর্শী অনভিজ্ঞ লোকেও অনায়াসে উহার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস পূর্ব্ববৎ কতক অংশে পরিবর্ত্তনীয় ও কতক অংশে নিত্যকাল অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। যে বিশ্বাস পরিবর্ত্তনীয় তাহা অল্প আয়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কিন্তু যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহা অতি গভীর ও দুরবগাহ। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান নশ্বর উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্দিগ্ধমতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের উপেক্ষা ও সহিষ্ণুতাতেই উহা আস্পদ লাভ করিয়া রহিয়াছে। যাঁহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সততই ভয় ও বিপদের আশঙ্কা করিতে হয়। যদি কোন সত্যানুসন্ধায়ী ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের অভ্রান্ত যুক্তি ও তর্ক দ্বারা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত মত প্রতিহত হইয়া যায়, তাহা হইলে দুর্দশার আর পরিসীমা থাকে না। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান মধ্যে একটি মতকে অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপাদন কর, খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজকদিগের মস্তক যেন বজ্রাহত হইয়া বিকম্পিত হইবে। ঐ মতের অযৌক্তিকতা যে পরিমাণে প্রতিপাদন করিবে, ভয় ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। ধর্ম্মবিজ্ঞানের অপ্রামাণিকতাই ইহার অদ্বিতীয় কারণ। যদি ধর্ম্মবিজ্ঞান অভ্রান্ত যুক্তির অবিরোধী হইত, ধর্ম্ম-যাজকদিগকে কিছু মাত্র বিপৎ-পাতের আশঙ্কা করিতে হইত না। পর্ব্বত পতিত হইবে বলিয়া কি মনুষ্যেরা ভীত হইয়া থাকে? কখনই নহে। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম এক মাত্র ইতিবৃত্তের মুখাপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইতিবৃত্তসংক্রান্ত কোন অংশের সত্যাসত্য নিরূপণকালে "হইতে পারে, না হইতেও পারে"— এই প্রকার সন্দেহাত্মক বাক্যই প্রত্যুত্তর স্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেই অমূলক ইতিবৃত্তই এই খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের মূল। এই ধর্ম্মে যে গুলি সত্য, তাহা সমর্থন করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় শাসনের অনুসরণ করা হইয়া থাকে, কোন শাস্ত্রীয় শাসন সপ্রমাণ করিতে সত্যের সমাদর করা হয় না। বিশ্বাসই এই ধর্ম্মের সার, শাস্ত্রীয় শাসনই প্রমাণ এবং ইতিবৃত্তই মূল। মনুষ্যের মধ্যে যিনি বিজ্ঞতম, ধার্ম্মিক ও

ঈশ্বরপরায়ণ, এই ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে তাঁহাকে ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এ স্থলে নীচাশয় পামরেরাও এই রূপ কহিতে পারে যে, ধার্ম্মিকেরাই যদি ধর্ম্মদ্বেষী ও নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হন, তাহা হইলে ধর্ম্মের উপযোগিতা আর কি রহিল। ধর্ম্মানুরাগ ব্যতিরেকেই ত মনুষ্য সাধু ও বিজ্ঞ হইতে পারেন। এই বাক্যের প্রত্যুত্তর সুস্পষ্ট কিন্তু মোহান্ধের প্রীতিকর নহে।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভাব ও জীবন এই দুইটি আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রতি গাঢ়তর প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শনই ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব এবং মনুষ্যের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শনই ধর্ম্মের প্রকৃত জীবন। এই দুইটির অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম নিতান্ত নিস্তেজ ও নির্জীব ভাব ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রকৃত ভাব ও জীবনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ঐ দুইটির ছায়াকে সমাদর করিয়া থাকেন। এ ক্ষণে সেই দুইটি ছায়াই ধর্ম্মের স্থানকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যেটি ভাবের ছায়া তাহাকে মত, বিশ্বাস ও ধর্ম্মতত্ত্ব শব্দে নির্দেশ করা যায়। আর যেটি জীবনের ছায়া তাহা বাহ্য অনুষ্ঠান ও নিয়ম প্রভৃতি কএকটি শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ দুইটি ছায়াই ধর্ম্মের ভূমিকা পরিগ্রহ করিয়া পর্য্যায় ক্রমে অভিনয় করে। ঐ দুইটি ছায়ার সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেই জনসমাজে খ্রিষ্টিয়ান বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায়। ফলত খ্রিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকতা অতি অল্প ব্যক্তিতেই নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিনিই খ্রিষ্টিয়ান, যিনি বাহ্যে জাতিসাধারণ মতের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং অন্তরালে আপনার ইচ্ছানুরূপ একটি স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন। ভবিষ্যদ্বক্তারা কহিতেন, ধর্ম্মের কথা অপ্রকাশ রাখাই উচিত। এত দিনে তাঁহাদিগের সেই বাক্যটি ফলিত হইয়াছে ; এ ক্ষণে ধর্ম্মের স্বর প্রকাশ্য স্থানে আর শ্রুতিগোচর হয় না। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কুল। যাঁহারা উহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তৎসংক্রান্ত বিষয় গুলিকে একান্ত আকুলিত করিয়া দেন।

খ্রিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আহার ব্যবহারে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অধিকার নাই ; উহার সহিত জীবনের কার্য্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক এক কালে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। খ্রিষ্টিয়ানেরা স্বজাতির প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা ব্যতিরেকেই আপনাদিগকে ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরপরায়ণতা ব্যতিরেকেই আপনাদিগকে পরম ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অথবা এই রূপ বলিলেও হয় যে, খ্রিষ্টিয়ানেরা প্রতিবেশীদিগকে কোন রূপ সাহায্য দান না করিয়াই প্রীতি এবং ঈশ্বরের বিষয় কিছু না জানিয়াই ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রচলিত খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরকে এই রূপে বর্ণিত করিতেছে যে বিজ্ঞ সদাশয় মনুষ্য তাঁহাকে ঘৃণা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম কতকটা আমাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বুদ্ধির অধঃপাত হইলেই উহা মস্তক উন্নত করিতে পারে। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যকে কেবল নৈরাশ্যে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি খ্রিষ্টসম্প্রদায়ের ঐ রূপ নৈরাশ্যযন্ত্রণা দেখিয়া যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। জগদীশ্বর এক্ষণে যে, মনুষ্যের অন্তরে সদ্ভাব সঞ্চার করিতেছেন, খ্রিষ্টিয়ানেরা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করেন না কিন্তু পূর্ব্বতন লোকেরাই যে

সাধু ছিলেন, এই জনশ্রুতি-মূলক বাক্যে সবিশেষ আদর করিয়া থাকেন। খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণের পর যেন ঈশ্বরকে সমাহিত করা হইয়াছে। তাঁহার সহিত জগতের আর কোন সংস্রব নাই। দুঃখের কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমরা সেই অনন্তদেবের সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইতে সমর্থ হই না। যদি আমরা মধ্যবর্ত্তী পুরুষের সাহায্যে সেই সর্ব্বব্যাপীর সন্নিহিত হইতে পারি, এই প্রত্যাশায় খ্রিষ্টের নামোল্লেখ করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকি।

খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অতীত সময়ের প্রতি যত টুকু অনভিজ্ঞতা তত টুকু সমাদর। এক্ষণে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এক সময়ে জগতের সকল স্থানে এবং মনুষ্যের আত্মাতেও ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু ইদানাং তিনি মৃতের ন্যায় নির্জীবের ন্যায় কোন এক নিভৃত প্রদেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছেন। বাইবলই তাঁহার শেষ বাক্য। বাইবল সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তিনি বাক্য প্রতিসংহার করিয়াছেন। খ্রিষ্টিয়ানেরা এক্ষণে সেই জগৎপিতা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে দুইটি বিগ্রহের আশ্রয় লইয়াছেন। তন্মধ্যে একটি বাইবল ; ইহাতে কতকগুলি মনুষ্যের বাক্য ও কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি খ্রিষ্ট ; কএক শতাব্দি অতীত হইল, ঐ মনুষ্য জীবলোকে পরম সদ্ভাবে কালাতিপাত করিয়াগিয়াছেন। এই দুইটি বিগ্রহ খ্রিষ্টিয়ানদিগের পরম আরাধ্য ও সত্যের প্রমাণস্থল হইয়াছেন। উহাঁদিগকেই ঈশ্বর বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। যাঁহারা বিষয়ী বিষয়ই তাঁহাদিগের প্রধানতম উপাস্য দেবতা। বাইবল ও খ্রিষ্ট অপেক্ষা তাঁহাদিগের নিকট বিষয়ই সমধিক অনুরাগের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অকপট ভাবেই বিষয়ের উপাসনা করেন এবং তাঁহারা যে বিষয় রূপ পুত্তলিকার উপাসক তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এই রূপ অনভিজ্ঞ যে, বাইবল ও খ্রিষ্ট-রূপ পুত্তলিকার আরাধনা করিয়াও আপনাদিগকে অপৌত্তলিক বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহদিগের বিশ্বাস বিনশ্বর পদার্থেই স্থাপিত।

খ্রিষ্টধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই যে এই রূপ, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই পৃথিবীতে প্রকৃত পুণ্যাত্মার একান্ত অসদ্ভাব নাই। যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তি তৎসমুদায়ের একটি নিভৃত প্রদেশ অবশ্যই অধিকার করিবে। কিন্তু ইদানীং যে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মহাত্মারা তাহার মত নিতান্ত অসার ও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্ম পরায়ণ মনুষ্যেরা খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল অনুষ্ঠান দেখিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। ফলত এক্ষণে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুষ্ঠিত ও প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের মুখরোধ না করিলে উহার পোষকতা করা বড় সহজ নহে। খ্রিষ্টিয়ানেরা কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিলে তথায় কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তই লক্ষিত হইয়া থাকে! যে বুদ্ধি, সদ্ভাব ও উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিল, তৎসমুদায় এস্থলে নিতান্ত নির্জীব ভাব ধারণ করে। উহাদিগের স্বর আর এস্থলে শ্রুতিগোচর হয় না। নীতির প্রাদুর্ভাব উভয়স্থলেই সমান। উনি কেবল কর্ম্ম-

ক্ষেত্রের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থলে নূতন বেশে আবির্ভূত হন। প্রচলিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম মনুষ্যের এক প্রকার শত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহা স্পষ্টাক্ষরে এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে "মনুষ্য জাতি-ভ্রষ্ট, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া উহাকে পরি-গণিত করা যায় না; উহারা অপদেবতার পুত্র। মনুষ্যেরা আপনার নামে ঈশ্বরের নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা ও কর্ত্তব্য স্বয়ং সং-সাধন করিতে সমর্থ হয় না। অনন্ত নরকই উহাদের একান্ত উপযুক্ত।" এদিকে আ-বার ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ দেন যে মনুষ্য নিত্য কাল কেবল নরক যন্ত্রণাই ভোগ করিবে। উহা মনুষ্যের আত্মাকে অমর বলিয়াও নির্দ্দেশ করে. কিন্তু সেই অমরত্ব এই রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উহা যদি সত্যই হয়, মনুষ্যের দুর্ভাগ্য অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। ঐ ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্বর্গকে এই রূপ একটি স্থান বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে তাহাতে মনু-ষ্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। সাধু লোক কি অনধিকৃত বস্তু স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ ও তাহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারেন? কখনই নহে। এই রূপ ধর্ম্মশাস্ত্র নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল। মনুষ্যজাতি পতিত, ঈশ্ব-রের সন্তান নহে, ইত্যাদি নানা প্রকার ক-ল্পনা হইতেই এই রূপ মতের সৃষ্টি হই-য়াছে। সিদ্ধান্তও ঐ রূপ কল্পিত পূর্ব্বপক্ষ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ আবার এই রূপ সিদ্ধান্তের নিমিত্তই প্রস্তুত হইয়াছে। পরস্পরের সত্যতা বিষয়ে পরস্পরই প্রমাণ। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত ইহার অন্যত-রকে কে সপ্রমাণ করিতেছে? মনুষ্যের পাপাত্মতা. উদ্ধার সাধন, খ্রিষ্টের পুনরুত্থান ও মনুষ্য রূপে অবতরণ এই সমস্ত মত যে ইতিহাস প্রতিপন্ন করিতেছে, তাহা সত্য কি অসত্য? কে এই সমস্ত বিষয়ে সংশয় অপনোদন করিতে সমর্থ হইবে? বিজ্ঞ লোকেরা কি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করেন না? বলিতে কি যাঁহারা এই সমুদয় আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্তত এক জনও মনুষ্যের এই রূপ অসাধারণ ধৈর্য্য সন্দর্শন করিয়া লজ্জিত হন, সন্দেহ নাই।

যথার্থতই কি ধর্ম্ম ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে; শাস্ত্রীয় শাসন ভিন্ন কি ইহা সপ্রমাণ হয় না; বিশ্বাস ব্যতীত কি ইহার আর সার নাই? যাহারা এই রূপ মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। এই জগতে খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের পূর্ব্বে কি আর কোন ধর্ম্মই প্রাদুর্ভূত হয় নাই? পিটর অপেক্ষা কি পবিত্র পুরুষ আর কে-হই ছিলেন না? মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করে এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অব-লম্বিত বিষয়ের মধ্যে ধর্ম্মই আদি ও অন্ত। সৃষ্টির প্রারম্ভাবধিই মনুষ্যের মনো রাজ্যে ইহার অপ্রতিহত শাসন। পৃথিবীতে যে-মন একটি মাত্র সমুদ্র বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্মও সেই রূপ; ইহার আর দ্বিতীয় নাই। খ্রিষ্টিয়ানেরা স্ব সম্প্রদায় মধ্যে ইহাকেই বি-শ্বাস ও ভিন্ন সম্প্রদায়ীরা ইহাকে নাস্তিকতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

—ঃ০ঃ—

পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোপি লভেৎ
তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি
তত্ত্বং বিমলং।

—ঃঃ—

ওক বৃক্ষ।

জগদীশ্বরের এই সুবিশাল সুরম্য জগ-দরণ্যের কত স্থানে যে কত প্রকার সমুন্নত ও সুশোভন পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া সেই বিশ্ব-শিল্পী মহান্ পুরুষের অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা গণনা দ্বারা নিঃশেষ করা নিতান্তই অ-সাধ্য ব্যাপার! যেরূপ মস্তকোপরি মনো-হর চন্দ্রাতপ-তুল্য সৌর জগতে গ্রহ তারা ধূমকেতু সকল প্রতিনিয়ত আপনাপন শোভা সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান-স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছে, যেরূপ নিম্নে জগতীতলে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকল আপনাপন রূপ-লাবণ্য বিকীর্ণ করিয়া আ-মারদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে, তে-মনি আবার পুষ্পিত লতা, মুকুলিত তরু, ফলবান্ বৃক্ষ, ছায়া-প্রদ মহাদ্রুম সকলও দিনযামিনী আপনাদিগের বর্দ্ধন-ক্রিয়ায় সেই বিশ্বাধিপের অনন্ত জ্ঞান, অপরিমেয় করুণা ও অতুলন মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্র-দান করত মানব কুলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া তাঁহার অমৃত রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত করিতেছে। ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের যে-মন গণনা করা যায় না, সেই রূপ তাঁহার জগতের তরুলতা গুল্মেরও শংখ্যা করিতে কেহ সমর্থ হয় না। উদ্ভিজ্জ রাজ্যকে জগদীশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার বলিলেই হয়।

অতি যৎসামান্য উদ্‌ভিজ্জের বর্দ্ধন-ক্রিয়া পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে যে তাহাতে তাঁহার কত সূক্ষ্মতম জ্ঞানের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যে কত নিগূঢ় কৌশল নিরুপম শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঈশ্বর-প্রেমী তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যক্ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। সূক্ষ্মতম বালুকণা সদৃশ বটবীজ হইতে প্রশস্ত ক্ষেত্র ব্যাপী অগণ্য শাখা প্রশাখা সমন্বিত উজ্জ্বল শ্যামল পল্লব বিশিষ্ট গগনস্পর্শ বটবৃক্ষকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি না সচকিত হইয়া উঠে। তিল প্রমাণ একটী সামান্য ধান্য হইতে এককালে সহস্র-গুচ্ছ সম্পন্ন অগণ্য ধান্য সমুদ্ভূত হইতে দেখিয়া কে না ঈশ্বরের অপার দয়া অতুল স্নেহের জাজ্বল্যমান নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ভরে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করে। উদ্‌ভিজ্জ রচনাতে জগদীশ্বর এই অনুপম কৌশল সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়াতে প্রাণিপুঞ্জের কোন কালে অন্নপানের কিছুমাত্র অনটন সংঘটিত হইতে পারে না। পরমেশ্বরের নিত্য উদার সদাব্রতের প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী উদ্‌ভিজ্জ রাজ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। তরুলতা গুল্মের রচনা কৌশল আলোচনায় যেমন মনুষ্যের জ্ঞান স্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে, তেমনি আবার তজ্জাত ফলমূল শস্য হইতে জীবদিগের ক্ষুৎপিপাসারও শান্তি হইতেছে। উদ্‌ভিজ্জ হইতেই মানব কুলের বাণিজ্য সজ্জা এবং শোভনতম গৃহ সজ্জা সকলও প্রস্তুত হইয়া প্রতিদেশের প্রতি পরিবারের প্রত্যেক মনুষ্যেরই সুখোন্নতি হইতেছে। ঋতুর পরিবর্ত্তন জনিত মেদিনী মণ্ডলের যে সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্য, তাহা কেবল উদ্‌ভিজ্জরাজ্য হইতেই লক্ষিত হয়। যেমন এক ঋতুর অবসানে অপর ঋতুর অভ্যুদয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তরুলতা সকল পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া আবার নবতর বেশভূষা ধারণ করিয়া জগতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের রাজ্যে ওষধি বনস্পতি সকল প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী অভিনব পরম হিতকর পুষ্টিকর নানা প্রকার ফল মূল পুষ্প প্রসব করিয়া ঈশ্বরের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে। জীবগণের জীবন ধারণ উপযোগী সহস্র প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সকল অভাব অকূলান বিদূরিত করিয়া দেয়।

বনস্পতি সকলকে জনসমাজের এক একটী স্বাভাবিক কীর্ত্তিস্তম্ভ অথচ পুরাকালীয় ঘটনাবলীর এক একটী মূক-সাক্ষী বলিলেই হয়। জনসমাজে পরিবর্ত্তনের উপর কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইয়াছে, যুদ্ধ বিগ্রহে নগর গ্রাম জন-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে অদ্যাবধি কতশত বৃক্ষ বিদ্যমান থাকিয়া আমারদিগকে পূর্ব্ব কালীয় ঘটনা সকল আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত করিতেছে। এ দেশের কত শত প্রাচীন অশ্বত্থ বট বৃক্ষ পথ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবাধে সুশীতল ছায়া বিতরণ করিয়া পূর্ব্বতন উদারচরিত ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি কলাপ বিস্তার করিতেছে। তুরন্ত নিদাঘ সময়ে সুমন্দ মারুত হিল্লোলে এক একবার আন্দোলিত হইয়া পথ শ্রান্ত পথিকদিগের শ্রান্তি দূর করত কেমন অভাবনীয় কৌশলে ঈশ্বরের মহিমা এবং শত বৎসর-গত মহাজনদিগের সদ্ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কত স্থানে কত প্রকার প্রাচীনতম

কুসুমতরু, শ্রেণী বদ্ধ ছায়া-প্রদ মহাদ্রুম সকল অদ্যাপি কত শত পরিবারের পূর্ব্বতন সৌভাগ্য চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। কত লোকের হৃদয়ে এখন ধনৈশ্বর্য্যের অনিত্যতার অমোঘ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়া পরমার্থ চিন্তনে প্রবৃত্ত করিতেছে।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে একটী বৃক্ষের চিত্রময় প্রতিরূপ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এটী ইংলণ্ডের অন্তর্গত শেলটন্ নামক স্থানের একটী প্রাচীনতম ওকবৃক্ষ। ১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে চতুর্থ হেনেরির অধিরূঢ় হইবার বহু দিবস পূর্ব্বাবধি ইহা বিদ্যমান আছে। কথিত খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই দিবসে উল্লিখিত মহারাজের সহিত নরথম্বারলণ্ডের আরলের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেনেরি পারসীর * শ্রুশবরিতে যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, এরূপ জনপ্রবাদ যে পারসীর সহযোগী ওএলসের রাজবংশীয় ওএন্ গ্লেনডাওয়ার নামক এক ব্যক্তি যথা সময়ে সসৈন্যে রণস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া উল্লিখিত বৃক্ষোপরি আরোহণ করত যুদ্ধের ভাব গতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রাগুক্ত বৃক্ষটী " ওএন্ গ্লেন্ডাওয়ারস্ ওক " বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। উক্ত বৃক্ষতল হইতে রণস্থল প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল। ঐ বৃক্ষের ভূমির উপরিস্থ পরিধি ৪৪ ফুট তিন ইঞ্চ। মৃত্তিকা হইতে পাঁচ ফুট উপরের বেড় ২৫ ফুট এক ইঞ্চ। আট ফুট উপরে ২৭ ফুট চার ইঞ্চ। ঊর্দ্ধ পরিমাণ ৪১ ফুট ছয় ইঞ্চ মাত্র। বৃক্ষটী অতীব পুরাতন হওয়াতে এদেশের অন্যান্য বটবৃক্ষের ন্যায় তাহার মধ্যভাগ এমনি শূন্য (অর্থাৎ ফোঁফরা) হইয়াছে, যে তন্মধ্যে প্রায় আটজন লোক প্রবেশ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। এমন কি তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন বৃক্ষটী কেবলমাত্র ত্বকের উপরে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া যথা সময়ে অসংখ্য ফল প্রশব করিতেছে। বনস্পতি সকল ইহা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! ঈশ্বরের করুণা ! ! !

* যাঁহাকে সচরাচর হটস্‌পর বলে।

—০—

নিবাধই ব্রাহ্মসমাজের

চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক

মহোৎসব।

১৮ আশ্বিন ১৭৮৭ শক।

সংবৎসরের পর পুনর্ব্বার আমরা এই মহোৎসব-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছি। আজি কি এখানে আমরা নিস্তব্ধ ও উদাসীন হইয়া থাকিব ? যিনি সকল জগতের প্রাণ, তিনি এখানে জীবন্তরূপে বিদ্যমান, তাঁহাকে দেখিয়া কি আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে না ? সেই প্রেমময় আনন্দময় পিতা বাহু-প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দিতেছেন, আমাদের হৃদয় কি প্রীতিভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রবাহিত হইবে না ? তাঁহার করুণা সকলেরই জন্য অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, তাহার কণামাত্রও কি পান করিয়া আমাদের আত্মার চিরদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিব না ? আজি এখানে অমৃতের সমুদ্র ; যিনি ইহাতে যত গভীররূপে নিমগ্ন হইতে পারিবেন, তাঁহার হৃদয় প্রাণ এককালে ততই সুশীতল হইয়া যাইবে ; এখানকার উদার ভাণ্ডার অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ, তাহার একখণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলে চিরদিনের দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরিত হইবে ; এখানে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি রহিয়াছে, ইহা সেবন করিলে দুর্ব্বলের দেহ সবল হয়, নির্ব্বীর্য্যের মন বীর্য্যবান্ হয়, শোকার্ত্তের সন্তাপ যায়, পাপীর মন পবিত্র হয়, অন্ধ চক্ষু পায় এবং মৃতকল্পের আত্মা সজীব হইয়া উঠে। আজি এই সুযোগে যাহার যে অভাব পূরণ করিয়া লও ; রোগ শোক, পাপ তাপ, মোহ গ্লানি

সকল বিকার ধৌত করিয়া পবিত্র অমৃত জীবন লাভ কর।

হা! এখন কি দেখিতেছি! আকাশ অপূর্ব্ব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে; চারিদিকে পবিত্রতার সমীরণ বহন করিতেছে; প্রতি হৃদয় হইতে ভক্তি চন্দন চর্চ্চিত প্রীতি কুসুমাঞ্জলি বর্ষিত হইতেছে; প্রতি বদন হইতে উৎসবধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে; দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই দেবদেবের চরণে প্রণিপাত করিতেছি! হে জীবনের জীবন সর্ব্বস্ব ধন! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব সকলই গ্রহণ কর। নাথ! তুমিইত আমার একমাত্র অবলম্বন, তুমিইত একমাত্র আমার চিরদিনের সম্পদ্ সখা; এখন যেমন তোমাকে একমাত্র গতি দেখিয়া হৃদয় আনন্দ উৎসবে উল্লম্ফিত হইতেছে, চিরদিন এই ভাব যাহাতে গাঢ়তর হইয়া জীবন ক্রমশঃ পবিত্র হয়, এবং তোমাকে লাভ করিয়া সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়, তুমি আমাকে এপ্রকার অনুগ্রহ কর।

মনুষ্যের কি সুমহৎ ভাগ্য! দেবগণের জন্য যে পবিত্র উৎসব—দেবগণের জন্য যে অমৃত সুধা, মনুষ্যও তাহার অধিকারী। কিন্তু তথাপি সে কি হীনমতি ও ক্ষীণস্বভাব, এপ্রকার মহান্ আনন্দ লাভের জন্য লালায়িত হয় না? দিন রাত্রি পক্ষ মাস অতীত হইতেছে, সমুদায় জীবন বৃথা গত হইল, তথাপি ভ্রূক্ষেপও নাই। যাহা চিরস্থায়ী ধন, তাহা হইতে আমরা দিন দিন দূরে পড়িতেছি এবং সামান্য ধন মান প্রভুত্ব যাহা কেবল শব্দ মাত্র, তাহাই আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র হইতেছি। চিরজীবনের আলোকে জ্ঞাননেত্র নিমীলিতই রহিল, নিত্যকালের উপভোগ্য দেবভাব সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল, অতি যত্নের ধন আত্মা দীন হীন মলিন হইয়া বিনষ্ট হইল, তথাপি আমাদের চেতনা নাই! ক্রমে ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ই আমাদের সর্ব্বস্ব, অধম পশুবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়! আমরা ক্রমে অধোদিকেই গমন করিতেই থাকি এবং অবশেষে আর ঈশ্বরের প্রসাদ, ধর্ম্মের আস্বাদ এবং দেবভোগ্য উৎসবের আনন্দ পাই না। কোন্ মাদক সেবন করিয়া আত্মার আলোক নির্ব্বাণ করিব, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া লোভ ক্রোধাদি রিপুগণকে চরিতার্থ করিব, কিসে আত্মার প্রভাব সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সংসারের একান্ত সেবক ও অনুচর হইয়া চলিব এই কামনা, এই চিন্তা ও এই চেষ্টা হইতে থাকে!!

অমৃত আত্মার পক্ষে এ অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে? কেন আমাদের এমন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়? একদিকে সংসারের প্রবল আকর্ষণ অন্যদিকে আত্ম-প্রভাবের শিথিলতা, এই উভয়কারণ সমঞ্জসীভূত হইয়া বিনাশের পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেয়। আমাদিগের চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্ এক এক ইন্দ্রিয় এক এক বিবৃতদ্বার রহিয়াছে; সংসার তাহার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই সকল বন্ধন দিয়া সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে, মৎস্য যেমন আমিষ লোভে বড়িশ গ্রাস করে, হরিণ যেমন গীত শব্দে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর যেমন মধু পানাশয়ে কেতকী পুষ্পের কন্টকে পক্ষ জড়িত করে এবং হস্তী যেমন করিণী স্পর্শে অধীর হইয়া পাশবদ্ধ হয়; মনুষ্যের চিত্তও সেইরূপ ইন্দ্রিয় চরিতার্থে চঞ্চল হইয়া মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। আহা! ঐ সকল জন্তু যদি ধীর হইয়া তাহাদের কালস্বরূপ প্রলোভন সকল জানিত, তাহা হইলে কি আর তাহারা বিপন্ন ও হতজীবন হইত। আহা! মনুষ্যও যদি আপনাকে শান্তচিত্ত রাখিতে পারে, তাহা হইলে কি আর মরণযন্ত্রণা ভোগ করে! কিন্তু সে অতীব কঠিন ব্যাপার। সংসার মায়াবী কত রূপ ছলনা জানে। সে অগ্রে তাহার মন্ত্রবলে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়, পরে পদানত দাসের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই লইয়া যায়। সংসার অশীতি বর্ষ বৃদ্ধকে বালকের ন্যায় ক্রীড়ায় সন্তুষ্ট রাখে, সংসার চতুরকে নির্বুদ্ধি করে, সংসার সুখপ্রয়াসীকে দুঃখের গভীরতম কূপে নিঃক্ষেপ করে, সংসার বীর পুরুষকে অতি ভীরু কাপুরুষ করিয়া ফেলে এবং স্বীয় অনুচরগণকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করত নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এই মোহসাগরে—এই সংসারজালে আবেষ্টিত হইয়া ধীর ব্যক্তিগণ তথাপি অটলভাবে মুক্তির

পথ পরিষ্কৃত করিয়া লন। তাঁহাদের আত্মদৃষ্টি ও আত্মবল-প্রকাশই তাঁহাদের প্রধান তপস্যা। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ‘সন্তোষ রূপ স্পর্শমণি’ উপার্জ্জন করিয়া বিষয় কামনার চাকচিক্য দেখিয়া আর লালায়িত হয়েন না; ধৈর্য্যের অভেদ্য বর্ম্মে আপনার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখেন; শান্তির বিমল সলিলে সর্ব্বদা অবগাহন করেন এবং পবিত্রতার স্রোতে বাক্য মন ও কর্ম্ম প্রবাহিত করিয়া অমৃতের পারাবার ঈশ্বরে গিয়া বিশ্রাম করেন। এই সাধুগণ আত্মার গভীর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই অনুভব করেন, সংসারের সকলই অসার; আত্মাই একমাত্র সার পদার্থ। তাঁরা দেখেন মৃত্যুর ঐন্দ্রজালিক যষ্টি একবার মাত্র স্পর্শ হইলে পর্ব্বত প্রমাণ প্রভূত ধনরাশি, বিপুল যশঃ কীর্ত্তি, অসংখ্য পরিজন পোষ্য বা সহায় সম্বল কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে! সকল সংসারই মৃত্যুর অধীন—মৃত্যু অবশ্যই আসিবে; ইহাতে তাঁহাদের আর সংশয় নাই। সুতরাং ভ্রমান্ধ হইয়া যাহারা এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারকে নিত্যসম্পদ মনে করে করুক, তাঁহারা আর ইহার উপরআস্থা করিতে পারেন না। তাঁহারা নিত্যপদার্থ—মৃত্যুর অতীত পদার্থের অন্বেষণ করেন এবং ক্রমশঃ আত্মা ও পরমাত্মার নিগূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে থাকেন।

যখনই হইতে আত্মজ্ঞানের আরম্ভ হয়, তখনই হইতে আমাদের এক নবজীবনের সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বে পশুর ন্যায় অন্ধ হইয়া প্রবৃত্তির বেগে বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হইতাম; এখন দেখি, প্রবৃত্তি সকল সংযম করিবার আমার একটী অদ্ভুত বল আছে; প্রবৃত্তিসকলকে যদি অধীন করিতে পারিলাম, সংসারের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতেও মুক্ত হইলাম,—জড়জগতের সহস্র সহস্র আবিষ্ক্রিয়া এই অধ্যাত্মিক সত্যটির আবিষ্ক্রিয়ার সমতুল্য হইতে পারে না। আমাদিগের নিকট এক নূতন জগৎ প্রকাশিত হইল। দেখি আত্মার নির্ম্মল জ্ঞানালোক জগতের সমুদায় আলোক নির্ব্বাণ হইলেও প্রভান্বিত থাকে। আত্মার প্রীতি, পবিত্রতা ও আনন্দ ভাবের সহিত জগতের কিছুরই উপমা হয় না, তখন সংসার অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বোধ হয় এবং সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্য ছায়ার ন্যায় দেখায়। আত্মা সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া অনন্ত স্বরূপকে আপনার প্রতিষ্ঠাভূমি, আপনার মূলকারণ দেখিতে পায়। তখন তাহার শক্তি সেই অনন্তশক্তির কণামাত্র, তাহার জ্ঞান সেই অনন্তজ্ঞানের আভাস, তাহার প্রীতি পবিত্রতা সেই পূর্ণপরিশুদ্ধ মঙ্গলস্বরূপেরই অনুপ্রকাশ। যখন আত্মা ও পরমাত্মার এই গাঢ় যোগ অনুভূত হয়, তখনই আত্মা ধন্য ও কৃতার্থ হয়। দেখে আপনার কণ্ঠে রত্নহার রহিয়াছে, সমুদায় জগতে তাহার অন্বেষণে বৃথা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এইত অক্ষয় ভাণ্ডার, এইত চিরকালের উপজীব্য—কি প্রকারে আমি ইহা সম্যক্ রূপে লাভ করিতে ও সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পাইব?

যত্নশীল সাধু পুরুষেরা এইরূপ সকল অনিত্যের মধ্যে সেই নিত্যপদার্থের সন্ধান পাইয়া তাঁহারই সহবাস প্রার্থনা করেন, তাঁহারই প্রীতি প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তখন এই সংসার তাঁহাদিগের নেত্রে আর এক বেশ ধারণ করে। তাঁহারা প্রতীতি করেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই এক অনন্তপুরুষকে অবলম্বন করিয়া আছে, তিনিই সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া সংসারের সমুদায় ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার সকল কার্য্যই আমাদিগের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য। যে সংসারের মায়াপ্রপঞ্চের প্রবল আকর্ষণ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম, এখন দেখি সে কেবল আত্মাকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে সংসারের সমুদায় শক্তি আমাদিগের নিকট পরাভব পায়। তিনি আমাদিগের হৃদয়ে সতত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার আদেশ সকল প্রচার করিতেছেন এবং সততই অভয় দিতেছেন। আমরা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সংসারের সমুদায় কঠোরতা, সমুদায় প্রতিকূলতা সমুদায় আঘাত বহন করিব, ইহাতে আমাদের সাংসারিক ধন মান এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আত্মা আরও জীবন্ত ও সবল হইবে এবং সেই পবিত্র স্বরূপের নিকটস্থ হইতে থাকিবে।

হে অমৃতনিকেতনের যাত্রিগণ! আমরা যে পবিত্র ধর্ম্মপথে চলিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, ইহা কিছু নূতন পথ নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন—দেখ সমুদায় পথে তাঁহাদিগের পদক্ষেপের চিহ্ন ও কীর্ত্তি নিদর্শন রহিয়াছে; আমরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া চলিতেছি মাত্র। তাঁহারা কত বিভীষিকা দর্শন করিয়াছেন; কত অসুরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, কত শত্রু নিপাত করিয়াছেন; আপনাদিগের শোণিতস্রোতে মেদিনীকে ভাসমান করিয়া ধর্ম্মের পথ প্রসারিত করিয়াছেন। এখন তাঁহারা ধর্ম্মের অতি উচ্চতর মঞ্চে আরোহণ করিয়া শান্তির বিমল হিল্লোল সেবন করিতেছেন। আমরা কি তাঁহারদিগের উপদেশবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া তাঁহাদিগের অবস্থা লাভ করিতে উৎসাহিত হইব না? যদি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া ভীত ও কাতর হই, তবে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা কিরূপে উপার্জ্জন করিব? যদি প্রলোভনের বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে না পারি, তবে কিরূপে মুক্তির অধিকারী হইব? যদি পাপ প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে না পারি, তবে কিরূপে আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিব? যদি হৃদয়দর্পণকে পবিত্র রাখিতে না পারি, তবে কিরূপে তাহাতে প্রেমময়ের বিমল ছবি সন্দর্শন করিব? যদি সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে না পারি, তবে কিরূপে অমৃতনিকেতনে প্রবেশ করিব? ধর্ম্মের পথ সরল পথ, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল; সরল রেখার ন্যায় ইহা অতি সহজেই লক্ষ্যস্থানে উপনীত করিয়া দেয়। তবে ধর্ম্মসাধন এত দুঃসাধ্য হয় কেন? সে কেবল আমাদেরই দোষে। যেমন সরল নলের মধ্যে সরল লৌহ শলাকা সহজে প্রবেশিত হয়, কিন্তু বক্র হইলেই বাধা পায়; সরল ধর্ম্মপথে সরল ব্যক্তি সেইরূপ অনায়াসে গমন করিতে পারেন, কিন্তু কুটিল ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতা পায়। প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য অম্লানবদনে প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন, সুতরাং ধর্ম্মপথে তাঁহার জয় লাভই হয়। কিন্তু স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তির একটু শারীরিক ক্লেশ কি একটু অর্থ বা মানহানি হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সুতরাং সে ধর্ম্মের পথে অটল ভাবে প্রফুল্ল হৃদয়ে কিরূপে চলিতে পারে। স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে ধর্ম্মের তিনি তত প্রয়াসী নন; সাংসারিক গূঢ় অভিসন্ধি সকল সাধন করিতেই তিনি ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং তাহা তিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেও পারেন। যাঁহারা সাংসারিক লাভস্পৃহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদের সে দুরাশা মাত্র। তাঁহারা দুই পদ শৃঙ্খল-বদ্ধ রাখিয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিবার অভিলাষ করেন। যাঁহারা সাংসারিক ক্ষতির ভয়ে ধর্ম্মেরপথে অগ্রসর হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের বৃথাযুক্তি কেবল ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগশূন্যতা সপ্রমাণ করে। এই নিগূঢ়সুযোগে সংসার তাঁহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়প্রবেশ করে এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগের কেশাকর্ষণ করিয়া আপনার চরণসেবক করিয়া লয়। হা! কত ধর্ম্মযাত্রী এইরূপে প্রতারিত হইয়া এককালে বিনষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্মের পথে পদে পদেই শত্রু, এইজন্য ইহা অতি কঠিন বোধ হয় এবং নব-প্রবৃত্তদিগকে বিষম ভ্রম ও বিপদে পতিত হইতে হয়। অনেকে ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়াই আপনাদিগকে সেই পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দেন এবং মনে করেন যে তাঁহারা এককালে ধার্ম্মিক হইয়াছেন। কিন্তু অচিরাৎ আপনাদের ভ্রম দেখিতে পান এবং তাহাতেই হয়ত ধর্ম্মকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম নামে মাত্র নয়, ধর্ম্ম সাধনের ধন। প্রথমে সাধন না করিলে কোন্ বিষয়ে আমরা সিদ্ধ হইতে পারি? ধর্ম্মকে একটি ব্রতবলিয়া প্রথমে গ্রহণ করিতে হয়; আপনার দুর্দ্দম প্রবৃত্তি সকলকে বহু আয়াসে তাহার অধীন করিতে হয়; নানা উপায়ে সৎপ্রবৃত্তি সকলকে চালনা করিতে হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ আপনার বল অনুভব করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ধর্ম্ম স্বায়ত্ত হইয়া আইসে। যাঁহারা আপনাদিগের বল অল্প জানেন, তাঁহারা যেন দুঃসাহস করিয়া সঙ্কট পরীক্ষায় আপনাদিগকে

নিক্ষিপ্ত না করেন, তাহাতে আরও বলক্ষয় হইবে মাত্র। ধর্ম্মের প্রতিঅবস্থায় সতর্কতা বৃত্তি আমাদের যেন সঙ্গের সঙ্গী থাকে, যেখানে লঘুপাপেরও সংস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা, সেখানেও যেন আমরা বিশ্বাস করিয়া না যাই। যেখানে প্রলোভনের আশঙ্কা, সেখান হইতে প্রস্থানই শ্রেয়ঃকল্প; সাধুসহবাসে, সাধুআলাপে, সাধুচিন্তনে যাহাতে সমস্ত সময় অধিকৃত থাকে, এরূপ উপায় বিধান আবশ্যক। নতুবা আলস্য পাপের সহচর। আলোক না থাকিলে যেমন অন্ধকার আসিয়া স্থান অধিকার করে, সদ্ভাব না থাকিলে পাপচিন্তাই মনকে অভিভূত করিবে!

এইরূপে আমাদের হৃদয় যত ঈশ্বর প্রীতিতে পূর্ণ করিতে পারিব, ধর্ম্মব্রতসাধনে শরীর ও মনকে যত নিয়োজন করিতে পারিব, নির্জ্জনে যত আত্মানুসন্ধান করিয়া অনুতাপানলে পাপসকলকে ভস্মীভূত করিতে পারিব, ততই দেখিব, আমাদিগের জীবন পবিত্র হইবে; ধর্ম্মকার্য্য সকল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া আসিবে; আমরা সকল অবস্থাতে সেই পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করিয়া তাঁহার প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইব এবং মুক্তি লাভ করিব। কল্যাণময় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা ধর্ম্মের কি সুধাময় তত্ত্ব সকল লাভ করিয়াছি। এই ধর্ম্মে আমাদিগের প্রতিজনের জীবন উজ্জ্বল হউক। সমুদায় পৃথিবীতে এই মহান্ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া সত্যজ্যোতিঃ, ধর্ম্মজ্যোতিঃ ও পবিত্রতার জ্যোতিঃ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হউক।

হে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বসিদ্ধিদাতা! তোমার কৃপায় আমাদের অদ্যকার মহোৎসব পূর্ণ হইল। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, সংসারের দারুণ মোহে তোমাহইতে আমাদিগের আত্মাসকলকে যেন আর বিচ্যুত করিতে না পারে; আমরা যেন তোমার ক্রোড়ে সর্ব্বক্ষণ বিশ্রাম পাই এবং এই সংসারে আনন্দমনে তোমারই ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে জীবনকে অবসান করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উদ্ধৃত।

স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

পঞ্চম উপদেশ।

ঈশ্বরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য এই যে তুমি নিয়মিতরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। উপাসনা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য; ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যিনি অনন্ত, যিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া শাসন করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব হইয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজা করিতে পারি, ও তাঁহার সহবাসের বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারি; ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি আছে? যতই তাঁহার উপাসনা করিবে, ততই উন্নত ও পবিত্র হইবে, ততই সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইবে। উপাসনাতেই আমাদিগের মহত্ত্ব। উপাসনার তিন অঙ্গ।—১-আরাধনা, ২-কৃতজ্ঞতা, ৩-প্রার্থনা।

ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ভাব স্মরণ করতঃ তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিবে।

তিনি আমাদের উপর অজস্র করুণা বারি বর্ষণ করিতেছেন, আমাদিগকে মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহে লালন পালন করিতেছেন, আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করিবে।

পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। এই প্রকারে নিয়মিত রূপে তাঁহার উপাসনা করিবে।

ষষ্ঠ উপদেশ।

উপাসনার প্রধান অঙ্গ প্রার্থনা। প্রার্থনা না করিলে ধর্ম্মের কিছুই সিদ্ধ হয় না; সাধকেরা ইহাকে ধর্ম্মের প্রাণ বলিয়া জ্ঞান করেন; ইহাই মুক্তি লাভের এক মাত্র উপায়। দেখ এ সংসারে কত প্রলোভন, কত বিঘ্ন, কত যন্ত্রণা, অন্তরে বাহিরে কত শত্রু; মনে করিতে হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল রিপুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়া কি সামান্য বলের কর্ম্ম? আমরা কি আমাদের ক্ষুদ্র বলে এ বিষয়ে

কৃতকার্য্য হইতে পারি? কখনই না। আমাদের দুর্ব্বল আত্মা কতশতবার পাপের স্রোতে পতিত হয় এবং ধর্ম্মহইতে ভ্রষ্ট হয়। এই অভাব জানিতে পারিলেই আমরা আরো অধিক বলের জন্য লালায়িত হই এবং কাতরভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, যিনি আমাদের পরমপিতা, যিনি আমাদের চিরসহায়, এবং যিনি মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহার চরণে পড়িয়া আত্মার অভাব ব্যক্ত করি। শিশু সন্তান যেমন ক্ষুধার্ত্ত হইলে জননীর নিটক রোদন করে; আমরা তেমনি সংসারের ভয়ে ভীত হইলে বা শোকে ব্যাকুল হইলে বা পাপে মুহ্যমান হইলে সেই পরমপিতার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করি। সংসারের পাপ তাপ হইতে কেবল তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, ধর্ম্মের পথে তিনিই কেবল উন্নত করিতে পারেন। তিনিই একমাত্র সহায়, তিনিই বল, তিনিই আশা। বিপদ্ কালে তাঁহাকে বলি—"আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার?" কেহ কেহ বলেন যে কেবল আপনার চেষ্টায় আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বিষম ভ্রম সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র মনুষ্য কি কেবল আপন ক্ষুদ্র বলে মহান্ ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে? কখনই না! সাবধান! যেন এই ভয়ানক ভ্রম-পাশে তোমার আত্মা পতিত না হয়; যত দিন প্রাণ থাকিবে, প্রার্থনারূপ অমূল্য রত্নের প্রতি কখনই অবহেলা করিবে না। আপনার যত্ন ও পরিশ্রমত চাই; বিনা আয়াসে যখন কোন্ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, তখন ধর্ম্ম কিরূপে অনায়াসে উপার্জ্জিত হইবে? সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে, আপনার শারীরিক ও মানসিক সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিবে, সকল প্রকার সদুপায় অবলম্বন করিবে; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সরলান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকট ধর্ম্মবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাঁহার সাহায্য বিনা তাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব। যেসকল কুতার্কিক, বলিয়া থাকেন, প্রতিদিন কতকগুলি শব্দোচ্চারণ করিলে কি হইবে, তাঁহারা প্রার্থনার যথার্থ ভাব জানেন না, মুখে বলিলেকেই কি প্রার্থনা বলে? প্রার্থনা-বাক্য ত প্রার্থনা নহে; শব্দোচ্চারণকে ত প্রার্থনা বলে না। প্রার্থনা অন্তরে, ইহা আত্মার ক্রিয়া; ইহা চক্ষেও দেখা যায় না, কর্ণেও শুনা যায় না। প্রার্থনা কি? না, পাপে জর্জ্জরিত হইলে মুক্তি লাভের জন্য বিনীতভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া; ধার্ম্মিক হইবার জন্য মুক্তিদাতাকে অন্তরে ডাকা। এই প্রকার আন্তরিক কাতরতা ও আগ্রহই প্রকৃত প্রার্থনা, ইহা মনুষ্যের শুনিবার বিষয় নহে, ইহা অন্তর্যামী পরমেশ্বর গ্রহণ করেন ও তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। এ প্রকার প্রার্থনা কখনই বিফল হয় না; করুণাময় পরম পিতা, স্নেহময়ী পরমমাতা প্রার্থী সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগের সকল অভাব মোচন করেন এবং তাহাদের আত্মাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে পূর্ণ করেন। দুর্ব্বল আত্মা তাঁহার সাহায্যে সবল হয়, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হয়, নিরাশ আত্মা উদ্যমে উৎসাহিত হয়, বিষণ্ণ মন বিমলানন্দে উল্লসিত হয়। প্রার্থনা আমাদিগের পরম বন্ধু; তিনি আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া সংসারের মোহ পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া অল্পে অল্পে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যান। যতই তুমি সরলভাবে প্রার্থনা করিবে, ততই তোমার কোমল মন ঈশ্বরেতে অনুরক্ত হইবে এবং তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইবে; ততই তিনি তোমাকে তাঁহার অজস্র প্রসাদ বিতরণ করিবেন। প্রার্থনা অমূল্য ধন। প্রার্থনা ধর্ম্ম-সংগ্রামের বর্ম্ম, পাপ-বিকারের ঔষধ, স্বর্গের সোপান, তাপিত হৃদয়ের সান্ত্বনা-বারি, নিরাশ্রয় আত্মার চির-সুহৃদ্। প্রার্থনা আমাদিগের সর্ব্বস্ব। ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়, প্রার্থনা। তোমার যদি সকলি যায়, তথাপি এই অমূল্যরত্নকে পরিত্যাগ করিওনা। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ইহাকে অতি যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে, এবং ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে, প্রার্থনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই ধর্ম্মহইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। তোমাকে বার বার বলিতেছি—সাবধান, কখন প্রার্থনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইওনা।

সপ্তম উপদেশ।

শরীরকে সুস্থ রাখিবে, বুদ্ধিকে সুমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে, এবং আত্মার সাধুভাব

কমলকে প্রস্ফুটিত করিয়া সাধ্বী হইবে;—আপনার প্রতি এই তিনটী কর্ত্তব্য; ইহা সাধন করিলে প্রকৃত মঙ্গল জানিবে। যদিও শরীর অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর, ইহার প্রতি অযত্ন বা অবহেলা করিওনা, যেহেতু ইহার অভ্যন্তরে আত্মা স্থিতি করিতেছে, ইহার সহিত আত্মার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর সুস্থ ও সবল হইলে মনের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি হয় এবং আমরা ধর্ম্মের আদেশ সকল যথাবিহিত আয়াস, উৎসাহ ও বল সহকারে সম্পন্ন করিতে পারি। শরীর রোগে অভিভূত হইলে বা দুর্ব্বল হইলে জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠে, কেবল যে সন্তোষ ও উল্লাসের হ্রাস হয় তাহা নয়, ধর্ম্ম-সাধনেও আমরা অনেক দূর অক্ষম হইয়া পড়ি। অতএব আমরণ যত্নপূর্ব্বক শরীরকে রক্ষা করিবে ও ইহার সেবা করিবে। যাহাতে ইহা দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয়, এপ্রকার কার্য্য করিবে না, অনর্থক ইহাকে কষ্ট দিবেনা। মলিন বস্ত্র পরিধান, দুর্গন্ধ বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার, আলস্য, রাত্রি জাগরণ এসকল রোগ ও দুর্ব্বলতার কারণ হইতে বিরত থাকিবে। আহার, পরিশ্রম ও বিশ্রাম এই তিন বিষয়ে পরিমিতাচারা হইবে। পরিধেয় বস্ত্র এবং শয়নের শয্যা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। কোন প্রকার দুর্গন্ধ দ্রব্য বা জঞ্জাল গৃহমধ্যে রাখিবে না। সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ থাকিয়া যথারূপে গৃহকার্য্য সকল সমাধা করিবে এবং উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম সহকারে শরীরকে বলিষ্ঠ করিবে। শরীর সুস্থ ও সবল হইলে ধর্ম্মের পথে তোমার সহায় হইবে।

অষ্টম উপদেশ।

শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করিতে যেমন যত্ন আবশ্যক, মানসিক বৃত্তি গুলিকেও সেই রূপ যত্নের সহিত মার্জ্জিত করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার হইতে মনকে মুক্ত করিয়া উন্নত বুদ্ধি সহকারে নানা প্রকার হিতজনক তত্ত্ব সঞ্চয় করিবে। নারী বলিয়া এবিষয়ে উপেক্ষা করিও না। বিদ্যা বিষয়ে নর নারী উভয়েরই অধিকার আছে। পরমেশ্বর যাহাকে বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহাকেই জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে আদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের অজ্ঞান থাকা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে। মূর্খ হইয়া থাকিলে জনসমাজে ঘৃণিত হইতে হয়, আপনারও অশেষবিধ অনিষ্ট হয়, উন্নত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ও হিতজনক কার্য্যে অক্ষম হইয়া মন সর্ব্বদা আলস্য ও আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ করে। জ্ঞানগর্ব্ভ পুস্তক সকল মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে; সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্কবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে, এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিবে। উত্তম উত্তম পুস্তক মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর; নির্জ্জনে থাকিলে উহাদের সাহায্যে মনের বিশেষ উপকার সাধন করা যায়। অতএব বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া অবকাশ পাইলে বিদ্যাধ্যয়নপূর্ব্বক নূতন নূতন ভাব-সকল অর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবে। পুরুষেরা যে সকল কঠোর জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তৎ সমুদয় বিষয়ে তোমাকে নিযুক্ত হইতে আমি অনুরোধ করিনা; তোমার আপনার স্বভাব ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযোগী জ্ঞান দ্বারা স্বীয় কল্যাণ সাধনে যত্নবতী হইবে। পুরুষদিগের অনুকরণ করিতেই হইবে এ প্রকার মনে করিও না। সময়ে সময়ে শিল্প-বিদ্যার অনুশীলন করা ভাল, উহা স্ত্রীজাতির বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এক দিকে যেমন আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করা বিধেয়, তেমনি আবার কেবল দিবানিশি পুস্তকে বদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য নহে। গৃহ কার্য্যের প্রতি অবহেলা করিওনা, বরং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। গৃহের কর্ত্রী হইয়া সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তোমার বিশেষ কার্য্য। গৃহকার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, যাহাতে কিছুই বিশৃঙ্খল না থাকে, ধনের অপব্যয় না হয়, সন্তানেরা যথারূপে লালিত পালিত হয়, এসকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিবে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিবে। পদে পদে তোমার এ জ্ঞানের প্রয়োজন, ইহা না থাকিলে সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া মহা অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। অতএব বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সংসারের কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিন দিন পরিবারের কল্যাণ ও সুখ সম্বর্দ্ধন করিবে।

গৃহ-কার্য্যে সুদক্ষ হওয়া স্ত্রী জাতির একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

—:০:—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬৫॥৶০
যন্ত্রালয়	২৫৮(১০
পুস্তক বিক্রয়	৩২
ডাক মাসুল	১১৸৶০
গৃহ নির্ম্মাণ	১
বিবিধ আয়	১৫॥৶১০
গচ্ছিত	২২৸৶১০
	৪০৭৶১০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগচ ক্রয়	৬৬
মাসিক বেতন	১৪৮
যন্ত্রালয়	২৬৯॥/০
ডাক মাসুল	১৯৶০
বিবিধ ব্যয়	৪৬(৫
গচ্ছিত	১৬৶১০
	৫৬৪৸৶১৫

আয়	৪০৭৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭২৶১৫
	৬৭৯।৶৫
ব্যয়	৫৬৪৸৶১৫
স্থিত	১১৪॥১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতি জ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন	১২॥০
দানাধারে প্রাপ্ত	॥০
	১৩
আয়	১৩
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	৫১॥৶৫
	৬৪॥৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

—০—

গৃহ নির্ম্মাণ।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার মল্লিক	১
" রমণীমোহন চৌধুরি *	৫০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক *	১০

—ঃঃ—

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন ইতি।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রহ্ম সঙ্গীত;—আদি, মধ্য ও শেষ ভাগ একত্রে পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য .. .. ।০

ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য .. .. /০

আগামী ১৯ এ পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, ব্রাহ্মমহাশয় দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত দিবসে বহরম পুরস্থ সমাজ গৃহে উপনীত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন ইতি।

বহরমপুর, ব্রাহ্মসমাজ।
১ লা পৌষ, ১৭৮৭ শক।

শ্রী নবীনকৃষ্ণ বসু
সম্পাদক

* অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় যে হিসাব দেওয়া হয় মুদ্রাকারের ভ্রান্তি জন্য এই দুইটী নাম তাহাতে উদ্ধৃত হয় নাই, তজ্জন্য এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৫। ১১ পৌষ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
মাঘ ১৭৮৭ শক।

২৭০ সংখ্যা। ৩৬ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

ষট্‌ত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ মঙ্গল বার ষট্‌ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে ষষ্ঠং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা।

৮৩৬

১ হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেহহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্। শুচিভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতী রপস্যুবো ন সত্যাঃ।

১ 'হিরণ্যকেশঃ' হিতরমণীয়া জ্বালা যস্য সতথোক্তঃ। সুবর্ণবদ্রোচমানজ্বালোবা। 'অহিঃ' আগত্য হন্তা মেঘানাং 'ধুনিঃ' তেষাং কম্পয়িতা 'বাতইব' বায়ুরিব 'ধ্রজীমান্' শীঘ্রগতিযুক্তঃ। এবম্ভূতো বৈদ্যুতোগ্নিঃ 'রজসঃ' উদকস্য 'বিসারে' বিসরণে মেঘান্নির্গমনে নিমিত্তভূতে সতি 'শুচিভ্রজাঃ' শোভনদীপ্তিঃ সন্ মেঘাজ্জলানি নির্গময়িতুং জানাতি। 'উষসঃ' উষোদেবতাঃ 'নবেদাঃ' ন বিদন্তি ইতি নবেদাঃ। মেঘাদুদকস্য নিঃসারণমগ্নিরেব জানাতি উষসস্তু ন জানন্তীত্যর্থঃ। অজ্ঞানে দৃষ্টান্তঃ। 'যশস্বতীঃ' অন্নযুক্তাঃ অন্নবত্যঃ 'অপস্যুবঃ' অপঃ কর্ম্মাত্মনইচ্ছন্ত্যঃ 'সত্যাঃ' অবিতথারম্ভাঃ 'ন'। এবম্ভূতাঃ প্রজাইব। অত্রোষসামজ্ঞানেনাগ্নিঃ প্রশস্যতে নতু তাঃ নিন্দ্যন্তে। নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং অপিতু স্তুত্যং স্তোতুমিতিন্যায়াৎ।

১ যিনি স্বয়ং আসিয়া প্রাণ নাশ করেন এবং মেঘ সকলকে কম্পিত করিতে থাকেন, সেই হিরণ্যকেশ বায়ুবৎ শীঘ্রগামী তাড়িত হুতাশন সুদীপ্ত হইয়া মেঘ হইতে জল নিঃসারণ করিতে জানেন; অন্নশালী কর্ম্মার্থী প্রজাগণের ন্যায় উষা-দেবতাগণ তাহা অবগত নহেন।

৮৩৭

২ আ তে সুপর্ণা অমিনংত এবৈঃ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদং। শিবাভির্ন স্ময়মানাভিরাগাৎ পতন্তি মিহঃ স্তনয়ন্ত্যভ্রা।

২ হে অগ্নে ‘তে’ তব ‘সুপর্ণাঃ শোভনপতনাঃ রশ্ময়ঃ ‘এবৈঃ’ গন্তৃভির্মরুদ্ভিঃ সহ ‘আ’ ‘অমিনন্ত’ সমন্তাৎ মেঘং হিংসন্তি। বর্ষণার্থং তাড়য়ন্তি। প্রহৃতশ্চ ‘কৃষ্ণঃ’ কৃষ্ণবর্ণঃ ‘বৃষভঃ’ বর্ষিতা মেঘঃ ‘নোনাব’ ভৃশং শব্দমকরোৎ। ‘যদি’ যদা ‘ইদং’ ঈদৃশং কর্ম্ম তদানীং ‘শিবাভিঃ’ সুখকারিণীভিঃ ‘স্ময়মানাভির্ন’ হসনবতীভিঃ কান্তিভিরিব ফেনযুক্তাভিরদ্ভিঃ বিদ্যুদ্ভির্ব্বা সহ ‘আগাৎ’ বৈদ্যুতাগ্নিপ্রেরিতঃ পর্জ্জন্যঃ আগচ্ছতি। তদনন্তরং ‘মিহঃ’ আপঃ ‘পতন্তি’ দিবঃ সকাশাৎ প্রবৃষ্টাঃ ভবন্তি। ‘অভ্রাঃ’ অভ্রাণি অদ্ভিঃ পূর্ণাঃ মেঘাঃ ‘স্তনয়ন্তি’ ইতস্ততঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি।

২ হে অগ্নি! তোমার সুপর্ণ রশ্মি-সকল বহমান বায়ুগণের সহিত যখন জলধরকে তাড়না করে, তখন কৃষ্ণবর্ণ জলধর ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে এবং যেন হাস্যবতী সুখকরী বিদ্যুতের সহিত আগমন করে; অনন্তর সলিলরাশি নিপতিত হয় এবং জলপূর্ণ জলদজাল ইতস্তত গর্জ্জন করিতে থাকে।

৮৩৮

৩ যদীমৃতস্য পয়সা পিয়ানো নয়ন্নৃতস্য পথিভী রজিষ্ঠৈঃ। অর্যমা মিত্রো বরুণঃ পরিজ্মা ত্বচং পৃঞ্চন্ত্যুপরস্য যোনৌ।

৩ ‘যৎ ঈং’ যদা অযং অগ্নিঃ ‘ঋতস্য’ উদকস্য ‘পযসা’ পযোবৎ সারভূতেন রসেন ‘পিযানঃ’ জগৎ আপ্যাযনং কুর্ব্বন্। আপ্যায়িতঞ্চ জগৎ ‘ঋতস্য’ উদকস্য সম্বন্ধিভিঃ ‘রজিষ্ঠৈঃ’ ঋজুতমৈঃ ‘পথিভিঃ’ মার্গৈঃ স্নানপানাদিভিঃ ‘নয়ন’ প্রাপযন্ বর্ত্ততে। তদানীং ‘অর্য্যমা মিত্রঃ বরুণঃ’ ‘পরিজ্মা’ পরিতোগন্তা মরুদ্গণশ্চ ‘উপরস্য’ মেঘস্য ‘যোনৌ’ বৃষ্ট্যুদকোৎপত্তিস্থানে ‘ত্বচং পৃঞ্চন্তি’ বৃষ্ট্যুদকস্যাচ্ছাদকং প্রদেশং স্বকীযৈরাযুধৈঃ সংযোজযন্তি উদ্ঘাটয়ন্তীতি যাবৎ।

৩ যখন এই অগ্নি দুগ্ধবৎ সারভুত জলরস দ্বারা জগৎকে আপ্যায়িত করেন এবং আপ্যায়িত করিয়া তাহার স্নান পানাদি বিধান করিতে থাকেন, তখন সূর্য্য, মিত্র, বরুণ ও সর্ব্বতোগামী মরুদ্গণ মেঘের উৎপত্তি স্থানে তাহার আচ্ছাদক ত্বক্‌কে উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

৮৩৯

উষ্ণিক্ ছন্দঃ

৪ অগ্নে বাজস্য গোমত ঈশানঃ সহসো যহো। অস্মে ধেহি জাতবেদো মহি শ্রবঃ।

৪ হে ‘সহসঃ যহো’ বলস্য পুত্র অগ্নে ‘গোমতঃ’ বহ্বীভিঃ গোভির্যুক্তস্য ‘বাজস্য’ অন্নস্য ‘ঈশানঃ’ ঈশ্বরস্ত্বমসি। অতঃ ‘অস্মে’ অস্মাসু হে ‘জাতবেদঃ’ জাতধন জাতানাং বেদিতর্ব্বাগ্নে ‘মহি’ প্রভূতং ‘শ্রবঃ’ অন্নং ‘ধেহি’ স্থাপয়।

৪ হে বলপুত্র অগ্নি। তুমি গো-সম্পন্ন অন্নের ঈশ্বর; অতএব হে জাতবেদা! আমাদিগকে প্রভুত অন্ন প্রদান কর।

৮৪০

৫ স ইধানো বসুষ্কবিরগ্নিরীড়েন্যো গিরা। রেবদস্মভ্যং পুর্ব্বনীক দীদিহি।

৫ ‘সঃ’ অগ্নিঃ ‘ইধানঃ’ দীপনশীলঃ ‘বসুঃ’ নিবাসয়িতা সর্ব্বেষাং ‘কবিঃ’ ক্রান্তদর্শনঃ মেধাবী বা ‘গিরা’ স্তোত্ররূপয়া বাচা ‘ঈড়েন্যঃ’ স্তোতব্যঃ ভবতি। হে ‘পুর্ব্বনীক’ অনীকং মুখং পুরুভির্ব্বহ্বীভিরনীকস্থানীয়াভির্জ্বালাভির্যুক্তাগ্নে। ‘অস্মভ্যং’ ‘রেবৎ’ ধনযুক্তং অন্নং যথা ভবতি তথা ‘দীদিহি’ দীপ্যস্ব।

৫ সেই অগ্নি দীপ্তিশীল, বাসদাতা, কবি ও বাক্যদ্বারা স্তবনীয় হন। হে বহুশিখ! আমাদিগকে ধনযুক্ত দীপ্তি বিধান কর।

৮৪১

৬ ক্ষপো রাজন্নুত ত্মনাগ্নে বস্তোরুতোষসঃ। স তিগ্মজম্ভ রক্ষসো দহ প্রতি। ১। ৫। ২৭।

৬ হে ‘রাজন্’ রাজনশীল অগ্নে ‘ক্ষপঃ’ ক্ষপয় রাক্ষসাদীন্ স্বকীযৈঃ পুরুষৈর্ব্বাধস্ব। ‘উত’ অপিচ ‘ত্মনা’ ন কেবলমন্যৈরেবাত্মনাচ তান্ বাধস্ব। কদেতি চেদুচ্যতে। ‘বস্তোঃ’ সর্ব্বাণ্যহানি ‘উত’ অপিচ ‘উষসঃ’ উষঃকালোপলক্ষিতাঃ রাত্রীঃ অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। সর্ব্বেষ্বহঃসু সর্ব্বাসু রাত্রিষু চেত্যর্থঃ। হে ‘তিগ্মজম্ভ’ তীক্ষ্ণমুখাগ্নে ‘রক্ষসঃ’ রাক্ষসান্ উক্তপ্রকারেণ ক্ষপয়িত্বা ‘সঃ’ এব ত্বং ‘প্রতি’ ‘দহ’ প্রত্যেকং দহ। ন কিঞ্চিদ্দগ্ধব্যমিত্যুদাস্বেত্যর্থঃ। ১। ৫। ২৭।

৬ হে দীপ্যমান অগ্নি! তুমি স্বকীয় পুরুষ দ্বারা ও আত্মা দ্বারা অহোরাত্র রাক্ষসগণকে প্রতিহত কর; হে তীক্ষ্ণমুখ! সেই তুমি প্রতি রাক্ষসকে দগ্ধ কর। ১। ৫। ২৭।

৮৪২

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ

৭ অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি। বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য।

৭ ‘বিশ্বাসু ধীষু’ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ‘বন্দ্য’ স্তুত্য হে ‘অগ্নে’ ‘গাযত্রস্য’ গাযত্রসাম্নঃ গাযত্রীচ্ছন্দস্কস্য সূক্তস্য বা ‘প্রভর্মণি’ প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূতে সতি ‘নঃ’ অস্মান্ ‘ঊতিভিঃ’ ত্বদীযৈঃ পালনৈঃ ‘অব’ রক্ষ।

৭ হে অগ্নি! সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তোমাকে স্তব করিতে হয়; তুমি গায়ত্রীচ্ছন্দ সূক্তের সম্পাদন বিষয়ে আমাদিগকে তোমার পালনী ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা কর।

৮৪৩

৮ আ নো অগ্নে রয়িং ভর সত্রাসাহং বরেণ্যং। বিশ্বাসু পৃৎসু দুষ্টরং।

৮ হে ‘অগ্নে’ ‘রযিং’ ধনং ‘নঃ’ অস্মভ্যং ‘আ’ ‘ভর’ প্রযচ্ছ। কীদৃশং সত্রাসাহং’ সত্রা সহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকং। ‘বরেণ্যং’ সর্ব্বৈর্ব্বরণীযং। বিশ্বাসু ‘পৃৎসু’ সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু দুষ্টরং শত্রুভিস্তরিতুমশক্যং।

৮ হে অগ্নি! যাহাতে এক বারেই দারিদ্র্য দশা দূরীকৃত হয়, যাহা সকলেই প্রার্থনা করিয়া থাকে, এবং সমুদয় সংগ্রামে শত্রুগণ যাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না, আমাদিগকে সেই প্রকার ধন প্রদান কর।

৮৪৪

৯ আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসং। মার্ডীকং ধেহি জীবসে।

৯ হে ‘অগ্নে’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘জীবসে’ জীবনায় ‘সুচেতুনা’ শোভনেন জ্ঞানেন যুক্তং ‘রযিং’ ধনং ‘আধেহি’ আস্থাপয়। কীদৃশং। ‘মার্ডীকং’ মৃডীকং সুখং তদ্ধেতুভূতং। ‘বিশ্বাযুপোষসং’ সর্ব্বস্মিন্নাযুষি দেহাদেঃ পোষকং যাবজ্জীবমস্মদুপভোগপর্য্যাপ্তমিত্যর্থঃ।

৯ হে অগ্নি! আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত সম্যক্ জ্ঞানের সহিত, সুখ লাভের হেতুভূত যাবজ্জীবন উপভোগে পর্য্যাপ্ত ধন প্রদান কর।

৮৪৫

১০ প্র পূতাস্তিগ্মশোচিষে বাচো গোতমাগ্নয়ে। ভরস্ব সুম্নযুর্গিরঃ।

১০ হে ‘গোতম’ সূক্তদ্রষ্টঃ ‘সুম্নযুঃ’ সুম্নং ধনং আত্মনঃ ইচ্ছংস্ত্বং ‘তিগ্মশোচিষে’ তীক্ষ্ণজ্বালায় ‘অগ্নযে’ ‘পূতাঃ’ শুদ্ধাঃ ‘বাচঃ’ অগ্নেগুর্ণান্ সম্যক্ অভিদধতীঃ গিরঃ স্তুতীঃ ‘প্রভরস্ব’ প্রকর্ষেণ সংপাদয়।

১০ হে গোতম! তুমি ধনার্থী হইয়া তীক্ষ্ণশিখ অগ্নির পরিশুদ্ধ স্তোত্র-সকল প্রণয়ন কর।

৮৪৬

১১ যো নো অগ্নেঽভিদাসত্যন্তি দূরে পদীষ্ট সঃ। অস্মাকমিদ্বৃধে ভব।

১১ হে 'অগ্নে' 'নঃ' অস্মান্ 'অন্তি' অন্তিকে সমীপে 'দূরে' বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিতঃ সন্ 'যঃ' শত্রুঃ 'অভিদাসতি' উপক্ষপযতি 'সঃ' শত্রুঃ 'পদীষ্ট' পততু নশ্যতু। ত্বঞ্চ 'অস্মাকমিৎ' অস্মাকমেব 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'ভব'।

১১ হে অগ্নি। যে শত্রু নিকটে ও দূরে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ক্ষীণ করিতেছে, তাহার পতন হউক, তুমি কেবল আমাদিগেরই অভ্যুদয়ের নিমিত্ত হও।

৮৪৭

১২ সহস্রাক্ষো বিচর্ষণির্‌গ্নী রক্ষাংসি সেধতি। হোতা গৃণীত উক্‌থ্যঃ। ১। ৫। ২৮।

১২ 'সহস্রাক্ষঃ' অসংখ্যাতজ্বালঃ 'বিচর্ষণিঃ' বিশেষেণ সর্ব্বস্য দ্রষ্টা অযং 'অগ্নিঃ' 'রক্ষাংসি' 'সেধতি' প্রতিষেধতি যজ্ঞান্নির্গময়তি। সচাগ্নিঃ 'উক্‌থ্যঃ' উক্‌থৈঃ শস্ত্রৈরস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ সন্ 'হোতা' দেবানামাহ্বাতা ভূত্বা 'গৃণীতে' তান্ স্তৌতি। ১৷৫৷২৮।

১২ অসংখ্যশিখ সর্ব্বদর্শী অগ্নি রাক্ষসগণকে নিবারণ করেন এবং উক্‌থ শস্ত্র দ্বারা স্তূয়মান হইয়া দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক স্তব করেন। ১৷৫৷২৮।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭ ই কার্ত্তিক বুধবার ১৭৮৭ শক।

"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিবে। ঈশ্বর অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন ও আত্মার আত্মা। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। চরাচর যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, জীবাত্মা তেমনি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। জগৎ যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলে সে যেমন বিধ্বংস হয়, তেমনি আত্মা যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সে নির্জ্জীব ও অসাড় হইয়া পড়ে। তখন আত্মার আর চৈতন্য থাকে না, সে তখন কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হয় না। ঈশ্বর আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই। ইহা অতি গম্ভীর সত্য যে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। আমাদিগের প্রাচীন কালের লোকদিগের জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদে এই ভাবের কথা পুনঃপুন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদের প্রায় সকল স্থানেই এই উপদেশ যে পরমাত্মাকে স্বীয় অন্তরে আত্মার আত্মরূপে জীবনের জীবনরূপে উপলব্ধি করিবে। এই সত্যটী উপনিষদের প্রাণস্বরূপ। উপনিষদের প্রধান গৌরব এই যে অন্য জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা তাহাতে এই সত্যের বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, ইহা অপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ আর কি হইতে পারে? যখন এই সত্য আমরা উজ্জ্বলরূপে প্রতীতি করি, তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন বৃদ্ধি হয়! যখন দেখি যে তিনি আমাদের প্রাণ মন সকলেরই মূলীভূত; এক মুহূর্ত্ত তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের আর কিছুই থাকে না। যখন দেখি যে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলই লাভ করিতেছি। তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন দৃঢ়ীভূত হয়। যখন দেখি যে আমরা তাঁহা হইতেই প্রাণ পাইয়া তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছি, তখন তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব যেমন দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ও কেমন বর্দ্ধিত হয়। যখন জানিতে পারি

যে তিনি প্রাণের প্রাণ, তখন প্রীতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। তিনি এত নিকট যে আমি আমার তত নিকটে নহি— তিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের এত নিকট, এই জন্য তিনি আমাদের এতই প্রিয়। তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" তিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর বিত্ত হইতে প্রিয়তর অন্য সকল বস্তু হইতে প্রিয়তর।

পরমাত্মা আমাদের এত নিকটে রহিয়াছেন কিন্তু আমরা তাহা উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। এ কেবল আমাদিগেরই দোষ, তাহার সন্দেহ নাই। এ দুঃখের কথা কাহাকে জ্ঞাপন করিব, যে সুহৃৎ আমা হইতেও আমার আরো নিকটে রহিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে আছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেছেন কিন্তু আমি তাঁহা হইতে দূরে রহিয়াছি। আমাদের অন্তরে পরম ধন নিহিত রহিয়াছে কিন্তু আমরা ধনের আশয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। দেখ গৃহস্থ আপনার গৃহ স্থিত ধনের অনাদর করিয়া অন্যত্র ধনের অন্বেষণ করিতেছে। নিজ গৃহে অমূল্যমণি রহিয়াছে কিন্তু সে তাহার মর্য্যাদা না জানিয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। এরূপ মনুষ্য কি দুর্ভাগ্য! বাস্তবিক আমাদিগের দুর্ভাগ্যের শেষ নাই, আমরা আমাদের অন্তরস্থিত বহুমূল্য রত্ন দেখিয়াও দেখি না। যে মণি আমাদের আত্মার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতার কথা কি বলিব? সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণ শশধরের অনুপম জ্যোতিঃ তাহার নিকটে ম্লান হয়। ভাবিয়া দেখ আমরা কিছু সামান্য জীব নহি, আমরা অতি মহৎ। যখন সেই পরমাত্মা আমাদিগের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন, তখন আমাদের কি সামান্য গৌরব? কিন্তু হায়, আমরা কি মহৎ পদার্থ, তাহা আমরা ভ্রমেও এক বার চিন্তা করি না। আমরা সংসারের অধম বিষয়েই সতত নিমগ্ন, আমরা আমাদের নিজ মহত্ত্ব এক বারে ভুলিয়া গিয়াছি। ভুলিয়া গিয়া এমনি নীচ হইয়া পড়িয়াছি যে এই প্রমরণশীল সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়াছে। আমাদের অন্তরে অমূল্য ধনের খনি রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা অশেষ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই, আমরা পৃথিবীর বাহ্য খণি হইতে ধন উত্তোলন করিয়া কিসে ধনী হইব এই লইয়াই ব্যস্ত। তাহার জন্য আমরা কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত অধ্যবসায় ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকি কিন্তু কেবল পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে আমরা যে অনায়াসে সেই মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারি, যাহা লাভ করিলে আমরা সম্রাট্ অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুরাগ নাই। আমাদের অন্তরেই প্রকৃত আনন্দের প্রস্রবণ নিহিত রহিয়াছে, আমরা যদি সেই প্রস্রবণ এখানে প্রমুক্ত করি, তবে তাহা পর কালে ক্রমশঃ নদীরূপে সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়া বাক্য মনের অগোচর সুখ প্রদান করিবে। এখানেই সে আনন্দের আরম্ভ হয়, আলোচনা কর, চেষ্টাকর, এখানেই সে আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। যদি এখানে তাহা প্রাপ্ত নাহও তাহা হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ"। তাহা হইলে ইহ কালে অতি অধম অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে ও পর কালের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইবে। অতএব এখানেই তত্ত্ব জ্ঞান আলোচনা কর। সেই

পরম ধন সনাতন ধনকে লাভ কর, যে ধন চৌরে অপহরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নশীল হও। অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ কর, চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। আহা! কবে সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইবে, কবে আমরা তাহা হইতে অমৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইব। আমাদের হৃদয় অতি কঠিন, এই জন্য সেই অমৃতের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হইতেছে না। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সে প্রস্রবণ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার এক নূতন জীবন লাভ হয়। তাহার মুখশ্রী স্বতন্ত্র, তাহার ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহার সকলি স্বতন্ত্র হয়; বাস্তবিক সে ব্যক্তি এক নূতন মূর্ত্তি নূতন বেশ ধারণ করে। অন্য লোকের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। তাহার মন মধুর হয়, বাক্য মধুর হয়, কার্য্যও মধুর হয়! তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মাধুর্য্যে অপর সকলেও তাহার প্রতি প্রীতি-রসে বিগলিত হয়।

হে পরমাত্মন্? তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ ও জীবনের জীবন। তুমি আমাদের অন্তরতম প্রিয়তম পদার্থ; তোমার সমান আমাদিগের আর কে আছে? তুমি আমাদের একমাত্র সুহৃৎ। তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগের শরীর মন আত্মাকে রক্ষা করিতেছ। তোমা হইতেই আমরা সংসারের যাহা কিছু সকলি প্রাপ্ত হইতেছি। তুমি আত্মার আত্মা; তোমারই আশ্রয়ে আমাদের আত্মা স্থিতি করিতেছে। তুমি প্রাণের প্রাণ; তোমা হইতেই আমরা প্রাণ পাইয়াছি। হা নাথ! তুমি আমাদের এত নিকটে কিন্তু আমরা তোমা হইতে দূরে রহিয়াছি। তুমি আমাদের এমন সুহৃৎ কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। হায়! আমাদিগের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমাদের শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা আর চেতনাবান্ মনুষ্য বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারি না, কেননা একটু চেতনা থাকিলেই আমরা আমাদের আশ্রয় স্থান মূলাধার বস্তুকে দেখিতে পাইতাম। আমরা নিতান্তই পাষাণসমান অসাড় হইয়া গিয়াছি। নাথ! এ দুর্গতি হইতে আমরা কিসে মুক্ত হইব? তোমা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। তুমি করুণার সাগর; তুমি আমাদের আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। আমরা যেন হৃদয়ধামে সতত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

অষ্টম উপদেশ।

জগৎ ও ঈশ্বর।

"যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম,"

কোন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-শৃংখল অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান স্থূল জগৎ হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যখন এই জগতের আদিম উপাদানে উপস্থিত হইবেন, তখন দেখিবেন যে, তাঁহার প্রকৃতি-রাজ্য সেই খানেই সীমাবদ্ধ হইল। তিনি যে প্রাকৃতিক কার্য্য-কারণ-শৃংখল আশ্রয় করিয়া সেই আদিম উপাদান পর্য্যন্ত আগমন করিলেন, সে শৃংখল সেই খানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধ ভাগে আর প্রাকৃতিক কারণের নামগন্ধও নাই, আর লৌকিক কারণের বিন্দুমাত্রও নাই। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মই যাঁহার অবলম্বন,

তিনি আর সেই আদিম উপাদানের ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি প্রতিনিবৃত্ত ও এই স্থূল জগতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই আদিম উপাদানগুলিকেই অনাদিসিদ্ধ ও অন্ধ কারণ বলিয়া ভ্রমজাল বিস্তার করিতে থাকেন। কেহ কেহ বা সেই স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে পান, কিন্তু আদিম উপাদান সকলের উৎপত্তি বিষয়ে মোহান্ধ হইয়া ঈশ্বর ও আদিম উপাদান উভয়কেই আনাদিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তোমরা কি প্রকারে জানিলে যে, সেই আদিম উপাদান সকল অনাদি কাল অবধি বিদ্যমান আছে? তাঁহারা ইহার তৃপ্তিকর উত্তর দিতে পারিবেন না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহজ জ্ঞানের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দেখেন যে, প্রকৃতির পর—সেই আদিম উপাদানের ঊর্দ্ধ ভাগে সেই "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" দীপ্যমান হইয়া আছেন, "যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে।"

যিনি এই জগতের আদি কারণ, যাঁহা হইতে জগতের আদিম উপাদান সকল স্ব স্ব শক্তি ও নিয়মের সহিত উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে এই বর্ত্তমান স্থূল জগতে পরিণত হইল, তিনিই ইহার মূল আধার; তাঁহা হইতে জগৎ বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন তাঁহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই রূপ তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। তিনিই জগতের প্রাণ, তিনিই জগতের আত্মা। স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়ম-সকলের পরস্পর সাহায্যে এই জগৎ স্থিতি করিতেছে কিন্তু ধীরেরা শক্তি ও নিয়মের সহিত সমুদায় প্রকৃতিকে এক মহতী ইচ্ছার ক্রীড়ামাত্র নিরীক্ষণ করেন। যে পুরুষ এই জগতের পূর্ব্বে অবস্থান করিয়া স্বীয় অলৌকিক শক্তি দ্বারা ইহাকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার মূলে বিদ্যমান থাকিয়া ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা মনে মনে কল্পনাবলে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম; সেই অবাস্তবিক কাল্পনিক গৃহ কেবল আমাদের কল্পনাকে অবলম্বন করিয়াই স্থিতি করিতে লাগিল। যখন আমাদের কল্পনার বিরাম হইবে, তখনই সেই মানসিক গৃহ বিলীন হইয়া যাইবে। আমাদের সৃজনশক্তি নাই, সুতরাং আমরা কোন উপাদান না লইয়া কল্পনা-ক্ষেত্রে কেবল ইচ্ছা দ্বারা যাহা উৎপন্ন করিলাম, তাহা কোন বস্তু হইল না, কাল্পনিক হইয়া গেল। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য শক্তি! তিনি আপন ইচ্ছাতে যে ভাব উৎপন্ন করিলেন, তাহা এক বারেই বাস্তবিক হইয়া উঠিল। তথাপি যেমন আমাদের কল্পনার বিরাম হইলে আমাদের কাল্পনিক বিষয় ধ্বংস হইয়া যায়; সেই রূপ যে ইচ্ছা হইতে এই অভূত পূর্ব্ব জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার বিরাম হইলে ইহাও যে বিলয়প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? সেই ইচ্ছাস্রোত বিদ্যমান থাকাতেই এই জগৎ বিদ্যমান আছে।

ঈশ্বরের শক্তির ত্রুটি নাই; এই নিমিত্ত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমুদায় জগৎকে ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে নিশ্চয়ই তাহা করিবেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই; প্রত্যুত তাঁহার মঙ্গল ভাব স্মরণ হইলে ইহাই বোধ হয় যে তিনি কখনই তাঁহার সংসারের এক বিন্দুও ধ্বংস করিবেন না। তাঁহার জড়-রাজ্য চির কালই অবস্থা-চক্রে ঘূর্ণমাণ হইয়া কল্যাণরাশি

BLEED THROUGH.

বিস্তার করিবে এবং তাঁহার প্রিয় পুত্র আত্মা-সকল অনন্ত কালই মঙ্গল রাজ্যের সোপান-পরম্পরা আরোহণ করিতে থাকিবে।

যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম। এই রূপ জগৎকে অবলম্বন করিয়া তাহার কারণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা জ্ঞানের স্বাভাবিক কার্য্য। এই প্রতীতি মানুষের মনে এত সহজে উৎপন্ন হয় যে, তাহা অপেক্ষা অধিক সহজ করিয়া আর বুঝাইতে পারা যায় না। যেমন রাত্রি কালে আকাশের প্রতি নেত্রপাত করিলেই অসংখ্য তারকা-রাজি দৃষ্টি-গোচর হয়, সেই রূপ সরল-হৃদয়ে জগতের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেই ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের হৃদয়-ধামের অতিথি হন। ঈশ্বর এই সম্মুখ-স্থিত জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অদ্যাপি ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই ইচ্ছার গর্ব্ভে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের সহজ পরিচয় আর কি হইতে পারে ?

মানুষ জগতের আরম্ভ দর্শন করে নাই, কেননা মানুষ সৃষ্ট পদার্থ; যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি ব্যতীত ইহার আরম্ভের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আর কেহই নাই। মানুষ যদি সৃষ্টি-ক্রিয়ার আদিম বৃত্তান্তের পরিচয় দিতে যায়, তাহা কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অসম্যগ্দর্শী মনুষ্যেরা সৃষ্টির আদিম বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত পুরাণ ও ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তাহারা মুগ্ধ হইয়া ভ্রম শিক্ষা করে। পুরাণ ও ইতিহাস যাঁহা কর্ত্তৃক প্রণীত, তিনি সৃষ্ট জীব হইয়া কি প্রকারে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইবেন ? কেহ বলেন সেই সকল গ্রন্থকারেরা অভ্রান্ত ছিলেন, কেহ বলেন ঈশ্বর তাঁহারদিগকে উপদেশ দিতেন ; কিন্তু তাঁহারা যে অভ্রান্ত ছিলেন অথবা ঈশ্বর যে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি ? অনভিজ্ঞতার সাহায্য না পাইলে আর কোন প্রকারেই তাহার উপর বিশ্বাস করা যায় না। কি প্রকারে কৃষি-কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল, কি প্রকারে পশু-পালন প্রবর্ত্তিত হয়, কি প্রকারে রাজ্যতন্ত্র উদ্ভাবিত হয়, তদ্বিষয়ে পুরাণ ও ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিতে পারে— যখন কিছুই ছিল না, কেবল ঈশ্বর ছিলেন, তখন কি ঘটিয়াছিল, পুরাণ ও ইতিহাস তাহার কি সংবাদ প্রদান করিবে ? আমরা এই জানি "ঈশ্বর সত্যকাম ও সত্য সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়।" তিনি ইচ্ছা করিলেন এই রূপ হউক, অমনি তাহাই হইল—ইচ্ছাই তাঁহার সাধন, ইচ্ছাই তাঁহার উপকরণ। এই জানিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত আছি; এবং এই জানিতে শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আছে।

ঈশ্বরের পালনী শক্তিও অতি আশ্চর্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষ—জড় ও আত্মা এই উভয়বিধ সৃষ্টিকে তিনি যে রূপে রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়-রসে প্লাবিত হইতে হয়। তিনি সমস্ত জড় রাজ্যের সহিত প্রাকৃতিক নিয়ম নিবন্ধ করিয়া দিয়াছেন, জড় রাজ্য সেই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চির কালই সম-ভাবে তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। এই নিয়মে সমুদ্র পৃথিবী, অগ্নি বায়ু, বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী—সমুদয় প্রকৃতি নিয়মিত হইয়া অবিশ্রামে জগতের কার্য্য-পরম্পরা সংসাধন করিতেছে। তিনি সমুদায় জড় রাজ্যকে, পশু-প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মে—কার্য্য-কারণ-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া

স্বয়ং মূলাধার হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আত্ম-রাজ্যে তাঁহার আর এক প্রকার ব্যবস্থা। আত্মা যেমন জড় হইতে নিতান্ত বিলক্ষণ-স্বভাব, আত্মাকে রক্ষণ ও পোষণ করিবার প্রণালীও সেই রূপ বিভিন্নপ্রকার। তিনি জড়রাজ্যকে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আত্ম-রাজ্য ধর্ম্ম দ্বারা শাসন করিতেছেন; জড়রাজ্যে বদ্ধ ভাব, আত্মরাজ্যে স্বাধীনতা; জড়রাজ্যে তিনি "বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" কিন্তু আত্ম-রাজ্যে তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া, ধর্ম্মাবহ পাপনুদ হইয়া, পিতার ন্যায় মাতার ন্যায় সখার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি দ্বারা কেবল যে একটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এমত নহে ; দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, সকল বস্তুই কৌশলে পরিপূর্ণ ও সকল বস্তুই মঙ্গল উৎপাদনে উন্মুখ থাকিয়া অলৌকিক শক্তির সহিত আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অতুল মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগতের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বর যেমন অলৌকিক শক্তিমান্; তেমনি বিচিত্র জ্ঞানবান্, তেমনি অনুপম মঙ্গল ভাবের নিকেতন। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা; তিনি ঈশ্বর, তিনি বিজ্ঞানবান্, তিনি মঙ্গলময়।

যে শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপন্ন হইয়া স্থিতি করিতেছে, তাহা পরিপূর্ণ শক্তি, তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এই জন্যই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা হইতে পায় নাই এবং কখন কেহ সে শক্তির ব্যাঘাত করিতেও পারে নাই। যাহার জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, জগৎ অবিশ্রামে সেই উদ্দেশ্যই সংসাধন করিতেছে। যদি কেহ বলে, দিবাকর পশ্চিম দিকে উদয় হইয়াছিল, এক জন পদ-ব্রজে সমুদ্র পার হইয়াছিল, অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়াও মনুষ্যের শরীর দগ্ধ হইল না, পিতা ব্যতিরেকে পুত্র উৎপন্ন হইল, মৃত ব্যক্তি পূর্ব্ব শরীর লইয়া পুনরুত্থিত হইল ; তবে এ সমস্ত কথা তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, কেননা এ সমস্ত ব্যাপার ঐশী শক্তির বিরুদ্ধ, সুতরাং অসম্ভব।

যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সংরচিত ও যথাযোগ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরিপূর্ণ জ্ঞান। তিনি পূর্ণ জ্ঞান-প্রভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফল আলোচনা করিয়া যে পদার্থ যে ভাবে উৎপন্ন, যাহাকে যে নিয়মে সংযোজিত ও যাহাকে যে ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, কোন কালে তাহার কিছু মাত্র পরিবর্ত্তের আবশ্যকতা হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি আপনার ব্যবস্থাতে এমন কোন ন্যূনতা রাখেন নাই যে, তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত কালক্রমে তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে, তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে, তাঁহাকে পৃথিবীতে অবতরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে মানবীগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং দুর্দান্ত মানবগণের সহিত বিবাদ করিতে হইবে।

যে মঙ্গল ভাব হইতে অতি সুন্দর বিশ্ব সংসার সমুদ্ভূত হইয়া প্রতিনিয়ত মঙ্গল-সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাব। মঙ্গল ভাব প্রচারের নিমিত্তই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিও সেই উদ্দেশ্য সংপাদনের সংপূর্ণ উপযোগী। জগতের একটি পরমাণু, একটি নিয়ম বা একটি ব্যবস্থাও মঙ্গল কার্য্যের বিরোধী নহে। ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্যের কোথায় যে আরম্ভ এবং কোথায় যে শেষ, আমরা যদিও তাহার কিছুই জানিতে পারি না—যদিও

ইহ লোকে থাকিয়া কেবল সেই উদ্দেশ্যের মধ্য ভাগের বিন্দুমাত্র অবগত হইতেছি, তথাপি ইহা নিশ্চয় জানি যে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, কি মৃদু সমীরণ কি প্রবল ঝটিকা, কি সুখ কি দুঃখ, কি সম্পদ্ কি বিপদ্; সকলই মঙ্গল ফল প্রসব করিবার নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে সঞ্চরণ করিতেছে। তিনি অমঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেন নাই; এবং কাহারও অমঙ্গল করিবেন না। জগতের যত প্রকার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে, তাহার একটির উদ্দেশ্যও অমঙ্গল বলিয়া কদাপি প্রতিপন্ন হয় নাই। সকলে আপনার আপনার জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, প্রতি বিন্দুতে প্রতি ক্ষণেতে ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত প্রত্যক্ষ হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিক সমাজ।

বহু কাল অবধি যে সকল আচার ব্যবহার ও মত বিশ্বাস প্রচলিত হইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইতে দেখিলেই, তত্তৎ কালের অধিকাংশ লোকে ঘোরতর শঙ্কায় আকুল হইয়া সেই পরিবর্ত্তের বিরোধাবরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশের ইতিহাস হইতেই ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সক্রেটিস্ গ্রীশ দেশের প্রচলিত মতের বিরোধে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তৎকালীন পণ্ডিতগণ যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিয়া অত্যাচারের এক শেষ করিয়াছিল। গালিলিয় যখন পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন, তাঁহার সমকালীন লোকে তাঁহাকে আপনাদের বিশ্বাসের বিরোধী দেখিয়া এত বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল যে, গালিলিয় অবিলম্বে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কলম্বস্ যখন আট্লাণ্টিক মহাসাগর পার হইবার প্রস্তাব করেন, জনসমাজে তখন তিনি উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং খৃষ্টীয় যাজকেরা বাইবল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কল্পনাকে অসম্ভব ও তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইতিহাস হইতে এই রূপ ভুরি ভুরি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যদি কেবল পুরাবৃত্তে এই রূপ দৃষ্টান্ত পাঠ করা যাইত, তাহা হইলে এই বোধ হইত যে জনসমাজের অসভ্যাবস্থতেই এই রূপ ব্যবহার সকল আচরিত হইয়া থাকে; কিন্তু চতুর্দ্দিকের বর্ত্তমান ঘটনা সকল এ বিষয়ে সভ্য অসভ্য উভয় অবস্থাকেই সমান করিয়া দিতেছে। বিশপ কোলেঙ্জোকে এই সভ্য সময়ে সভ্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা দেখিলে বোধ হয়, পৃথিবীতে স্বাধীন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, এ রূপ সভ্যতার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। অশিক্ষিতপ্রধান ভারত বর্ষে কোন ধর্ম্মসংস্কারক বা সমাজসংস্কারক যে নিরতিশয় উৎপীড়িত হইবেন, তাহার তো কথাই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিরোধাচরণ, বিদ্বেষাচরণ, উৎপীড়ন যতই হউক, মঙ্গলের গতি কিছুতেই অবরুদ্ধ হয় না। কল্যাণের পথে দণ্ডায়মান হইলে যেন কোথা হইতে বল আসিয়া সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তির মস্তক চূর্ণ করিয়া দেয়। যাহারা সক্রেটিস্ গালিলিয় কলম্বস প্রভৃতির প্রতি ঘৃণা ও রোষ সহকারে ঘোরতর বিদ্বেষাচরণ করিয়াছিল, তাহাদের সন্তানেরাই পূর্ব্ব পুরুষগণের মূঢ়তাতে লজ্জিত

হইয়া তাহারদের অবজ্ঞাত সেই মহাত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছে। তৎকালে যাঁহারা কলঙ্কিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, অধুনা ইতিহাস তাঁহাদিগকে উজ্জ্বল পরিচ্ছদে অলংকৃত করিয়া তাঁহাদের বিরোধাচারীদিগের কলঙ্কময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে। ফলত অনুধ্যান ও অনুসন্ধানের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া প্রচলিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া চলাই অধিকাংশের অভ্যাস। যে সমাজে এই অভ্যাসের সহিত অনুদারতা মিশ্রিত থাকে, তথায় যে অভিনব সত্যের অনুগামীদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ও দুর্ব্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে হইবে তাহার আর বৈচিত্র্য কি?

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এ ক্ষণে হিন্দু পৌত্তলিক ও খৃষ্টিয়ান এই উভয় সম্প্রদায়ের ঈর্ষাকষায়িত চক্ষু নিপতিত হইতেছে। এই উভয় সম্প্রদায় বহু কাল অবধি যে যে বিশ্বাসকে পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এক বারে তাহা দগ্ধ করিয়া দিতেছে। পৌত্তলিকেরা দেখেন যে, যে মৃণ্ময় প্রস্তরময় মূর্ত্তি তাহাঁরা পরমারাধ্য বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে সাধারণ মৃত্তিকা ও প্রস্তরের সমান বলিয়া গ্রাহ্য করেন; খৃষ্টিয়ানেরা দেখেন, যে যিশু খৃষ্টকে তাঁহারা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চ আসনে আরোহণ করিতে দেন না; সুতরাং এই উভয় সম্প্রদায়ই যে ক্ষোভপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি; এবং এই উভয় সম্প্রদায়ই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠিবেন, তাহাও অদ্ভুত ঘটনা নয়। কিন্তু যদি তাঁহারা কেবল অন্যদীয় বর্ণনা ও রচনার উপর নিতান্ত নির্ভর না করিয়া ঈশ্বর-দত্ত বিচার-শক্তিকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এত ক্ষুব্ধ হইতে হয় না। সে যাহা হউক, এ ক্ষণে ইউরোপের মহামহাপণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সুতরাং আমাদিগকে আর তজ্জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ঈশ্বর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম দ্বারা জগতের যে যে কল্যাণ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিকে তাহারই লক্ষণসকল নিরীক্ষিত হইতেছে, এক্ষণে খৃষ্টিয়ানেরা আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কলঙ্ক-স্বরূপ না হইয়া উন্নতির স্বাভাবিক স্রোতকে বিঘ্ন দিতে পারেন না।

হিন্দু জাতির প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম অধুনা যে শিথিল-বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয় হিন্দুসমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিশেষত বঙ্গ দেশীয় সকলেই তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। যে কারণে হউক, পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিস্তার যে দিন দিন সংকুচিত হইতেছে, ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতির দেবত্বে ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা প্রভৃতির অস্তিত্বে যত দিন বিশ্বাস ছিল, তত দিন পৌত্তলিক ধর্ম্ম আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বিদ্যালয়, পুস্তকাদি প্রচার ও উন্নত লোকদিগের সংসর্গ ইত্যাদি নানা কারণে অজ্ঞানজনিত সংস্কার-সকল অপনীত হওয়াতে পুরাতন বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। হিন্দুসমাজের অনেকেই এ ক্ষণে পৌত্তলিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করেন। অন্তরে বিশ্বাস না থাকিলে বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহাও

অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেকে আন্তরিক বলের অভাবে ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আছেন বটে, কিন্তু ঈদৃশ কপট পৌত্তলিকদিগের সংস্রবে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বন্ধন দিন দিন আরও শিথিল হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা উক্তরূপ আচরণ নিতান্ত যন্ত্রণা-দায়ক বোধ করিয়া সরল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, পৌত্তলিকেরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া. আপনাদের সমাজ হইতে সাধু সংখ্যার হ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। ধর্ম্ম লইয়া পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে পৌত্তলিক-সমাজের আভ্যন্তরিক বল ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধেরা লোহিত-নেত্রে যতই তাড়না করিতেছেন, নব্যগণ ততই তাঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। যাঁহারা ঈষৎ গোপনে পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহস্র-প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া প্রকাশ্যে হেলায় হউক শ্রদ্ধায় হউক পৌত্তলিক ভাব প্রদর্শন করিতেছে; পৌত্তলিক-সমাজ তাহাদের ব্যবহার জানিয়া শুনিয়াও, জানি না কি ভাবিয়া, পূর্ব্ববৎ তাহাদের সংসর্গে অম্লান-বদনে সংসৃষ্ট হইয়া আছেন। এই প্রকার অসারতা ও কাপুরুষতা দর্শন করিয়া নব্য দলের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম কেবল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও কপটতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পৌত্তলিক সমাজের যখন এই প্রকার হীন অবস্থা হইল, তখন পৌত্তলিক ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বিদ্যার সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে ধর্ম্মের উচ্ছেদ কেহই নিবারণ করিতে পারে না। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার গুহা গহ্বর ব্যতীত আর কোন স্থানেই স্থান প্রাপ্ত হয় না, সেই রূপ অবাস্তবিক ধর্ম্ম-সকল বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইলে অনভিজ্ঞদিগের হৃদয় ভিন্ন আর কুত্রাপি আশ্রয় পাইতে পারে না। এ ক্ষণে পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত বিদ্যার বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। বালকেরা বিদ্যালয়ে যে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে অচেতন জড়পিণ্ড বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, গৃহে গিয়া পিতামাতা প্রভৃতিকে সেই সকলেরই উপাসনা করিতে দেখে; ইহাতে তাহাদের মনে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ব্যতীত পিতামাতা তাহাদের নিকট আর কি প্রত্যাশা করেন? যদি কর্ত্তৃপক্ষ সেই সকল বালককে তাহাদিগের উন্নত হৃদয়ের উপযুক্ত ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে পৌত্তলিক করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান, তাঁহাদের সে চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইবে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহাদের সেই দুশ্চেষ্টার ফল এই হইয়া উঠিবে যে, হয় তাহারা ধর্ম্মশূন্য হইয়া জনসমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে, নতুবা যদি তাহাদের কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম ভাব থাকে, আর খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের গ্রাসমধ্যে নিপতিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু-কবলিত ব্যক্তির ন্যায় জন্মের মত তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে।

এ ক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত হিন্দুসমাজের গত্যন্তর নাই। নির্ব্বিচার-চেতা পক্ষপাতী লোকে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যতই বিদ্বেষ প্রদর্শন করুক, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্যই প্রসারিত হইতেছে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। যে আত্মাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট হয়, সে আত্মা নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করে, যে পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়, সে পরিবার কেবল কল্যাণ-স্রোতেই অবগাহন করিতে থাকে, অতএব যখন হিন্দুসমাজ কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসনে প্রতিপালিত হইবে, তখন হিন্দুসমাজের পক্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কিন্তু যাঁহারা চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া রাখেন, সুদৃশ্য চিত্রপট প্রদর্শন করা তাঁহাদের নিকট অনর্থক হয়। পৌত্তলিক সমাজ এক বার স্থিরচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। না জানিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কলঙ্কারোপ করিলে তাঁহাদিগেরই অনভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হইবে। হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই; কিন্তু হিন্দুসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান হইয়াছে। হিন্দুসমাজকে বলবীর্য্যে ও জ্ঞানধর্ম্মে, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে উত্তোলন করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতর উদ্দেশ্য। এই উজ্জ্বলতর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাঁহারা আপনার পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি রোধ করিতেছেন, তাঁহাদের পরিবার-মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতেছে। বালকেরা তো বিদ্যালয় হইতেই পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা শিক্ষা করিয়া আইসে, গৃহে আসিয়া তাহাদের ধর্ম্মভাব একটিও উপযুক্ত উদ্দীপন পায় না; সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে তাহারা এক প্রকার অন্ধ হইয়া পড়ে। তৎপরে যখন সংসার মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন অত্যাচারের এক শেষ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের দৃষ্টান্তে ও সংস্রবে, নব্য স্ত্রীলোকদিগেরও ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যায়, এবং তাহাদের মৃদু প্রকৃতি হইতে যত দূর পাপাচার হইতে পারে, তাহারও অসম্ভাবনা থাকে না। এই রূপে এক এক পরিবার উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। পৌত্তলিকসমাজ আর যেন তাহার পোষকতা না করেন। এক্ষণে আপনাকে, পরিবারকে, সমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সলিল দ্বারা সংশোধিত করুন।

থিওডোর পার্কর।

আমরা যখন ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের মধ্যে মনুষ্যসৃষ্ট পদার্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা করি, তখন উহাদিগের বিচিত্রতা ও পরস্পর বিরোধিতা দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হই। কোন স্থলে এই রূপ কতক গুলি বিধি সৃষ্ট হইয়াছে যে, তৎসমুদায় নিরন্তর কুকার্য্য সাধনে প্রতিষেধ করিতেছে; কোন স্থলে অগত্যা কুকার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিয়া দিতেছে। স্বার্থপরতাই এই রূপ বিধি নির্ম্মাণের মূল। সত্য ও ন্যায়-পরতার অধঃপাত না হইলে উহা কখনই আস্পদ লাভে সমর্থ হয় না। এই স্বার্থপরতা-মূলক বিধির অনতিদূরে আবার এই রূপ বিধি সৃষ্ট হইয়াছে যে বিশ্বজনীন প্রীতিই তাহার মূল। যে স্থানে রাজপ্রাসাদ সেই স্থানেই দরিদ্রের পর্ণ কুটীর, যে স্থানে কারাগার সেই স্থানেই আতুর-নিবাস, যে স্থানে আয়ুধাগার সেই স্থানেই ধর্ম্মালয়; এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী পদার্থ একত্র সন্নিবেশিত হইয়া সর্ব্বব্যাপিনী প্রীতি ও কুটিল স্বার্থপরতা উভয়েরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই রূপ অব্যবস্থিত ভাব হইতে কি কোন ব্যবস্থা সঙ্কলন করা যাইতে পারে না? ফলত এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমূহের বিরুদ্ধ ভাব অপনোদন এবং যে কারণে এই সমস্ত সংঘটিত হইতেছে সেই কারণ উদ্ভাবন করা নিতান্ত সহজ নহে। আমরা এই বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে, এই সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ সৃষ্টির

কারণ মনুষ্যের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে। মনুষ্যের অন্তরে যেমন সংকুল সংকল্প, তাহার বাহ্য কার্য্যে সেইটি অবিকল লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিরুদ্ধ কার্য্য বাহ্যে প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বেই মনুষ্যের মনোমধ্যে ভাবরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, বিরোধী কারণ-সমূহে যে সমস্ত ফল উৎপাদন করে, তৎসমুদায়ে কদাচই সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে না। মনুষ্যের রিপু, বিবেক শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আত্মা হইতেই এই সমস্ত বিধি নিঃসৃত হইয়াছে। মানব-প্রকৃতিই এই রূপ বিধি নিবদ্ধ করিবার মূল। সুতরাং মনুষ্য-সৃষ্ট বিষয়-সমুদায় যে পরস্পর বিরোধী হইবে তাহার আর বৈচিত্র্য কি। কিন্তু এক বার স্থিরচিত্তে অনুধ্যান করিলে ইহা সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, মানব জাতি যে কি পরিমাণে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে, এই সমুদায় কার্য্যই তাহার প্রমাণ স্থল; এই সমুদায় কার্য্যই মনুষ্যের অতীত সময়ের ফল এবং ভবিষ্যৎ কালের শুভাশুভের নিদর্শন স্থল।

মনুষ্য-সমাজ ও মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই লক্ষিত হয় যে, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সমুদায় ব্যবস্থা প্রণয়নের কারণ, স্থায়ী বা অস্থায়ী হউক, মনুষ্যেতেই চিত্রিত রহিয়াছে। দেখ স্বাভাবিক দৈহিক, অভাব সমুদায়, অন্ন বস্ত্রের ইচ্ছা, সুখ স্বচ্ছন্দ লাভের অভিলাষ প্রভৃতি সমবেত হইয়া কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি সংস্থাপন করিয়াছে। সৌন্দর্য্যের প্রতি, সত্যের প্রতি, ও মঙ্গলের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি মনুষ্যের সুকুমার মূল প্রকৃতি সমুদায় সম্মিলিত হইয়া বাহ্য জগতে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। ক্রোধ লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল সমুচিত অবসর লাভ করিয়া অভিনয় করিতেছে। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল স্ব স্ব শান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকের নেত্র-পথ-বর্ত্তী হইতেছে। ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা-পদ্ধতিও প্রণীত আছে এবং তাহার সঙ্গে ধর্ম্মাধিকরণ ও কারাগারও সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনুষ্যের যে নীতিজ্ঞান আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা ন্যায়-পরতাকে বিসর্জন দিতেছে, বলবান্‌দিগের সেই স্বার্থপরতাও উপলক্ষিত হইয়া থাকে। বাণিজ্য ও শিল্পশালা, বাষ্পীয়যান ও ধনাগার, বিপণী ও বিদ্যালয়, এই সমুদায় মানবীয় অভাবের অনুকূল রচনা সন্দেহ নাই। সমুষ্যের অবিনশ্বর মূল প্রকৃতি ও অব্যবস্থিত রিপু হইতে এই সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই সমুদায় রচনা মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ভাবের আবির্ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ গুলি হয় কএকটি অবিনশ্বর মূল প্রকৃতি না হয় ক্ষণভঙ্গুর চিত্ত-বিকার হইতে নিঃসৃত হইতেছে। সমাজ মনুষ্যের রচনা; সেই সমাজে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা মনুষ্যের অন্তরে লক্ষিত না হয়।

বাহ্য জগতে মনুষ্য যা কিছু প্রকাশ করে, তৎসমুদায়ই তাহার রচনা, কিন্তু ধর্ম্মের বিধি এই রূপ নিয়মের অধীন নহে। ইহা মনুষ্যের সমুদায় ব্যবস্থাকে অতিক্রম করিতেছে, সমুদায় কার্য্য অপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের সমধিক যত্ন ও প্রয়াস আকর্ষণ করিতেছে। ইহা মনুষ্যের এই রূপ গভীরতম প্রদেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, সংগ্রামের ভয়ঙ্কর আড়ম্বর, বিজ্ঞানের অদ্ভুত কৌশল ও বিলাসের কোলাহল ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানব জাতির জন্মেই ইহার জন্ম, উহার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্ব। এই ধর্ম্ম-বিধি কোন্ স্থান হইতে নিঃসৃত হইতেছে? মনুষ্যের প্রকৃতিতে এমন কি কোন অবিনশ্বর ভাব আছে যে, তাহাই ধর্ম্ম-বিধিরূপে পরিণত হইতেছে? অথবা ইহা সমর, সামুদ্রিক তস্করতা ও দাস ব্যবসায় প্রভৃতি মনুষ্যকৃত কার্য্যের ন্যায় মানব-প্রকৃতির বিকৃতাবস্থা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? ইহা কি মনুষ্যের কোন অব্যবস্থিত চঞ্চল ভাব হইতে প্রাদুর্ভূত হইতেছে? না আমাদিগের অভ্যন্তরস্থ অবিনশ্বর গভীরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে?

এই প্রশ্নে দুইপ্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি জ্বরপ্রলাপ আর একটি জ্ঞানগর্ভ। কেহ কেহ কহেন যে, ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে, মনুষ্যের অন্তরে এমন কোন অভাবই নাই যে, তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের আবশ্যকতা হয়। ইহা মনুষ্যের চিত্তের বিকৃতাবস্থার পরিণাম— ভয়, অনভিজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা হইতেই ইহার উৎপত্তি। কপট-পটু ধর্ম্মযাজক ও দুষ্ট-স্বভাব ভূপতিগণ আপনাদিগের স্বার্থ সাধনোদ্দেশে মনুষ্যের অনভিজ্ঞতা, অবিবেকিতা ও ভীরুতার উপর আধিপত্য করিয়া ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মে তাহাদিগের কিছু মাত্র আস্থা ছিল না এবং উহা দ্বারা যে পারত্রিক শুভোদ্দেশ্য সমুদায় সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণু মাত্র বিশ্বাস করিত না। এই মতটি নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। ইহার প্রত্যুত্তর স্থলে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, পানাহার ও সুখ স্বচ্ছন্দ মানব প্রকৃতির প্রার্থনীয় নহে, ব্যবসায়ীরা লোকের নিকট প্রতারণা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্তই বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য সুখসেব্য সামগ্রী সমুদায় প্রস্তুত করিয়া থাকে! লোকের অভাব মোচনের উদ্দেশে উহাদের যত্ন ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয় না! যাহাই হউক ঐ সমস্ত কপট ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী অধীর-স্বভাব মনুষ্যের হস্তে পৃথিবীর জীবন নহে; উহারা যে চির কালই মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাকিবে এ কথা কে বলিতে পারে। কিন্তু এই রূপে যাহারা অন্যকে প্রতারণা করিতে যায়, সকল কালে সকল সময়ে তাহারা আপনাদিগকেই প্রতারিত করিয়া থাকে; উহারা আপনাদিগের মায়াজালে অন্যকে বড় নিক্ষিপ্ত করিতে পারে না।

যে উত্তরটি জ্ঞানগর্ভ তাহাতে এই রূপ নির্ণীত হইতেছে যে, যেমন দাম্পত্য বন্ধুত্ব প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য সমুদায় মনুষ্যের আন্তরিক গভীর ভাব হইতে নিঃসৃত হইতেছে, ধর্ম্মও তদ্রূপ। নিকৃষ্ট বিনশ্বর অসঙ্গত বিধি সমুদায় নিকৃষ্ট বিনশ্বর অসঙ্গত অভাব হইতে উত্থিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়সমূহ ও জীবনের অবস্থাই তৎসমুদায়ের মূল। কিন্তু এই ধর্ম্মরূপ উৎকৃষ্ট অবিনশ্বর সঙ্গত বিধি উৎকৃষ্ট অবিনশ্বর ও সঙ্গত অভাব হইতে নিঃসৃত হইতেছে, আত্মা ও প্রকৃত জীবনই উহার মূল। যদি আমরা আলস্য-শূন্য হইয়া মনুষ্যের কার্য্যের প্রতি অন্তত এক বার দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে মনুষ্যের একটি আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আছে, সেই প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্ম অপ্রতিহত ভাবে উৎপন্ন হইতেছে। যেমন মনুষ্যের শরীরের সহিত জড় জগতের গাঢ়তর সংস্রব রহিয়াছে, যেমন শারীরিক অভাব সমুদায় ও কার্য্য-সাধক ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রূপ ভৌতিক জগতে তদুপযোগী বিবিধ পদার্থও দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ সমস্ত পদার্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ ও দৈহিক অভাব সমুদায় বিমোচিত করিতেছে। সেই রূপ মনুষ্যের আত্মার সহিত আধ্যাত্মিক

জগতের গাঢ়তর সম্বন্ধ আছে; আত্মার যেমন আধ্যাত্মিক অভাব ও তৎসংসাধক আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রূপ আধ্যাত্মিক জগতে তদুপযোগী পদার্থও দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ঐ সমস্ত পদার্থ আত্মার আধ্যাত্মিক অভাব সমুদায় বিমোচিত ও আন্ত্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিতেছে। এই আধ্যাত্মিক জগৎ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম যখন আত্মা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন মনুষ্য হইতেই উহার প্রাদুর্ভাব; সুতরাং মনুষ্যেতে যাহা নাই তাহা ধর্ম্মে নিরীক্ষিত হয় না, এ কথা বলাও অসঙ্গত হইতে পারে না।

স্মৃতি শাস্ত্র।

২৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

প্রত্যেকের আত্মাতেই ধর্ম্মের যে পত্তনভূমি বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বতন লোকেরা তাহা না জানিয়া লোকের অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণের নিমিত্ত অলৌকিক হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থ সকল প্রচার করিতেন। সকল দেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বরের আদিষ্ট বলিয়া যে নির্দিষ্ট আছে, ইহাই তাহার এক মাত্র কারণ। অতএব হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও যে সেইরূপ অলৌকিক প্রমাণ-সকল বিন্যস্ত থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? হিন্দুদিগের প্রধান শাস্ত্র বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত এই রূপ অলৌকিক হেতুবাদ কল্পনা করা হইয়াছে যে,

"ন কশ্চিৎ কর্ত্তা বেদস্য বেদস্কর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।"

কেহ বেদের কর্ত্তা নাই; বেদদর্ত্তা চতুর্মুখ*।

* বেদ মন্ত্রের মধ্যে স্পষ্ট রূপে উল্লিখিত আছে যে, ঋষিগণই বেদ মন্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন।

অবা নো অগ্ন ঊতিভির্গায়ত্রস্য প্রভর্মণি।
বিশ্বাসু ধীষু বন্দ্য ॥

১ম। ১অ। ৩সূ। ৭ ঋ।

'বিশ্বাসু ধীষু' সর্ব্বেষু কর্ম্মসু 'বন্দ্য' স্তুত্য হে 'অগ্নে' 'গায়ত্রস্য' গায়ত্রসাম্নঃ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কস্য সূক্তস্য বা 'প্রভর্মণি' প্রভরণে সম্পাদনে নিমিত্তভূতে সতি 'নঃ' অস্মান্ 'ঊতিভিঃ' ত্বদীয়ৈঃ পালনৈঃ 'অব' রক্ষ।

মাধবীয় ভাষ্যং।

হে অগ্নি! সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তোমাকে স্তব করিতে হয়; তুমি গায়ত্রীচ্ছন্দ সূক্তের সম্পাদন বিষয়ে আমাদিগকে তোমার পালনী ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা কর।

এই রূপে ব্রহ্মাকে বেদ কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত আছে। কিন্তু ইহাতেও হিন্দুদিগের পরিতৃপ্তি না হওয়াতে "বেদস্কর্ত্তা" শব্দের অর্থান্তর কল্পনা করিতে গিয়াছেন। এ ক্ষণে উপরোক্ত শ্লোকের "বেদস্য কর্ত্তা" এই সংস্কৃতটুকুর অর্থ পূর্ব্ববৎ বেদ-প্রণেতাই রহিয়া গেল, কিন্তু ঐ শ্লোকেই "বেদস্কর্ত্তা" শব্দটি বেদ কর্ত্তা না বুঝাইয়া বেদের "স্মরণ কর্ত্তা" বুঝাইতে লাগিল। বেদ ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি কালস্থায়ী হইয়া গেল। এই নিমিত্ত মনুসংহিতাতেও আছে যে,

অগ্নি বায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ মৃগ্‌যজুঃসাম লক্ষণং ॥

ব্রহ্মা যজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য হইতে ঋক্, যজু, ও সাম এই বেদত্রয় আকর্ষণ করিলেন।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগেও অবিকল এই অর্থ উল্লিখিত আছে,

অগ্নেঋ্ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদ আদিত্যাৎ সামবেদ ইতি।

সেইরূপ মনুসংহিতাতেই আছে, মনুসংহিতার প্রণেতা মনু নহেন; ব্রহ্মা ইহার প্রণেতা, মনু তাঁহার নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইদংশাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়মাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ॥

১ অ। ৫৮ শ্লোক।

ব্রহ্মা স্বয়ং এই শাস্ত্র করিয়া প্রথমে আমাকেই গ্রহণ করাইয়াছিলেন, আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে গ্রহণ করাইয়াছি।

কেবল যে মনুসংহিতাতেই এই রূপ অলৌকিক হেতুবাদ আছে এমন নহে, অন্যান্য স্মৃতি সংহিতারও এইরূপে প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত সময়ে উল্লিখিত হইবে।

মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে জগতের উৎপত্তি ও মনুসংহিতার বক্তব্য বিষয় সকল বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় অবধি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার জীবিকা রাজ্যশাসন মোক্ষ প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ সংক্রান্ত প্রায় কোন বিষয় অনুল্লিখিত নাই। তাহা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজ এ ক্ষণে মনুসংহিতার ব্যবস্থার কত দূর অনুগত হইয়া চলিতেছে।

মনুসংহিতাতে ধর্ম্মের পত্তন-ভূমি এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে,

বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥

২ অ। ৬ শ্লোক।

সমস্ত বেদ, বেদজ্ঞদিগের প্রণীত স্মৃতি, তাঁহাদিগের স্বভাব, সাধুগণের আচরণ ও আত্মতুষ্টিই ধর্ম্মের মূল।

এ ক্ষণে হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেদ-মূলক ও স্মৃতি-মূলক ধর্ম্মের অতি অল্পই প্রচলিত আছে; যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বেদমূলক ক্রিয়াকলাপ প্রায় তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এ ক্ষণে পুরাণ ও তন্ত্র হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে একাধিপত্য করিতেছে। কেবল যে হিন্দু-ধর্ম্মের মূল ভূমি এই রূপ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; মনূক্ত আচার ব্যবহার সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টরূপ উপলব্ধি হইবে, এ ক্ষণকার হিন্দু ধর্ম্ম বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে।

—০—

ইতিহাস তত্ত্ব।

এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যহই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, প্রত্যহই নূতন জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি। কি ভূগোল বিদ্যায়, কি রসায়ন বিদ্যায়, কি ভূতত্ত্ব বিদ্যায়, কি বস্তু-বিজ্ঞানে, কি জ্যোতির্ব্বিদ্যায়, সকল বিদ্যাতেই দিন দিন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভ্রমের পরিবর্ত্তে নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে কেন পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন লোকের জ্ঞান ধর্ম্মের ইতিহাস, সকল পণ্ডিতগণেরই আদরণীয়? কেন আমাদের জ্ঞানেচ্ছা স্বদেশের পুরাবৃত্ত সঙ্কলনেই পরিতৃপ্ত না হইয়া বিদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ড ও চরিত্র জানিতে বাসনা করে এবং পূর্ব্বতন অস্পষ্ট হস্তাক্ষর-সকল জীবন্ত করিতে চেষ্টা করে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল অক্ষর যত পুরাতন, যত অস্পষ্ট হয়; ততই যেন আমাদের জ্ঞানেচ্ছার প্রবল শিখা তাহাকে প্রজ্বলিত করিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়। ইহার যথার্থ কারণ আলোচনা করিতে গেলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ঐ সকল পুরাতন ইতিহাসে আমরা মানব জাতির চিহ্ন দেখিতে পাই বলিয়াই তাহা আমাদের নিকট এত আদরণীয়। কি স্বদেশ কি বিদেশ, কি বর্ত্তমান কি ভূত কাল, সকল দেশের সকল কালের মনুষ্যই এক পরম পিতার সন্তান; এ জন্যই তাহাদের বৃত্তান্ত-সকল আমাদের প্রীতিকে এত আকর্ষণ করে—এই প্রীতি দেশ-কালে সীমাবদ্ধ নহে।

মনুষ্য-জাতি আকাশস্থ অসংখ্য তারাগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক তারা যে রূপ এক জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষের অখণ্ড নিয়মের বশী-

ভূত হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছে. সেই রূপ প্রত্যেক মনুষ্য এক অনতিক্রমণীয় নিয়মের বশীভূত হইয়া সেই মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার শুভ কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। কি হিন্দু কি যবন, কি স্বদেশবাসী কি বিদেশবাসী, সকলেই তাঁহার শুভ আদেশ প্রতিপালনে নিযুক্ত আছে, সকলেই আমাদের ভ্রাতা এবং আমরা সকলেই সেই মঙ্গল-স্বরূপ জগদীশ্বরের সন্তান;—এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে অস্পষ্ট কিম্বদন্তী-সকল ও পুরাতন অপরিস্ফুট অক্ষর-সকল আমাদেরই বংশের, আমাদেরই পরিবারের, এক ভাবে আমাদেরই, এই রূপ মনে হইয়া সেই সকলের মূল্য আমাদের নিকট শতগুণিত হয় এবং মন সহজেই তৎ সমুদায় জীবন্ত করিবার নিমিত্তে ধাবিত হয়। এই প্রীতি-ভাবকে পৃথক্ রাখিয়া ইতিহাস পাঠ করা, এবং অর্থ না বুঝিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, উভয়ই তুল্য—উভয়ই নিষ্ফল ও নিরর্থক; কিন্তু প্রীতি-চক্ষে পুরাবৃত্ত পাঠে যত্নশীল হইলে আমাদের পূর্ব্বজগণকে আর অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হয় না, বিদেশীয় লোকগণকে আর বিদেশীয় মনে হয়না, তখন দেশ-ভেদ ও কাল-ভেদ আর আমাদের মনে স্থান পায় না, ইতিহাস তখন মানব জাতির কর্ম্ম-সকল বিবৃত করিয়া তাহার স্রষ্টা ও পাতার মঙ্গলময় অভিপ্রায়ের পরিচয় প্রদান করে।

মনুষ্যের কার্য্য ইতিহাসের বিষয়। পরিবর্ত্তন ও কার্য্য, এ দুই অভিন্ন—মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে মনুষ্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন উন্নতিশীল ও মঙ্গলময় এবং সেই উন্নতির আবৃত্তিই যথার্থ ইতিহাস।

কিন্তু এই উন্নতি কাহাকে বলে, তাহা আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। উন্নতি কখন স্থায়ী হইতে পারে না—উন্নতি বলিলেই পরিবর্ত্তন বুঝায়। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন দুর্গতির দিকে না হইয়া কেবল মঙ্গলের দিকে এবং মহত্ত্বের দিকে হইলেই তাহাকে উন্নতি বলা যায়। জগদীশ্বরের মঙ্গল নিয়মে মনুষ্য-জাতি ক্রমাগত প্রত্যহই এই উন্নতির দিকে পদ-নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু এই উন্নতি কি কি বিষয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কোন এক মানব জাতি কোন্ কোন্ বিষয়ে উন্নত হইলে আমরা তাহাকে উন্নত পদাভিষিক্ত সভ্য-জাতি বলিয়া পরিগণিত করিতে পারি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বহির্ব্বিষয় মনুষ্য জাতিকে পরিসীমিত করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্য এই বহির্ব্বিষয়কে স্ববশে আনিবার জন্য, তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য,ব্যাকুলিত হয়; কেন না ঐ প্রভুত্ব ভিন্ন, মনুষ্য ক্ষণ কালের নিমিত্তেও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য যে দিবস আপনার বুদ্ধি দ্বারা বহির্ব্বিষয়কে স্ববশে আনিবার অভিলাষ করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল,সেই দিবসাবধিই পৃথিবীতে উদ্‌যোগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উদ্‌যোগ দ্বারা মনুষ্য পৃথিবীতে স্বরাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অনায়াসে ভ্রমণ করিতেছে—পৃথিবী যেন আপনার প্রভুকে জানিতে পারিয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। উদ্‌যোগের প্রভাবে তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র-সকল মনুষ্যের যাতায়াতের এবং বাণিজ্যের সহজ পথ হইয়াছে, পর্ব্বত-সকল দাসত্বের চিহ্ন-স্বরূপ মনুষ্য-কৃত পথ-মালা ধারণ করিয়া আছে। রসায়ন বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, বস্তু-বিজ্ঞান, গণিত-বিদ্যা, এই সকল বিদ্যা উদ্‌যোগের ফল এবং এই সকল বিদ্যা দ্বারা মনুষ্য-জাতি পৃথিবীকে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক আপনার জ্ঞানের ছায়া বিকীর্ণ

করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের মন কি ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে? কেবল এই সকল বিদ্যার উন্নতিই কি মনুষ্যের উন্নতির পরা কাষ্ঠা? মনুষ্যের মন কেবল বহির্ব্বিষয় আলোচনা করিতেই প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহার মন যেমন বহির্ব্বিষয়-সকল দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনার বাহিরে মানব জাতিকে দেখিয়া এবং প্রতি মনুষ্যকে আপনার অন্তরঙ্গ ও আপনার সহিত সম-দুঃখ-সুখী জানিতে পারিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে ব্যগ্র হয়। মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ন্যায়-ভাব তাহাকে সমাজ-বদ্ধ করিয়া রাখে—এই কর্ম্ম ন্যায়, এবং এই কর্ম্ম অন্যায়, ইহা মনুষ্যের মনে স্বতই জাগরূক হয়। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য, সমাজ মধ্যে শাসন-প্রণালী সংস্থাপন করে। পৃথিবীতে যত রাজ্য আছে, সকলই এই ভাবের প্রতিনিধি। এই ভাবই রাজ্য সমুদায়কে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি মনুষ্যই প্রতি মনুষ্যকে ব্যাঘাত দিতে পারে, প্রতি মনুষ্যই প্রতি মনুষ্যের উপর অত্যাচার করিতে পারে; কিন্তু যাহাতে এ প্রকার না হয়, এই জন্যই মানব জাতি ন্যায়-ভাবের বশীভূত হইয়া সমাজ-বদ্ধ হয়। সমাজ মধ্যে রাজ-পদ না থাকিলে, শাসন-প্রণালী না থাকিলে, নিয়ম না থাকিলে, তাহাকে সমাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ন্যায়কে পোষণ করা এবং অন্যায়কে দমন করা, ইহাই রাজত্বের লক্ষ্য। রাজ্য মধ্যে সকলেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিবে, কিন্তু কেহ কাহারও স্বাধীনতার বিঘ্ন-কারক হইতে পারিবে না; ইহাই রাজ্যের উদ্দেশ্য। যে সমাজে, যে রাজ্যে, ন্যায়-ভাব জীবিত থাকে; সেই সমাজ, সেই রাজ্যই সুখী এবং সেই সমাজকেই ও সেই রাজ্যকেই স্বাধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। স্বার্থ-ভাবের বশীভূত হইয়া উদ্‌যোগ দ্বারা মনুষ্য আপনার অবস্থা উন্নত করিয়া এবং ন্যায়-ভাব দ্বারা আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই তৃপ্ত হয় না; এই দুই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মনে আর একটি ভাব আছে—কি না সৌন্দর্য্যের ভাব। সুন্দর বস্তু ও মঙ্গল কর্ম্ম, মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে; কুৎসিত বস্তু ও নিকৃষ্ট কর্ম্ম, স্বভাবতই মনুষ্যের ঘৃণাস্পদ হয়।

মনুষ্য যেমন এই পদার্থ উপকারী কি অপকারী, এই কর্ম্ম ন্যায় কি অন্যায়, ভাবিয়া দেখে; তেমনি এই পদার্থ সুন্দর কি কুৎসিত এবং এই কর্ম্ম উত্তম কি অপকৃষ্ট তাহাও সহজে হৃদয়ঙ্গম করে। তাহাদের হৃদয়ে যে একটি সহজ সৌন্দর্য্যের ভাব আছে, তদ্দ্বারা তাহারা এই বাহ্য বস্তুকে এবং আপনার ও অন্যের কর্ম্মকে নিরীক্ষণ করে। মনুষ্য আপনার অন্তঃস্থিত সৌন্দর্য্য-ভাবের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া বাহ্য-প্রকৃতির অপূর্ণতা ও মলিনতা অবলোকন করত সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য-ভাবের প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। প্রকৃতিস্থ অতি রমণীয় মুখ-শ্রী হইতেও অধিকতর রমণীয় মুখ-শ্রী আমরা কল্পনা করিতে পারি এবং এই জন্য চিত্রকরগণের চিত্রিত রমণীয় সুন্দর আনন-সকল অধিকতর সৌন্দর্য্য ধারণ করে। কবিগণের অসাধারণ কল্পনা-সকলও ঐ রূপ। তাঁহারদের হৃদয়-স্থিত ভাবের স্বচ্ছ নির্ঝর হইতে আমরা যে সকল রস পান করি, তাহা প্রকৃতি-গত সকল বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট। কবিগণের কল্পনা, চিত্রকরগণের চিত্রপট, মানব-নির্ম্মিত অতি সুন্দর প্রাসাদ,

সকলই মনুষ্যের হৃদি-স্থিত সৌন্দর্য্য-ভাবের শরীরিণী প্রতিমূর্ত্তি।

বস্তুত, যে দেশের লোকেরা বাহ্য বস্তুকে স্ববশে আনিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়া তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকে, যে দেশের লোকেরা ন্যায়-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতি মনুষ্যের স্বাধীনতা রক্ষার অনুকূল সামাজিক নিয়ম-সকল সংস্থাপন করত তাহার অনুগামী হওয়া শ্রেয়ঃ-কল্প মনে করে, যে দেশের লোকেরা আপনারদের মাতৃ-ভূমিকে সৌন্দর্য্য ভাবের শরীরিণী প্রতিমূর্ত্তি সুচারু শিল্প-জাত দ্বারা অলঙ্কৃত করে; তাহারাই সামাজিক উন্নতির আদর্শ-স্বরূপ। কিন্তু কেবল সামাজিক উন্নতিই কি মানব জাতির উন্নতির পরিসীমা? মনুষ্যের হৃদয় কি কেবল উন্নত সামাজিক সুখ উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? প্রতি মনুষ্য জন-সমাজের এক অংশ কিন্তু সমাজের অংশ বলিয়াই কি আত্ম-কার্য্য ভুলিয়া সমাজেরই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে? প্রকৃতিকে স্ববশে আনয়ন করিয়া, ন্যায়-শাসনে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সৌন্দর্য্য ভাবের শরীরিণী প্রতিমূর্ত্তি চারু শিল্প-সকল দর্শন করিয়া, আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াও মনুষ্যের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। সামাজিক উন্নতিই মানব জাতির উন্নতির শেষ সীমা নহে; প্রতি মনুষ্যের মানসিক উন্নতিই সভ্যতার এক প্রধান চিহ্ন—ধর্ম্মেতে উন্নতি ও বিজ্ঞানে উন্নতি মানবদিগের মানসিক উন্নতির নিদর্শয়িতা।

ধর্ম্মের ভাব ও ঈশ্বরের ভাব, সকল মনুষ্যের মনেই নিহিত আছে। মনুষ্য আপনাকে বাহ্য বস্তু দ্বারা পরিবৃত ও পরিসীমিত দেখিয়া অপরিসীমকে সহজেই মনে করে, আপনার জ্ঞান ও শক্তিকে পরিমিত দেখিয়া অনন্ত-জ্ঞান ও অপরিমিত-শক্তি এক পুরুষকে সহজেই মনে করে, সহজেই প্রকৃতিস্থ সকল বস্তুর পরম বস্তু, সকল কারণের পরম কারণ বলিয়া এক পরম পুরুষের জ্ঞান উপলব্ধি করে। মনুষ্য তাঁহাকে এই জগতে এবং আপনার আত্মাতেই উপলব্ধি করে। মনুষ্য বাহ্য বস্তুকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা পায়, ন্যায়-ভাব দ্বারা রাজ্য স্থাপনে যত্নশীল হয়, আপনার হৃদি-স্থিত সৌন্দর্য্য-ভাবকে জীবিত করিতে চেষ্টা পায়; তদ্রূপ ঈশ্বরকে মনে করিয়াই সহজে তাঁহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ জানিলেই মনুষ্যের মন তাঁহার সহিত সহবাসের জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু এ ভাব মনুষ্যের মনে উষা-প্রকাশের ন্যায় যখন প্রথম প্রতিভাত হয়, তখন তাহারা অনাস্বাদিত আনন্দ-রস-পানে মত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার মনের ভাব জীবন্ত প্রদীপ্ত উজ্জ্বল অক্ষরে সহজেই ব্যক্ত করে, রসনা হঠাৎ কবিতা-রস-মিলিত সুমধুর গান দ্বারা মনুষ্যের মনকে বিগলিত করে। তখন পবিত্র-স্বরূপের নিকট যাইবার জন্য পবিত্র হইতে হইবে বলিয়া তাহারা যে সকল ধর্ম্ম-নিয়ম সংস্থাপন করে, তাহাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায়। কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য যদিও একই হয়, তাহা হইলেই কি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত হইবে, এমত নহে। মনুষ্যের মনে এই ভাব প্রথমত মেঘাবৃত গগনের বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। সংসারের নানাপ্রকার মোহ-কোলাহল ঐ ভাবকে মনুষ্যের আত্মাতে চিরস্থায়ী হইতে দেয় না। কিন্তু যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ ঈশ্বরের ঐ জ্যোতি ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহারা সংসারকে

অসার বোধ করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যাহারা ঈশ্বরকে ঐকান্তিক বিশ্বাস করে, তাহারা ঐ ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। আত্মার সহজ জ্ঞান ঐ বিশ্বাসের পত্তন-ভূমি। মানব জাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহা এই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মন কেন সেই মহান্ পুরুষের উপাসনায় সহজেই প্রবৃত্ত হয়, ইহা জানিবার জন্য যখন আত্মচিন্তা উদয় হয়; মনুষ্য তখন আপনাকে জানিবার চেষ্টা পায়। মনুষ্যের এই শেষ উন্নতি।

এই সকল ভাব মনুষ্যের আত্মাতে একেবারে প্রস্ফুটিত হউক বা না হউক কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সকল ভাবই মনুষ্যের মনে নিহিত আছে এবং যথাক্রমে এই সকল ভাব স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে, তাহার সমষ্টির নাম মানব জাতি। যখন বলা হইল মনুষ্যের মনে এই সকল ভাব নিহিত আছে, তখনই বলা হইল যে সমুদায় মানব জাতিই এই সকল ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইতিহাস মনুষ্যেরই কার্য্যকে বিবৃত করে—সুতরাং এই সকল ভাব কি রূপে মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রস্ফুটিত হইল এবং কোন্ কোন্ ভাব কি রূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা বিশেষ-রূপে বর্ণনা করাই ইতিহাসের যথার্থ লক্ষ্য। ইতিহাস ইহার মধ্যে একটি ভাবকেও ত্যাগ করিতে পারে না। এই সকল ভাবই মনুষ্যের ভাব; এবং মনুষ্যের কার্য্যকে বিবৃত করে বলিয়াই ইতিহাস আমারদের নিকট এত আদরণীয়। কেবল মনুষ্যের কার্য্য কেন, ইহা ঈশ্বরেরও মঙ্গলময় রাজত্বের চিত্রকর। জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই এই সমুদায় জড় জগৎ জীবিত আছে। তিনি আছেন বলিয়াই এই সমুদায় আছে; তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই থাকিত না। তাঁহার অস্তিত্ব এবং এই জড় জগতের অস্তিত্ব অভেদ্য। সেই রূপ তিনি না থাকিলে মনুষ্যও থাকিতে পারে না, মনুষ্য তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; তিনি এই সমুদায় বিশ্ব সংসারের মূলাধার। যখন তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন মনুষ্য ক্ষণ কালের নিমিত্তও জীবিত থাকিতে পারে না, যখন "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়," তখন তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন যে মনুষ্য কর্ম্ম করিতেছে, ইহা নিতান্তই অসম্ভব।

অতএব যেমন এই সমুদায় জগতে তাঁহার এক ইচ্ছা রাজত্ব করিতেছে, সেই রূপ মনুষ্যের কার্য্যেতেও তাঁহার সেই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস তাঁহার সেই ইচ্ছার ছায়া মাত্র। যে খানে তাঁহার ইচ্ছা রাজত্ব করিতেছে, সেখানে অমঙ্গল কোথায়, সেখানে দুর্গতি কোথায়; সেখানে ক্রমাগত মঙ্গল, ক্রমাগত উন্নতি; সেখানে কিছুই বিশৃঙ্খলা নাই। যখন যাহা হইতে মঙ্গল হইবে, তখন তাহাই হইতেছে। ইতিহাস মনুষ্যের কার্য্যের মধ্যে তাঁহার সেই এক ইচ্ছা দেখাইয়া দেয়। আমরা যদি এই রূপ মঙ্গলময়ী ইচ্ছাকে না দেখিয়া ইতিহাস পাঠ করি, তাহা অর্থশূন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মনে হয়; অতএব সেই ইচ্ছার ব্যাখ্যা করাই ইতিহাসের যথার্থ তাৎপর্য্য।

জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতং হন্ত চিন্তামণির্ম্ময়া।।

THE MORAL PERFECTION OF JESUS.

I have been asserting, that he who believes Jesus to be a mere man, ought at once to believe his moral excellence finite and comparable to that of other men; and, that our judgment to this effect cannot be reasonably overborne by the "universal consent" of Christendom.—Thus far we are dealing *á priori*, which here fully satisfies me: in such an argument I need no *á posteriori* evidence to arrive at my own conclusion. Nevertheless, I am met by taunts and clamour, which are not meant to be indecent, but which to my feeling are such. My critics point triumphantly to the four gospels, and demand that I will make a personal attack on a character which they revere, even when they know that I cannot do so without giving great offence. Now if any one were to call my old schoolmaster, or my old parish priest a perfect and universal Model, and were to claim that I would entitle him Lord, and think of him as the only true revelation of God; should I not be at liberty to say, without disrespect, that "I most emphatically depricate such extravagant claims for him"? Would this justify an outcry, that I will publicly avow *what* I Judge to be his defects of character, and will *prove* to all his admirers that he was a sinner like other men? Such a demand would be thought, I believe, highly unbecoming and extremely unreasonable. May not my modesty, or my regard for his memory, or my unwillingness to pain his family, be accepted as sufficient reasons for silence? or would any one scoffingly attribute my reluctance to attack him, to my conscious inability to make good my case against his being "God manifest in the flesh"? Now what, if one of his admirers had written panegyrical memorials of him; and his character, therein described, was so faultless, that a stranger to him was not able to descry any moral defect whatever in it? Is such a stranger bound to believe him to be the Divine Standard of morals, unless he can put his finger on certain passages of the book which imply weaknesses and faults? And is it insulting a man, to refuse to worship him? I utterly protest against every such pretence. As I have an infinitely stronger conviction that Shakespeare was not in *intellect* Divinely and Unapproachably perfect, than that I can certainly point out in him some definite intellectual defect; as, moreover, I am vastly more sure that Socrates was *morally* imperfect, than that I am able to censure him rightly; so also, a disputant who concedes to me that Jesus is a mere man, has no right to claim that I will point out some moral flaw in him, or else acknowledge him to be a Unique Unparalleled Divine Soul. It is true, I do see defects, and very serious ones, in the character of Jesus, as drawn by his disciples; but I cannot admit that my right to disown the pretensions made for him turns on my ability to define his frailties. As long as (in common with my friend) I regard Jesus as a man, so long I hold with *dogmatic* and *intense conviction* the inference that he was morally imperfect, and ought not to be held up as unapproachable in goodness; but I have, in comparison, only a *modest* belief that I am able to show his points of weakness.

While therefore in obedience to this call, which has risen from many quarters, I think it right not to refuse the odious task pressed upon me,—I yet protest that my conclusion does not depend upon it. I might censure Socrates unjustly, or at least without convincing my readers, if I attempted that task; but my failure would not throw a feather's weight into the argument that Socrates was a Divine Unique and universal Model. If I write now what is painful to readers, I beg them to remember that I write with much reluctance, and that it is their own fault if they read.

In approaching this subject, the first difficulty is, to know how much of the four gospels to accept as *fact*. If we could believe the whole, it would be easier to argue; but my friend Martineau (with me) rejects belief of many parts: for instance, he has put a very feeble conviction that Jesus ever spoke the discourses attributed to him in John's gospel. If therefore I were to found upon these some imputation of moral weakness, he would reply, that we are agreed in setting these aside, as untrustworthy. Yet he perseveres in asserting that it is beyond all reasonable question *what* Jesus *was*; as though proven inaccuracies in all the narratives did not make the results uncertain. He says that even the poor and uneducated are fully impressed with "the majesty and sanctity" of Christ's mind; as if *this* were what I am fundamentally denying; and not, only so far as would transcend the known limits of human nature: surely "majesty and sanctity" are not inconsistent with many weaknesses. But our judgment concerning a man's motives, his temper, and his full conquest over self, vanity and impulsive passion, depends on the accurate knowledge of a vast variety of minor points; even the curl of the lip, or the discord of eye and mouth, may change our moral judgment of a man; while, alike to my friend and me it is certain that much of what is stated is untrue. Much moreover of what he holds to be untrue does not seem so to any but to the highly educated. In spite therefore of his able reply, I abide in my opinion that he is unreasonably endeavouring to erect what is essentially a piece of doubtful biography and difficult literary criticism into first-rate religious importance.

I shall however try to pick up a few details which seem, as much as any, to deserve credit, concerning the pretensions, doctrine and conduct of Jesus.

First, I believe that he habitually spoke of himself by the title *Son of Man*,—a fact which pervades all the accounts, and was likely to rivet itself on his hearers. Nobody but he himself ever calls him Son of Man.

Secondly, I believe that in assuming this title he tacitly alluded to the viith chapter of Daniel, and claimed for himself the throne of judgment over all mankind.—I know no reason to doubt that he actually delivered (in substance) the discourse in Matth.

xxv. "When the Son of Man shall come in his glory, ... before him shall be gathered all nations, ... and he shall separate them, &c. &c.": and I believe that by *the Son af Man* and *the King* he meant himself. Compare Luke xii. 40, ix. 56.

Thirdly, I believe that he habitually assumed the authoritative dogmatic tone of one who was a universal Teacher in moral and spiritual matters, and enunciated as a primary duty of men to learn submissively of his wisdom and acknowledge his supremacy. This element in his character, *the preacking of himself*, is enormously expanded in the fourth gospel, but it distinctly exists in Mathew. Thus in Matth. xxiii. 8: "Be not ye called Rabbi [*teacher*], for one is your Teacher, even Christ; and all ye are brethren." ...... Matth. x. 32: "Whosoever shall confess ME before men, him will I confess before by Father which is in heaven. ...... He that loveth father or mother more than ME is not *worthy of* ME, &c." . . . . Matth. xi. 27: "All things are delivered unto ME of my Father; and *no man knoweth the Son but the Father*; neither knoweth any man the Father, save the Son; and he to whomsoever *the Son will reveal him*. Come unto ME, all ye that labour, ... and *I* will give you rest. Take MY yoke upon you, &c."

My friend, I find, rejects Jesus as an authoritative teacher, distinctly denies that the acceptance of Jesus in this character is any condition of salvation and of the divine favour, and treats of my "demand of an oracular Christ," as inconsistent with my own principles. But this is mere misconception of what I have said. I find *Jesus himself* to set up oracular claims. I find an assumption of pre-eminence and unapproachable moral wisdom to pervade every discourse from end to end of the gospels. If I may not believe that Jesus assumed an oracular manner, I do not know what moral peculiarity in him I am permitted to believe. I do not *demand* (as my friend seems to think) that *he shall be* oracular, but in common with all Christendom, I open my eye and see that *he is*; and until I had read my friend's review of my book, I never understood (I suppose through my own prepossessions) that he holds Jesus *not* to have assumed the oracular style.

If I cut out from the four gospels this peculiarity, I must cut out, not only the claim of Messiahship, which my friend admits to have been made, but nearly every moral discourse and every controversy: and *why*? except in order to make good a predetermined belief that Jesus was morally perfect. What reason can be given me for not believing that Jesus declared: "If any one deny ME before men, *him will I deny* before my Father and his angels?" or any of the other texts which couple the favour of God with a submission to such pretensions of Jesus? I can find no reason whatever for doubting that he preached HIMSELF to his disciples, though in the three first gospels he is rather timid of doing this to the Pharisees and to the nation at large. I find him uniformly to claim, sometimes in tone, sometimes in distinct words, that we will sit at his feet as little children and learn of him. I find him ready to answer off-hand all difficult questions, critical and lawyer-like, as well as moral. True, it is no tenet of mine that intellectual and literary attainment is essential in an individual person to high spiritual eminence. True, in another book I have elaborately maintained the contrary. Yet in that book I have described men's spiritual progress as often arrested at a certain stage by a want of intellectual development; which surely would indicate that I believed even intellectual blunders and an infinitely perfect exhaustive morality to be incompatible. But our question here (or at least *my* question) is not, whether Jesus might misinterpret prophecy, and yet be morally perfect; but whether, *after assuming to be an oracular teacher*, he can teach some fanatical precepts, and advance dogmatically weak and foolish arguments, without impairing our sense of his absolute moral perfection.

I do not think it useless here to repeat (though not for my friend) concise reasons which I gave in my first edition against admitting dictatorial claims for Jesus. *First*, it is an unplausible opinion that God would deviate from his ordinary course, in order to give us anything so undesirable as an authoritative Oracle would be;—which would paralyze our moral powers exactly as an infallible Church does in the very proportion in which we succeeded in eliciting responses from it. It is not needful here to repeat what has been said to that effect in p. 138. *Secondly*, there is no imaginable criterion, by which we can establish that the wisdom of a teacher *is* absolute and illimitable. All that we can possibly discover, is the relative fact, that another is *wiser than we*; and even this is liablê to be overturned on special points, as soon as differences of judgment arise. *Thirdly*, while it is by no means clear what are the new truths, for which we are to lean upon the decisions of Jesus, it is certain that we have no genuine and trustworthy account of his teaching. If God had intended us to receive the authoritative *dicta* of Jesus, he would have furnished us with an unblemished record of those dicta. To allow that we have not this, and that we must disentangle for ourselves (by a most difficult and uncertain process) the "true" sayings of Jesus, is surely self-refuting. *Fourthly*, if I *must* sit in judgment on the claims of Jesus to be the true Messiah and Son of God, how can I concentrate all my free thought into that one act, and thence-forth abandon free thought? This appears a moral suicide, whether Messiah or the Pope is the object whom we *first* criticize, in order to instal him over us, and *then*, for ever after, refuse to criticize. In short, *we cannot build up a system of Oracles on a basis of Free Criticism*. If we are to submit our judgment to the dictation of some other,—whether a church or an individual,—we must be first subjected to that other by some event from without, as by birth; and not by a process of that very judgment which is henceforth to be sacrificed. But from this I proceed to consider more in detail, some points in the teaching and conduct of Jesus, which do not appear to me consistent with absolute perfection.

F. W. NEWMAN.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
১৭৮৭ শকের পৌষ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৭৯৶০
যন্ত্রালয়	৩৪০৷৷০
পুস্তক বিক্রয়	৩৩⁄০
ডাক মাস্তুল	৪৷৷⁄৫
সমাজ-গৃহ সংস্কার	১০০০
আগরা ব্যাঙ্ক	২০৭৷০
বিবিধ আয়	১০৶১৫
গচ্ছিত	১৯৷৷৶৫
	১৭৯৪৷৷⁄৫

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	২৪
মাসিক বেতন	১৩৮
যন্ত্রালয়	১২৬৷৷⁄০
ডাক মাস্তুল	১৭৬⁄১০
আলোকের ব্যয়	২০৭৷০
সমাজ গৃহসংস্কার	১০০০
আগরা ব্যাঙ্ক	২৫০
বিবিধ ব্যয়	২১ ৷৷৶১৫
গচ্ছিত	২৫ ⁄০
	১৮১০৷৷৶৫

আয়	১৭৯৪৷৷⁄৫
পূর্ব্বকার স্থিত	১১৪৷৷১০
	১৯০৯ ⁄১৫
ব্যয়	১৮১০৷৷৶ ৫
স্থিত	৯৮৷⁄১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

১৭৮৭ শকের পৌষ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতি জ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে	১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীমতী রাজমোহিনী দেবী ..	৬

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দাসী	২
	৯

আয়	৯
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	৬৪৷৷৶৫
	৭৩৷৷৶৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধক্ষ্য।

সমাজ-গৃহ সংস্কারের জন্য দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	৫০০
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
	১০০০

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

আগামী ১১ মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নিজ পুস্তক সকল অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

যদি কাহারও নিয়মিত রূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হয়, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র দ্বারা অবগত করিবেন।

সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকের নিমিত্ত যে দুইটী প্রশ্ন প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার যে কএক খানি উত্তর পাওয়া গিয়াছে, পরীক্ষক মহাশয়েরা তাহা গ্রহণ-যোগ্য বোধ করিলেন না।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১৫ ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যা কালে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রী হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাস্তুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৬। ১০ মাঘ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
ফাল্গুন ১৭৮৭ শক।

২৭১ সংখ্যা ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৪৮

১ ইত্থা হি সোম ইন্মদে ব্রহ্মা চকার বর্ধনং। শবিষ্ঠ বজ্রিন্নোজসা পৃথিব্যা নিঃ শশা অহিমর্চন্ননু স্বরাজ্যং।

১ হে 'শবিষ্ঠ' অতিশযেন বলবন্ 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র 'ইত্থা হি' ইত্থমেব অনেন শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণৈব 'মদে' মদকরে হর্ষকরে সোমে ত্বয়া পীতে সতি 'ব্রহ্মা' ব্রাহ্মণঃ স্তোতা 'বর্দ্ধনং' তব বৃদ্ধিকরং স্তোত্রং 'চকার' অনেন সূক্তেন কৃতবান্। 'ইৎ' ইত্যেতৎ পাদপূরণং। অতস্ত্বং 'ওজসা' বলেন 'পৃথিব্যাঃ' সকাশাৎ 'অহিং' আগত্য হন্তারং বৃত্রং 'নিঃশশাঃ' নিঃশেষেণ আশাঃ মা বাধস্বেতি শাসনং কৃত্বা পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ নিরগময ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ 'স্বরাজ্যং' স্বস্য রাজ্যং রাজত্বং 'অনু' অনুলক্ষ্য 'অর্চ্চন্' পূজযন্ স্বস্য স্বামিত্বং প্রকটযন্নিত্যর্থঃ।

১ হে বলিশ্রেষ্ঠ বজ্রধর ইন্দ্র! এই প্রকারেই তুমি হর্ষকর সোম পান করিলে ব্রহ্মা তোমার সমৃদ্ধিকর স্তব করিয়াছিলেন। এই জন্য তুমি স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন করিয়া হত্যাকারী বৃত্রকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছ।

৮৪৯

২ স ত্বামদদ্বৃষা মদঃ সোমঃ শ্যেনাভৃতঃ সুতঃ। যেনা বৃত্রং নিরদ্ভ্যো জঘন্থ বজ্রিন্নোজসার্চন্ননু স্বরাজ্যং।

২ হে ইন্দ্র 'ত্বা' ত্বাং 'সঃ' 'সোমঃ' 'অমদৎ' অমদযৎ হর্ষং প্রাপযৎ। কীদৃশঃ সোমঃ 'বৃষা' সেচনস্বভাবঃ 'মদঃ' 'মদকরঃ' হর্ষকারী 'শ্যেনাভৃতঃ' শ্যেনরূপমাপন্নযা পক্ষ্যাকারযা গাযত্র্যা দিবঃ সকাশাদাহৃতঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র 'যেন' পীতেন সোমেন 'ওজসা' বলকরেণ 'অদ্ভ্যঃ' অন্তরীক্ষসকাশাৎ 'বৃত্রং' 'নিঃ' 'জঘন্থ' হতবানসি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

২ হে ইন্দ্র! সেচন-স্বভাব, মদকর, শ্যেনরূপা গায়ত্রী কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে সমাহৃত, সংস্কৃত সেই সোম তোমাকে হর্ষিত করিয়াছিল; তুমি স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক যে বলকর সোম দ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে বৃত্রকে নিহত করিয়াছিলে।

৮৫০

৩ প্রেহ্যভীহি ধৃষ্ণুহি ন তে বজ্রো নি যংসতে। ইন্দ্র নৃম্ণং-

হি তে শবো হনো বৃত্রং জয়া অপোচ্র্নন্নু স্বরাজ্যং ।

৩ হে 'ইন্দ্র' 'প্রেহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ 'অভীহি' হন্তব্যান্ শত্রূন্ আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুহি প্রাপ্য চ 'ধৃষ্ণুহি' তান্ শত্রূন্ অভিভব 'তে' তব 'বজ্রঃ' 'ন' 'নিযংসতে' শত্রুভির্ন নিযম্যতে অপ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ । তথা 'তে শবঃ' তদীযং বলং 'নৃম্নং' নৃণাং পুরুষাণাং নামকং অভিভাবকং । 'হি' যস্মাদেবং তস্মাৎ 'বৃত্রং' অসুরং মেঘং বা 'হনঃ' জহি । ততোনন্তরং তেন নিরুদ্ধাঃ 'অপঃ' উদকানি 'জয়াঃ' বৃত্রং হত্বা তেনাবৃতমুদকং লভস্বেত্যর্থঃ । অন্যৎ সমানং ।

৩ হে ইন্দ্র ! প্রকৃষ্ট-রূপে গমন কর, হন্তব্য শত্রুগণের অভিমুখীন হও, তাহারদিগকে পরাভূত কর । তোমার বজ্র প্রতিহত হয় না, তোমার বল পুরুষগণকে অভিভব করে ; অতএব তুমি বৃত্রকে পরাজিত কর এবং স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক জল-সকলকে লাভ কর ।

৮৫১

৪ নিরিন্দ্র ভূম্যা অধি বৃত্রং জঘন্থ নির্দিবঃ । সৃজা মরুত্বতীরব জীবধন্যা ইমা অপোচ্র্নন্নু স্বরাজ্যং ।

৪ হে 'ইন্দ্র' 'ভূম্যা অধি' ভূলোকস্যোপরি 'বৃত্রং' 'নিঃ' 'জঘন্থ' নিঃশেষেণ হতবানসি । তথা 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'নিঃ' জঘন্থ । হত্বা চ 'ইমাঃ' 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'অব' 'সৃজ' অধঃ পাতয কীদৃশীরপঃ 'মরুত্বতীঃ' মরুদ্ভিঃ সংযুক্তাঃ 'জীবধন্যাঃ' জীবাঃ প্রাণিনঃ ধন্যাঃ তৃপ্তাঃ যাভিস্তাঃ । অন্যৎ সমানং ।

৪ হে ইন্দ্র ! ভুলোক ও দ্যুলোক হইতে বৃত্রকে নিহত কর এবং স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক জীবগণের তৃপ্তিকর বায়ু সংযুক্ত জল-সকল বর্ষণ কর ।

৮৫২

৫ ইন্দ্রো বৃত্রস্য দোধতঃ সানুং বজ্রেণ হীড়িতঃ । অভিক্রম্যাব জিঘ্নতেঽপঃ সর্মায় চোদয়ন্নর্চ্চন্নন্নু স্বরাজ্যং । ১ । ৫ । ২৯

৫ 'হীড়িতঃ' ক্রুদ্ধঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অভিক্রম্য' আভিমুখ্যেন গত্বা 'দোধতঃ' ভূশং কম্পমানস্য বৃত্রস্য 'সানুং' সমুচ্ছ্রিতং হনুপ্রদেশং 'বজ্রেণ' 'অবজিঘ্নতে' 'প্রহরতি' কিং কুর্ব্বন্ 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'সর্ম্মায' সরণায় নির্গমনায 'চোদযন্' প্রেরযন্ । ১ । ৫ । ২৯ ।

৫ স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক প্রকুপিত ইন্দ্র বৃষ্টিজলের নিঃসারণ করত অতিমাত্র কম্পমান বৃত্রের অভিমুখে যাইয়া বজ্র দ্বারা তাহার উন্নত হনু দেশে আঘাত করেন ।

১ । ৫ । ২৯ ।

ষট্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ।

কলিকাতা

১৭৮৭ শক ১১ মাঘ ।

প্রাতঃকাল ।

অন্য দিন দিবাকর নিদ্রিত প্রজাগণকে জাগরিত করেন, অদ্য এগারই মাঘে তিনি যেন ব্রাহ্মগণের আহ্বানে জাগরিত হইয়া অধিকতর মধুরোজ্জ্বল বেশে দৃষ্টিদেশে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মিকা-সমাজ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে পবিত্র বেদীর পূর্ব্ব ভাগে জবনিকার অন্তরালে অনন্ত দেবের পূজা প্রতীক্ষায় সমাসীন হইলেন, ব্রাহ্মগণ দ্বারা গৃহের অবশিষ্ট ভাগ পরিপূর্ণ হইল ।

অনন্তর আমারদের প্রধান আচার্য্য দক্ষিণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ ও বামে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া বেদিতে উপবেশন করিলে, সংগীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা সমারব্ধ হইল । সঙ্গীতের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উদ্বোধন দ্বারা সকলকে প্রবুদ্ধ করিলেন—

"সেই পরম পিতা অখিল-মাতা এই সম্বৎসরের, এই সাম্বৎসরিক সমাজের, এই

উপাসনা মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর এখানেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । এই উপাসনা-মণ্ডপের আকাশের মধ্যে, এই জ্যোতির মধ্যে, সেই জ্যোতির জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছেন । তাঁহার মাতৃদৃষ্টি—তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃদৃষ্টি আমাদের সকলের উপর এখনি নিপতিত রহিয়াছে ; আমরা এখনি প্রত্যেককে যত সুস্পষ্ট না দেখিতেছি, সেই বিশ্বতশ্চক্ষু আমারদের প্রত্যেককে তাহা হইতেও সুস্পষ্ট দেখিতেছেন । যাঁহার চক্ষু সমুদায় জগতে রহিয়াছে, যাঁর শ্রোত্র সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ; সেই বিশ্বতশ্চক্ষু বিশ্বতঃশ্রোত্র প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন, প্রত্যেকের অন্তরের ভাব পাঠ করিতেছেন । মনুষ্য বাহিরে দেখে—ঈশ্বর অন্তর্যামী, বাহিরেও দেখেন অন্তরেও দেখেন । তিনি জানিতেছেন, আমরা সম্বৎসর পরে তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য এই শুভ্র প্রাতঃ কালে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি । যেমন আমরা হৃদয়-থাল-ভার পূজার উপহার লইয়া এখানে সমাগত হইয়াছি, তেমনি সেই করুণাময়ও পূজা গ্রহণের নিমিত্ত আমারদের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । সেই রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, পবিত্র-স্বরূপ, করুণা করিয়া এখনি সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন ; আমরা যেন তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি দেখিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি । যিনি আমারদিগকে প্রতিদিন পাপ-প্রলোভন হইতে উদ্ধার করিতেছেন, যিনি আমারদের আত্মাতে সাধু ভাব-সকল নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন, যিনি আমারদিগকে অনন্ত মুক্তির পথ দিন দিন প্রদর্শন করিতেছেন, একাগ্র-চিত্ত হইয়া সেই মাতার মাতা পরম দেবতার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই । "

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত নবম অধ্যায়ের এই কএকটি শ্রুতি পাঠ করিলেন—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয় ॥ ৬ ॥

তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমারদের আর কেহ নাই ॥ ৬ ॥

সযোন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূযাৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে যে ব্রহ্মবাদী বলেন, তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে ; তাঁহার এপ্রকার বলিবার অধিকার আছে, বাস্তবিকও তিনি যাহা বলেন তাহাই হয় ॥ ৭ ॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য । এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহ কালে কি পর কালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না । ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে । বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে, তাহারা দুঃখ পায় । সকলের অন্তরতর মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর, তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয় এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক

প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে ॥ ৭ ॥

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। সয়আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়-রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না ॥ ৮ ॥

যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্ব্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক। অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাঁহার প্রিয়, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥৮॥

অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি।"

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

"স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত।

আমারদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আমরা অদ্য এখানে উৎফুল্ল হৃদয়ে সমাগত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহ; এই উপাসনা-মণ্ডপ কেমন সুন্দর বেশ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের উৎসব বাহিরে নহে, অন্তরে। ইহা বাহ্যাড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না, সামান্য উপকরণ লইয়া আমোদ প্রমোদ করিলে ইহার মহান্ তাৎপর্য্য সংসিদ্ধ হয় না। আমরা যে উৎসবে আহূত হইয়াছি; তাহা অতি উন্নত, তাহা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়। ইহার নিগূঢ় তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইহার প্রকৃত গৌরব সম্পাদনে যত্নবান্ হও। এক বার স্মরণ করিয়া দেখ, যে দিবস ও যে ঘটনাকে মহীয়ান্ করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা কেমন গুরুতর ও মহৎ। কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে ও পাপের বিজাতীয় দাসত্ব হইতে আমাদিগকে এবং সমুদায় ভারত বর্ষকে বিমুক্ত করিবার জন্য যে দিবস ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভ্যুদয় হইল, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে দেশ-কাল-জাতি-নির্ব্বিশেষে একত্র করিয়া অদ্বিতীয় অনন্ত পরব্রহ্মের পদানত করণোদ্দেশে যে দিবস ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল; অদ্য সেই ১১ মাঘ। ইহার কি অসামান্য মাহাত্ম্য! ইহা স্মরণ মাত্র সকলেরই হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়। আবার যখন মনে করি যে সেই চিরস্মরণীয় দিবস উপলক্ষে, সেই অনন্ত দেবের উপাসনা-উৎসবে, আমরা অদ্য সম্মিলিত হইয়াছি; তখন বুঝিতে পারি এ উৎসব গভীর ও অতলস্পর্শ—উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে আমরা উপরে ভাসিতেছি; কিন্তু যতই ইহাতে নিমগ্ন হইব, ততই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। অদ্য অনন্ত পূজার সাম্বৎসরিক উৎসব—যে পরিমাণে অনন্তে মনোনিবেশ করিতে পারিব, ক্ষুদ্র ভাব ও পরিমিত উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইব; সেই পরিমাণে অদ্যকার উৎসব সুসম্পন্ন হইবে এবং আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। অতএব আইস, এই উৎসব-ক্ষেত্রের বাহ্য শোভার আবরণ ভেদ করত আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করি। বহির্জ্জগতের সমুদায় পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা ও বিষয়-কামনার নিকট বিদায় লই। সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ

হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অন্তর্হিত হইল—যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু ক্ষণ-ভঙ্গুর, সকলই অদৃশ্য হইল। আমরা অনন্ত রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনন্তের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। দিবা নিশা, পক্ষ মাস, ঋতু বর্ষ একীভূত হইয়া অনন্ত কালে নিলীন হইয়াছে। যেমন কালে কেবল অনন্ত, সেই রূপ ব্যাপ্তিতেও কেবল অনন্ত দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধে অধোতে, দক্ষিণে বামে, কিছুই ব্যবধান নাই; চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা, ভূলোক ও দ্যুলোক সকলই অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা কোথায় রহিয়াছি? অনন্ত রাজ্যে, যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কাল ঈশ্বরেতে ওতপ্রোত-ভাবে স্থিতি করিতেছে। অনন্ত ঈশ্বর দেদীপ্যমান, সম্মুখে অনন্ত জীবন প্রসারিত; এখানে কেবলই অনন্ত। সেই অনন্ত রাজা ধর্ম্ম-নিয়মে তাঁহার রাজ্য শাসন করিতেছেন, সেই "সত্যস্য সত্যং" সত্যের আলোক প্রকাশ করিতেছেন, সেই "আনন্দরূপমমৃতং" শান্তি ও আনন্দ ও কল্যাণ বর্ষণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ-চিত্ত সাধকেরা অভিন্ন-হৃদয় হইয়া পরিবার-নির্ব্বিশেষে সেই সাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন এবং অনন্ত জীবনে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারদের উপাসনা মৌখিক নহে, ইহা বাহ্য আড়ম্বর নহে, ইহা ক্ষণ কালের উৎসাহ নহে;—ইহা সমস্ত জীবনের অবিশ্রান্ত কার্য্য। ইহাতে সংসারের চাঞ্চল্য নাই, বিষয়-লালসার উত্তেজনা নাই, স্বার্থপরতার কুটিলতা নাই; ইহা প্রশান্ত নিষ্কাম অনন্যগতি হৃদয়ের আত্ম-সমর্পণ। ইহা কঠোর ব্রত নহে, ইহা প্রেমার্দ্র হৃদয়ের আনন্দোৎসব। এই জীবন্ত গম্ভীর উপাসনা দ্বারা সাধকেরা গূঢ়-রূপে অনন্তের সহিত অধ্যাত্ম যোগ নিবদ্ধ করিতেছেন। দেশ, কাল ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্রতা সহকারে ক্রমশ পবিত্র-স্বরূপের সহবাস-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অধিকতর উপভোগ করিতেছেন এবং অনন্ত জীবন সঞ্চয় করিতেছেন। দেখ অনন্তের উপাসনা কেমন গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক; ইহাতে আনন্দ ও পবিত্রতা, প্রীতি ও জ্ঞান, কেমন সুন্দর-রূপে সম্মিলিত হয়। এই অধ্যাত্ম-যোগ-সমন্বিত উপাসনাই অনন্ত দেবের প্রকৃত পূজা। আমরা ইহারই উৎসবে এখানে একত্রিত হইয়াছি। অতএব যাঁহারা অদ্যকার উৎসব সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বাহ্য শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিবেন না, তাঁহারা হৃদয় মনকে অধ্যাত্ম-যোগের জন্য প্রস্তুত করুন। তাঁহারা সংসারের পাপ-তাপ নীচতা ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া, ইহ কাল ও ইহ লোক বিস্মৃত হইয়া, আত্মাকে অনন্তেতে সমাধান করুন। অদ্য সকলে অনন্ত দেবকে প্রত্যক্ষ কর, ও অনন্ত জীবন সম্মুখে দর্শন কর এবং উভয়ের সহিত যোগ নিবদ্ধ কর; অদ্যকার এই কার্য্য, এই লক্ষ্য, এই আনন্দ। এ যোগ সাধনের জন্য দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—বিবেক ও বৈরাগ্য। যে পরিমাণে এই দুয়ের সহিত আমারদের সদ্ভাব, সেই পরিমাণে আমরা অনন্তের উপাসনাতে সমর্থ এবং অদ্যকার উৎসবে অধিকারী। বিবেক ও বৈরাগ্য অমৃতের সেতু-স্বরূপ। বিবেক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলন করে, বৈরাগ্য মনুষ্যকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে বিনাশ করে, বৈরাগ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে। বিবেক অসত্য হইতে আত্মাকে সত্য-স্বরূপে লইয়া যায়। বৈরাগ্য মৃত্যু হইতে আত্মাকে অমৃতেতে লইয়া যায়।

অতএব এই দুয়ের শরণাপন্ন হইলে আমরা নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। যাহারা বিবেকী ও বিরাগী, তাহারাই যথার্থ ব্রহ্মোপাসক, তাহারাই ব্রহ্মবান্ হয়।

যাহারা অবিবেকী হইয়া এই সংসারের ভ্রম-প্রমাদে ভ্রাম্যমাণ এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অন্ধের ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয় সেবায় রত; তাহারদের চঞ্চল আত্মা সত্যের পথে, ঈশ্বরের পথে, যাইতে অক্ষম। তাহারদের স্বাধীনতা নাই, তাহারা কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া কার্য্য করে এবং দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মুহুর্মুহু পাপের হস্তে পতিত হয়। সত্যের প্রতি তাহারদের শ্রদ্ধা-নাই, পাপের প্রতি ঘৃণা নাই; তাহারা সদসদ্বিবেচনা-বিরহিত হইয়া কেবল আপনারদের পশু-বৃত্তি-সকল চরিতার্থ করিতে যত্নবান্। যতই মনুষ্য ধর্ম্ম ও বিবেকের শরণাপন্ন হন, যতই তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন; ততই তিনি স্বাধীন হন, ততই তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর জয় লাভ করেন, সত্য-প্রিয় হন এবং ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত হন। পাপ-গ্রস্ত হৃদয় কখন পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিতে পারে না, পাপান্ধকার সত্যের নির্ম্মল আলোককে আলিঙ্গন করিতে পারে না। যদি পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিতে চাও, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হৃদয় মনকে পরিশুদ্ধ কর। বিবেক সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মনুষ্য-মনে বিরাজমান থাকিয়া তাহাকে পাপ-তাপ হইতে রক্ষা করে এবং পুণ্য-পথে লইয়া যায়। বাহিরে শত শত প্রলোভন, অন্তরে কাম ক্রোধাদি ভীষণ রিপু-সকল, আমাদের দুর্ব্বল মনকে অধর্ম্মের দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, কিঞ্চিৎ অনবধানতা হইলে আমরা পাপহ্রদে পতিত হই। ইহারই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে বিবেক সংস্থাপন করিয়াছেন। অহোরাত্র প্রহরীর ন্যায় বিবেক সত্যের আলোক ধারণ পূর্ব্বক আমারদিগকে শ্রেয়ের পথ দেখাইতেছে এবং প্রেয়ের পথে যাইতে নিষেধ করিতেছে। যদি আমরা শ্রেয়ের পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হই, অমনি বিবেক মাভৈর্মাভৈ রবে আমারদিগকে প্রোৎসাহিত করে। যদি কখন ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া আমরা প্রেয়ের পথে ধাবিত হই এবং নিষিদ্ধ সুখ-সেবনে প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ বিবেক বিচারকের উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া আমাদের সুখ-সন্তোষ হরণ করে এবং দণ্ড বিধান পূর্ব্বক আমারদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। বিবেক কিঞ্চিন্মাত্র পাপকেও মনে তিষ্ঠিতে দেয় না, অতি সামান্য দোষও ইহার নিকট উপেক্ষণীয় হয় না। ইহা সম্পূর্ণ পবিত্রতার ও সমগ্র ধর্ম্মের আচার্য্য। পূর্ণ পরব্রহ্মের পবিত্রতা অনুকরণ কর, ইহাই বিবেকের নিত্য উপদেশ। ক্ষুদ্র আদর্শ, নীচ লক্ষ্য, ইহা অনুমোদন করে না; ইহা সীমা-বিশিষ্ট আংশিক উন্নতির প্রতিপক্ষ। সমুদায় জীবনের উপর ইহার আধিপত্য ও শাসন। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন করাই ইহার অভিপ্রায়। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এ তিনকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করিয়া সমুদায় জীবন পরব্রহ্মে সমর্পণ কর, ধর্ম্মের প্রত্যেক আদেশ পালন কর, সকল কার্য্যেতে সত্যের অনুসরণ কর—বিবেক এই নিয়ম সহকারে মনো-রাজ্য শাসন করে। ধনীর উৎকোচে এ নিয়ম শিথিল বা সঙ্কুচিত হয় না, মানীর অনুরোধে ইহার বৈলক্ষণ্য হয় না, জ্ঞানীর প্রতি ইহার পক্ষপাতিতা হয় না, অবস্থা-ভেদেও ইহার রূপান্তর হয় না। যদি একটী চিন্তা অথবা

কামনা অপবিত্র হয়, একটী কথা যদি অলীক হয়, একটী কার্য্য যদি অসৎ হয়; আমরা সে অপরাধের জন্য অবশ্যই বিবেক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইব। হয় তো দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিম্বা ভয়ানক ক্ষতির আশঙ্কায় আমরা অধর্ম্মে পতিত হইয়াছি, কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি না; এমন কি, যদি আমরা মৃত্যু-ভয়ে সত্য-পথ হইতে স্খলিত হই, বিবেকের নিকট আমরা অবশ্যই অপরাধী ও দণ্ডনীয় হইব। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি গণনা করিয়া, আমাদের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে, প্রত্যেককে বিভিন্ন ও আংশিক ধর্ম্ম দ্বারা চরিতার্থ করিবে; ইহা বিবেকের স্বভাব নহে। অবিকল ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করাই ইহার কার্য্য; মনুষ্যাত্মাকে ঐ অভিপ্রায় অনুসারে সমগ্র ধর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করাই ইহার লক্ষ্য। পরিশুদ্ধ ঈশ্বরের নির্ম্মল ইচ্ছা বিবেকে প্রতিভাত হয়, বিবেক সমুদায় জীবনকে সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করে; সেই ইচ্ছা যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, বিবেকের আদেশও সেই রূপ। ইহারই জন্য বিবেক-পরায়ণ ব্রাহ্মেরা সর্ব্বদা পবিত্র হইতে ও পাপের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে একটি পাপ থাকিলে সমুদায় আত্মার কেমন দুর্গতি হয়; কণামাত্র দোষে জ্ঞান-চক্ষু অন্ধীভূত হয়, এক বিন্দু পাপে প্রীতি-সরোবর বিষাক্ত হয়, দেহ মন মৃত-প্রায় হয়। আর যতই চিন্তা ও বাক্য এবং কার্য্য পরিশুদ্ধ হয়, ততই আত্মা পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হয় এবং তাঁহার আনন্দে নিমগ্ন হয়। সম ভাব না হইলে কখনই যোগ সম্ভাবিত নহে, তবে পাপ-দূষিত হৃদয়ের সহিত পরিশুদ্ধ ঈশ্বরের যোগ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে। ঈশ্বর পবিত্রতার আকর, পবিত্রতা ঈশ্বরের স্বরূপ; যদি পবিত্রতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না থাকে, আমরা কখনই ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারি না। যাঁহারা শুদ্ধ-চিত্ত তাঁহারাই ঈশ্বর-প্রিয়, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত দুশ্ছেদ্য প্রীতি-যোগে আবদ্ধ। যাঁহারা লঘু ও গুরু সকল পাপকে ঘৃণা করেন; ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল কার্য্য, সকল কথা, সকল চিন্তাকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারাই ব্রহ্মবান্ হন। অতএব বিবেকের শরণাপন্ন হও; ঈশ্বরের জ্ঞানের সহিত তোমাদের জ্ঞানের যোগ হইবে, তাঁহার প্রীতির সহিত তোমাদের প্রীতির যোগ হইবে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত তোমাদের ইচ্ছার যোগ হইবে এবং তাঁহার সহিত এই গূঢ় অধ্যাত্ম-যোগ নিবদ্ধ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে।

বিবেক যেমন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পবিত্র করিয়া, সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করে; বৈরাগ্য সেই রূপ আত্মাকে মোহ ও সংসারাসক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পর লোকের জন্য, অনন্ত জীবনের জন্য, প্রস্তুত করে। এমন ব্যক্তি কে আছে, যে সংসারের অনিত্যতা স্বীকার না করে, যে পরীক্ষা দ্বারা পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্যের অস্থায়িত্বের পরিচয় না পাইয়াছে? এমন ব্যক্তি কে আছে, যে বলিতে পারে যে এই পৃথিবী তাহার নিত্য কালের আবাস-স্থান এবং এখানকার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব চির দিনের সঙ্গী? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মানব-মণ্ডলীর কার্য্য ও জীবনে অন্যথা প্রকাশ পায়। সংসারের প্রতি কি প্রগাঢ় আসক্তি, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি কি উন্মত্ততা! কত শত লোকের মৃত্যু

হইতেছে, কত জনপদ বিলুপ্ত হইতেছে, রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে, কত সবল শরীর রোগ ও ব্যাধির আধার হইতেছে, কত উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তিরা দুঃখ দারিদ্র্যে পতিত হইতেছে, কত ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ধন হইয়া অন্ন-বস্ত্রাভাবে বিলাপ করিতেছে; এ সকল ঘটনা চতুর্দ্দিক্ হইতে উচ্চৈঃস্বরে জীবন ও সংসারের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু ভ্রান্ত প্রমাদী বিষয়-লোলুপ মানব শুনিয়াও শুনে না; বারম্বার এ সকল ব্যাপার দর্শন করিলেও চৈতন্য লাভ করে না। সাগর-বক্ষ যে রূপ বায়ুর আঘাতে কখন কখন তরঙ্গায়িত হয়, কিন্তু ক্ষণ কাল পরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থির হইয়া যায়; সংসারী ব্যক্তিদের অগাধ মোহ-সিন্ধু সেই রূপ সময়ে সময়ে জ্ঞান-সহকারে আন্দোলিত হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হয়। সংসারের কি মোহিনী শক্তি! বিষয়ের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ! অস্থায়ী জানিয়াও সহস্র সহস্র লোক স্থায়ী বিবেচনায় উহার অনুসরণ করিতেছে এবং উহাতে জীবন মন সকলই সমর্পণ করিতেছে। এ প্রকার হত-চেতন মোহ-পরবশ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পর লোকের সাধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইহ লোক ইহাদের সর্ব্বস্ব, এখানকার সুখ-সম্পদ্‌কে ইহারা প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখে, পর লোক ইহারদিগের নিকট কল্পনা ও স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। যেমন সংসারের অতীত ধর্ম্মকে ইহারা অসার মনে করে, সেই রূপ মৃত্যুর পর-পার-স্থিত পর লোককে ছায়া মনে করে। ইহারদের প্রীতি কামনা আশা, শরীর মন আত্মা, সকলই ঐহিক ব্যাপারে বদ্ধ রহিয়াছে, ঐহিক সুখের প্রতি ধাবিত হইতেছে, এবং ঐহিক কার্য্যে পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহারা সংসার-চক্রের মধ্যে সর্ব্বদা ঘূর্ণমাণ, সংসার ইহাদের সর্ব্বস্ব, ইহারা কেন পর লোকের বিষয় চিন্তা করিবে? যাহারা মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহারা কি রূপে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইবে? যাহারা ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদাতে তৃপ্তি-সুখ অন্বেষণ করে, তাহাদের মন কি প্রকারে পর লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইবে, যে লোকে ধন ঐশ্বর্য্য মান মর্য্যাদা পাইবার সম্ভাবনা নাই। মনে বৈরাগ্য না জন্মিলে, হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুরাগ স্থান না পাইলে, মনুষ্য কখনই পর লোকের জন্য ব্যস্ত হয় না। বৈরাগ্যেরই সাহায্যে আমরা সংসারের অনিত্যতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করি, এবং প্রকৃত কল্যাণ-উদ্দেশে ব্রহ্ম-সাধনে উদ্‌যুক্ত হই। বৈরাগ্য মৃত্যুকে বিনাশ করত ইহ লোক ও পর লোককে একত্রীভূত করিয়া অনন্ত জীবনের স্রোত অসীম-রূপে প্রসারিত করে। ইহার নিকট এ জীবন অনন্ত জীবনের এক ক্ষুদ্র কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অনন্ত সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র; সুতরাং ধীর ব্যক্তিরা ইহ লোককে সর্ব্বস্ব মনে না করিয়া এখানে অনন্ত কালের জন্য সম্বল আহরণ করেন। মাতৃ-গর্ব্ভে অবস্থান-কাল যেমন ইহ জীবনের ক্ষুদ্র অংশ এবং মনুষ্য-শরীর যেমন ক্ষুদ্র জরায়ু মধ্যে প্রস্তুত হইয়া সংসারে অবতীর্ণ হয়; আমারদের আত্মাও সেই রূপ শৈশবাবস্থায় এই ক্ষুদ্র সংসারে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বৈরাগ্য-সহকারে পর লোকের জন্য প্রস্তুত হয় এবং অনন্ত জীবনের যোগ সাধন করে। এ বৈরাগ্য কেবল জ্ঞানের কার্য্য নহে, ইহা সমুদায় জীবনের লক্ষণ। কেবল বুদ্ধি দ্বারা ইহ জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি ও স্বীকার

করাকে প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না; আত্মীয় স্বজন বিশেষের মৃত্যু অথবা বিপুল ধন হানি অথবা অন্য কোন নিদারুণ শোকের কারণ সংঘটিত হইলে কিয়ৎ কালের জন্য যে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জীবনের প্রতি অনাদর হয়, তাহাও বৈরাগ্য নহে। গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান অথবা সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া কেবল ধ্যানে নিমগ্ন থাকাও বৈরাগ্য নহে। আহার বা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঔদাস্য অথবা শরীর-নিগ্রহও বৈরাগ্য নহে। সংসার ত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে কেবল আপনার উন্নতি সাধন করাও বৈরাগ্য নহে। বৈরাগ্যে তীর্থ নাই, স্বার্থ নাই। ইহা অন্তরে, স্বার্থ-নাশই ইহার সাধন। নিষ্কাম হইয়া—ফল-ভোগের কামনা বিহীন হইয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করাই বৈরাগ্য; এখানকার সুখ ও কল্পিত স্বর্গের সুখ উভয়ই ইহার অস্পৃহনীয় ও অগ্রাহ্য। কামনা-বিবর্জ্জিত হইয়া অনন্ত জীবন ধর্ম্ম পালন করা বৈরাগ্যের লক্ষণ। "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ"—ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের ফল-ভোগে যে বিরাগ, তাহাই বৈরাগ্য। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব হইয়া ইহ লোক ও পর লোকে কেবল তাঁহাকেই চায়, সেই বিরাগী। তিনি সংসারে বাস করেন; আত্ম-সম্বন্ধীয়, পরিবার-সম্বন্ধীয়, সমাজ-সম্বন্ধীয়, যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন করেন; জন-কোলাহলে উপস্থিত হন; বিষয়-ব্যাপারে কখন ব্যাপৃত হন; কিন্তু আসক্তি জন্য নহে, মোহ-বন্ধন জন্যও নহে। তাঁহার লক্ষ্য ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন—যত দিন এ সংসারে থাকেন, ইহা তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র। তাঁহার শরীর ইহ লোকে কার্য্য করে বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা দেশ কাল ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনে সঞ্চরণ করে। তিনি এখানে কিছু দিনের জন্য ভৃত্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ অনন্ত ব্রহ্ম-লোকে। এ জন্য তিনি ঐহিক হর্ষ শোক, সম্পদ্ বিপদ, মান অপমান, জীবন মৃত্যু, কিছুতেই বিচলিত হন না; যেখানে তাঁহার গৃহ, সেখানে এ সকল প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে দিবা-রাত্রির পরিবর্ত্তন নাই। তিনি সংসারের সুখ নশ্বর জানিয়া ইহাতে প্রমুগ্ধ হন না, ইহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তিনি ইহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং ইহাতে মুহ্যমান হন না; মৃত্যুকে পর লোকের দ্বার জানিয়া ইহাকে তিনি উপেক্ষা করেন। তিনি অনন্ত কালের ব্রহ্মানন্দে এত গভীররূপে নিমগ্ন যে তিনি এখানকার হর্ষ-শোকের প্রতি এক প্রকার স্পন্দহীন; তিনি যে অতলস্পর্শ অনন্ত সাগরে বিচরণ করেন, তাহা ঐহিক দুঃখ বিপদের ফুৎকারে তরঙ্গিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই রূপে বৈরাগ্য আত্মাকে বিষয়-লালসা ও মোহ হইতে বিমুক্ত করিয়া অনন্ত কালের সহিত ইহার যোগ নিবদ্ধ করে এবং ইহাকে অনন্ত জীবনের অধিকারী করে।

হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত লাভের জন্য বিবেক ও বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অতএব ইহা অবলম্বন কর। আমরা মুক্তি লাভের উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন জ্ঞান-সহকারে ইহার তত্ত্ব সমালোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে অনন্ত পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ও পর লোকে বিশ্বাস, এই দুইটী সত্য-ধর্ম্মের মূল বিশ্বাস। যখন ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হই, তখন প্রত্যক্ষ দেখি, সেই অনন্ত পরব্রহ্ম ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্মান্ এবং অনন্ত জীবনের সাগর নিম্নে প্রসারিত। আবার যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে যাই, তখন ব্রহ্ম সাধনের জন্য বিবেক ও পর লোক সাধনের জন্য বৈরাগ্য, এই দুইটী উপায়

উপলব্ধ হয়। বাস্তবিক পাপ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-সহবাসের উপযুক্ত হওয়া এবং ইহ কাল অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবনে উন্নত হওয়া ব্রাহ্মদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। যখনি ইহা স্মরণ হয়, তখন মনে গাম্ভীর্য্য উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় কি করিতেছি, অনন্তের উপাসক হইয়া এই হীন মলিন সংসারে নিমগ্ন রহিলাম! পর লোকের যাত্রী হইয়া এই ক্ষুদ্র পৃথিবী-রূপ পান্থ-শালায় বদ্ধ হইয়া রহিলাম! উন্নত জ্ঞান, প্রশস্ত প্রীতি, স্বর্গীয় বল চারি দিনের সুখের জন্য বিক্রয় করিলাম! কোথায় কেবল অনন্তেরই ধ্যান, অনন্তেরই সাধন করিব, না বিষয়াসক্ত হইয়া আত্মার অমরত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দিলাম! ঈদৃশ চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় মন না স্তম্ভিত হয়? অদ্য এই চিন্তা বিশেষ-রূপে আমারদের মনকে অধিকার করিতেছে। অদ্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম উপলক্ষে আমরা এখানে সমাসীন হইয়াছি—ব্রহ্মোপাসনার উৎসবে হৃদয়কে আনন্দিত করিব, জীবনকে সার্থক করিব, এই আশাতে এখানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এমন আনন্দময় মহোৎসব, কিন্তু আমাদের আত্মা তাহার উপযুক্ত নহে; অনন্ত দেবের উপাসনা করিতে হইবে, কিন্তু আমাদের মন কেমন মলিন ও মোহাচ্ছন্ন। হে আত্মন্! আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই, বিনীত ভাবে বিবেক ও বৈরাগ্যের শরণাপন্ন হও, হৃদি-স্থিত মোহ পাপ বিনাশ কর এবং আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে অদ্যকার উৎসব সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হও।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর তিনি মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন—

“হে অনন্ত দেব! অদ্য তুমি এই পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। অদ্য সম্বৎসরের আশা পূর্ণ হইল। আমরা এক বৎসর কাল যে উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই উৎসব আজি আসিয়াছে। অদ্যকার উৎসবে ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া এই সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছেন—আমারদের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিয়া সমুদয় বৎসরের আশা পূর্ণ কর, যেন শূন্য হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া না যাই। যেমন আশা করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়া যেন গৃহে প্রত্যাগমন করি। আমারদের মলিনতা পরিহার কর, পাপ তাপ হইতে আমারদের আত্মাকে মুক্ত কর। অদ্যকার উৎসবে সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হও। অদ্য আমারদের পাষাণ-হৃদয়ে কি আনন্দ হইতেছে! অদ্য এই পবিত্র ব্রহ্ম-মন্দিরে নর-নারী একত্র উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। এই পবিত্র সমাজ-মন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে ইহার এত দূর উন্নতি হইবে? প্রথম তোমার সত্য যখন বঙ্গ-ভুমিতে আবির্ভূত হইল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে তাহা অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কে মনে করিত যে আমারদের দেশের মহিলাগণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্র প্রীতি, ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবে? কিন্তু অদ্য আমরা যাহা নাও আশা করিয়াছিলাম, তাহার অতীত ফল লাভ করিয়াছি। ধন্য সেই সকল সাধু, যাঁহারদের যত্নে ও সাধু-ভাবে এই পবিত্র সমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যকার দিনে এমন উন্নতি লাভ করিল। ধন্য জগদীশ্বর! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য! তোমার প্রসাদে বঙ্গ-স্থান দিন দিন উন্নত হইতেছে। ধন্য তোমার করুণা! তোমার করুণাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার

করুণাতেই এই উৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়া আমার হৃদয় উন্নত ও কৃতার্থ হইতেছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, নর নারী, উজ্জ্বল-রূপে তোমাকে এই ক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহারা তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেছে। আমারদের ভগিনীগণ কোমল হৃদয়ে,প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে, তোমাকে জীবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আমরা সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তোমায় সাধনা করিতেছি। হে পরমাত্মন্! তোমার বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে, কি না সংঘটিত হইতে পারে? হে জীবনের জীবন! তোমার প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ চিরস্থায়ী হউক। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে আরো বদ্ধ-মূল হউক। আমারদের সকলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হউক। হে পরমেশ্বর! আমি অনন্য-গতি হইয়া সম্বৎসর পরিশ্রমের পর আবার তোমার নিকট অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা নানা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একই ভাবে ধারণ করিয়া আছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মঙ্গলভাবের জয়-পতাকা কেমন উড্ডীন হইয়াছে! হে পরমাত্মন্! তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—গত বৎসর যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমি গত বৎসরে আমার অসদ্ভাবের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি নির্যাতন করিয়া থাকি, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি পরিশুদ্ধ, পবিত্র; তোমার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করি না—গত বৎসর যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমাকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও। সকল ভ্রাতা ভগিনীর তুমি সাধারণ জীবন—আমরা যেন সকলে ঐক্য হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হই। আপনার আপনার স্বার্থ-ভাব লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে না নির্যাতন করি। তোমার সত্য যেন হৃদয়ে ধারণ করি, সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে যেন চূর্ণ করি। আজি আমার মনে যে সদ্ভাব যে আনন্দ হইয়াছে, এই আনন্দকে এই সদ্ভাবকে যেন চির দিন আলিঙ্গন করিতে পাই। এখানে আমারদের ভ্রাতারাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, ভগিনীরাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, এই ব্রাহ্মসমাজ আমারদের গৃহ হইয়াছে, তুমি এই পরিবারের গৃহদেবতা হইয়া এখানে বিরাজ করিতেছ। যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারদের মঙ্গল কর। তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয়, প্রিয়তম ঈশ্বরের মহিমা ও আপনার মনের উল্লাস এই প্রকারে প্রকাশ করিলেন—

“আবার সেই পুরাতন সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে ধগ্ ধগ্ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যকার প্রাতঃকালের বাষ্পের মধ্য হইতে সেই পুরাতন সূর্য্য আবার নূতন উল্লাস বিকীর্ণ করিতেছে। কিছুই জগতে পুরাতন হয় না, সকলই নিত্য নূতন বেশ ধারণ করিতেছে—সেই পুরাতন ১১মাঘ আবার অদ্য নূতন বেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। কোন এক দিন এক দিনের সমান নহে, এক বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গত হয় না,—একই সূর্য্য উদয় কালে প্রতি দিন নূতন হইয়া উত্থিত হইতেছে। প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতি দিনই উন্নতির স্রোতে প্রচালিত ও ধাবিত হইতেছে—তবে ১১ মাঘ কেন না বৎসরে বৎসরে উন্নত বেশ ধারণ করিবে? পূর্ব্ব বৎসরের সাম্বৎসরিক সমাজে যে পবিত্রতার আনন্দ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অদ্য তাহা

যে কত উচ্চ ও কত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ক্রমে ক্রমে যেন নয়ন হইতে আবরণ চলিয়া যাইতেছে। অদ্য সূর্য্য যেমন প্রাতঃকালের বাষ্পকে ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইল, তেমনি হৃদয়ের অজ্ঞান-মোহ ভেদ করিয়া নূতন সত্য প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা গত বৎসরে যে সত্য দর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইতেও এ বার সত্যের প্রভা আরো অধিক প্রকাশ পাইয়াছে কি না? গত বৎসর তোমারদের মধ্যে যে সকল সদ্ভাব ও সাধুভাব ছিল, তাহা হইতেও সে সকল এবার অধিক প্রদীপ্ত হইয়াছে কি না? গত বৎসরে যে সকল বিঘ্ন বিপত্তি তোমারদের আশা ও উন্নতিকে প্রতিরোধ করিয়াছিল, এবার সেই সকল বিঘ্ন বিপত্তির উপর জয় লাভ করিয়া তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ কি না? ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ত পরিবর্ত্তন; কিন্তু পরিবর্ত্তন উন্নতির দিকে, তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল এই ১১ মাঘ হইয়াছে কি না? আমারদের ঈশ্বর মঙ্গলময়। আমরা আকাশের গ্রহ নক্ষত্রে, সমুদ্রের অতি বৃহদাকার তিমি মৎস্যে, পৃথিবীর স্তর-নিহিত বিনষ্ট জীব জন্তুতে, ঈশ্বরের অপার মহিমার তো পরিচয় পাইবই পাইব। এক এক ১১ মাঘের উৎসব পাঠ কর—প্রতি ১১ মাঘের উৎসবে তাঁহার বিচিত্র কৌশল উপলব্ধি করিবে, তাঁহার মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইবে। তাঁহার বিরচিত বিশ্ব-রূপ গ্রন্থের একটি পত্রের পৃষ্ঠে যে এই গগন-মণ্ডল আমারদের নয়নের সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছে, তাহার এক ক্ষুদ্র পংক্তি মাঘ মাসের এই একাদশীয় উৎসব—তাহাতেই অনন্তের মঙ্গল ভাব প্রচার হইতেছে, তাঁহার স্নেহ করুণা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। ১১ মাঘের একটি ক্ষুদ্র পংক্তি পাঠ করিয়া শেষ করা যায় না; সকল জগৎ, সকল কালে, তাঁহার যে মহিমা প্রকাশ করিতেছে, তাহা কি প্রকারে অবলোকন করিব—কি প্রকারে বর্ণন করিব। মঙ্গলের সকলি মঙ্গল। তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতিতে আমারদের এই আত্মা মঙ্গলময় হইয়াছে—পবিত্র হইয়া সুন্দর হইয়াছে। সেই সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর প্রতি জনের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। প্রতি জন আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে অন্বেষণ করুন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সেখানে মুদ্রিত দেখিবেন—দেখিবেন যে এমন স্পষ্ট আর কিছুই নাই। সেখানে যাহা লিখিত আছে, তাহা অপরিস্ফুট নহে—তাহা জাজ্বল্যমান অক্ষরে, সমুজ্জ্বলিত রূপে, দীপ্তি পাইতেছে—তাহা "একমেবাদ্বিতীয়ং"। প্রতি জনে হৃদয় পাঠ করুন, তাহা দেখিতে পাইবেন।

আমরা এইমাত্র শ্রুত হইলাম "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" "সেই ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।" এই সংসার মধ্যে আমারদের প্রীতি বিচরণ করিয়া সকল সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় আকর পরমেশ্বরে উপনীত হইতেছে। জগৎ-সংসারের সকল স্থানেই সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ রহিয়াছে, সকল স্থান হইতেই প্রীতির অজস্র ধারা বর্ষিত হইতেছে। পুত্রের আনন, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ, সতীর প্রেমে, হৃদয় বিগলিত হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে কত কত মহৎ ভাব আমারদের প্রীতিকে আকৃষ্ট করিতেছে—সাধুর চরিত্র, সৎ লোকের উপদেশ। এই সকল প্রীতিকর বস্তুতে প্রীতি করিবে—ইহা ঈশ্বরেরই আদেশ। বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন রোদন করে, সেই রোদনের সহিত আনন্দ-কোলাহল মিশ্রিত হইয়া যখন পিতা-মাতার

মনে বসন্ত-সমীরণের ন্যায় উল্লাস বহন করে—তখন এই দৃশ্য কি রমণীয়ই হয়। স্নেহময় মুগ্ধ শিশু, মাতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করত প্রাতঃকালের ন্যায় হাস্য বিস্তার করিতেছে, তাহার উপর মাতার স্নেহ-দৃষ্টি নিয় হইয়া নিপতিত রহিয়াছে—ইহা দেখিয়া কাহার মনে না বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হয়! যখন পুরুষ আপনার উপর প্রভু হইয়া অধর্ম্মকে তৃণ-রাশির ন্যায় দগ্ধ করে, তখন সেই বলিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ কাহার প্রীতি না আকর্ষণ করে। গৃহের লক্ষ্মী পতিব্রতা সতী গৃহ-কার্য্যে প্রহৃষ্ট থাকিয়া ছায়ার ন্যায় পতিকে অনুসরণ করেন—ইহা দেখিয়া কোন্ হৃদয় না বিমল জ্যোতিতে দীপ্তিমান্ হয়। সংসারে সকল বস্তুই প্রীতিকর—সংসার হইতেই প্রীতির শিক্ষা পাইয়া অনন্তকে প্রীতি করিতে সমর্থ হই। আমরা কত বার বলিয়াছি—ঈশ্বরেরই প্রীতি শতধা হইয়া সতীর প্রেম বিরচণ করে, ভ্রাতার অন্তরে বিরাজ করে, মাতার হৃদয়ে বসতি করে। আমরা সেই মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ, সতীর প্রেম হইতেই ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ বুঝিতে পারি, তাঁহার সেই সুন্দর মঙ্গল ভাবে প্রীতি দান করি—সংসারকে প্রীতি করিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার উপযুক্ত হই। প্রীতি-রূপ কণা সকল খদ্যোতিকার ন্যায় সংসারে জ্বলিতেছে, তাহা হইতে অনন্তের প্রীতির আভাস পাই। যিনি পুত্রমুখ দর্শন করেন নাই, তিনি পরম পিতার প্রীতি কি প্রকারে বুঝিবেন? যদি পুত্রকে বিহিত প্রীতি না করি, তবে পুত্র হইতে অধিক করিয়া ঈশ্বরকে কি প্রকারে প্রীতি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই যে পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, আর আর সকল হইতে অধিক করিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে—তাঁহার সমান প্রিয় বস্তু আর কেহই নাই। ঈশ্বর সকল হইতে অন্তরতর প্রিয়তর। যদি আমরা এই অন্তরতর প্রিয়তর পরমেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া পুত্র দারা, ধন জন, মান মর্য্যাদাকে অধিক প্রীতি করিতে যাই, তবে তো তাহা প্রীতি নহে—তাহাই মোহ। হে মঙ্গলের আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর! আত্মার প্রকৃত প্রীতি তোমারই সুন্দর মঙ্গল রূপে—তাহার তৃপ্তি আর কিছুতেই নাই। তোমার এই প্রীতিকর তৃপ্তিকর সুন্দর মঙ্গল ভাব বলিতে গিয়া আমার বাক্য মন অবসন্ন হইল—আর আমি বলিতে পারি না।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

মধ্যাহ্ন কাল।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আলয়ের উপাসনা-মণ্ডপে সত্য-নিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সরল হৃদয়ের এই পবিত্রকর রচনা পাঠ করিয়া সকলকে তৃপ্ত করিলেন—

"যাহা সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাও আমা হইতে দূর এবং যে চক্ষু দ্বারা তাহা দৃষ্ট হইতেছে, সে চক্ষুও আলোক অভাবে দেখিতে পায় না। অন্তরস্থ চক্ষু যে জ্ঞান চক্ষু, যাহাতে দেখিবার জন্যে আলোকের প্রয়োজন হয় না, তাহা আমাতে ছিল ও আছে, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম না—তাহা যে জানিয়াছি, সে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা। সেই অন্তরস্থ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সকল দেখিতে পাই—তাহার দ্বারা যাঁহার রূপ নাই, যিনি চর্ম্ম-চক্ষুর অদৃশ্য, তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি। যেমন তিনি আমার সম্মুখে, তেমনি তিনি আমার পশ্চাতে—তিনি আমার বামে, তিনি আমার দক্ষিণে; তিনি অধোতে তিনি

ঊর্দ্ধেতে; এবং তিনি আমার সম্পূর্ণ নিকটে আছেন—তিনি আমার আত্মাতে আছেন। যেমন আমি আমার এই জড় দেহের মধ্যে আছি, তেমনি তিনি আমার আত্মার অন্তরে আছেন—ইহা সেই অন্তরস্থ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমি তাঁহারই সৃষ্ট এবং বিশ্ব-সংসার সকলি তাঁহারই সৃষ্ট। তিনি যেমন এ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রূপ সুনিয়মে ইহারদিগকে পালনও করিতেছেন। তাঁহার পর আর কেহ নাই এবং তাঁহার তুল্য বড়ও আর কেহ নাই। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বড়; অতএব তিনি ব্রহ্ম বলিয়া বাচ্য হন।

পরাৎপর পরব্রহ্ম, যিনি সকল স্থানে ব্যাপিয়া আছেন; তিনি কি এদেশে ছিলেন না এবং তাঁহার উপাসনার বিধানও কি এদেশে ছিল না?—এমত নহে। এদেশে তিনি ছিলেন এবং তাঁহার উপাসনার বিধানও ছিল। কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের নিকটে বিশেষ-রূপে তাহা প্রকাশ ছিল না। যেমত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে সকলের নিকট অদৃশ্য জ্ঞান-চক্ষু প্রকাশ হইয়াছে, সেই রূপ পরব্রহ্ম এবং তাঁহার উপাসনার প্রকরণও সর্ব্ব-সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে। এখন অনায়াসে সেই অদৃশ্য জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা অন্তরেই সেই পরব্রহ্মকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথা হইতে পাইলাম? যদি পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন না করিতেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাইয়াছি। পূর্ব্ব কালে ঋষিরা পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কত কত বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার প্রীতি-রসে চিত্ত আর্দ্র করিয়া এইক্ষণে ভুমানন্দ লাভ করিতেছি, পরে অবশ্যই ত্রাণ পাইব—ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। এই ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা অন্তরস্থ অদৃশ্য জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছি এবং সেই জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা আপনার অন্তরেই পরব্রহ্মের দর্শন পাইয়াছি। এমন হিতকর উন্নত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহাত্মার দ্বারা লাভ করিয়াছি, পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার দীর্ঘ আশা পূর্ণ করুন।

আমার এই প্রাচীন অবস্থা—তাহাতে আবার এ শরীরে সাংঘাতিক রোগও প্রকাশ হইয়াছে; এমন কি, গত বর্ষ ১১ মাঘের পর হইতে আমার গতি-শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে। আমি জানিয়াছি যে, স্ত্রী-পুত্রাদি এবং ধন-সম্পত্তি কিছুই চির কালের সঙ্গী নহে—সেই পরব্রহ্ম, তিনি আমার অন্তরে ছিলেন ও আছেন এবং থাকিবেন; তিনি আমার চির-সঙ্গী ও চির-সুহৃৎ। যে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে, তাঁহাকে লাভ করিয়াছি; আমার এত বয়স হইয়াছে, আমি এখনো পর্য্যন্ত তাহার উন্নতির কর্ম্ম বিশেষ কিছুই করিতে পারিলাম না, পারিতেছি না—পরে করিব, এই আশায় কোন কার্য্যই করিতে পারি নাই। এইক্ষণে চরম অবস্থা, আমার কোন শক্তিই নাই, সর্ব্বদা কেবল মনে আক্ষেপের উদয় হইতেছে। আমি আমার এমত ভয়ানক পীড়ার সময়ে সমাজ-মন্দিরে যে উপস্থিত হইয়াছি, সে কেবল ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সতর্ক করিবার জন্যে। হে ব্রাহ্ম-বন্ধু সকল! তোমরা সতর্ক হও—আমি যেমন অলস হইয়া এখনকার কার্য্য তখন করিব, এই আশায় ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির কার্য্য করিতে পারি নাই, এইক্ষণে আক্ষেপ লইয়া যাইতেছি; যেন তোমারদিগের মনে এ প্রকার

কোন আক্ষেপ উদয় না হয় ও না থাকে। আমার মনে কত দুঃখ ও কত আক্ষেপ! আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পরব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করিয়াছি, সাধ্যমতে যথা জ্ঞান তাহা করিতেছি বটে; কিন্তু শ্রীজগদ্‌গুরু ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতির কার্য্য কিছুই করিতে না পারিয়া আমি যে আক্ষেপ লইয়া চলিলাম, ইহাই আমার মহৎ দুঃখ ও ইহারই জন্য হে ব্রাহ্মবন্ধু-সকল! তোমারদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিতেছি, যেন তোমারদের মনে এ প্রকার আক্ষেপ ও দুঃখ স্থান না পায়। হে পরম পিতা পরব্রহ্ম! তুমি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগ প্রেরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত কর—এই আমার প্রার্থনা!

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।"

সায়ংকাল।

দিবাকর মঙ্গল-স্বরূপের মহিমা ঘোষণা করিতে করিতে অস্তমিত হইল; ব্রাহ্মগণের উৎসব-ভূমি প্রধান আচার্য্যের আলয় পুষ্প-মালায় আলোকমালায় অলঙ্কৃত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক লোকের সমাগমে উৎসব-ভূমি লোকারণ্য হইল। সপ্তম ঘটিকা অতিক্রান্ত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যাসনে উপবেসন করিলেন। জনসম্বাধ নিস্তব্ধ হইল। অমনি "আজি আমারদের মহোৎসব" বলিয়া গায়কগণের উৎসব-ধ্বনি উৎসব-ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ব্রহ্ম-সঙ্গীত পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

"আমারদের মাতৃ-ভূমির অদ্য মহা মহোৎব। অদ্যকার এই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় উল্লসিত হইতেছে, আত্মা ভুমানন্দে প্লাবিত হইতেছে। সেই ১৭৫১ শকের মাঘের একাদশ দিবসে বাষ্পময় মেঘের মধ্য হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎসাহ-পূর্ণ রক্তিম-কপোলে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকেই এখন সমুজ্জ্বল কিরণ বিকীরিত করিয়াছে, একই সময়ে স্বদেশ বিদেশ চতুর্দ্দিক্ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও মহিমা সংঘট্ট-রূপে সমুত্থিত হইয়া নিদ্রিত লোককে সচকিত করিতেছে এবং সকলকেই আচম্বিত করিতেছে, চতুর্দ্দিক হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দিন দিন হইতেছে, ঈশ্বর নিয়ত আমারদিগকে নানা দিক্ হইতে তাঁর নিকট আহ্বান করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মেরা আপনারদের হৃদয়াকাশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমুদিত দেখিয়া ভীরুতা ও কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৌত্তলিকতার নিবিড়ান্ধকার মধ্যে সেই প্রভা ধারণ করিতেছেন, সেই প্রভা অবরোধে প্রবেশ করিয়া কুসংস্কার-দূষিত বায়ু পরিস্কৃত করিতেছে, তাহারদের হৃদয়-কমল হইতে শোক-দুঃখের বাষ্প-ভার তিরোভাব করিতেছে। এখন সহজেই ভ্রাতার সাহায্যে ভগিনীগণ পৌত্তলিকতার সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-পূজা করিতেছেন, স্বামীর উৎসাহে স্ত্রীও উৎসাহ-পূর্ণ হইয়া ব্রহ্ম-মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ব্যগ্র হইতেছেন, এবং সকল ব্রাহ্ম-পরিবার প্রীতি-সূত্রে ঐক্য হইয়া এক ব্রাহ্ম-পরিবার হইতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতাপ এই রূপে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। যেমন উন্নত হিমালয় হইতে নদী-সকল নির্ঝরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়, তেমনি ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনিঃসৃত হইয়া দেশ-বিদেশে গ্রামে গ্রামে প্রবাহিত হইতেছে। যখন সকল দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবাহিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিবে,

তখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নদী আরো গভীর হইবে। যদি ভারত ভুমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়ীভাব ও উন্নতি-বিষয়ে কেহ সন্দিহান হও, তবে এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান ইতিহাস পাঠে মনোযোগ কর ; সকল সংশয় দূর হইবে। এই বঙ্গ দেশে—যে দেশে কেবল আপনার আপনার যশোমান প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়া সাধারণের মধ্যে কিছুতেই ঐক্য বদ্ধ হয় না, সেই দেশে প্রথম অবধিই শত শত হৃদয়-ভেদী মর্ম্মান্তিক আঘাত অতিক্রম করিয়া এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম যে তেমনি অটল ভাবে বিরাজ করিতেছে ; ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও উন্নতির বিলক্ষণ প্রমাণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের কি স্বর্গীয় বল! ব্রাহ্মধর্ম্মের কি স্বর্গীয় প্রতাপ!

দেখ, ব্রাহ্মগণ! অন্তরে শত্রু, বাহিরে শত্রু—তবু কি ভারত ভূমির অবস্থার প্রতি জাগ্রত হইব না? এখন কি গৃহভেদ, পরস্পর বিবাদ বিষম্বাদের সময়—এ কাল অতি তীব্র কাল, এ কাল উপেক্ষা করিবার কাল নহে। এখন আপনার আপনার স্বার্থ-ভাব বিসর্জ্জন দিয়া ভারত ভুমির চিরাপবাদ অনৈক্যতা পরিহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা ঐক্য প্রচারে প্রাণ-মন সমর্পণ করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইয়া আমারদের অভিতপ্ত আত্মা শীতল হইয়াছে, সেই ছায়া দান করিয়া সকলকেই শীতল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি যে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের প্রাণ হইতেও প্রিয়তর, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য আমরা প্রাণও দিতে পারি। আমরা বলি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যদি সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। একথা কি কেবল আমারদের মুখেই থাকিবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট চির দিন যে কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ আছি, কার্য্য দ্বারা তাহা পরিশোধ করা এখন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এস, ইহার জন্যই নয় সকলে ঐক্য হই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে স্বদেশ বিদেশ প্রচারিত হয়, যাহাতে শত শত বিষ-জর্জ্জরিত অমৃতের পুত্রদিগকে ঈশ্বরের ক্রোড়ে উপনীত করা যায়, যাহাতে বিচ্ছিন্ন ভাব দূর হইয়া সকলে ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হয় ; তাহাতে এস সকলে প্রাণপণে যত্নশীল হই। এস অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সকলে এক-হৃদয়ে আপনার যশোমান মহিমাকে ছাড়িয়া দিয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রাণ-মন অর্পণ করি। দেখি যে সকল বাধা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি কি না? আত্মার বলের সহিত সংসারের কি বল? ধর্ম্মের বলের সহিত পৃথিবীর কি বল? ঈশ্বরের বলের সহিত ক্ষুদ্র লোকের কি বল? ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন স্বর্গীয় ধর্ম্ম, ঈশ্বর যখন ইহার নেতা; তখন কি ভুলিয়াও মনে স্থান দিতে পারি যে সংসার দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পরাজিত হইবে। যখন সকলে এক-বাক্য হইয়া শির ও শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তরে অর্পণ করিতে পারিব, তখন সংসারের বলে আমরা কখনই ভীত হইব না। সাহস পূর্ব্বক যদি অগ্রসর হই, কোথায় বিঘ্ন, কোথায় বিপত্তি, কোথায় সংসারের প্রপীড়ন—সকলি অস্তমিত হইবে। আমরা কি ক্ষুদ্র ধন-মানের জন্য সেই নিত্য ধন হইতে বিচ্যুত হইব? সত্য-পালন যে জীবনের শোভা, তাহাতে কি কলঙ্ক অর্পণ করিয়া জীবনেকে বিনষ্ট করিব। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে পালন করিতেই হইবে। যখন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সে ব্রত রক্ষা করিতেই হইবে। যখন ব্রাহ্ম হইয়া ঈশ্বরকে সকল বিক্রয় করিয়াছি ; তখন তিনি যে দিকে অভিপ্রায় করিবেন, সেই দিকে গমন করিতেই হইবে—পারিব না, একথা

কখনই বলিতে পারিব না। কায়মনোবাক্যে যেন আমরা সত্য-পালনে ব্রতী হই, আমারদের অবশ্যই জয় লাভ হইবে। সকলে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে চেষ্টা করি, সকলি সুসিদ্ধ হইবে। যখন জ্বলন্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, যখন সেই পবিত্র অটল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও স্তুতি নিয়ত অর্পণ করিতেছি, যখন ঈশ্বরকে অনন্ত কালের উপজীবিকা বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি ; তখন আর কেন ভীত হইব? যে ধর্ম্ম আমারদের চিরদিনের শোভা, অগ্নিহোত্রীর ন্যায় সেই ধর্ম্মকে আমরা চির দিনই হৃদয়ে পালন করিব—এই আমারদের প্রতিজ্ঞা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।”

পরে উদ্বোধনাদি স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কতিপয় শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনের পর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিরচিত এই হৃদ্য উন্নত উপদেশ সুমধুর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিলেন—

“ধর্ম্মই আমারদিগের অভেদ্য কবচ। এই তুমুল সংগ্রাম-স্থল জগতীতলে যে ব্যক্তি অভেদ্য ধর্ম্ম-কবচ পরিধান করিয়াছেন, এখানে তিনিই সম্যক্-রূপে নিরাপদ লাভ করিয়াছেন। দুঃখের নিদারুণ কশাঘাত, শোক-সন্তাপের সুতীক্ষ্ণ বিশাল-বাণ, তাঁহার হৃদয়ে কোন রূপেই বিদ্ধ হইতে পারেনা। ধর্ম্ম-বর্ম্ম পরিধান করিয়া আমরা যেখানে অবস্থান করি, ভুমণ্ডলের যে অংশে গমন করি, আমারদের সেইখানেই অব্যর্থ জয়, সেইখানেই নিশ্চয় কল্যাণ। ইতর জীব-জন্তুদিগের জীবন রক্ষার জন্য বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর যেমন বহুবিধ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তেমনি তিনি আমারদিগের আত্মার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মকেই একমাত্র নিরাপদ দুর্গ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মের অভেদ্য কবচই এখানকার পাপ তাপ হইতে রক্ষা পাইবার এক মাত্র উপায়। অন্য রূপ সহস্র প্রকার বল থাকিলেও সংসার-সঙ্কটে ধর্ম্মভিন্ন আমারদিগের গতি মুক্তির আর উপায়ান্তর নাই। শারীরিক অতুল শক্তি, মানসিক অনুপম সামর্থ্য, প্রকৃত ধর্ম্ম-বল সহকৃত না হইলে কোন কার্য্যই শুভ ফলে সুসম্পন্ন হয় না, প্রত্যুত তাহা হইতে আরো গরলময় ফলোৎপন্নই হইয়া থাকে। ধর্ম্মের বল একটী স্বতন্ত্র স্বর্গীয় বল। ধর্ম্ম-বলের নিকটে সকল বলই পরাস্ত ও পরাভুত হইয়া পড়ে। মনুষ্য কেন বিবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হউন না, তাঁহার কণ্ঠাগ্রে কেন সকল প্রকার জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ-বাক্য একত্রীভুত থাকুক না; তাঁহার আত্মা যদি ধর্ম্ম-ভূষণে বিভুষিত না হয়, তাঁহার হৃদয় যদি ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্রীভূত না থাকে ; তাহা হইলে তাঁহার সকল জ্ঞান, সকল ব্যুৎপত্তি, পথের ধূলি অপেক্ষাও অপদার্থ হইয়া পড়ে। তাঁহার চির-সঞ্চিত বিজ্ঞান-পুঞ্জ কোন রূপেই তাঁহাকে এখানে নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখিতে পারে না।

ধর্ম্ম-কবচধারী সামান্য কৃষক যেমন অটল-ভাবে অকুতোভয়ে সংসার-সমরে সহস্র শত্রুর সম্মুখে অপরাজিত-চিত্তে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, এক জন ধর্ম্মবল-শূন্য অসীম জ্ঞানশালী ব্যক্তি তাদৃশ একটী মাত্র শত্রুর হস্ত হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। ধর্ম্ম-বলে যেখানে সামান্য ভিক্ষান্ন-ভোজী অনাথ-ব্যক্তি অনায়াসে সহস্র পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছেন, সেখানে ধর্ম্ম-বল-শূন্য কত শত অতুল বিভবশালী মনুষ্যকে এক কপর্দ্দকের জন্যও প্রলুব্ধ হইতে দৃষ্ট হইয়াছে।

চক্ষু জ্যোতি-শূন্য হইলে তাহা যেমন আর কোন কার্য্যেই আইসে না, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বর-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বল বর্জ্জিত হইলে তাহার আর কোন গুণই শোভা পায় না। ধর্ম্ম-শূন্য হইলে না সাংসারিক কার্য্যই সুশৃঙ্খল-রূপে সম্পন্ন হয়, না পর লোকের সম্বলই সুন্দর-রূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত ধর্ম্মের শরণাপন্ন না হইলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই আমারদিগের পক্ষে দুঃখের আধার হইয়া উঠে।

ধর্ম্মই কেবল সকলের পক্ষে মধু-স্বরূপ। পৃথিবীতে ধর্ম্ম-জ্যোতি বিকীর্ণ না থাকিলে ইহা নিতান্তই নিবিড় অন্ধকারময় নিরানন্দ-ধাম হইয়া উঠিত। মনুষ্য-জাতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী না হইলে ইহারাই এখানকার দানব দৈত্য, প্রেত পিশাচ হইয়া পড়িত। এক ধর্ম্মের সংস্পর্শেই ভুমণ্ডল ভুস্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে, এক ধর্ম্মাধিকার লাভ করিয়াই মর্ত্ত্য জীব অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। যে পরলোক সংশয়াত্মাদিগের নিকটে প্রকাশই পায় না, যে মৃত্যুতেই অজ্ঞানান্ধ-ব্যক্তিরা আত্মার-সকল সুখ সম্পদের পরিসমাপ্তি বিবেচনা করে; ধর্ম্মের আলোকে সেই পরলোকই প্রকৃত স্বদেশের ভাব ধারণ করে, সেই মৃত্যুই আমারদিগের সম্মুখে অমৃতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়—প্রাণাধিক বন্ধুর ন্যায়, কুশলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায়, সেই ভয়ানক মৃত্যুই এখানকার সকল প্রকার রোগ-যন্ত্রণা হইতে আমারদিগকে বিমুক্ত করিয়া পরলোকে নবতর কল্যাণতর সুখ সম্ভোগের জন্য লইয়া যায়। এই এক ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা মনুষ্য হইয়া দেব-তুল্য ঈশ্বর উপাসনায় অধিকারী হইয়াছি। ধর্ম্ম-শূন্য হইলে মনুষ্য আর পশুতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়া কার্য্য করিতে গেলে ধীশক্তি-সম্পন্ন সচেতন মনুষ্যে আর জ্ঞান-শূন্য অচেতন অন্ধশক্তিতে কিছুই বিশেষ থাকে না।

ঈশ্বরের আবির্ভাব যদি হৃদয়ে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশ না পায়, ধর্ম্মের ভাব যদি অন্তরে সম্যক্ প্রদীপ্ত না থাকে; তাহা হইলে গৃহকার্য্যও অব্যাকুলিত চিত্তে সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করা ভয়ানক কষ্ট সাধ্য কখন্ বোধ হয়?—কর্ত্তব্যতা কখন্ আমাদিগের নিকটে কঠোর ভাব ধারণ করে? যখন আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে যাই, যখন সেই ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া ধর্ম্মকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই।

জগতে ধর্ম্মই সার, ধর্ম্মই কেবল একমাত্র মধু-স্বরূপ। ধর্ম্মকে ছাড়িলে সকলই বিষময় হইয়া উঠে—সকলই কঠোর কর্কশ ভাব ধারণ করে। আলোক-শূন্য স্থান যেমন ভয়ানক ব্যাঘ্র সিংহের—কুপিত কুটিল সর্পের আবাস স্থান, তেমনি ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য ধর্ম্ম-শূন্য হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন দম্ভ দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় পশু ভাবেরই ভয়ানক নিকেতন হইয়া পড়ে। বিষয়ীর বিষয়-দর্প, জ্ঞানীর জ্ঞান গর্ব্ব ধর্ম্মভিন্ন আর কিছুতেই বিদূরিত হয় না। অজ্ঞানীর হিতাহিত-জ্ঞান, পাপীর প্রকৃত পরিত্রাণ, ধর্ম্ম ভিন্ন কেহই বিধান করিতে পারে না।

ধর্ম্মই সাধুকে সদ্ভাবে অবনত করে, মহাশাল গৃহস্থকে বিনম্র করিয়া তোলে এবং ঘোর বিষয়ীর হৃদয়েও ঈশ্বরের জন্য দুর্নিবার্য্য ব্যাকুলতা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া তাহার অবৈধবিষয় লালসাকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। ধর্ম্ম উদ্ধত উগ্রকে প্রশান্ত করিয়া কুণ্ঠিত স্বার্থপরকে উদারতার শিক্ষা দিয়া, জনসাধারণকে প্রশস্ত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য করে। ধর্ম্ম পাপী তাপীর হৃদয়ে

প্রবেশ করিয়া দুশ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি-সকল ছেদ করত, ঈশ্বরের নিমিত্ত তাহার লৌহময় মনোদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

কেবল এক ধর্ম্মই সমুদায় জাতিকে অক্ষয় ভ্রাতৃ ভাবে আবদ্ধ করিবে, ধর্ম্মই পৃথিবীকে সাধারণের একত্রীভুত গৃহ-স্বরূপ করিয়া দিবে, ধর্ম্মই কেবল এখানকার সকল প্রকার বিবাদ বিষম্বাদ, বিদ্বেষ মৎসরতা, পাপ মলিনতা বিদূরিত করিয়া দিয়া সকল জাতিকে ঈশ্বরের পদাবনত করিবে; এই রূপ বাক্য, সকল দেশীয় সকল জাতীয় ঈশ্বর-প্রাণ মহর্ষিগণ দ্বারা আবহমান কাল পর্য্যন্ত পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাদৃশ উন্নত পবিত্র ধর্ম্ম কি অদ্যাবধি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই? সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হইতেই পারে। ভূমণ্ডলে যত ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোন ধর্ম্ম দ্বারাই তো সম্যক্-রূপে ঈশ্বরের উদার উন্নত লক্ষ্য-সকল সুসম্পন্ন হইতেছে না। কোন ধর্ম্ম হইতেই তো ভূমণ্ডলের আজন্ম-কথিত স্বতঃসিদ্ধ দৈব-বাণী সংসিদ্ধ হইতেছে না। প্রচলিত ধর্ম্ম-সকলের মধ্যে কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্তিকে পৃথক পৃথক রূপে পরিমিত ভাবে পূজার্চ্চনা করিবার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কোন ধর্ম্মে ঈশ্বর-সৃষ্ট তেজঃপুঞ্জ পদার্থ বিশেষের, কুত্রাপি বা প্রভাব-শালী জীবজন্তুর আরাধনার পদ্ধতি ভুরি পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। কোন ধর্ম্ম বাহ্যিক পবিত্রতা লইয়া জনসমাজকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা দলে নানা বর্ণে বিভক্ত করিয়া দিতেছে। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরানুগৃহীত অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ব্যক্ত করত সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পুরুষের অখণ্ড প্রীতি ও অপরিবর্ত্তন-স্বভাবে কলঙ্কারোপ করিতেছে। কোন ধর্ম্ম বা ব্যক্তি বিশেষকে পাপের মোচয়িতা এবং মানবকুলের একমাত্র অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে প্রতিপন্ন করত অপ্রতিম ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলভাবের খর্ব্বতা করিয়া ধর্ম্ম-শব্দের অবমাননা করিতেছে। যখন প্রচলিত সকল ধর্ম্মই কোন না কোন দোষে দূষিত, তখন কি মনুষ্যের দুর্নিবার্য্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে প্রকৃত ধর্ম্মামৃত অদ্যাপি বর্ষিত হয় নাই? সমুদায় পৃথিবীর—সমস্ত মানব-জাতির এই নিদারুণ আধ্যাত্মিক অভাব পরিহার করিবার জন্য কি এখানে এমন পরিশুদ্ধ উন্নত ধর্ম্মের অদ্যাবধি আবির্ভাব হয় নাই? এই রূপ জিজ্ঞাসার উদয় হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অমনি আমাদের বিজ্ঞান-নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন। যে প্রকার অবিতথ সত্যে, বিমল জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ভাব-সকল যথার্থই পরিস্ফুটিত হয়, এবং ঈশ্বরের অখণ্ড অনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নিরবচ্ছিন্ন সেই সমস্ত দেব-দুর্লভ অমূল্য আভরণে অলঙ্কৃত হইয়াই জগতীতলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই পবিত্র ধর্ম্ম-ভাব পৃথিবীর প্রথম দিন হইতেই সকল দেশীয় সকল জাতীয় সভ্যাসভ্য জ্ঞানী অজ্ঞান নর নারী সকলের হৃদয়-ভুমিতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে—এই সহজ জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়-মূলক সুপবিত্র ধর্ম্ম-ভাব সকল দেশেতেই ক্রমে ক্রমে পরিপোষিত হইয়া অল্পে অল্পে চির-সেবিত কুসংস্কার-রাশি ভেদ করিয়া উদিত হইতেছেন। এই ভারত-ভূমিতেও তেমনি এই সনাতন ধর্ম্ম কাল-সহকারে নানা হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া পরিশেষে মেঘ-মুক্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায় এই

বঙ্গদেশ বাসী মহাত্মা রামমোহন রায়ের অন্তরাকাশে অভ্যুদিত হইয়া ভারতের দুঃখের নিশি অবসানের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই অসামান্য-জ্ঞান-সম্পন্ন উদার-চরিত প্রশান্তাত্মা মহাপুরুষ যখনই সেই পবিত্র ধর্ম্মের আলোক লাভ করিলেন, যখনই তিনি স্বীয় একান্ত অনুরাগ-বলে আপনার অন্তরাকাশে সুনির্ম্মল ব্রহ্ম-মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন? তখনই তিনি সাধারণ মনুষ্য-কুলকে তাঁহার চির-জীবনের উপজীবিকা অনন্ত অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন—তখনই তিনি সকল বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সেই অমূল্য নিধিকে এখানে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্ন ও আয়াস করিতে লাগিলেন।

চারি দিকে হিমালয় সমান বাধা বিঘ্ন, সমুদ্র সমান প্রতিবন্ধক, তিনি একাকী ঈশ্বরের আদেশে এই সুবৃহৎ রাজ্যে সকল মঙ্গলের একায়তন, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপন করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ঈশ্বরের ঈষৎ ইঙ্গিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ধর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন, ধর্ম্ম-বল ভিন্ন, কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা যায় না। দেশের দুর্দ্দশা পরিহার করিতে গেলে, অথবা কোন একটী জাতিকে সর্ব্ব প্রকারে সুসম্পন্ন করিয়া প্রকৃষ্ট-রূপে একটী জাতির মধ্যে গণ্য করিয়া তুলিতে হইলে, কিম্বা মনুষ্যের পশুভাব আসুরিক ভাব-সকল বিদূরিত করিয়া তাহার অন্তরে দেব-ভাব প্রজ্বলিত করিতে হইলে, দেব-প্রসাদ ভিন্ন —ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে, কোন রূপেই তাহা সম্পন্ন হয় না।

সেই উদ্দেশে সামাজিক আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির সূত্র-পাত করিবার নিমিত্ত গত্ন-গর্ত্তা ভারত ভুমির এই সুপ্রসিদ্ধ মহা-নগরীতে মাঘের এই একাদশ দিবসে মহাত্মা রামমোহন রায় এই সুপবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করেন। ঈশ্বর-প্রসাদে সেই ব্রাহ্ম-সমাজ-রূপ অমৃত-তরু এই ষট্‌ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত পালিত হইয়া সুধাময় সুখরত্ন প্রসব করত দেশ বিদেশকে রক্ষা করিতেছেন—অধর্ম্ম-অত্যাচারের মূলোৎপাটন করিয়া চারি দিকে সত্যের জয়—ধর্ম্মের জয়—ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন। আজি সেই মাঘের একাদশ দিবস—আজি ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্থাপন দিন। সেই জন্য সেই মঙ্গল-দাতা সিদ্ধি-দাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বরের সন্নিধানে আজি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতে দেশ বিদেশীয় এই সমস্ত প্রশান্ত-চিত্ত ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু-সকল এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। তদগত চিত্তে সহস্র আত্মা আজি এই চন্দ্রাতপ-নিম্নে পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভুলোকেই সেই দেব-লোক ব্রহ্ম-লোকের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁর বিশ্ব-বিজয়ী মহদ্‌যশ ঘোষণা করিয়া আজি বঙ্গ-দেশকে, ভারত ভূমিকে, সমুদায় পৃথিবীকে, পুণ্যবতী করিতে এই ভাগ্যবান সাধুর আশ্রমে সকলে একত্রিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রতি যাঁহারদের কিছু মাত্র অনুরাগ আছে, ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের কিছু মাত্র আস্থা আছে, বঙ্গ দেশের—ভারতবর্ষের—হিন্দু-সমাজের প্রতি যাঁহাদের কিছুমাত্র প্রীতি আছে, এদেশের এই পরম মাঙ্গলিক মহোৎসবে তাঁহাদের হৃদয় তো কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের চরণে আপনা হইতে অবনত হইয়া পড়িবেই, আজ তো তাঁহারদের রসনা ঈশ্বরের যশো-ঘোষণার জন্য প্রমুক্ত হইবেই।

এই উৎসব-ক্ষেত্রে—ঈশ্বরের আহ্বানে যিনি এখানে উপস্থিত হইয়া আমারদের চিরজীবন-সখা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অদ্য অসমর্থ হইলেন; তাঁহার জীবনের একটী সুমহান্ কর্ত্তব্যভার অসম্পন্ন রহিল, তাঁর পৃথিবীর একটী প্রধান দিন বিফলে অতিবাহিত হইল। আজিকার উৎসবে যিনি ব্যাকুল-চিত্তে এখানে ব্রহ্ম-পূজার জন্য উপস্থিত না হইলেন, অদ্যকার এই সমস্ত পবিত্র আয়োজনে যাঁর হৃদয় আনন্দে প্রফুল্লিত না হইল, যাঁর পরিশুদ্ধ আন্তরিক প্রীতি আজি এই অসামান্য সাধু-সমাজের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি উন্নত না হইল; নিশ্চয়ই তাঁর আত্মা নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে, নিশ্চয়ই তিনি নীচ সাংসারিক ভাবের একান্ত বশম্বদ দাস হইয়া পড়িয়াছেন—তাহার আর সন্দেহ নাই।

হে বঙ্গবাসী সজ্জন সাধু সকল! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বল দেখি আমারদের এই দুর্দ্দশা নিরাকরণের কি উপায় থাকিত? আমরা জ্ঞান, ধন, বলবীর্য্য স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া তো পৃথিবীতে সকল জাতির সন্নিধানেই এক প্রকার কৃপাপাত্র হইয়া পড়িয়াছি, জন-সমাজের যত প্রকার দুর্দ্দশা সংঘটিত হইতে পারে, আমরা তৎসমূহ কাল-ক্রমে উপভোগ করিয়া আসিয়াছি, প্রকৃত ধর্ম্ম-শাসন না থাকিলে জন-সমাজে যত প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধন ব্যাপারের সূত্র-পাত হইতে পারে, আমারদিগের দুর্ভাগ্য-ক্রমে এখানে তৎসমুদায়ই কার্য্যেতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কোথা হইতে—কে সেই সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া নানা প্রকার কুসংস্কার পাশ চ্ছেদ করত সকল দুঃখের অবসান করিয়া, সুখের পর সুখরাজ্যে আনন্দের পর আনন্দধামে যাইবার অধিকার আমারদিগকে প্রদান করিলেন? এই সমস্ত ঘটনাতে কি আমরা ঈশ্বরের হস্ত আমারদের মস্তকের উপরে দেখিতে পাইতেছি না? আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে কি আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অপরাজিত শক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি না? এই দেব-সেব্য সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আমরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলাম? সকল ধর্ম্মের সার, সমুদায় পৃথিবীর শিরোভূষণ-স্বরূপ এমন উৎকৃষ্টতর বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে কেমন করিয়া লাভ করিলাম? ইহাতে কি আমারদের উপরে ঈশ্বরের অপার করুণা আমরা জাজ্বল্যমান সন্দর্শন করিতেছি না? তিনি বঙ্গ বাসীগণকে জ্ঞান-হীন বল-হীন দুর্ব্বল দেখিয়া স্বয়ংই আমারদের নেতা হইয়া বঙ্গভূমির গতি মুক্তির জন্য, পৃথিবীর উন্নতি সাধন জন্য, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই অনাদ্যনন্ত শুদ্ধ স্বতন্ত্র পরমেশ্বর আপনি অভ্রান্ত আদর্শ-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া আমারদের সকলকেই তাঁহার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা দুর্ব্বল হইয়া সহস্র বিষয়ে অন্যের নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়াছি, সহস্র বিষয়ে আমরা অন্যের দ্বারস্থ হইয়া লঘু হইয়াছি, ঈশ্বর কৃপা করিয়া এক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম রূপ অমূল্য-নিধি প্রদান করত আমারদিগের সকল মনস্তাপ বিদূরিত করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর সকল জাতির সন্নিধানেই আমারদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব সকলে তাঁহাকে অদ্য কৃতজ্ঞতার সহিত এই মহোৎসব-ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করত অবনত মস্তকে বার বার নমস্কার কর।

হে গতি-হীনের গতি, অকিঞ্চন-গুরু, দীন-দয়ালু পরমেশ্বর! আমরা তোমারই বিতরিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে লাভ করিয়া কৃতার্থ

হইতেছি, আমরা তোমার সেবক উপাসক হইয়া—তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়াই এ জীবনকে সার্থক করিতেছি। এক সময়ে তোমার প্রসাদে আমরা বল বীর্য্য জ্ঞান-ধর্ম্ম স্বাধীনতায় উন্নত হইয়া এদেশের ভীরুতা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন চির-কলঙ্ক অপসারিত করিতে যে সমর্থ হইব, তাহারও আশা করিতেছি। আমরা তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করত সকল বিষয়ে তোমাকে আদর্শ করিয়া চলিলে প্রকৃত পুরুষত্ব ও মহত্ত্ব যে লাভ করিতে পারিব, সর্ব্বত্র তোমার ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন করিতে পারিব, তাহা প্রতি দিনের পরীক্ষাতেই প্রত্যক্ষ জানিতেছি।

হে দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, পাপীর পরিত্রাতা পরমেশ্বর! তুমি এক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াই আমাদের সকল অভাব ও অনটন বিদূরিত করিয়াছ। এখন যাহাতে তোমার বিতরিত এই অমূল্য ধর্ম্মকে আমরা প্রাণ-পণে রক্ষা করিতে পারি, সর্ব্ব প্রযত্নে যাহাতে তোমার আদেশ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ রূপ বল বুদ্ধি শক্তি বিধান কর। এ দেশ হইতে বিবাদ বিষম্বাদ, বিদ্বেষ মলিনতা, দূরীকৃত করিয়া "গচ্ছদপাদং বিগত বিবাদং" যে তুমি, উদার ভাবে সকলকে তোমার উপাসনায় অনুরক্ত কর। তুমি আমারদিগকে তোমার মধুময় প্রীতি-সূত্রে গ্রথিত করিয়া ব্রহ্ম-ধামের সমীপবর্ত্তী কর। যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হয়, যাহাতে সকলের হৃদয় বিমল বিশুদ্ধ হইয়া তোমার সিংহাসনের উপযুক্ত হয়, যাহাতে তোমার প্রতি সকলের একান্ত অনুরাগ ও অটল নির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত হয়; কৃপা করিয়া তুমি এরূপ সদুপায় বিধান কর।

হে ঈশ্বর! তোমার মহিমা সর্ব্বত্র মহীয়ান্ হউক, তোমার অপার যশ দিনে নিশীথে এখানে পরিকীর্ত্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলে তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভুমণ্ডলে সুখ-শান্তি বিস্তার করুক, কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর কয়েকটী ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া ব্রাহ্মোৎসবের বিরাম হইল।

উদ্ধৃত।

স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

নবম উপদেশ।

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহার চরিত্র মন্দ তাহার অতি সূক্ষ্ম ও উন্নত বুদ্ধিও কোন কার্য্যের নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে থাকিলেই বিদ্যার শোভা ও সৌন্দর্য্য। ধর্ম্মের অনুচর হওয়াই জ্ঞানের গৌরব। মনের কুপ্রবৃত্তি সকলকে সংযম করিয়া পাপ চিন্তা পাপালোচনা ও পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবে। নানাবিধ সদুপায় অবলম্বন করিয়া সাধু-গুণ-সম্পন্না হইবে ও সদাচারা হইবে। মন এবং বাক্য ও কার্য্য সকলি বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। সমাহিত ও শান্তচিত্ত হইবে ও সংযতেন্দ্রিয়া হইবে। সংসারের দুঃখবিপদে যেন মন বিচলিত বা অবসন্ন না হয়। তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা সহকারে সকল কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিবে ও বারম্বার আঘাত পাইলেও অধীরা হইবে না। কর্ত্তব্যজ্ঞানকে জাগ্রত রাখিয়া সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় দমন করিবে, এবং কদাপি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইবে না। এইরূপে মনঃসংযম করিয়া দুঃখ পাপ হইতে আপনাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়ত রক্ষা করিবে। সত্য কথা কহিবে এবং মৃদুভাষিণী হইবে। বহুল অর্থ লাভের আশা থাকিলেও মিথ্যা কহিবেনা, সমুদয় সম্পত্তি হানির সম্ভাবনা থাকিলেও মিথ্যা কহিবেনা; সকলকে প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয়

কঠোর বাক্য মুখে আনিবে না। কটু কথা, পরনিন্দা এ সকল যেন তোমার কোমল রসনাকে কলুষিত না করে। প্রিয় বচন দ্বারা শত্রুরও প্রীতি আকর্ষণ কর্‌া যাইতে পারে। ক্রোধ ও হিংসা ভয়ানক রিপু; ইহাদিগকে সর্ব্বদা দূরে রাখিবে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি আপনার ও পরের হিত দেখিতে পায় না, হৃদয়কে নানাবিধ কুটিল ইচ্ছা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে, এবং শান্তি সদ্ভাব ও প্রণয় বিবর্জ্জিত হইয়া অধর্ম্মে পতিত হয়। অন্যের দোষ দেখিলে শান্তভাবে প্রশস্ত হৃদয়ে ক্ষমা করিবে। ক্ষমা আত্মার পরম ভূষণ। পরহিংসা অতি নীচ-প্রকৃতির লক্ষণ। এ কুটিলভাব যেন তোমার হৃদয়কে দূষিত না করে। অন্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ বা সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া কদাপি দ্বেষ করিবে না; আপনার যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। পরমেশ্বর অনেক স্ত্রীকে যেমন তোমা অপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যবতী করিয়াছেন, তেমনি আবার সহস্র সহস্র ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা কত দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। বেশ বিন্যাস কি স্বর্ণাভরণে সুশোভিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহাতে গৌরব কি। জ্ঞান ধর্ম্মে প্রাধান্য লাভ করাই যথার্থ গৌরব ও প্রশংসার বিষয়। মনের সৌন্দর্য্যের সহিত কি বাহিরের লাবণ্যের উপমা হয়? কিসে তোমার সমবয়স্কা বন্ধুদিগের অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবতী ও জ্ঞানবতী হইবে ইহাই তোমার লক্ষ্য হউক। দ্বেষ, হিংসা, নীচলক্ষ্য সকল পরিত্যাগ কর; পর সুখে সুখী ও পর দুঃখে দুঃখী হইয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবে। ধনের সদ্ব্যয় করিবে; বৃথা অপব্যয় করিবে না, কৃপণতাও অভ্যাস করিবে না। আপনার ও পরিবারের ও জনসমাজের মঙ্গলের জন্য অর্থ ব্যয় করিবে। সুশীলা ও লজ্জাবতী হইবে। পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে কোমল প্রকৃতি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে প্রকৃতিকে কখন বিকৃত করিবে না; তাহাতেই তোমাদের সৌন্দর্য্য। বিনয় ও সুশীলতাই নারীর আভরণ। চাঞ্চল্য, রুদ্রভাব, কঠোর ব্যবহার, নিষ্ঠুরতা, অপ্রিয় বচন এ সকল পরিত্যাগ কবিবে এবং সকল সময়ে সকল অবস্থাতে সুশীলা ও শান্তস্বভাব থাকিবে। জ্ঞান ধর্ম্মে তোমার যাহা কিছু উন্নতি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই পরিমাণে বিনয় ও লজ্জা থাকে, তাহা হইলেই তোমার উন্নতি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ থাকিয়া তোমার মঙ্গলের ও পরিবারের মঙ্গলের কারণ হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের মাঘ মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৩৫।০
যন্ত্রালয়	১৪১৬৵৫
পুস্তক বিক্রয়	৭৩।১৫
ডাক মাসুল	৫(১০
বিবিধ আয়	৯৶১০
গচ্ছিত	১৭।০
	৩৮১৬৵০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	৩৬
মাসিক বেতন	১৩৮
যন্ত্রালয়	১০২
ডাক মাসুল	১৮(১০
আলোকের ব্যয়	২৯৶১০
ব্যাখ্যানাদি মুদ্রাঙ্কন	২২
পুস্তক বন্ধন	১৮
বিবিধ ব্যয়	৫৭(৫
গচ্ছিত	৫॥৵১০
	৪২৫৬৵১৫

আয়	৩৮১৬৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	৯৮।৶১০
	৪৮০।৴১০
ব্যয়	৪২৫৬৵১৫
স্থিত	৫৪।৵১৫

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

১৭৮৭ শকের পৌষ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক	১
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	২
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত	১
" রাখালরাজ রায়	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
" হরনাথ ঠাকুর	২
" অপূর্ব্বসুন্দরী	॥০
" এক জন ব্রাহ্ম	২
" ক্ষেত্রমোহন নিয়োগী	১
	১১৬॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক	৪
দানাধারে প্রাপ্ত	৩।১০
	১২৩৶১০

আয়	১২৩৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	৭৩॥৵৫
	১৯৭।৵১৫
আগরা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত	১০০
	৯৭।৵১৫

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

বিক্রেয় নূতন পুস্তক।

মাঘোৎসব—মূল্য ১ এক টাকা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি গত বৎসর পর্য্যন্ত সাম্বৎসরিক সমাজের উৎসবে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুলভার্থে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। যে সকল মহাত্মারা সাম্বৎসরিক উৎসবের বিবরণ একত্রে অবগত হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা ঐ পুস্তকে তাহার সমুদয় দেখিতে পাইবেন।

তাৎপর্য্যসহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম—মূল্য ১।০

গত বৎসর সাম্বৎসরিক সমাজের দিবস যে পুস্তক লাল কালো অক্ষরে উভয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসনা—মূল্য ৴০ একআনা

ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা কালে যে পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুদায় সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মবন্ধু সভায় বিবৃত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকদিগের মধ্যে যিনি ঐ পুস্তক প্রার্থনা করিবেন, তিনি বিনামূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশীয় গ্রাহক মহাশয়েরা ডাকমাশুল এক আনা পাঠাইলেই পাইবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২২। কলিগতাব্দ ৪৯৬৬। ১৪ ফাল্গুন শনি বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ কল্প
তৃতীয় ভাগ
চৈত্র ১৭৮৭ শক।

২৭২ সংখ্যা। ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৮৫৩

৬ অধি সানৌ নি জিঘ্নতে বজ্রেণ শতপর্ব্বণা। মন্দানইন্দ্রো অন্ধসঃ সখিভ্যো গাতুমিচ্ছত্যর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

৬ 'ইন্দ্রঃ' 'শতপর্ব্বণা' শতসংখ্যাকধারাভির্যুক্তেন 'বজ্রেণ' 'সানৌ' 'অধি' 'নি জিঘ্নতে' অধিঃ সপ্তম্যর্থানুবাদী। সমুচ্ছ্রিতে বৃত্রস্য কপোলাদৌ স্থানে নিতরাং হিনস্তি। সচেন্দ্রঃ 'মন্দানঃ' মন্দমানঃ স্তূয়মানঃ সন্ 'সখিভ্যঃ' সমানখ্যানেভ্যঃ স্তোতৃভ্যঃ 'অন্ধসঃ' 'অন্নস্য' 'গাতুং' মার্গং উপায়ং 'ইচ্ছতি'। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৬ ইন্দ্র স্বীয় স্বামিত্ব প্রকটন পূর্ব্বক শতধার বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরের কপোল প্রভৃতি উন্নত দেশে অতিমাত্র আঘাত করেন, এবং স্তূয়মান হইয়া সখিজনের জন্য অন্নের উপায় অন্বেষণ করেন।

৮৫৪

৭ ইন্দ্র তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং বজ্রিন্বীর্য্যং। যদ্ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তমু ত্বং মায়য়াবধীরর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

৭ অদ্রিরিতি মেঘনাম। হে 'অদ্রিবঃ' বাহনরূপমেঘযুক্ত 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র 'তুভ্যমিৎ' ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। তবৈব 'বীর্য্যং' সামর্থ্যং 'অনুত্তং' শত্রুভিরতিরস্কৃতং 'যদ্ধ' যস্মাৎ যেন বীর্য্যেন খলু 'মায়িনং' মায়াবিনং 'ত্যং' তং প্রসিদ্ধং বঞ্চয়িতারং লোকোপদ্রবকারিণমিত্যর্থঃ 'মৃগং' মৃগরূপমাপন্নং তং বৃত্রং 'ত্বং' অপি 'মায়য়া, এব 'অবধীঃ' হতবানসি।

৭ হে ইন্দ্র! হে মেঘবাহন! হে বজ্রধর! তোমারই বীরত্ব অরাতিগণের অপরাজেয়; যদ্দ্বারা স্বাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক তুমিও প্রবঞ্চনা-সহকারে সেই প্রসিদ্ধ প্রবঞ্চক মৃগরূপী বৃত্রকে নিহত করিয়াছিলে।

৮৫৫

৮ বি তে বজ্রাসো অস্থিরন্নবতিং নাব্যা অনু। মহত্তইন্দ্র বীর্য্যং বাহ্বোস্তেবলং হিতমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

৮ হে ইন্দ্র 'তে' তব 'বজ্রাসঃ' বজ্রাঃ ত্বৎসকাশাদ্বিগতান্যায়ুধানি 'নাব্যাঃ' নাবা তার্য্যাঃ 'নবতিং' নবতি সংখ্যাকাঃ বৃত্রেণ নিরুদ্ধাঃ নদীঃ 'অনু' উপলক্ষ্য 'বি' 'অস্থিরন্' ব্যবস্থিরন্ বিবিধমস্থিষত সর্ব্বত্র ব্যাপ্য বর্ত্তমানং বৃত্রং হন্তুং একোঽপ্যনেকইব আসীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'ইন্দ্র' 'তে' তব 'বীর্য্যং' 'মহৎ' প্রভূতং অন্যৈরজেযমিত্যর্থঃ। তথা 'তে' 'বাহ্বোঃ' ত্বদীযযোর্হস্তযোঃ 'বলং' 'হিতং' নিহিতং ত্বদীযৌ বাহূ অপ্যতিশযেন বলিনাবিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৮ হে ইন্দ্র! তোমার বজ্র-সকল বৃত্রাসুর-নিরুদ্ধ নবতি নাব্যা নদী লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত ছিল। মহৎ তোমার বীর্য্য, তোমার বল তোমার বাহু-যুগলেই বিনিহিত আছে; তুমি স্বীয় আধিপত্য প্রকটিত করিতেছ।

৮৫৬

৯ সহস্রং সাকমর্চ্চত পরিষ্টোভত বিংশতিঃ। শতৈনমন্বনোনবুরিন্দ্রায় ব্রহ্মোদ্যতমর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং।

৯ 'সহস্রং' সহস্রসংখ্যাকামনুষ্যাঃ 'সাকং অর্চ্চত' এনং ইন্দ্রং যুগপদেবাপূজয়ন্। তথা 'বিংশতিঃ' ষোড়শর্ত্বিজঃ যজমানঃ পত্নী চ সদস্যঃ শমিতা চেতি বিংশতিসংখ্যাকাঃ। তেষাং যা বিংশতিসংখ্যা সা 'পরিষ্টোভত' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অস্তৌৎ। তথা চ 'শতা' শতসংখ্যাকাঃ ঋষযঃ 'এনং' ইন্দ্রং 'অন্বনোনবুঃ' পুনঃ পুনরস্তুবন্। অস্মৈ 'ইন্দ্রায' 'ব্রহ্ম' হবির্লক্ষণমন্নং 'উদ্যতং' দাতুং ঊর্দ্ধং ধৃতং। অতএবম্বিধইন্দ্রোবৃত্রমহন্নিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৯ ইন্দ্র স্বীয় আধিপত্য প্রকটিত করিতেছেন; সহস্র সংখ্যক মনুষ্য ইহাঁকে যুগপৎ পূজা করিয়াছিল; ষোল জন ঋত্বিক্, যজমান ও তাঁহার পত্নী, এবং সদস্য ও শমিতা এই বিংশতি জন চতুর্দ্দিকে স্তব করিয়াছিল; শত সংখ্যক ঋষি পুনঃ পুন ইহাঁর স্তোত্র গান করিয়াছিল এবং এই ইন্দ্রকেই প্রদান করিবার জন্য হবীরূপ অন্ন ঊর্দ্ধে ধৃত হইয়াছিল।

৮৫৭

১০ ইন্দ্রো বৃত্রস্য তবিষীং নিরহন্ সহসা সহঃ। মহত্তদস্য পৌংস্যং বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদর্চ্চন্ননু স্বরাজ্যং। ১। ৫। ৩০।

১০ 'ইন্দ্রঃ' 'বৃত্রস্য' অসুরস্য 'তবিষীং' বলং স্বকীযেন বলেন 'নিরহন্' হতবান্। 'সহসা' সহনেন অভিভবসাধনেনায়ুধেন 'সহঃ' অভিভবসাধনং বৃত্রাযুধং নিরহন্। 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'তৎ' 'পৌংস্যং' বলং 'মহৎ' অতিপ্রৌঢ়ং। যস্মাদযং 'বৃত্রং' 'জঘন্বান্' হতবান্। হত্বাচ তন্নিরুদ্ধা অপঃ 'অসৃজৎ' তস্মাদ্বৃত্রাৎ নিরগময়ৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ১।৫।৩০।

১০ ইন্দ্র স্বামিত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বকীয় বল দ্বারা বৃত্রাসুরের বল ও স্বকীয় আয়ুধ দ্বারা তাহার আয়ুধ ধ্বংস করিয়াছিলেন; ইহাঁর বীরত্ব অতি মহৎ, ইনি বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছেন, বৃত্রাসুরের নিরুদ্ধ জল-সকল বর্ষিত করিয়াছেন। ১। ৫। ৩০।

কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ পৌষ ১৭৮৭ শক।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর জন-সমাজের কোলাহলে বর্ত্তমান, নির্জ্জনে আত্মার মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ—সজনে নির্জ্জনে সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব। জ্ঞানকে সুমার্জ্জিত করিলে সত্য-স্বরূপকে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই; হৃদয়কে পবিত্র করিলে পবিত্র-স্বরূপ হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ধর্ম্ম দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, প্রীতি দ্বারা, আমরা সত্যকে লাভ করিতে পারি—সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। ঈশ্বরের নিকট যাইবার জন্য অহরহ জ্ঞানকে পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে, তিতিক্ষাকে হৃদয়ের বর্ম্ম করিতে হইবে। যেখানে থাকি, যদি ঈশ্বরের জন্য অবস্থান করি; যেখানে যাই, যদি তাঁহাকেই লক্ষ্য করি; তবে মহা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষিত হই। যদি আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে চাই, তবে তিনি আমারদের হৃদয়কে পবিত্র

করিবেন; যদি তাঁর সত্য জানিতে চাই, তবে তিনি আমারদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন; যদি তাঁর ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দিই, তবে তিনি পাপ-চিন্তা হইতে আমারদিগকে মুক্ত করিবেন। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে লোক-ভয় থাকিবে না। পাপ-চিন্তা হইতে দূরে থাকিয়া অপাপবিদ্ধকে অনুভব কর, আপনার ক্ষুদ্র লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ কর; তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি সরল হৃদয়ে, একাগ্রচিত্তে, তাঁহাকে দেখিতে চাই, অবশ্যই তিনি দেখা দিবেন; যত কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাই, তাহা হইতেও তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইব—তখন আশ্চর্য্য হইব যে এই অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়া সেই আলোককে দেখিতেছি, মৃত্যুর মধ্যে কেমন করিয়া সেই অমৃতকে দেখিতেছি। পশু হইতে প্রথম উন্নত অবস্থা মনুষ্যের আত্মা, সেই অবস্থাতেই মহানাত্মাকে দেখিতেছি। চক্ষু পৃথিবীর ধূলি দেখিতে পায়, উপরে তারা নক্ষত্রও দেখিতে পায়; কিন্তু আত্মা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই আশ্চর্য্য জগতে আমরা আশ্চর্য্যময় পরমেশ্বরকে দেখিতেছি। এই অসীম আকাশের মধ্যে আমরা সেই অনন্তকে দেখিতেছি। সকল কালে, সকল শক্তিতে, সকল কৌশলে, সেই কালের কাল, শক্তির শক্তি, কারণের কারণ পরমেশ্বরকে দেখিতেছি। আমরা এই সকল অপূর্ণ বস্তুর মধ্যে পূর্ণ-স্বরূপকে দেখিতেছি। হে ব্রাহ্ম-সকল! সেই এক ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য জ্ঞানকে মার্জ্জিত কর, হৃদয়কে পরিষ্কৃত কর; তবে অমৃত নিকেতনে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদ ভিন্ন আমরা তোমাকে লাভ করিতে পারি না, তুমি সহায় না হইলে তোমারদিকে আমরা উন্নত হইতে পারি না; অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমারদের সকলকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববিদ্যা।

উপক্রমণিকা।

দুই রূপ সত্যের সমবেত যোগ ভিন্ন কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না। বিশেষ বিশেষ সত্য এবং নির্ব্বিশেষ সত্য। রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নানাবিধ বিষয় এবং সুখ দুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণের নানাবিধ অবস্থা, ইহারাই বিশেষ বিশেষ সত্য, এবং উক্ত প্রকার বৈষয়িক তাবৎ সত্যের মধ্যেই যে সকল সত্য অবশ্যম্ভাবী, যে সকল সত্য বিশেষ কিছুতেই আবদ্ধ নহে, প্রত্যুত যাহা সমুদায় বিশেষ বিশেষ সত্যের মূলবর্ত্তী, যাহা সার্ব্বভৌমিক, ইহারাই দ্বিতীয় প্রকার সত্য। উদাহরণ—বহির্বিষয় নানা প্রকার, বিশেষ বিশেষ বহির্ব্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি হয়; কিন্তু সকল বহির্বিষয়েই এই এক সত্য নির্ব্বিশেষে পাওয়া যায় যে উহারা সকলেই দেশে অবস্থান করে; রূপ কি রস কি এবম্বিধ অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলেও বহির্ব্বিষয় থাকিতে পারে, বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর এমন এক বাহ্য পতার্থ থাকিতে পারে, যাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই; কিন্তু যাহা দেশে অবস্থান না করে, এরূপ বহির্ব্বিষয় কোন প্রকারেই সম্ভব সাধ্য নহে; সুতরাং দেশে বিদ্যমান থাকা নির্ব্বিশেষে সকল বহির্ব্বিষয়ের পক্ষেই অবশ্যম্ভাব্য। দ্বিতীয় উদাহরণ—বাহিরের যে সকল সত্যকে আমরা

বিশেষ বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ করি, সকলের সঙ্গেই নির্ব্বিশেষ-রূপে আমাদের আপন আপন জ্ঞান প্রতীয়মান হইতে থাকে; জ্ঞেয় পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপন জ্ঞানকে প্রতীতি করা অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক সত্য-সকল মূলে না থাকিলে অন্য কোন সত্যই থাকিতে পারে না; যথা দেশ না থাকিলে বাহ্য বিষয় থাকিতে পারে না, জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিতে পারে না, কারণ না থাকিলে কোন ঘটনাই থাকিতে পারে না; ইত্যাদি। কথিত প্রকার অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্বভৌমিক সত্য-সকল সকল তত্ত্বেরই মূল তত্ত্ব; যে বিদ্যা দ্বারা এই সকল মূল তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকেই তত্ত্ব বিদ্যা কহে।

মূল তত্ত্ব-সকলকে আয়ত্ত করিতে পারিলে আমারদের জ্ঞান অতীব প্রাশস্ত্যে উপনীত হয়, তত্ত্ব জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিলে আমাদের ইচ্ছা অতীব সুনিয়মে নিয়মিত হয়; এবং মূল তত্ত্বে প্রীতি নিবিষ্ট হইলে অনুপম আনন্দের উপভোগ হয়। সত্য-জ্ঞান উপার্জ্জন করা, মঙ্গল ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করা, এবং অনুপম আনন্দ উপভোগ করা; এই তিন উদ্দেশ্য অনুসারে তত্ত্ববিদ্যাকে তিন কাণ্ডে বিভাগ করা গেল—জ্ঞান-কাণ্ড, কর্ম্ম-কাণ্ড, ভোগ-কাণ্ড; আপাততঃ জ্ঞান-কাণ্ডকেই বিবিক্ত করা যাইতেছে।

মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের প্রণালী।

প্রথম অধ্যায়।

ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সকল বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তাহাতে আপাততঃ মূল তত্ত্বের কিছুই নিদর্শন পাওয়া যায় না; স্থূল বিষয়-সকলই ইন্দ্রিয়ের গম্য হইতে পারে কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত। বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাহা কিছু নির্ণয় করি, তাহা যদিও ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপেক্ষা মূল তত্ত্বের নিকটবর্ত্তী; তথাপি মূল তত্ত্ব হইতে তাহাও দূরে অবস্থান করে। অশ্ব বিশেষ, গো বিশেষ, এই রূপ বিশেষ বিশেষ বিষয়ই ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়; কিন্তু কোন বিশেষ অশ্ব বা গো নহে, পরন্তু অশ্ব-ভাব গো-ভাব—অশ্বত্ব গোত্ব—যাহা সকল অশ্ব বা গোর মধ্যে সাধারণ-রূপে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে উপলব্ধি হয়, তাহাই বুদ্ধি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিতব্য। বিশেষ বিশেষ অশ্ব-জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক সাধারণ অশ্বত্ব জ্ঞানে আরোহণ করা, এই রূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পদার্পণ করাই বুদ্ধির কার্য্য। কোন একটি বিশেষ অশ্ব বলাতে যে রূপ জ্ঞাত অশ্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়; অশ্বত্ব বলাতে, অশ্বকে জানিতেছে যে জ্ঞান, তাহারি অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়; একটা বিশেষ অশ্বকে বাস্তবিক বলিলে এই মাত্র প্রতিপন্ন হয় যে উপস্থিত জ্ঞাত বিষয় বাস্তবিক; অশ্বত্বকে বাস্তবিক বলিলে এই মাত্র প্রতিপন্ন হয় যে উপস্থিত বিষয়কে জানিতেছে যে জ্ঞান তাহাই বাস্তবিক; অশ্বত্বের গূঢ় অর্থ এই যে অশ্ব সংক্রান্ত বোদ্ধার জ্ঞান; অশ্বত্ব বাস্তবিক, ইহার অর্থ এই যে অশ্ব সংক্রান্ত বোদ্ধার জ্ঞান বাস্তবিক। অশ্বত্বও বাস্তবিক অশ্বও বাস্তবিক, ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানও বাস্তবিক জ্ঞাত বিষয়ও বাস্তবিক। যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বিষয়েতেই বদ্ধ থাকে, বুদ্ধি-ক্রিয়া বিষয় হইতে বিষয়ীতে আরোহণ করে; এই বিষয়ী পর্য্যন্তই বুদ্ধির সীমা। পরিমিত বিষয়ী একেবারেই সকল বিষয়

জানিতে পারে না; এক বিষয়ের পর অন্য বিষয়, এই রূপ ক্রমে ক্রমে বিষয়-সকলকে অবগত হয়; এতদনুসারে বুদ্ধি উত্তরোত্তর ক্রমেই মূল তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু মূল তত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে কোন কালেই সমর্থ হয় না। সমুদায় জগতের অনাদি কালীয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যদি আমারদের স্মরণে থাকিত, সমুদায় জগতের অনন্ত কালীয় ভাবি বৃত্তান্ত যদি আমাদের সঙ্কল্পে থাকিত, সমুদায় জগতের বর্ত্তমান বৃত্তান্ত যদি আমাদের সংজ্ঞাতে প্রত্যক্ষ হইত; তাহা হইলেই আমাদের বুদ্ধি একেবারেই মূল তত্ত্বে আরোহণ করিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বুদ্ধির প্রণালী অন্য রূপ;—আমরা প্রথমে একটা অশ্ব দেখি, পরে আর একটা অশ্ব দেখি, ইহা হইতে বুদ্ধি অশ্বত্ব ভাব আহরণ করে; আমরা এক বার অশ্ব দেখি, পরক্ষণে গো দেখি, অন্যবার হস্তী দেখি, ইহা হইতে বুদ্ধি পশুত্ব ভাব সংগ্রহ করিয়া লয়—এই রূপ বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব-সকলের দিকে অগ্রসর হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে, এই বুদ্ধি দ্বারাও নহে; কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারাই মূল তত্ত্ব-সকলের উপলব্ধি হয়। কি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া কি বুদ্ধি-ক্রিয়া, জ্ঞানের যে অঙ্গ ব্যতিরেকে, কেহই এক পদও চলিতে পারে না; যাহা সর্ব্বতোভাবে অবশ্যম্ভাবী ও সার্ব্ব-ভৌমিক—তাহাকেই প্রজ্ঞা কহে। প্রজ্ঞার সত্য-সকল সর্ব্বত্রই ও সর্ব্ব কালেই বলবৎ, উহাতে একটুকুও দ্বিধা স্থান পাইতে পারে না—ইহা নির্ব্বিকল্প। পাপী যে গ্লানি ভোগ করে, পুণ্যবান্ যে প্রসন্নতা লাভ করে; মধু-মক্ষিকা যে মধু-চক্র নির্ম্মাণ করে, ও পক্ষী যে নীড় প্রস্তুত করে; বৃক্ষলতা যে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, ও গ্রহগণ যে সূর্য্য-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নিয়মিত পথে পরিভ্রমণ করে; বিদ্যুৎ যে লৌহকে চুম্বক করে এবং চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে; সকলেরই একটি না একটি গূঢ় অর্থ আছে। প্রজ্ঞা সমুদায় জগতেরই সেই গূঢ় অর্থ-সকলে পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাই সমুদায় জগতের তাবৎ ঘটনার অর্থ আকর্ষণ করিয়া লয়। উদাহরণ—উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই সম্ভবে না—প্রজ্ঞার এই একটি মূলতত্ত্বকে ছাড়িয়া একটি রেণু কণাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে; উক্ত তত্ত্ব ব্যতিরেকে কোন ঘটনারই এক বিন্দুও অর্থ হইতে পারে না; প্রত্যুত যে কোন ঘটনার অর্থ আমাদের বোধগম্য হয়, তাহা উক্ত তত্ত্বেরই প্রসাদাৎ।

বুদ্ধির আনুষঙ্গিক তত্ত্ব এবং প্রজ্ঞার মূল তত্ত্ব, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিলে প্রজ্ঞার ভাব অতীব সুস্পষ্ট-রূপে বোধগম্য হইতে পারে। প্রত্যহই সূর্য্যোদয় হইবে, ইহা একটি বুদ্ধির তত্ত্ব; শৈশব কালাবধি আমরা প্রত্যহই নিশান্তে প্রভাত অবলোকন করিতেছি, প্রতি দিনকার এই রূপ ঘটনা-পরম্পরা হইতে বুদ্ধি উক্ত তত্ত্বটি সঙ্কলন করিয়া লইয়াছে, এবং যত অধিক দিন ঐ রূপ ঘটনা ঘটিতেছে, কথিত তত্ত্ব ততই দৃঢ়তর হইতেছে; যদি দৈবক্রমে এক দিন সূর্য্যোদয় না হয়, তাহা হইলে উক্ত তত্ত্ব একটুকু শিথিল হইবে; দুই দিন যদি সূর্য্যোদয় স্থগিত থাকে, তবে উহা আরো শিথিল হইবে; মধ্যে মধ্যে যদি সূর্য্যোদয় অবসর গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহার মূল সংশয়-তরঙ্গ কর্ত্তৃক বহুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে। অতএব "প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতেছে" এই দৃষ্ট ঘটনা অনুসারেই উক্ত তত্ত্ব দিন দিন বল পাইতেছে; সুতরাং উহা দৃষ্ট ঘটনাবলীর আনুষঙ্গিক। এই জন্যই বুদ্ধির তত্ত্বকে

আনুষঙ্গিক বলিয়া ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে; এক্ষণে প্রজ্ঞার তত্ত্ব কি রূপ দেখা যাউক।

অতীব শৈশব কালে আমরা সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতাম; তৎপরে ক্রমে আমাদের বুদ্ধিতে এই রূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছে যে প্রত্যহই সূর্য্যোদয় হইবে; অতএব বুদ্ধির উদ্রেক ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী—প্রজ্ঞার উদ্রেক বুদ্ধিরও পশ্চাৎবর্ত্তী। প্রত্যহ যে সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহার অবশ্য কোন উপযুক্ত কারণ আছে, এ তত্ত্বটি নিতান্ত বালকের মনে সহসা বোধগম্য না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যে মনুষ্যে এক বার প্রজ্ঞার উদ্রেক হইয়াছে, তাহার মনে উহা অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। বুদ্ধি যেমন পরীক্ষাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, প্রজ্ঞাও প্রথমে সেই রূপে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু বুদ্ধি যেমন কোন কালেই পরীক্ষা রূপ অবলম্বন ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, প্রজ্ঞা সে রূপ নহে; প্রজ্ঞা অবিলম্বেই পরীক্ষা-রূপ শৃঙ্খল হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। "প্রত্যহই সূর্য্যোদয় হইবে" এ সিদ্ধান্তটি তত ক্ষণই বলবৎ থাকে, যত ক্ষণ পরীক্ষাতে আমরা প্রত্যহই সূর্য্যোদয় উপলব্ধি করি; কিন্তু "কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটে না" এ তত্ত্বটির স্পষ্ট উদ্রেকের জন্য যদিও প্রথমে দুই একটি ঘটনার পরীক্ষা আবশ্যক হয়; কিন্তু অবশেষে প্রজ্ঞা শুদ্ধ মাত্র আপনার বলে ইহা যৎপরোনাস্তি অবিতথ রূপে স্থাপন করিতে পারে যে ঘটনা মাত্রেরই উপযুক্ত কারণ আছে। সূর্য্য এক দিন না উঠিলেও উঠিতে পারে, এমন দেশ আছে যেখানে ছয় মাস সূর্য্যোদয় স্থগিত থাকে; কিন্তু ঘটনা-বিশেষের উপযুক্ত কারণ আছে, এ সত্যটি কোন দেশে, কোন কালে, কোন অবস্থাতেই ব্যর্থ হইবার নহে। দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে বুদ্ধির আনুষঙ্গিক তত্ত্ব-সকলের বিপর্য্যয় সম্ভবে; কিন্তু প্রজ্ঞার মুল তত্ত্ব-সকল সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে ও সকল অবস্থাতেই সমান রূপ বলবৎ থাকে—উহা অবশ্যম্ভাবী, নির্ব্বিকল্প ও সার্ব্বভৌমিক।

বুদ্ধি মনো দ্বার দিয়া ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-বিষয়-পরম্পরা হইতে অশ্বত্ব গোত্ব প্রভৃতি ভাব সংগ্রহ করিয়া লয়; প্রজ্ঞা সত্য মঙ্গল প্রভৃতি ভাব-সকল সাক্ষাৎ আত্মাতেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পায়। ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়-সকল যে রূপ বুদ্ধির উপজীবিকা, আত্মা সেই রূপ প্রজ্ঞার উপজীবিকা; বুদ্ধি যে রূপ বিষয় হইতে বিষয়ীতে আরোহণ করে, প্রজ্ঞা সেই রূপ আত্মা হইতে পরমাত্মাতে সমুত্থান করে। অশ্বত্ব প্রভৃতি বুদ্ধির অনুভব-সকল জ্ঞানের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, কিন্তু সত্য প্রভৃতি প্রজ্ঞার ভাব-সকল জ্ঞানের পক্ষে নিতান্তই অলঙ্ঘনীয়; সত্য ভাব ব্যতিরেকে জ্ঞান একটি রেণু-কণাকেও জানিতে সমর্থ হয় না। অশ্বত্ব প্রভৃতি ভাব-সকলকে আমরা বাহিরের পরীক্ষা হইতে উপার্জ্জন করি, কিন্তু সত্য প্রভৃতি পরাকাষ্ঠা ভাব-সকলকে আমরা আত্মা হইতেই প্রাপ্ত হই,—আত্মা হইতে প্রাপ্ত হই বটে কিন্তু পরমাত্মাই উহাদিগের পরম নিধান। যেমন অশ্বত্ব প্রভৃতি ভাব-সকলকে আমরা দৃষ্ট অশ্বাদি হইতে প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাই উক্ত ভাব-সকলের নিধান স্বরূপ, আমাদের আত্মাকে ছাড়িয়া অশ্বত্ব ভাব কিছুই নহে। সেই রূপ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া সত্য প্রভৃতি প্রজ্ঞার ভাব-সকল কিছুই নহে।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৩৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৬ পৃষ্ঠার পর।

আত্মোৎকর্ষ বিধানের উপায় নিরূপণ প্রস্তাবে আর একটি বিষয়ের উদ্ভাবন না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। সে উপায়টি সাধারণ-রাজ্য-তন্ত্রেই সচরাচর সংঘটিত হইবার উপযোগী। তাহা তত্রত্য রাজ্য-শাসন বিষয়ক সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের আশ্রিত। স্বাধীন রাজ্য সমুদায়ের একটি মহান্ উপকার এই যে, তথাকার লোক দিগের মন সর্ব্বদাই উত্তেজিত ও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। নীতিজ্ঞেরা বলেন যে, সাধারণ-রাজ্য-তন্ত্রের সন্ধারণার্থে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সত্য বটে, কিন্তু সাধারণ-রাজ্য-তন্ত্রই যে সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষিত করিবার প্রবল উপায়, ইহাও তুল্য-রূপ সত্য। সাধারণ-রাজ্য-তন্ত্রই প্রজা পুঞ্জের বিশ্ব বিদ্যালয়। স্বাধীন রাজ্যে প্রত্যেক পৌর-জনকেই গুরুতর কার্য্য সকলের দায়ী হইতে হয়;—সর্ব্বলোক-শুভাবহ মহান্ প্রস্তাব সমুদায়ের আন্দোলন ও মীমাংসা করিতে হয়। ব্যক্তি বিশেষের বিচার ও সিদ্ধান্তের উপরে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কোটি কোটি প্রজা বর্গের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। কেবল স্বদেশের আন্তরিক সম্বন্ধ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পরেন না; তাঁহার জন্ম ভুমির সহিত বিদেশীয় রাজ্য সকলের কি কি সম্পর্ক আছে, এবং কিরূপ নীতি কৌশল যাবতীয় সভ্য জাতিকে স্পর্শ করে, তৎসমুদায়ের বিচার করিতেও তাঁহাকে বাধ্য হইতে হয়। জাতীয় দণ্ডনীতির অংশী হওয়ায় তাঁহার সাধারণ মঙ্গলের প্রতি সম্যক্ অভিনিবেশ ও ঔৎসুক্য পরিপোষণ না করিলে চলে না। এই সমস্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি যথাবৎ নির্ব্বাহ করিতে যাঁহার ঐকান্তিক অভিলাষ ও যত্ন থাকে, তিনি আত্মোৎকর্ষ বিধানের একটি উদার পদবীতে অবশ্যই অগ্রসর হইতে থাকেন। সাধারণ কল্যাণ সংক্রান্ত যে সকল মহান্ প্রস্তাব লইয়া ইতস্তত ঘোরতর আন্দোলন ও মত ভেদ হয়, তৎসমুদায়ের মীমাংসা করণে বাধ্য হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধির উত্তেজনা আপনা হইতেই হইয়া উঠে। কেবল বুদ্ধির উত্তেজনা নহে, তদ্দ্বারা আত্ম সংস্কার অতিক্রম পূর্ব্বক দৃষ্টি করাও তাঁহার অভ্যস্ত হয়। এই রূপ অভ্যাস সহকারে তাঁহার মনো ভুমির যে প্রকার তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও বিস্তার হইতে থাকে, যদৃচ্ছাচার-পূর্ণ এক পরতন্ত্র রাজ্যে কদাপি সে রূপ হইবার প্রসক্তি থাকে না।

এস্থলে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, স্বাধীন রাজ্যে ব্যক্তি সকলের যাদৃশ চরিত্র হওয়া সম্ভব, উপরোক্ত আখ্যান দ্বারা কেবল তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, বস্তুত কোথাও ঘটিয়াছে কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে না, এ আপত্তি যে অতি যথার্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, স্বাধীন রাজ্য সমুদায়ে উক্ত-রূপ চরিত্রের সম্পূর্ণ সংঘটন কুত্রাপি লক্ষিত হইতেছে না সত্য বটে, কিন্তু সংঘটন না হইবার কারণও সুস্পষ্ট। এক মাত্র পক্ষতা-গ্রহ, অর্থাৎ দলাদলির পরাক্রমই তাহার নিদান। আত্মোৎকর্ষ বিধানের এতাদৃশ সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক আর দুইটি নাই। পক্ষতা গ্রহের প্রভাবে সর্ব্ব প্রকার উৎকর্ষেরই এরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হয় যে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই উৎকর্ষাভিলাষী প্রত্যেক মনুষ্যকে ইহার প্রতি সতর্ক করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন। দলাদলির দ্বারা দেশের উচ্ছেদ হয়, এ কথার উল্লেখ করা এ স্থলে উদ্দেশ্য হইতেছে না; পরন্তু ইহা

যে, মানবীয় হৃদয় রাষ্ট্রের ভীষণ বিপ্লবন উৎপাদন করে, এই কথার নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত হইতেছে;—আত্মার সঙ্গে ইহার যে বিষমতর সংগ্রাম হইতে থাকে, তাহার সূচনা করাই লক্ষ্য হইতেছে। সত্য, ন্যায়-পরতা, সরলতা, অকপট ব্যবহার, অভ্রান্ত বিচার, আত্ম সংযম ও সদুদার সদয় ভাব পক্ষতা-গ্রহের স্বাভাবিক আমিষ, দলাদলির করাল-কবলে এসমস্ত প্রতিনিয়তই নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

উল্লিখিত আখ্যান দ্বারা এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে যে, রাজনীতি সংক্রান্ত পক্ষতা গ্রহণে একেবারেই সকলকে নিষেধ করা হইতেছে। সমাজস্থ প্রবল পক্ষ সকল রীতি চরিত্র ও ঔৎসুক্য বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন হয় বটে, কিন্তু বিদ্বেষের আতিশয্য বশত তৎসমুদায়কে যত বিভিন্ন করিয়া স্থির করা যায়, বাস্তবিক তত নহে এবং কোন মনুষ্য যাহা উত্তম বলিয়া অবধারণ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার হৃদয় যত দূর সম্মত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত উহার সম্যক্ পরিপোষণ করাও তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অপর সমস্ত বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও একটি বিষয়ে সকল পক্ষেরই ঐক্য দেখা যায়। সংপ্রতি যাহার দোষোল্লেখ করা যাইতেছে, সেই সাংঘাতিক আগ্রহটিকে তাহারা সকলেই সমভাবে পোষণ করে। পক্ষতার আগ্রহ সকল পক্ষেতেই প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকে। শুভ হউক বা অশুভ হউক, কোন সাধারণ কার্য্যের উদ্দেশে কতকগুলি লোককে একত্র সমবেত কর, আর উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী বিপরীত কার্য্য সাধনে কৃত-সংকল্প অন্য এক দল লোককে উহাদের প্রতিকূলে সজ্জিত করিয়া দাও; অমনি দেখিতে পাইবে, প্রথমে যে অভিপ্রায়ে তাহারা একত্র সমানীত হইয়াছিল, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি অভিনব বৃত্তি, প্রতিপক্ষ-বিদ্বেষময় এক ভীষণ প্রদীপ্ত আগ্রহ তাহাদিগের অন্তঃকরণে প্রচণ্ড বেগে সমুত্থিত হইতেছে। এতদপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী ও নিষ্করুণ রিপু বোধ হয় মানব প্রকৃতির আর সম্ভব হইতে পারে না। কোন স্বার্থের সাধন অথবা স্বমতের পরিপোষণ নিমিত্তে কোন ব্যক্তি যখন একাকী কাহারো সঙ্গে বিবাদ করিতেপ্রবৃত্ত হয়, তখন আপনারই অহঙ্কার, ক্রোধ, স্বেচ্ছাচারিত্ব, জিগীষা ও অপরাপর নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে নিরস্ত রাখা তাহার দুষ্কর হইয়া উঠে; পরন্তু সেই ব্যক্তি যখন ঐ বিবাদ সূত্রে অনেকের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন স্বকীয় অসংযত আত্মার সঙ্গে বহুল অসংযত আত্মার যোগ এবং একটি হৃদয়ে সমুদয় হৃদয়ের ঔদ্ধত্য, নিশ্চয়, অধ্যবসায় ও প্রতিবিধিৎসা প্রাপ্ত হইয়া সে যে নিতান্ত অধীর ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তাহার স্বপক্ষের বিজয় লাভই তৎকালে, যে মতের সংস্থাপন উপলক্ষে বিবাদের সংঘটন হইয়া ছিল, তাহা সত্যই হউক বা ভ্রমাত্মকই হউক, তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে প্রিয় হইয়া আইসে। তখন কেবল প্রভাব ও বিজয়ের উদ্দেশেই বিবাদ চলিতে থাকে, মত স্থাপনের নিমিত্তে নহে? ঈদৃশ সুদারুণ বিবাদ সকলের যে রূপ সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিবরণে জগতের পুরাবৃত্ত সমস্ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বস্তুত যে বিষয় লইয়া মনুষ্যেরা পরস্পর পৃথক্ হয়, তাহা অতি সামান্য বা গুরুতর হউক—এক পদ ভুমি বা সাম্রাজ্যের জন্যে হউক, সে নিমিত্তে কিছু আইসে যায় না; ঐ বিষয় উপলক্ষে তাহারা এক বার মাত্র সংগ্রামের আরম্ভ করিলেই অমনি স্বেচ্ছা, অপচিকীর্ষা, বিজয়লিপ্সা, এবং মনস্তাপ ও পরাভবের আশঙ্কা তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র বিষয়কেও এতাদৃশ মহৎ করিয়া তোলে, যে তাহা জীবন মরণের কারণ হইয়া উঠে। পক্ষতার প্রাদুর্ভাবে সমুদয় গ্রীক্ রাজ্যের সমূলে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই দলাদলির উপলক্ষ কি ছিল? কেবল রঙ্গশালার রথ নায়কদিগের গুণাগুণের বিচার মাত্র। মানসিক স্বাধীনতার পক্ষে পক্ষতা-গ্রহ যেমন দুর্দ্দান্ত শত্রু, তেমন আর দুইটি দেখা যায় না। মনুষ্য উহাতে যত নিমগ্ন হইতে থাকে, ততই অবসেন্দ্রিয় ও হতবুদ্ধি হইয়া স্বপক্ষের ইন্দ্রিয়চয় ও বোধ সমূহ দ্বারা দর্শন, শ্রবণ ও বিচার করিতে বাধ্য হয়। সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মানবীয় স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেয়;—স্বচিত্তের পরিচালন ও তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রকটন করিবার অধিকার অকাতরে পরিহার করে। তাহার সমধিক আগ্রহান্বিত স্বপক্ষ নায়কেরা, যে সমস্ত প্রশংসা বা কুৎসা দ্বারা দেশ মধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দেখে, সে তৎসমুদায়েরই প্রতিধ্বনি করিতে থাকে। পক্ষ সকল সর্ব্বাংশেই অবিশ্বাস যোগ্য; পরন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের চরিত্র যত অবিশ্বাসের বিষয়, তত আর কিছুই নহে। এই সকল লোক প্রায়ই নিয়ম ও সত্য পথের বহির্ভূত, স্বার্থপরতাগ্রস্ত এবং স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াও আপনাদের পদ বৃদ্ধি করণে অতিমাত্র লোলুপ। এ রূপ আখ্যানে, বোধ হয়, অবহুদর্শী যুবকদিগের আপাতত অপ্রত্যয় হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা জগতের অনেক বৃত্তান্ত দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন,—লোক চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই নিঃসংশয়ে ইহা স্বীকার করিবেন। প্রাচীনেরা বাল্য কালে এ রূপ অনেক মহানুভাব লোকের নাম ঘৃণা ও কটূক্তির সহিত উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন, যাঁহাদের পূর্ব্ববিদ্বেষীয়েরা এক্ষণে তাঁহাদিগকে মহতী রীতি সকলের প্রণেতা এবং সর্ব্বসাধারণের সমধিক বিশ্বাস ভাজন বলিয়া সভাজন করিতেছে। প্রাচীনদিগের প্রথম বয়সের এই শিক্ষা পরিণত বয়সে সপ্রমাণ হওয়াতে পাষাণ রেখার ন্যায় তাঁহাদের স্মৃতি পটে চির কাল অবিলুপ্ত থাকিবে।

উত্তম লোকদিগের মধ্যে, বিশেষত যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রদ্ধালু, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পক্ষ সকলের ঔদ্ধত্য ও প্রবঞ্চনাতে বিরক্ত হইয়া রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কার্য্যেরই সংশ্রব রাখিতে চাহেন না। তাঁহাদের এই ঔদাসীন্য ন্যায়ানুগত নহে। পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সামাজিক সম্বন্ধ সূত্রে নিবদ্ধ রাখিয়া সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের ভারবাহী করিয়াছেন; সুতরাং পুত্র, পিতা, অথবা স্বামীগণের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘন যেমন অবিধেয়, তাঁহাদেরও ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হওয়া তদপেক্ষা অল্প অবিধেয় হয় না। তাঁহারা স্বদেশের নিকটে একটি মহৎ ঋণে আবদ্ধ থাকেন; সুতরাং উহার শুভ সাধন পক্ষে ঐকান্তিক অভিলাষ ও অধ্যবসায় দ্বারা সেই ঋণের পরিশোধ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা কোন প্রকার উপকার করিতে পারেন না, এ কথা বলা তাঁহাদের কদাচ উচিত নহে। আত্ম বোধের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিলে প্রত্যেক সাধু মনুষ্যই স্বদেশের হিতসাধন করেন। পক্ষ নিষ্ঠ উৎকৃষ্ট মানবগণের আগ্রহ দ্বারাই সমুদায় পক্ষের পরাক্রম নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, স্বপক্ষীয় সাধুশীল লোকেরা উদ্বেজিত ও বিক্ষুব্ধ না হন এ নিমিত্তে পক্ষ নায়ক-

দিগকে সর্ব্বদাই স্বপক্ষের কৃত্য-নির্ণয় ও ঔদ্ধত্য সংশোধন বিষয়ে সকলের অভিপ্রায় জানিতে হয়। ফলতঃ সচ্চরিত্র মনুষ্য যে পক্ষের সংস্রবে কার্য্য করেন, নিতান্ত প্রশান্ত ভাবে তাহার বিধেয় না হইয়া, প্রত্যুত বিনা পক্ষপাতে তাহার বিচার, স্বাধীন ভাবে দোষ কীর্ত্তন ও তৎ সম্ভাবিত ভাবী অশুভ সমুদায়ের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যায়ের পোষকতায় নিবৃত্ত থাকিয়া কেবল স্বদেশীয় লোক মণ্ডলীর হিত সাধন করেন এমন নহে; ঐ রূপ উদারতা সহকারে তাঁহার আপনার চিত্তেরও উৎকর্ষ বিধান করিতে থাকেন।

উক্ত বিষয় সমস্ত পর্য্যালোচন করিয়া দেখিলে ইহা অবশ্য প্রতীত হইবে যে, যাঁহাদের স্বদেশীয় দণ্ডনীতি কার্য্যে সংস্রব রাখিবার অধিকার আছে, তাঁহাদিগকে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার নিমিত্তে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি মাত্রেরই সমাদর পূর্ব্বক অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। প্রজাগণের বিনয় ও জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি রাজনীতি সকলের উপরে বিস্তর নির্ভর করে; অতএব লোক-হিতৈষী মহানুভব নীতিজ্ঞ পুরুষেরা ইতর লোক দিগের অমিতাচারিত্ব, কলহোৎপাদন, দস্যুবৃত্তি, বিদ্রোহিতা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি পুঞ্জের নিবারণ প্রসঙ্গে স্বীয় স্বীয় অবসর কাল আগ্রহান্বিত অনর্থক জল্পনায় অতিবাহিত না করিয়া, যদি তাহাদের চিত্তের শুদ্ধি ও বুদ্ধি মার্জ্জন বিষয়ে সবিশেষ অভিনিবেশ, যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে সমাজের পরিশোধন ও অসাধারণ অভ্যুদয় হইবার আর অসম্ভাব থাকে না। অধিকাংশ প্রজাগণ দৈনন্দিন কিংবদন্তীর আন্দোলনে যে সময় অপচয় করে, তাহা উৎকৃষ্ট রূপে ব্যয়িত হইলে তাহাদিগকে স্বদেশের রাজ্য প্রকৃতি, নিয়ম, পুরাবৃত্ত ও উপকার সমস্ত বিষয়ে উত্তম অভিজ্ঞতা প্রদান করিতে পারে এবং এই প্রকারে তাহাদিগকে ঈদৃশী সুরীতির অবস্থায় অবস্থাপিত করে যে তখন শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন কার্য্য সকলের অবধারণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই রূপে প্রজারা উন্নতির পদবীতে আপনাদিগকে যত আকর্ষণ করিবে, স্বার্থানুসন্ধায়ী দুর্নীতি পক্ষপাতী রাষ্ট্রীয়দিগের সাধন যন্ত্র হইতে ততই নিবৃত্ত থাকিবে। যে সকল পক্ষ-নায়কেরা স্বকার্য্যের প্রতি-পোষণার্থে তাহাদের মত অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা আর তাহাদের দ্বেষ, ঈর্ষা, রোষ ও ঔদ্ধত্য প্রভৃতি রিপুবর্গকে উদ্বোধিত করিতে না পারিয়া কেবল মার্জ্জিত বুদ্ধিরই সমাহ্বান করিবেন। তৎকালে তাহারা আর নাম মাত্রে ক্ষমতাবান্ না থাকিয়া সমাজের দণ্ডনীতি ও শুভাশুভ বিষয়ে বাস্তবিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও সত্য ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিতে থাকিবে।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ১২৬ পৃষ্ঠার পর।

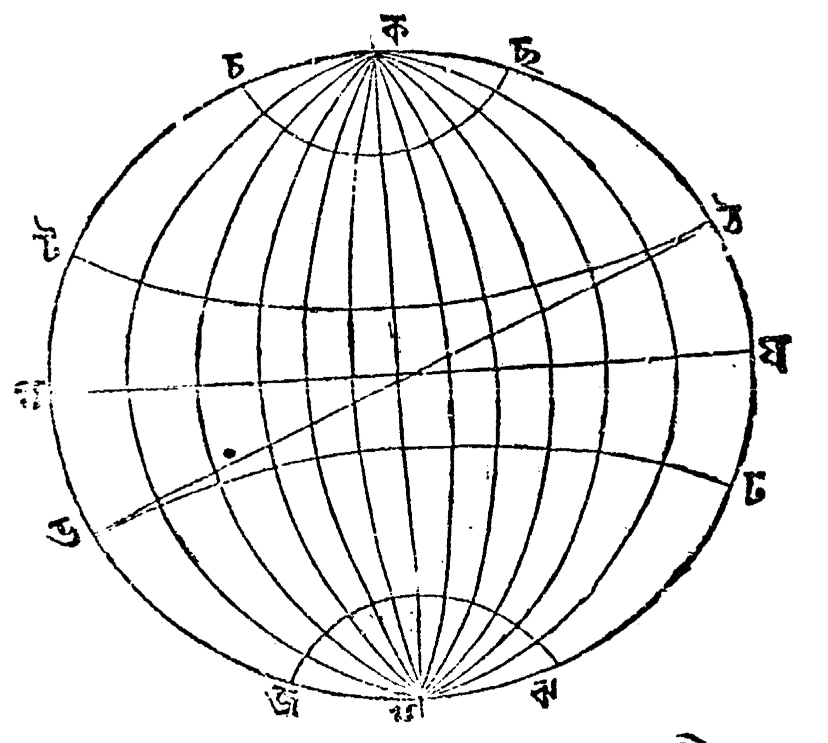

সমুদায় মহাদেশই সমুদ্রের তীরদেশ হইতে ক্রমশ মধ্যস্থলে উন্নত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আবার উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সকল শিখর দেশ উন্নত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই উন্নত ভুভাগের মধ্যে আবার এমনি অবনত স্থান সকল রহিয়াছে যে উহা সমুদ্রের সহিত সমসূত্রপাতে পরিমাণ করিতে হইলে তদপেক্ষা নিম্ন হইবে। আসিয়ার অন্তর্গত কাস্পিয়ান সাগরই ইহার একটি নিদর্শন স্থল। পরীক্ষা দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, কাস্পিয়ান সাগর ও ইহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত ভুমি আটলাণ্টিক মহাসাগর অপেক্ষা নিম্ন। জরডান নদী ও মৃত সাগর ভূমধ্য সাগর অপেক্ষা নিম্ন। লেফট্‌ন্যাণ্ট লিঞ্চ এই রূপ স্থির করিয়াছেন যে, মৃত সাগর ভূমধ্য সাগরের উপরিভাগ অপেক্ষা ত্রয়োদশ সহস্র ফীট অবনত রহিয়াছে।

ভূমি সমুদ্র-তীর হইতে ক্রমশ উন্নত হইয়া মহাদেশের মধ্যস্থল স্পর্শ করাতে ঐ মধ্যস্থল হইতে দুইদিকে ক্রম-প্রবণ ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ উভয় ক্রম-প্রবণ ভুমির দৈর্ঘ্য ও অবনতি তুল্যরূপ নহে। মহাদেশের মধ্যস্থল হইতে যে ক্রম-প্রবণ ভুমি দক্ষিণ সাগরে অবগাহন করিতেছে, উহার দৈর্ঘ্য যদি ৪৫০ ক্রোশ হয়, তাহা হইলে উত্তর দিকে যে প্রবণ ভুমি নিরীক্ষিত হইবে, তাহার দৈর্ঘ্য ১৫০ ক্রোশ হইবে। পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রায় এই রূপ নিয়ম দৃষ্টি গোচর হয়। এক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অপর পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক হইয়া থাকে।

পর্ব্বত যে পরিমাণে উচ্চ হইবে, উহার সংশ্লিষ্ট নিম্ন ও মাল ভূমি সেই পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে। যদি পর্ব্বত ৫ ক্রোশ উচ্চ হয়, তাহা হইলে উহার সংশ্লিষ্ট নিম্ন ও মালভূমি তিন ক্রোশ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেস্থানে আগ্নেয়গিরি উত্থিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে প্রায় এই রূপ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ আগ্নেয় গিরি সমধিক ভুমি অধিকার করিয়া উত্থিত হয় না। উহা প্রায় পৃথিবীর অল্প পরিমিত স্থান লইয়া একটি শৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহার সংশ্লিষ্ট ভুমি উহার উচ্চতানুসারে উচ্চতা লাভ করিতে পারেনা এবং পার্ব্বত্য দেশের যে সমস্ত গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহাতে তৎসমুদায়ের সম্ভাব নিরীক্ষিত হয় না।

পুরাতন পৃথিবীতে যে সমস্ত সুদীর্ঘ ক্রম-প্রবণ ভূমি আছে, তৎসমুদায় উত্তর দিকে নিপতিত হইতেছে, আর যে সমস্ত প্রবণ ভুমি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত তৎসমুদায় দক্ষিণদিকে প্রসারিত আছে। আর নূতন পৃথিবীতে সুদীর্ঘ প্রবণ ভুমি পশ্চিম দিকে ও অপ্রশস্ত প্রবণ ভুমি পূর্ব্বদিকে নিপতিত হইতেছে। পুরাতন পৃথিবীতে উত্তর দক্ষিণে যেমন প্রবণ ভুমি নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সেই রূপ পূর্ব্ব পশ্চিমেও প্রবণ ভূমির অসম্ভাব নাই এবং নূতন পৃথিবীতে পূর্ব্ব পশ্চিমে যেমন প্রবণ ভুমি আছে সেই রূপ উত্তর দক্ষিণেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পুরাতন পৃথিবীতে পশ্চিম দিকে যে প্রবণ ভুমি আছে, তাহা প্রশস্ত এবং পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত, আর নূতন পৃথিবীতে উত্তর দিকের প্রবণ ভুমি প্রশস্ত ও দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত।

মেরু হইতে ভুমি যে ক্রমশ উন্নত হইয়াছে, ঐ উন্নতি অয়নবৃত্ত পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। যাহা অপেক্ষা উন্নত ভুভাগ আর নাই, তাহা নিরক্ষ বৃত্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ নহে। প্রাচীন পৃথিবীতে কর্কট রেখা এবং নূতন পৃথিবীতে মকর রেখার সন্নিহিত প্রদেশই উন্নত ভুভাগে মিলিত হই-

তেছে। এই উন্নতির নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর যে তক দূর মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি ভুমি এই নিয়মে উন্নত না হইত, তাহা হইলে দুর্ব্বিষহ উত্তাপ এই সমস্ত স্থানকে দগ্ধ করিত এবং জল বায়ুর এই রূপ বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইত না। আর এই উন্নতিটি যদি ক্রমশ উত্তরাভিমুখী হইত, তাহা হইলে এক্ষণে পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ সভ্যতম জাতিদিগের নিবাস স্থান, তাহা কদাচই বাসোপযোগী হইত না এবং তৎসমুদায় নিরবচ্ছিন্ন তুষার শিলায় সমাচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইত সন্দেহ নাই। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে যাঁহার নিয়মে এই রূপ মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাঁহার প্রতি প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় চিত্ত আর্দ্র হইয়া যায় এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া আর কিছুতেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

থিওডোর পার্কর।

মনুষ্যের আত্মাতে যে ধর্ম্মের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা সংশয়াত্মক অনুমান ও মানব-জাতির ইতিবৃত্ত সামান্যত পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হয় নাই। এই ধর্ম্ম প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রকৃত ও সঙ্গত সিদ্ধান্ত দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। আমরা নানা প্রকার উপাসনা ও নানা প্রকার অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি এবং বিবিধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত ভাব ও অভাব পরিপূরক কার্য্যও নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। কার্য্য প্রেরণা ও সাধনা উভয়ই আবশ্যক বলিলেই হয়। সুতরাং এই সমস্ত কার্য্য দেখিয়া মনুষ্যের আত্মাতে যে ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি আছে, তাহা অসংশয়িত রূপে অনুমিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমান দ্বারা ঐ ধর্ম্ম-প্রকৃতি যে কি রূপ তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়না, কিন্তু উহাই যে এই সমস্ত ধর্ম্মানুগত কার্য্যের মূল কারণ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মভাব নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। মনুষ্য আপনার প্রকৃতি বলে ধর্ম্মপ্রবণ হয়, এইটি স্বীকার না করিলে ইহার আর সার্থকতা থাকে না। বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ ভাবেই হউক, বাহ্য বা আন্তরিকই হউক, অর্চ্চনা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ ও দুরপনেয়। মনুষ্যের আত্মাতে ধর্ম্মের মূল প্রকৃতি নাই, যদি এই রূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে এই নিত্যসিদ্ধ সাধারণ ভাবটি কারণশূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।

আমরা নিতান্ত অপূর্ণ, আমরা আপনা হইতে উৎপন্ন হই নাই এবং আপনার প্রতি নির্ভর করিয়াও থাকিতে পারি না। কএক বৎসর অতীত হইল আমরা বিদ্যমান ছিলাম না এবং কএক বৎসর পরে আমাদিগের এই জড় দেহ ভুমিসাৎ হইয়া যাইবে। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পরিমিত জীবনের সকলই দুর্জ্ঞেয়। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত বস্তু বিকীর্ণ রহিয়াছে তৎসমুদায় আমাদিগের আয়ত্ত নহে। আমরা চারিদিকেই পরিবেষ্টিত ও পরিমিত রহিয়াছি। আমাদিগের কত কল্পনা নিরর্থক ও কত যুক্তি অযথাভুত হয়। পর্য্যায়ক্রমে আমাদের সকল আলোকই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। জীবনের যথার্থতা স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় লক্ষিত হয়। আশা ভরসা সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে স্থান আমাদিগের লক্ষ ছিল, হয় ত আমরা সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারি নাই; যে রূপ হওয়া উচিত ছিল, হয় তো সে রূপ হইতে পারি নাই। পূর্ব্ব কালে সামান্য লোকেরা স্বাভাবিক সংস্কার বলে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, সেই

রূপ নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত, সিকন্দরের ন্যায় সমর বিজয়ী, মহাত্মারাও কহিয়াছেন যে, মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই সাধন করিতে পারে না। আমরা যে বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করি, তাহার সীমা মধ্যবিন্দু হইতে দূরবর্ত্তী নহে। আমাদিগের বল অতি সামান্য। আমরা স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম কিছুই অবগত হইতে পারি না। আমাদিগের জ্ঞানের সীমা যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, আমরা ততই বিবিধ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা সমধিক অনুভব করি এবং অজ্ঞানতা পূর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ হইয়া উঠে। ইদানীন্তন এক মহাত্মা কহিয়াছিলেন যে আমরা কেবল তীরে পরিভ্রমণ করিয়া উজ্জ্বল উপল খণ্ড সকল সংগ্রহ করিতেছি কিন্তু অগাধ অতলস্পর্শ জ্ঞানের সমুদ্র আমাদিগের সম্মুখে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, আমরা উহার কিছুই জানি না। এই সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল এই জানিতেন যে তিনি কিছুই জানেন না। এই বাক্যে আমরাও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি, আমরা বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদিগকে এক সর্ব্বাতীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও অপরিচ্ছিন্ন শক্তির অধীন করিতে আন্তরিক দুর্নিবার ইচ্ছাই অনুভব করিয়া থাকি। আমরা যখন ঐ শক্তির বিষয় অনুধ্যান করি, তখনই ভক্তি-রসে আর্দ্র হইয়া যাই। বাহ্য পদার্থ সমুদায় আমাদিগের জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া দেয় এবং আমাদিগের প্রকৃতি স্বতই আমাদিগকে সেই পরম পবিত্র মহান্ আত্মার নিকট লইয়া যায়। এই চিন্তাও আমাদিগের মন বিনীত করে। এই রূপ কোন এক দেবভাব স্বভাবতই আমাদিগের অন্তরে প্রাদুর্ভূত হয়। যখন একটি আকস্মিক বিপদ আসিয়া আমাদিগকে অবস্থান্তরে উপনীত করে, যখন একটি মৃত-দেহ দর্শন করিয়া আমাদিগের অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্যের উদয় হয়, যখন বিবিধ সামাজিক উৎসব আমাদিগকে পুলকিত করে, যখন আমরা কোন উন্নত পর্ব্বত ও প্রস্রবণের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকৃতির নয়ন-মনোমোহিনী শোভা সন্দর্শন করি, যখন কোন নিবিড় অরণ্যের সন্ধ্যা-সময়-সম্ভূত গাঢ়তর অন্ধকার অন্তরে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় সঞ্চার করিয়া দেয়, যখন আমরা নির্জ্জনে একাকী উপবেশন করিয়া "আমি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছি? কোথায়ই বা গমন করিব" অন্ত-দৃষ্টিতে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করি, তখনই এই আদিম ধর্ম্মভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই জীব লোকে এমন মনুষ্যই নাই, যিনি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় এই ঐশিক ভাব উপলব্ধি না করিয়াছেন।

আরও মনুষ্যের প্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলেও আত্মার অভ্যন্তরে যে ধর্ম্মভাব রহিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। প্রথমত ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহকে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র কর; তৎপরে বুদ্ধিবৃত্তিকে উহা হইতে পৃথক্ করিয়া লও; তৎপরে যে সমুদায় বৃত্তি আত্মার সহিত আত্মাকে যোগ করিয়া দেয়, সেই সমস্ত বৃত্তি এবং যদ্দ্বারা ন্যায়ান্যায়ের বিচার হয়, সেই নীতিজ্ঞানকে উহা হইতে পৃথক কর। একাদিক্রমে এই সমস্ত এবং জীবনের পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য সমুদায় অন্তরিত করিলে আত্মাতে মনুষ্যের কেবল ধর্ম্মভাবটি জাগ্রত দেখিতে পাইবে। কারণ স্বরূপ এই ভাবটিকে ইহার কার্য্য হইতে এবং কার্য্যগুলিকে ফল হইতে স্বতন্ত্র কর; পরে কাল, জাতি, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষে আকস্মিক বিশেষ বিশেষ ঘটনার শক্তিকে এই ভাব হইতে পৃথক কর; ইহা হইতে যা

কিছু অবান্তর কার্য্য আছে, তৎসমুদায়ই নিরাশ করিয়া দেও; তাহা হইলে ইহাই লক্ষিত হইবে, যে এই ধর্ম্মভাব ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব শিক্ষা দিতেছে। এই ধর্ম্মভাব স্বয়ং আপনার প্রকৃতি প্রকাশ করে না এবং বিষয়ীভুত ঈশ্বরের প্রকৃতি ও ভাবও অভিব্যক্ত করিতেছে না; যেমন চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আলোক ও শব্দাদি বিষয়ের প্রকৃতি বর্ণন করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না, ধর্ম্মভাবও স্বীয় বিষয়ে সেই রূপই অন্ধতা প্রকাশ করে। ইহা চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বাহ্য কারণ উপস্থিত হইবামাত্রই আপনা হইতে অতর্কিত রূপে কার্য্য করে। ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করিবার নিমিত্ত ভাবনা ও বাসনারও আবশ্যকতা নাই।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইল যে, প্রসিদ্ধ ফল হইতে অনুমান, স্বতঃপ্রবৃত্ত জ্ঞান, এবং মানব প্রকৃতির বিজ্ঞান সঙ্গত ব্যবচ্ছেদ, এই তিনটি মনুষ্যের ধর্ম্মভাব বা ধর্ম্ম-প্রকৃতি তুল্য রূপে প্রতিপাদন করিতেছে। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ধর্ম্মের যে অবিনশ্বর উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা যখন এই রূপ সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাহস করিয়া ইহাতে অবিশ্বাস করিবেন। যিনি মনুষ্যের ইতিহাসে ধর্ম্মের কার্য্য দর্শন করেন, যিনি আত্ম-জ্ঞানে অণুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করেন না এবং যিনি আপনার প্রকৃতির উপাদান সমুদায় তন্ন তন্ন ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন, কি বলিয়াই বা তিনি এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। আমার হৃদয়াভ্যন্তরে ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, স্বমুখে একথা কেহই ব্যক্ত করে না, ইহা যথার্থ; কিন্তু এই রূপও কেহ কহে না যে দেখ আমার হস্ত ও পদ আছে এবং গত রজনীতে ও কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমি যে বস্তু ছিলাম এখনও তাহাই আছি। ফলত মনুষ্যের চিত্ত যখন প্রকৃতাবস্থায় থাকে তখন যেটি নিশ্চয়ই সত্য, তদ্বিষয়ে বাক্য-স্ফূর্ত্তি করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

(*From the National Paper.*)

A SOCIETY FOR THE PROMOTION OF NATIONAL FEELING AMONG THE EDUCATED NATIVES OF BENGAL.

Now that European ideas have penetrated Bengal, the Bengalee mind has been moved from the sleep of ages. A restless fermentation is going on in Bengalee Society. A desire for change and progress is everywhere visible. People discontented with old customs and institutions are panting for reform. Already a band of young men have expressed a desire to sever themselves at once from Hindu Society and to renounce even the Hindu name. It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. Without due cultivation of national feeling, no nation can be eventually great. This is a fact testified to by all history.

The Nationality Promotion Society shall first of all use their best endeavours to revive the national gymnastic exercises. Half a century ago, there was a gymnasium in almost every village. This old practice should be again brought into life. The remark, lately made by our Excellency the Governor General on seeing the boys of a Vernacular School at Ooterparah, to the effect, that the rising generation of Bengalees is not so strong and able-bodied as the previous one, is quite true. The cause of it is the too great importance attached now-a-days to bookish education in neglect of physical. The consequences are want of energy, a sickly habit of body, and premature old age and death. Many a young man after shining at College has broken down early and proved a regular incapable in after life. The Nationality Promotion Society shall publish tracts in Bengalee on the importance of physical education with special reference to its prevalence in ancient times, quoting passages from Sanskrit books in proof of such prevalence, and shall afford pecuniary aid to gymnasia established in the most important places in Bengal, where Hindu gymnastics will be taught. The Society will also publish tracts in Bengalee, giving, by instances quoted from the ancient history of the country, proofs of the military powers

of the ancient Bengalees, and mentioning isolated instances of the existence of such powers in modern Bengalees also, such as the celebrated "fighting Moonsiff" who figured in the late sepoy Rebellion on behalf of the English. The National Promotion Society shall take into consideration in connection with this subject that of the best means of improving the present very weak and innutritious diet of the Bengalee, which has in fact deteriorated from that of former generations.

The Nationality Promotion Society shall establish a Model School for instruction in Hindu music. Every nation has its music. It is to be regretted that the majority of the educated natives of India neither cultivate European or native music. If they have any taste for music, they have a little for the rude one of *Jattras*. The writer of this article recollects the cultivation of Hindu music having been general in his infancy. Now little attention is paid to it by the general mass of educated natives. It will be the duty of the Society to establish a Hindu Musical School, and cause such songs to be sung by its students as have a moral scope and have a tendency to infuse patriotism and martial enthusiasm into the heart.

The Nationality Promotion Society shall also establish a school of Hindu Medicine, where Hindu Materia Medica, and practice of physic will be taught freed from the error and absurdities that disfigure them. There are many excellent Hindu Medicines which have been found to be very efficacious in some severe disorders. It is to be highly regretted that the knowledge of such medicines is being lost. It would have indicated want of foresight on the part of Providence, if India, so rich in every other thing, could not have produced medicinal herbs calculated to heal the diseases of its inhabitants. The hopes, that were formed of the graduates of the Medical College enriching English Pharmacopœa with Hindu Medicines, after due trial and experiment have proved vain. The Nationality Promotion Society shall endeavour to fulfil such expectations. The teacher of the proposed Hindu school of Medicine should be one who is acquainted with both English and Hindu medical sciences.

The Nationality Promotion Society will publish in the Bengalee the results of the researches of the Sanskrit scholars of Europe in the department of Indian Antiquities, giving special prominence to their descriptions of the prosperity and glory of ancient India, physical, intellectual, moral, social, political, literary and scientific. It will collect and publish both in English and Bengalee testimonies in favor of native character. It will publish in those languages tracts containing the panegyrics pronounced by European writers on the merits of the people of ancient and modern India. It will also publish in the Bengalee, biographies of the illustrious men of Ancient and Modern India, especially of Bengal containing translations of the eulogiums pronounced upon them by European writers.

The Nationality Promotion Society shall afford every encouragement in their power to the cultivation of Sanscrit. It shall patronize the publication of important Sanscrit works, co-operating with the Asiatic Society of Bengal in this respect, and shall offer pecuniary rewards or panegyrical addresses to the best Sanscrit scholars of Bengal.

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to ground the knowledge of their sons in their mother tongue before giving them an English education. Education both in Bengalee and English, if carried on simultaneously, does great injury to the Bengalee education of a student, as he pays greater attention to the English than to the Bengalee language. Even for the sake of English education, we should ground our children's knowledge in their mother tongue, before setting them to learn English. If a boy, after studying the Bengalee for six or seven years, study English, he makes rapid progress in the last mentioned language, and gets clearer ideas of what he reads in it than he would otherwise have done. Vernacular Scholarship holders are found by experience to be the best boys in an English school. Any man who has the least patriotic feeling, will not neglect to ground his sons in their mother tongue first of all before giving them an English education.

The Nationality Promotion Society shall try its best to prevent the daily increasing corruption of the colloquial language of the educated natives who mix, in common conversation, English words with Bengalee in the most ridiculous manner imaginable. An idea which can be *easily* expressed in the Bengalee, they express by an English word. Southey says in his essay on style: "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother tongue." If our educated natives had a tittle of such patriotic love for their mother-tongue, they would not commit such gross violations of propriety and taste in their common conversation as they are at present observed to do. The poverty of the Bengalee is no excuse, as such poverty is not real but imaginary. The Bengalee language has of late been much enriched by the exertions of some of the educated natives whose names will be held in grateful remembrance by posterity. Even if the Bengalee were really a poor unfurnished language, it would be the duty of every patriot to improve it by constant use of it in a pure form in conversation. It must be admitted that it is impossible to avoid using English words to express particular scientific ideas, particular posts and offices, certain public buildings, particular furnitures &c, &c, for which there are no equivalents in the Bengalee language. We would be quite

unintelligible if we use new coined Bengalee equivalents or such as have not come into common use in order to express the above ideas,* but it is quite unpardonable on the part of an educated native to express in English what he can *easily* do in the Bengalee. He should speak either pure Bengalee or pure English, but he should not jumble up both the languages. At present the colloquial language of the educated natives is a *lingua franca*, a most corrupt jargon, shocking, though we are unconscious of the same, to men of sense and good taste and reflecting great disgrace on us as a nation. An European gentleman would laugh to hear our conversation. Our written language is receiving daily improvements, but it is to be regretted that our colloquial language is so much neglected. No nation can make rapid strides in the path of progress unless they possess a highly developed language fit to answer all the requirements of conversation or writing. The Revd. Mr. Richards, in his address to the University of Madras, says: "Gentlemen, let me say there is but little hope of a nation, until it has some sense of nationality; and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of the national mind, is a delusion. Probably the best index to the growth of a people is the growth and development of its language. Moreover there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism. I appeal to you on behalf of your mother-tongue; it is well worthy your regard."

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its Members to correspond with each other in the Bengalee. The Members of no nation correspond with each other in a foreign language. No Englishman for instance would correspond with another in French or German. Why should educated natives then insult their mother-tongue by writing letters to each other in English? Is our language so poor as to render it too difficult for one to write a common letter in it? It is excusable, nay more, it is proper, on the part of youths studying English, or even those who have recently left College to correspond with each other in English for the sake of acquiring proficiency in English writing; but it is not at all proper on the part of elderly people to do so. Business letters that require to be written in English should of course be written in that language.

The Nationality Promotion Society shall endeavour to prevail upon their countrymen to hold in the Bengalee language the proceedings of such societies as do not require the cooperation of Englishmen, and are exclusively composed of Bengalees, or have not as their object the improvement of youth in English speaking or writing. If it be necessary to publish such proceedings for the information of Government and the European public, they can be translated into English for the purpose.

Altho' the time is not yet ripe for the change, the Nationality Promotion Society shall from this time endeavour to impress upon the minds of their countrymen, the impropriety on the part of an educated native of delivering at public meetings, speeches addressed to his countrymen in English or of writing pamphlets so addressed in that language. An Englishman, for instance, would not address his countrymen in French and German.* It must be admitted that reformers and public agitators are *obliged* to address their educated countrymen in English, or else they do not obtain a hearing from the majority of them, such is their fondness for every thing English and aversion towards every thing Bengalee;but it is expected that the good sense of our educated countrymen would gradually allow this practice to fall into disuse. The writer of this article regrets the prevalence of Anglo-mania in his time which has obliged him to initiate a movement in favor of his mother-tongue by addressing his educated countrymen in English.

No reform is accepted by a nation unless it comes in a national shape. The Nationality Promotion Society will not initiate or take an active part in social reformation—as such reformation is not its principal end or aim—but will aid it by rousing national feelings in its favor. Men naturally look to the past for sanction for their acts and nothing aids reformation so much as a former national precedent. The Nationality Promotion Society shall therefore publish tracts in the Bengalee containing proofs of the existence of liberal and enlightened customs in Ancient India, such as female education, personal liberty of females, marriage by election of the bride, marriage at adult age, widow-marriage, intermarriage, and voyage to distant countries. It will try to introduce such foreign customs into educated society as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members such as that of holding festivities in honor of men of genius as is done amongst European nations. The Nationality Promotion Socity will not resist the introduction of good foreign customs into Educated Native society, as that would be a bar to all improvement; but will try to give if possible to foreign customs already introduced a national shape. It has for instance become almost a custom among the educated natives to congratulate each other on the occasion of the New Year's day. The Nationality Promotion Society will endeavor to induce them to offer such congratulation to each other on the occasion of our New Year's day, the 1st of Bysakh. It will

* Persian words that have been naturalized into the Bengalee language and for which common unpedantic pure Bengalee words cannot be substituted should of course be considered as Bengalee words.

* Periodicals for the discussion of political subject and pamphlets intended for the perusal of both Europeans and natives, or of the natives of the different presidencies should of course be written in English.

use its best endeavours to prevent the introduction of pernicious foreign customs such as that of drunkenness. It will attempt to prevent the falling into abeyance of the good old customs of our country. There is for instance a custom prevalent in our country of sisters making affectionate presents to brothers on a certain day of the year. It would be a great loss if the tide of revolution sweep away such beautiful customs as the one above-mentioned. No one can object to the *Bhratriditya* if freed from the superstitious observances that accompany it. The Nationality Promotion Society shall, in a few words, try, firstly to prevent the introduction of evil foreign customs into educated native community; secondly to introduce such foreign customs as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members; thirdly to give, if possible, to foreign customs already introduced a national shape; fourthly to aid social reformation by citing old precedents in its favor; and fifthly to prevent the abolition of such old customs of the country as are beneficial in their nature.*

The Nationality Promotion Society will not overlook even such trifling points as the regulation of etiquette, with a view to give a national shape to the same. It would be impossible to abolish all foreign modes of etiquette that have crept into educated native Society, nor is it desirable to do so. Such cordial usages as the hearty hand-shake, something similar to which has, by the bye, prevailed among our countrymen of the North West, from a remote antiquity, as is evidenced by the Sanskrit plays, but the Members of the Nationality Promotion Society shall give the preference to our national *numuskar* and *pranam* on all occasions on which it is practicable to do so.

With regard to dress, the Nationality Promotion Society need not direct its attention to that subject, as the educated natives have already adopted a mode which is not strictly European. This has been as required by the demands of nationality. If we at all imitate other nations, we should not do so slavishly. We should chalk out a path of our own. We should follow the same principle in the improvement of the dress of our women.

With regard to diet, the educated natives belonging to the higher classes of Society have adopted a mode of living that cannot be called *exclusively* European. It cannot be otherwise. The European mode of living is quite unsuited to the people of this country. Those educated natives who adopted an exclusively European mode of living were obliged by ill health in the course of a few years to resume the native or to modify the former. Those who have adopted a partly European mode of living will find it beneficial to Indianize it still further. The Nationality Promotion Society will direct their attention to this point, as well as to the diet of the majority of the educated natives which is in fact deteriorated as has been observed before from that of our ancestors. Anent this subject, we may observe that it would be the duty of the Nationality Promotion Society to reprobate the practice of frequenting European hotels so common among our educated countrymen. This practice shows a greedy hankering after European food, and demeans us in the eyes of foreigners. It must appear ridiculous in the eyes of all Europeans, except hotel-keepers.

With regard to dramatic entertainments the Nationality Promotion Society need not direct its attention to the same, as the educated natives of Bengal are already adopting a national plan of such amusements. They do not, like the Pharsees of Bombay act English plays, but do so Bengalee dramatic compositions on the English plan. This is as it should be. For carving out our nationality, we should adopt the principle of adaptation in other things as we have done in this.

An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling; but the Nationality Promotion Society will not take measures for the same as there are separate associations namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above-mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects.

The above Scheme of a Society for the promotion of national feelings among the educated natives of Bengal is of course subject to modifications by the public.

It would be unreasonable to expect that such a Society would prove to be the cause of every national feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the nation.

Such movements as the establishment of a Society like the one proposed should originate in the metropolis. People of the Mofussil as is the case in every country follow suite in everything with those of the metropolis.

It is intended to publish a translation of this article in Bengalee, in the form of a pamphlet and circulate it among the mass of our countrymen.

* There would be no hinderance on the part of a Member of the Nationality Promotion Society to be a Member of a Social Reformation Society, the rules of which do not require him to surrender his nationality.

বিজ্ঞাপন।

পুনর্ম্মুদ্রিত বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কলিকাতা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ১৭৮১।৮২ শকে যে দশ উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেন, তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে পুনর্ব্বার মুদ্রিত হইয়াছে।—মূল ॥০ আট আনা।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের

১৭৮৭ শকের ফাল্গুন মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৬২৫৮০
যন্ত্রালয়	৮০॥৶১০
পুস্তক বিক্রয়	১৯।৶১০
ডাক মাসুল	১১ ৴১০
আগরা ব্যাঙ্ক হইতে আগত ..	৫০
বিবিধ আয়	২৬৮৴০
গচ্ছিত	২৭
	৩৭৭॥৶১০

ব্যয়

পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	৩৬
মাসিক বেতন	১৩৮
যন্ত্রালয়	৯৬
ডাক মাসুল	১৭৮৶০
আলোকের ব্যয়	২১॥৴১০
বিবিধ ব্যয়	৩০ ৴১০
গচ্ছিত	২৩৶০
	৩৬২৮৴০

আয়	৩৭৭॥৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৫৪।৶১৫
	৪৩২ ৶৫
ব্যয়	৩৬২৮৴০
স্থিত	৬৯।৴৫

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

১৭৮৭ শকের ফাল্গুন মাসের দানের

আয় ব্যয় বিবরণ।

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী	৬
" হলধর মল্লিক	২
শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন	২
" বিশ্বেশ্বর ঘোষ	১
" নবকুমার রায়	১
	১২

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ..	১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন নন্দী	১২
	২৫

আয়	২৫
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	৯৭।৶১৫
স্থিত	১২২।৶১৫

শ্রীসারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩ চৈত্র রবি বার প্রাতঃকালে ৭॥০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

আগামী ৩১ চৈত্র বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার সময়ে বর্ষের শেষ দিন উপলক্ষে এবং ১ বৈশাখ শুক্রবার প্রাতঃকালে নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন ইতি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ষষ্ঠ কল্পের তৃতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র। ৶০

বৈশাখ ২৬১ সংখ্যা।	পৃষ্ঠ
ঋগ্বেদ সংহিতা	১
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ..	৪
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	৬
পৃথিবী ও মনুষ্য	৯
স্মৃতি শাস্ত্র	১১
ধর্ম্মোন্নতি	১৩
নূতন পুস্তক	১৫
জ্যৈষ্ঠ ২৬২ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৭
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ—প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	২০
ব্রহ্মবিদ্যালয়—প্রথম উপদেশ ..	২১
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	২৫
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৮
স্মৃতি শাস্ত্র	৩০
ইজিপ্টীয় মত	৩৩
প্রেরিত—সংখ্যা ১	৩৪
Religious Faith	৩৬
আষাঢ় ২৬৩ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৪১
ব্রহ্মবিদ্যালয়—দ্বিতীয় উপদেশ ..	৪৪
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	৪৮
আত্মোৎকর্ষ বিধান	৫০
পৃথিবী ও মনুষ্য	৫৪
চন্নপুরী বেদসমাজ	৫৬
ভবানীপুর ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের অধ্যেতার নিবেদন	৫৭
প্রেরিত—সংখ্যা ২	৬২
শ্রাবণ ২৬৪ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৬৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়—তৃতীয় উপদেশ ..	৬৬
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	৭১
পৃথিবী ও মনুষ্য	৭৫
থিওডোর পারকারের পত্র	৭৮
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা পত্র ..	৮০
ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর	৮২
নূতন পুস্তক	৮৪
প্রেরিত—সংখ্যা ৩	৮৫
Religious Faith	৮৭
ভাদ্র ২৬৫ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	৮৯
আর্য্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার ..	৯০
ব্রহ্মবিদ্যালয়—চতুর্থ উপদেশ ..	১০৩
প্রেরিত—সংখ্যা ৪	১০৯
আশ্বিন ২৬৬ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১১৩
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ—প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	১১৪
ব্রহ্মবিদ্যালয়—পঞ্চম উপদেশ ..	১১৬
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১১৯
পৃথিবী ও মনুষ্য	১২৩
থিওডোর পারকারের পত্র	১২৬
ইজিপ্টীয় মত	১২৯
নূতন পুস্তক	১৩০
প্রেরিত পত্র	১৩১
কার্ত্তিক ২৬৭ সংখ্যা।	**পৃষ্ঠ**
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৩৭
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ ..	১৩৮
ব্রহ্মবিদ্যালয়—ষষ্ঠ উপদেশ ..	১৪০
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১৪৩
সিপিয়া মৎস্য	১৪৭
পুরঞ্জনোপাখ্যান	১৪৮
নূতন পুস্তক	১৫৪
স্ত্রীরপ্রতি উপদেশ	১৫৫
Mediator	১৫৫
অগ্রহায়ণ ২৬৮ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৫৭
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ—প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	১৫৮
ব্রহ্মবিদ্যালয়—সপ্তম উপদেশ ..	১৬০
স্মৃতি শাস্ত্র	১৬৩
ব্রাহ্মবন্ধু সভা	১৬৬
নূতন পুস্তক	১৭৬
পৌষ ২৬৯ সংখ্যা।	
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	১৮১
থিওডোর পারকার	১৮৩
ওকবৃক্ষ	১৮৭
নিবাধই ব্রাহ্মসমাজের ১৪সাম্বৎসরিক উৎসব	১৮৯
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	১৯৩
মাঘ ২৭০ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	১৯৭
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	২০০
ব্রহ্মবিদ্যালয়—অষ্টম উপদেশ ..	২০২
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিক সমাজ ..	২০৬
থিওডোর পারকার	২০৯
স্মৃতি শাস্ত্র	২১২
ইতিহাস তত্ত্ব	২১৩
Moral Perfection of Jusus ..	২১৮
ফাল্গুন ২৭১ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	২২১
ষট্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ..	২২২
ঐ মধ্যাহ্ন কাল	২৩৩
ঐ সায়ংকাল	২৩৫
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	২৪২
চৈত্র ২৭২ সংখ্যা।	
ঋগ্বেদ সংহিতা	২৪৫
কলিকাতা মাসিক ব্রাহ্মসমাজ—প্রধান আচার্য্যের উপদেশ	২৪৬
তত্ত্ব বিদ্যা	২৪৭
আত্মোৎকর্ষ বিধান	২৫১
পৃথিবী ও মনুষ্য	২৫৪
থিওডোর পারকার	২৫৬
Nationality Promotion Sociaty ..	২৫৮